হরিচরণ দাসের

অদ্বৈত মঙ্গল

শ্রীরবীন্দ্রনাথ মাইতি, সাহিত্য ভারতী,
এম. এ., ডি. ফিল্
কর্তৃক
সম্পাদিত

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়
বর্ধমান
১৩৭৩

প্রথম প্রকাশ
২৫শে বৈশাখ, ১৩৭৩
মুদ্রণ : এগার শত

মূল্য : দশ টাকা

মৃদুলকান্তি সেন কর্তৃক
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস হইতে
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ভূমিকা

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালা বিভাগে হরিচরণ দাসের 'অদ্বৈতমঙ্গলে'র দুইটি প্রাচীন পুথি বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত গ্রন্থটি সম্পাদিত হয় নাই। অথচ ইতিপূর্বে অদ্বৈত প্রভুর জীবনচরিত বিষয়ক এমন কয়েকটি গ্রন্থ সম্পাদিত ও প্রকাশিত হইয়াছে যেগুলিকে পরে বৈষ্ণবজীবনী সাহিত্যের ইতিহাস-লেখকগণ অপ্রামাণিক বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এ অবস্থায় অদ্বৈতমঙ্গল'-কার নিজেকে অদ্বৈতের সমসাময়িক বলিয়া পরিচিত করায় তাঁহার গ্রন্থখানিও একান্তভাবেই বৈষ্ণবচরিতজিজ্ঞাসু সুধীবৃন্দের আলোচনার বিষয় হইয়া উঠিয়াছে। উক্ত দুইটি পুথি অবলম্বনে বর্তমান গ্রন্থের সম্পাদনা তাঁহাদের সেই আগ্রহ-পূরণের একটি বিনীত প্রয়াস মাত্র।

আজ পর্যন্ত কোনও প্রাচীন বৈষ্ণব জীবনী গ্রন্থের রচনাকাল নিঃসংশয়িতভাবে নির্ধারিত হয় নাই। আবার জয়ানন্দের 'চৈতন্য-মঙ্গলে'র মত প্রসিদ্ধ গ্রন্থও একটিমাত্র অনতিপ্রাচীন পুথির উপর নির্ভর করিয়া প্রকাশিত হইয়াছে এবং মুরারিগুপ্তের কড়চার মত গ্রন্থেরও প্রাচীনতম পুথিটি ৭০ বৎসরের অধিক প্রাচীন নহে। প্রকৃতপক্ষে, দুই বা আড়াইশত বৎসরের পূর্বে লিখিত বাংলা পুথি বিরল বলিলেও চলে। এই দিক হইতে চিন্তা করিলে দুইশত বৎসরের পূর্ববর্তী যে কোনও অপ্রকাশিত বৈষ্ণব জীবনীগ্রন্থ প্রকাশিতব্য হইয়া উঠে। সেই বিচারে 'অদ্বৈতমঙ্গল' গ্রন্থখানির প্রকাশের প্রয়োজনও একান্ত: গ্রন্থের রচনাকাল ষোড়শ শতাব্দী কিনা, কিংবা তাহার রচয়িতা অদ্বৈতশিষ্য হরিচরণ দাস কিনা, গ্রন্থ-সম্পাদনার ক্ষেত্রে এ সকল বিষয়ের বিতর্কমূলক আলোচনা

প্রাসঙ্গিক হইলেও, অনিবার্য নয়। বস্তুত, গ্রন্থটি প্রকাশিত হওয়ার পূর্বে এ সম্বন্ধে কোনও স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছানও সম্ভব নহে। কিন্তু গ্রন্থের এতৎসংক্রান্ত বিষয়গুলির প্রতি পাঠকবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করাও হয়ত অসমীচীন নহে। আলোচনার ক্ষেত্র প্রসারিত হইলে এবং তাহার ফলে অধিকতর তথ্য সংগৃহীত হইলে, কেবল তখনই একটি সুসংগত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব হইতে পারে,—এই বিবেচনায় গ্রন্থ-সম্পাদনার পর এইরূপ আলোচনার সূত্রপাত করিয়া রাখিলাম।

'চৈতন্যচরিতামৃতে'র অদ্বৈতশাখায় একজন হরিচরণের নাম পাওয়া যায়।

লোকনাথ পণ্ডিত আর মুরারি পণ্ডিত।
শ্রীহরিচরণ আর মাধব পণ্ডিত॥
বিজয় পণ্ডিত আর পণ্ডিত শ্রীরাম।
অসংখ্য অদ্বৈতশাখা লব কত নাম॥

বর্ণনা হইতে অদ্বৈতশিষ্য হরিচরণকে হরিচরণ পণ্ডিত বলিয়া ধারণা জন্মে। 'প্রেমবিলাস'-গ্রন্থে দেখা যায় যে একজন শ্রীহরি আচার্য খেতুরির মহামহোৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন।

খণ্ড হইতে আইলেন শ্রীরঘুনন্দন।
সঙ্গে করি লোচনদাস আদি ভক্তগণ॥
শিবানন্দ বাণীনাথ শ্রীহরি আচার্য।
জিত মিশ্র কাশীনাথ ভাগবতাচার্য॥
রঘুমিশ্র শ্রীউদ্ধব আর জগন্নাথ।
আসিল যতেক তার নাম লব কত॥

পরবর্তী-কালের বৈষ্ণব সম্মেলনগুলির বর্ণনায় 'ভক্তিরত্নাকর' প্রদত্ত তালিকাগুলি 'প্রেমবিলাসে'র তালিকার সহিত প্রায়শই মিলিয়া যায়। খেতুরি উৎসবে আগত ভক্তবৃন্দের বিবরণ দিতে গিয়া 'ভক্তিরত্নাকর'-প্রণেতা লিখিতেছেন :

হেনকালে শ্রীখণ্ডের শ্রীরঘুনন্দন।
গণ সহ আইলা যেন সাক্ষাৎ মদন ॥
আর যে সকল মহান্তের আগমন।
তাহা কে কহিবে কিছু করিয়ে গণন ॥
শিবানন্দ সহ বিপ্র বাণীনাথ বর্য।
বল্লভ চৈতন্যদাস. শ্রীহরি আচার্য ॥
ভাগবতাচার্য আর নর্তক গোপাল।
জিতামিশ্র রঘুমিশ্র পরম দয়াল ॥

উক্ত শ্রীহরি আচার্য ও অদ্বৈতশিষ্য শ্রীহরিচরণ এক ব্যক্তি কিনা সন্দেহ জাগিতে পারে। কিন্তু 'চৈতন্যচরিতামৃতে'র গদাধর শাখায় নিম্নোক্ত ভক্তবৃন্দের নাম লিখিত হইয়াছে :

বাণীনাথ ব্রহ্মচারী বড় মহাশয়।
বল্লভ চৈতন্যদাস কৃষ্ণপ্রেমময় ॥
শ্রীনাথ চক্রবর্তী আর উদ্ধব দাস।
জিতামিশ্র কাঠকাটা জগন্নাথ দাস ॥
শ্রীহরি আচার্য সাদিপুরিয়া গোপাল।
কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী পুষ্পগোপাল ॥

ভক্তবৃন্দের নাম দেখিয়া স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে খেতুরী উৎসবে উপস্থিত শ্রীহরি আচার্য গদাধর শিষ্যই ছিলেন। 'কর্ণানন্দ'-কার একজন শ্রীহরি ঠাকুরের নামোল্লেখ করিয়াছেন। তিনি গতিপ্রভুর পুত্র। সুতরাং পরবর্তী-কালের লোক। তাঁহার পক্ষে খেতুরী উৎসবে যোগদান সম্ভব নয়। আবার যদিও গদাধর পণ্ডিত অদ্বৈত-শিষ্যস্থানীয় এবং অদ্বৈতসম্পর্কযুক্ত ছিলেন এবং সম্ভবত তজ্জন্যই 'চরিতামৃত'-কার তাঁহাকে অদ্বৈতশাখার অন্তর্ভুক্ত করিয়া তৎশিষ্যবৃন্দকে উপশাখা হিসাবে পরিচিত করিয়াছেন তৎসত্ত্বেও গদাধরশিষ্য শ্রীহরি আচার্য যে অদ্বৈতশিষ্য শ্রীহরিচরণ বা শ্রীহরিচরণ পণ্ডিত নহেন তাহা ধরিয়া লওয়া যায়। তাছাড়া শ্রীহরিচরণের

সহিত উল্লিখিত লোকনাথ পণ্ডিত, মুরারি পণ্ডিত, মাধব পণ্ডিত, বিজয় পণ্ডিত ও শ্রীরাম পণ্ডিত প্রভৃতির সকলেই সম্ভবত নবদ্বীপ অঞ্চলের লোক ছিলেন। কিন্তু 'প্রেমবিলাস' বা 'ভক্তিরত্নাকরে'র বর্ণনা হইতে শ্রীহরি আচার্যকে খণ্ডবাসী বলিয়াই ধারণা জন্মে। এই সিদ্ধান্ত সত্য হইলে নবদ্বীপ অঞ্চলের অধিবাসী হরিচরণ পণ্ডিতের পৃথক অস্তিত্ব সম্ভব হইয়া পড়ে। জয়ানন্দও তাঁহার 'চৈতন্যমঙ্গলে'র বৈরাগ্য খণ্ডস্থ একটি ভক্ত-তালিকায় 'শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী পণ্ডিত শ্রীহরি'র উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাও উক্ত সিদ্ধান্তের সমর্থক। সুতরাং 'অদ্বৈতমঙ্গল' গ্রন্থটি অকৃত্রিম বা প্রামাণিক হইলে উহার রচয়িতা হিসাবে উল্লিখিত হরিচরণ দাসকেও স্বীকৃতিদান করিতে হয়।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে 'অদ্বৈতমঙ্গলে'র যে পুথিখানি (সংখ্যা—২৬৬) সংরক্ষিত আছে তাহা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংরক্ষিত পুথি অপেক্ষা অধিকতর প্রাচীন হওয়ায় তাহাকেই আমি সম্পাদনার্থ আদর্শ পুথি হিসাবে গ্রহণ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথির সহিত তাহার পাঠ মিলাইয়া লইয়াছি। [পাদটীকায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-পুথিটির সংকেত হিসাবে 'ব' এবং বিশ্ববিদ্যালয় পুথির সংকেত হিসাবে 'বি' লিখিত হইয়াছে।] পরিষৎ-পুথিটি ১৭১৩ শকাব্দায় নরসিংহ দেবশর্মা কর্তৃক অন্য একটি পুথি হইতে 'যথাদৃষ্টং তথা লিখিতং' হয়। গ্রন্থটি আল্লা তুলট কাগজে লিখিত, ১০১ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। পত্রের আয়তন=৯˙৩×৭˙১ এবং প্রতি পৃষ্ঠায় ১০+১০=২০ অথবা ১১+১১=২২ পংক্তি; প্রতি পংক্তিতে মোটামুটি দুইটি করিয়া পদ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালায় রক্ষিত পুথিখানির (সংখ্যা ৩২২৩) পত্র ও লিপিকাল আরও আধুনিক। ১২৫০ সনে লিখিত এই পুথিটির লেখকের নাম ছিন্নপত্রে পড়িয়াছে। কিন্তু তাহার পরের অংশ হইতে মালিক হরিধর সাধারির নাম পাওয়া যায়। এই গ্রন্থখানিও 'জথাদৃষ্ট তথা লিখিতং'

হইয়াছে। গ্রন্থখানি ৭০ পৃষ্ঠায় (ফোলিও) সম্পূর্ণ এবং পত্রের আয়তন ১ ফু. ৫ ই. × ৪ ই., প্রতি পৃষ্ঠায় ১০+১০=২০ পংক্তি, প্রতি পংক্তিতে মোটামুটি তিনটি করিয়া পদ। সমাপ্তি-পত্রের বিপরীত পৃষ্ঠায় আধুনিক হস্তাক্ষরে পৃথকভাবে লিখিত অংশটুকু হইতে জানা যায় যে গ্রন্থখানির পরবর্তী মালিক ছিলেন পাগলা গো - - পাড়া নিবাসী দীননাথ গোস্বামী। উল্লেখযোগ্য যে গ্রন্থ সমাপ্তির পরেই অন্য একটি আধুনিক হস্তাক্ষরে লিখিত হইয়াছে : শকাব্দা ১৬৮২ শ্রিবাণীর গ্রন্থের সহিত এই গ্রন্থ মিলিত হইল। ইতি। কিন্তু বহুল পাঠান্তর। - প্রকৃতপক্ষে, গ্রন্থখানির বহুস্থলেই দ্বিতীয় ব্যক্তির দ্বারা শুদ্ধপাঠ গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু তৃতীয় এক ব্যক্তিও উহার উপর লেখনী চালনা করিয়া উহাকে অধিকতর শুদ্ধ করিবার জন্য প্রয়াসী হইয়াছেন।

যাহা হউক, প্রাপ্ত দুইখানি পুথি ছাড়া আরও তিনখানি প্রাচীন পুথির সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। এই পাঁচখানি পুথির মধ্যে আবার তিনখানির লিপিকালও জানা যাইতেছে। বিশ্ববিদ্যালয় পুথির অনুলিখনকাল ১২৫০ সন বা ১৮৪৩ খ্রী., সাহিত্য পরিষৎ পুথির অনুলিখনকাল ১৭১৩ শক বা ১৭৯১ খ্রী. এবং শ্রীবাণীর পুথিটি ১৬৮২ শক বা ১৭৬০ খ্রী.-এ লিখিত হয়। লিপিদৃষ্টে প্রথমোক্ত দুইখানি পুথির অনুলিখন কালকে সন্দেহ করিবার কারণ থাকে না। আবার পরিষৎ পুথির লিপিকার যে শ্রীবাণীর পুথিটিকেই মূল পুথিরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন, এইরূপ মনে করিবারও কারণ নাই। সেইরূপ হইলে সম্ভবত প্রাপ্ত দুইখানি পুথির মধ্যে ভিন্নার্থ ও ভিন্নভাব-যুক্ত অত্যধিক পাঠ-বিভিন্নতা পরিদৃষ্ট হইত না। এই সকল হইতে এবং প্রাপ্ত পুথিগুলিতে ব্যবহৃত ভাষা দেখিয়া বুঝা যায় যে অন্তত সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর সন্ধিকালে কোন না কোন পুথি বিদ্যমান ছিল। ঐ সময় যদি হরিচরণ দাসের নামে কোনও ব্যক্তি 'অদ্বৈতমঙ্গল' গ্রন্থ রচনা করিয়া থাকেন, তাহা হইলে অবশ্য স্বতন্ত্র

কথা। কিন্তু অদ্বৈতশিষ্য হরিচরণের জীবৎকালের শতবর্ষ মধ্যেই অদ্বৈতপ্রভুর মত বিখ্যাত ব্যক্তির একটি জীবনকাহিনী তাঁহার নামে আরোপিত করা সম্ভব ছিল বলিয়া মনে হয় না। গ্রন্থের বিষয়বস্তু ও ঘটনা-সংস্থাপন রীতি হইতে বুঝা যায় যে গ্রন্থকারের বক্তব্য অকপট ও নির্ভরযোগ্য। যে চাতুর্য প্রয়োগে একটি গ্রন্থের বিষয়-বস্তুকে তাহার কৃত্রিমতা সত্ত্বেও সত্য বলিয়া প্রতিভাত করা যায়, সপ্তদশ শতকের শেষভাগে তাহাও বোধকরি সম্ভব ছিল না।

যতদূর মনে হয় আলোচ্য গ্রন্থখানি 'চৈতন্যভাগবত'াদি গ্রন্থের প্রভাব বর্জিত। এ সম্বন্ধে অন্তত একটি ঘটনাবিবৃতি বিশেষভাবেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বৃন্দাবনদাসের আতিশয্যমণ্ডিত বিবরণ হইতে জানা যায় যে অদ্বৈতপ্রভুর বেদান্ত-ব্যাখ্যার পর গৌরাঙ্গ কর্তৃক অদ্বৈতদণ্ড ব্যাপারটি শান্তিপুরে ঘটিয়াছিল। কিন্তু 'অদ্বৈতমঙ্গল' মতে উহা শান্তিপুরের ঘটনা নহে এবং উহার পূর্বে গৌরাঙ্গ গৌরীদাস পণ্ডিতকে দূতরূপে নিযুক্ত করিয়া শান্তিপুরে প্রেরণ করিয়াছিলেন। গৌরীদাসের দৌত্যকর্মের ব্যাপারটি 'চৈতন্যভাগবতে' নাই। এস্থলে কোন্ গ্রন্থের বর্ণনা সত্য সে বিচার না করিয়াও বলা যায় যে এই ঘটনাটির বর্ণনায় 'অদ্বৈতমঙ্গল' গ্রন্থখানিতে 'চৈতন্যভাগবতে'র কোনও প্রভাব দেখা যায় না। 'চৈতন্যভাগবত' পাঠ করিবার পরে কোনও একজন অখ্যাত ব্যক্তির পক্ষে ঐরূপ একটি প্রাচীন, প্রামাণিক ও সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থের এইরূপ বিরুদ্ধ বর্ণনা প্রদান সম্ভবপর মনে হয় না। এই প্রসঙ্গে আরও একটি বিষয় দৃষ্টি আকর্ষণ করে। গ্রন্থখানিতে দলগত বিভেদের চিহ্নমাত্র দেখা যায় না এবং ইহার সর্বত্র একটি উদার দৃষ্টিভঙ্গি প্রত্যক্ষ করা যায়। গ্রন্থমধ্যে চৈতন্য নিত্যানন্দের বিষয় এবং অদ্বৈতের সহিত তাঁহাদের সম্বন্ধের কথা বিশেষভাবেই বর্ণিত হইয়াছে। তাঁহাদের প্রত্যেকেরই মহিমা বর্ণনাকেও লেখক অপরিহার্য মনে করিয়াছেন। সেজন্য স্থানাভাব হয় নাই, বা তাঁহারা অনাবশ্যক স্থান জুড়িয়া বসেন নাই। মহাপ্রভুর

জীবৎকাল হইতেই বৈষ্ণবভক্তবৃন্দের মধ্যে যে দলগত বিভেদ জাগিয়া উঠিতেছিল এবং তাহার বিবরণ পরবর্তী-কালের গ্রন্থগুলিতে যেভাবে ক্রমে ক্রমে পল্লবিত হইয়া উঠিতেছিল তাহাতে মনে হয় যে সুদূরবর্তী-কালে চৈতন্যের অশেষ শ্রদ্ধাপ্রাপ্ত এবং সর্বজনপূজ্য একজন বিশেষ শক্তিমান ব্যক্তির জীবনকথা লিখিতে বসিয়া কোনও লেখকের পক্ষে এইরূপ পক্ষপাতিত্বহীন ও সাম্প্রদায়িকতা দোষমুক্ত হওয়া সম্ভব ছিল না। গ্রন্থ হইতে এমনও আভাস পাওয়া যাইতে পারে যে হয়ত এই গ্রন্থ রচনাকালেই অদ্বৈত নিত্যানন্দ সম্বন্ধীয় বিরোধ প্রকটিত হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও ঘটনাবলীর বর্ণনায় কবি যে সংযমের পরিচয় দিয়াছেন এবং যেভাবে তিনি অদ্বৈতলীলাকাহিনীর উপর যবনিকা টানিয়া দিয়াছেন তাহাতে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে একজনকে খর্ব করিয়া সাড়ম্বরে অন্য এক ব্যক্তির মাহাত্ম্য প্রচার করিবার প্রয়োজনীয়তা তখনও পর্যন্ত বিশেষভাবে অনুভূত হয় নাই, বা হইলেও তাহাকে সর্বজনপাঠ্য গ্রন্থমধ্যে প্রচার না করিবার সংযমশিক্ষা অদ্বৈতপ্রভুর মত ব্যক্তিরই প্রত্যক্ষ প্রভাবে সম্ভব হইয়াছিল। এইদিক হইতে বিচার করিলেও অদ্বৈতের জীবৎকালে বা তাঁহার তিরোধানের অতি অল্পদিন পরেই এই গ্রন্থ রচনার কাল অনুমিত হইতে পারে।

তথ্য সংগ্রহ বিষয়ে 'অদ্বৈতমঙ্গল'-কার যে বিবরণ দিয়াছেন তাহা উল্লেখযোগ্য। গ্রন্থকার পুনঃ পুনঃ জানাইতেছেন যে তিনি অচ্যুতানন্দের শিষ্য ছিলেন এবং গুরুর আজ্ঞাক্রমেই গ্রন্থরচনা করিতেছেন। অদ্বৈত এবং তাঁহার শিষ্যবৃন্দেরও অনুমতি ছিল এবং তথ্যসংগ্রহ ব্যাপারে কবি উঁহাদের সকলেরই সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। গ্রন্থকার বলেন যে অদ্বৈতের গ্রাম-সম্পর্কিত মাতুল বিজয়পুরী শান্তিপুরে আসিলে অদ্বৈতশিষ্যবৃন্দ তাঁহার নিকট অদ্বৈতের বাল্যলীলা বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়াছিলেন ; বাল্যলীলা বিষয়ে উহাই ছিল তাঁহার একমাত্র উপজীব্য। কবি আরও লিখিয়াছেন,

"শ্যামদাস কহিল প্রভুর শাস্ত্রের প্রকাশ।" অদ্বৈতের বিবাহাদি ব্যাপারে এই শ্যামদাসের কর্তৃত্ব সম্বন্ধে তিনি বিশেষভাবে উল্লেখ করিলেও অদ্বৈতের এই প্রাচীন-শিষ্য প্রণীত কোনও গ্রন্থ হইতে তিনি কোন সাহায্য পাইয়াছিলেন কিনা তাহার উল্লেখ করেন নাই। তবে এ বিষয়ে তিনি বিশেষ উল্লেখ করিয়াছেন অদ্বৈতের বৃন্দাবন-ভৃত্য কাম্যবননিবাসী কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারীর। কৃষ্ণদাস অদ্বৈত-মাধবেন্দ্র কথোপকথনাদি বিষয়ে যে 'সূত্র'-গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন তাহা তিনি অদ্বৈতশিষ্য শ্রীনাথকে অর্পণ করেন এবং শ্রীনাথও দয়াপূর্বক তাহা গ্রন্থকারকে প্রদান করিলে তিনি সেই 'কৃষ্ণদাসের কড়চা'খানি ব্যবহার করেন। কৈফিয়ত স্বরূপ গ্রন্থকার বলিয়াছেন যে তথ্যবর্ণনা বিষয়ে 'ভালমন্দ আমি কিছু বিচার না দেখি' এবং উক্ত ব্যক্তিবৃন্দের মধ্যে কাঁহার নিকট কোন্ তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে তাহা তিনি বার বার উল্লেখ করিয়াছেন। গৃহীত তথ্যের উৎস সম্বন্ধে এইরূপ উল্লেখ অন্য কোনও গ্রন্থে বড় একটা দেখা যায় না। অদ্বৈতপ্রভুর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ ঘটা সত্ত্বেও অদ্বৈতের পূর্ববর্তী লীলাগুলির জন্য যে তিনি পুনঃপুনঃ প্রাচীন শিষ্যবৃন্দের ঋণ স্বীকার করিয়াছেন এবং 'অদ্বৈতপ্রকাশ'-কারের মত ঘটনার উদ্ভাবন করিয়া নিজেকে তাহার দ্রষ্টারূপে চালাইয়া দেন নাই. বা অদ্বৈতলীলার কোথাও নিজেকে উপস্থাপিত করিতে চাহেন নাই, তাহাতে তাঁহার অকপট সত্যসন্ধ মনোভাব সম্বন্ধে হয়ত আস্থাবান হইতে পারা যায়।

'অদ্বৈতপ্রকাশ'-কারের মত আলোচ্য গ্রন্থকার কোন আত্মবিবরণীও প্রদান করেন নাই। তবে তিনি নিজেকে অদ্বৈতের 'ভৃত্য' বা 'দাস' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু অদ্বৈতের জ্যেষ্ঠ পুত্র অচ্যুতানন্দের নিকটই তাঁহার কৃতজ্ঞতা সর্বাধিক। গ্রন্থারম্ভে ও অন্যত্র তিনি অচ্যুতানন্দকে স্পর্শমণির সহিত তুলনা করিয়া তাঁহারই দ্বারা অনুপ্রাণিত হইবার কথাও বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু কবিজীবন সম্পর্কে এতদতিরিক্ত আর কিছু জানা যায় না।

অচ্যুতানন্দের নিকট শিষ্যত্ব গ্রহণ এবং অদ্বৈতের প্রাচীন শিষ্যবৃন্দের নিকট পূর্বলীলা সম্বন্ধীয় তথ্য সংগ্রহাদির বিষয় বিবেচনা করিয়া বোধহয় আর এইটুকু বলা চলে যে গ্রন্থকার বৃন্দাবন-প্রত্যাগত অদ্বৈতের শান্তিপুরলীলার প্রথম দিকে তাঁহার সহিত যুক্ত হইতে পারেন নাই।

কিন্তু পূর্বোক্ত বিষয়গুলি ছাড়াও 'অদ্বৈতমঙ্গলে' আরও এমন কতকগুলি তথ্য আছে যাহার সম্বন্ধে অন্য কোথাও কিছুই জানা যায় না। কামাবনবাসী কৃষ্ণদাস, দিবাসিংহ, বিজয়পুরী এবং সনাতন-রূপের পূর্বপুরোহিত শ্রীনাথ আচার্য প্রভৃতির উল্লেখ পূর্ববর্তী অন্য কোনও গ্রন্থে নাই। পরবর্তী দুই একটি গ্রন্থে উঁহাদের যৎসামান্য বিবরণ থাকিলেও তাহা যে সম্পূর্ণতই 'অদ্বৈতমঙ্গলে'র প্রভাবজাত তাহা পরবর্তী আলোচনায় স্পষ্টীকৃত হইবে। চৈতন্য কর্তৃক অদ্বৈতদণ্ডের পূর্বে গৌরীদাস পণ্ডিতের দৌত্যক্রিয়ার সংবাদও নূতন। কিন্তু বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা শান্তিপুরে তিনপ্রভুর দানলীলাভিনয়। গ্রন্থমতে, শ্রীবাস, নরহরি প্রভৃতি গৌরাঙ্গের নবদ্বীপলীলা-সঙ্গী-বৃন্দও এই অভিনয়ে যোগদান করিয়াছিলেন।

ঘটনার কালক্রম সম্বন্ধে অসংগতির আশঙ্কায় কবি কৈফিয়ত দিয়াছেন :

বর্ণন করিব সর্ব্বে করি আগু পিছু।

কিংবা, প্রসঙ্গ পাইয়া পরে পূর্বে যে লিখিলা।

কিন্তু অন্যান্য বৈষ্ণবগ্রন্থের তুলনায় গ্রন্থোক্ত বিবরণের কালানুক্রমিক ত্রুটি অত্যল্পই বলা চলে। [যেমন, মহাপ্রভুর সন্ন্যাসগ্রহণ ও তৎকর্তৃক অদ্বৈতদণ্ড, এই ঘটনাদ্বয়ের বিবরণ বিশৃঙ্খল-বিন্যস্ত হইয়াছে। অবশ্য পরবর্তী হস্তক্ষেপ বা অন্য কোন কারণেও ঐরূপ হওয়া সম্ভব। কারণ, গ্রন্থ শেষে 'অনুবাদ'-অংশে সন্ন্যাসগ্রহণের উল্লেখই নাই।] আর একটি বৈশিষ্ট্যও দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মাধবেন্দ্র পুরী, গৌরাঙ্গ, নিত্যানন্দ, সীতাদেবী ছাড়াও হরিদাস,

কিংবা পূর্বোক্ত দিবাসিংহ, কৃষ্ণদাস. শ্যামদাস, শ্রীনাথ-আচার্য প্রভৃতি অদ্বৈতের প্রাচীন শিষ্যবৃন্দের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে যথাযোগ্য বিবরণ পৃথক্ পৃথক্ ভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। অথচ কোথাও কোন অসংযম বা বাহুল্য দৃষ্ট হয় না। কামদেব, পুরুষোত্তম, শংকর, ঈশান, বাসুদেব-দত্ত, গোবিন্দ প্রভৃতি শিষ্যের প্রসঙ্গও উল্লিখিত হইয়াছে। সেই উল্লেখের মধ্যেও নৈপুণ্যের ছাপ পরিস্ফুট। আবার সীতাশিষ্য জঙ্গলী নন্দিনী সম্বন্ধে এবং সম্ভবত আরও কোন কোন ঘটনা সম্বন্ধে অন্যান্য গ্রন্থকারের বর্ণনা যে এই গ্রন্থোক্ত বিবরণের পরিবর্তিত বা বর্ধিত সংস্করণ বিশেষ, তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। সেই সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনার প্রয়োজন আছে। .

অদ্বৈতজীবন-চরিত লইয়া কয়েকটি গ্রন্থ লিখিত হয়—'অদ্বৈতমঙ্গল', 'বাল্যলীলাসূত্র', 'অদ্বৈতপ্রকাশ', 'অদ্বৈতবিলাস' এবং 'অদ্বৈতসূত্রকড়চা' বা 'অদ্বৈতকড়চাসূত্র'। অদ্বৈতপত্নী সীতাদেবীর সম্বন্ধে লিখিত 'সীতাগুণকদম্ব' ও 'সীতাচরিত্র' গ্রন্থদ্বয়কেও এই পর্যায়ে ফেলা চলে। গ্রন্থ দুইটি যথাক্রমে বিষ্ণুদাস আচার্য ও লোকনাথ চক্রবর্তীর নামে আরোপিত। প্রথমে এই দুইটি গ্রন্থ সম্বন্ধে সামান্য আলোচনা প্রয়োজন।

'চৈতন্যচরিতামৃতে'র অদ্বৈতশাখায় বিষ্ণুদাসাচার্যের নাম আছে। 'ভক্তিরত্নাকরে'ও লিখিত হইয়াছে যে খেতুরি মহামহোৎসবে যোগদানের নিমিত্ত অদ্বৈতপুত্র অচ্যুতানন্দের সহিত যে সকল অদ্বৈতশিষ্য গমন করেন, তাঁহাদের মধ্যেও বিষ্ণুদাসাচার্য উপস্থিত ছিলেন। 'অদ্বৈতপ্রকাশ'-কার কিন্তু তাঁহাকে বিশ্বরূপ এবং গৌরাঙ্গ আবির্ভাবেরও পূর্ববর্তীকালের অদ্বৈত-মন্ত্রশিষ্যবৃন্দের অন্যতমরূপে চিত্রিত করিয়া অদ্বৈত-তিরোভাবকাল পর্যন্ত তাঁহাকে অদ্বৈতসঙ্গী হিসাবে বর্ণিত করিয়াছেন। কিন্তু বিশ্বরূপের জন্মের পূর্বেও যিনি অদ্বৈতের নিকট ভাগবত শিক্ষা করিয়াছিলেন তাঁহাকে খেতুরি-মহামহোৎসবে যোগদান করিতে হইলে তাঁহার গুরু অদ্বৈতের মতই

প্রায় 'সওয়া শত বর্ষ' জীবন ধারণ করিতে হয়। অদ্বৈতের সওয়া শত বৎসর জীবৎকালের কথা একমাত্র 'অদ্বৈতপ্রকাশ'-কারই প্রচার করিয়াছেন। বস্তুত, বিষ্ণুদাসাচার্য সম্বন্ধে 'অদ্বৈতপ্রকাশ'-কারের বিবরণ গ্রহণ করিবার প্রয়োজন দৃষ্ট হয় না। কিন্তু 'চৈতন্যচরিতামৃত' কিংবা 'ভক্তিরত্নাকরে' উল্লিখিত বিষ্ণুদাসাচার্যই 'সীতাগুণকদম্বে'র লেখক কিনা তাহা অবশ্যই বিচার্য।

গ্রন্থকার 'অচ্যুতানন্দের পাদপদ্ম আশা' করিয়া এবং সীতাদেবীর ঐকান্তিক আনুগত্য ও দাসত্ব স্বীকার করিয়া নিজেকে বিষ্ণুদাস আচার্য বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন যে নন্দিনী ও জঙ্গলীকে 'রাধাকৃষ্ণ সিদ্ধিমন্ত্র' দান করিয়া যথাবিধি দীক্ষাদানের পর সীতাদেবী তাঁহাদের মধ্যে সেই দীক্ষার প্রভাব প্রত্যক্ষ করিয়া

> পুনরপি মো পাপীরে করুণা করিলা॥
> রাধাকৃষ্ণ সিদ্ধিমন্ত্র দিয়া দুহার কানে।
> শীতল করিলা ছায়া দিয়া শ্রীচরণে॥
> কে কহিতে পারে তার কৃপার মাধুরী।
> আমারে সঁপিলা কেন কনক অঙ্গুরী॥
> এ প্রসঙ্গ যদ্যপি কহিতে না যুয়ায়।
> কি করিব তাঁর কৃপা আনন্দে উঠায়॥

উক্তি হইতে মনে হয় যে সীতাদেবী সম্ভবত গ্রন্থকারকেও 'সিদ্ধিমন্ত্র' প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু অদ্বৈত কর্তৃক দীক্ষিত হইবার পর পুনরায় তৎপত্নী কর্তৃক তাঁহার দীক্ষিত হইবার কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। আর যদি 'অদ্বৈতপ্রকাশো'ক্ত অদ্বৈত কর্তৃক তাঁহার দীক্ষা-বিবরণটিকে ভুল ধরিয়া লই, তাহা হইলে এমনও মনে হইতে পারে যে সীতাদেবীর শিষ্য হিসাবেও 'চৈতন্যচরিতামৃতে'র অদ্বৈতশাখা-মধ্যে তাঁহার স্থান পাওয়া, কিংবা খেতুরীর উৎসবেও তাঁহার যোগদান করা বিচিত্র নহে। কিন্তু অন্য কতকগুলি বিষয়

প্রণিধানযোগ্য।

প্রথমত, 'সীতাগুণকদম্ব' ও 'সীতাচরিত্র' নামক গ্রন্থদ্বয়কে একইগ্রন্থের ভিন্ন সংস্করণ হিসাবে সহজেই গ্রহণ করা চলে। দ্বিতীয়ত, গ্রন্থমধ্যে যেভাবে এতগুলি অলৌকিক বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতে তাহা কোন প্রত্যক্ষদ্রষ্টা বা প্রত্যক্ষসঙ্গীর বিবরণ বলিয়া বিবেচনা করা প্রায় অসম্ভব। তৃতীয়ত, গৌরাঙ্গের গৃহভৃত্য ঈশানের সহিত অদ্বৈতভৃত্য ঈশানের এমন একটি সংমিশ্রণ ঘটান হইয়াছে যাহা কেবল জনশ্রুতি বা পরবর্তী-কালের বিবরণকে অবলম্বন করিয়াই কল্পনা করা সম্ভব। চতুর্থত, গ্রন্থকার যে অদ্বৈতশিষ্য মুরারি পণ্ডিতের সহিত নিত্যানন্দশিষ্য মুরারি-চৈতন্যদাসকে এক করিয়া ফেলিয়াছেন, তাহাও মনে করিবার সংগত কারণ আছে। প্রত্যক্ষদ্রষ্টার পক্ষে এই ভ্রম সম্ভব নহে। পঞ্চমত, গ্রন্থকার আপনাকেই অদ্বৈত-বিবাহের ঘটক বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। অথচ অদ্বৈত-শিষ্য শ্যামদাস আচার্যই যে ঐ বিবাহের ঘটক ছিলেন সে বিষয়ে অন্যান্য চরিতকারদিগের মধ্যে দ্বিমত নাই। আবার গ্রন্থকার যে সীতাদেবীর পালকপিতা হিসাবে নৃসিংহ ভাদুড়ীর পরিবর্তে শান্তিপুরবাসী গোবিন্দনামধারী এক দ্বিজকে উপস্থাপিত করিয়াছেন, তাহাও অন্য সকল গ্রন্থের মতবিরুদ্ধ। আশ্চর্যের বিষয় এই যে গ্রন্থমধ্যে অদ্বৈতপত্নী শ্রী-দেবীর উল্লেখ পর্যন্ত নাই। গ্রন্থোক্ত গোবিন্দ-সীতা কাহিনীটিও পরমাশ্চর্যের বিষয়। ঘটনার বেশ কিছুকাল পরে অন্যব্যক্তির পক্ষে এইরূপ বর্ণনাদান অসম্ভব না হইতেও পারে। কিন্তু আলোচ্য গ্রন্থের এই সকল বিবরণ প্রত্যক্ষ-দর্শীর বর্ণনা বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। গ্রন্থকার সম্ভবত অদ্বৈতশিষ্য তালিকা হইতে নামটি সংগ্রহ করিয়াছেন।

১৩০৪ সালের সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় অচ্যুতচরণ চৌধুরী মহাশয় লিখিয়াছিলেন যে 'সীতাচরিত্র' গ্রন্থের রচয়িতা লোকনাথ দাস অদ্বৈতপ্রভুর 'মন্ত্রশিষ্য' ও পদ্মনাভ চক্রবর্তীর পুত্র। কিন্তু

'সীতাচরিত্র' সম্বন্ধেও উক্ত কারণগুলির একটি ছাড়া প্রায় সকলগুলিই প্রযোজ্য হইতে পারে। অধিকন্তু, গ্রন্থকার লোকনাথ দাস তিনবার 'ব্যাস-অবতার' (কৃষ্ণদাস কবিরাজ আখ্যাত) বৃন্দাবনদাস এবং একবার 'চৈতন্যভাগবত' ও একবার 'কবিরাজ ঠাকুরে'র 'চৈতন্যচরিতামৃতে'র উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু মহাপ্রভুর প্রায় সমবয়স্ক অদ্বৈতশিষ্য লোকনাথ চক্রবর্তীর পক্ষে 'চৈতন্যচরিতামৃতে'র রচনাসমাপ্তির পরবর্তী কাল পর্যন্ত জীবিত থাকিয়া তাহারও পরে গ্রন্থরচনা সম্ভবপর নহে। এমন কি, গ্রন্থকার আরও লিখিয়াছেন, "কহে লোকনাথ দাস শ্রীচৈতন্যপদে আশ কৃপাকরি দেহ ব্রজে বাস।" যৌবনারম্ভ হইতে শেষপর্যন্ত ব্রজবাসী লোকনাথ চক্রবর্তীর পক্ষে এইপ্রকার উক্তি অদ্ভুত মনে হয়। কারণ, লোকনাথ যে বার্ধক্যে কখনও বৃন্দাবন ত্যাগ করিয়া অন্যত্র বাস করিয়াছিলেন এমন প্রমাণ কোথাও নাই। আবার গ্রন্থশেষে লিখিত হইয়াছে, "ত্রয়োদশাধ্যায় গ্রন্থ হৈল সমাধিত।" কিন্তু প্রকৃতপক্ষে গ্রন্থে কোনও অধ্যায় বা পরিচ্ছেদ নাই। 'চৈতন্যচরিতামৃতে'র অদ্বৈতশাখামধ্যে লোকনাথ চক্রবর্তীর নাম পাওয়া যায় না। তথায় একজন লোকনাথ পণ্ডিতকে পাওয়া যায়। নরহরি চক্রবর্তী বলেন যে তিনি গদাধর দাসের তিরোধান তিথি-মহোৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। সম্ভবত 'সীতাচরিত্রে'র গ্রন্থকার অদ্বৈতশিষ্য-তালিকা হইতে নাম সংগ্রহকালে তাঁহাকেই লোকনাথ চক্রবর্তী ধরিয়া লইয়াছেন।

'অদ্বৈতসূত্রকড়চা'গুলি আধুনিক-কালে লিখিত। পরে ইহাদের উল্লেখ করা যাইবে। কিন্তু বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে এ সম্বন্ধে আর একটি পুথি রক্ষিত আছে—'অদ্বৈতবিলাস'। গ্রন্থকর্তা নরহরিদাস। পনর পৃষ্ঠার পুথির প্রথম প্রায় তিন পৃষ্ঠা বৈষ্ণব বন্দনার পর পরবর্তী পাঁচ পৃষ্ঠায় অদ্বৈতজন্ম-বিবরণ। নবম পৃষ্ঠায় অদ্বৈতের নামকরণ, দশমে তৎকর্তৃক গৌরাঙ্গ নামোচ্চারণ ও কৃষ্ণপ্রসাদ মাহাত্ম্য বর্ণনা এবং একাদশ-ত্রয়োদশ পৃষ্ঠায় এক মূর্খ

ব্রাহ্মণীর অর্থাভাব ও দুর্দশার বিষয় শ্রবণে তাঁহাকে অদ্বৈত কর্তৃক কৃষ্ণভক্তির উপদেশদান। শেষ পৃষ্ঠাদ্বয়ে ক্রীড়ারত অদ্বৈত কর্তৃক শ্রবণমাত্রেই ভাগবতের শ্লোকের পুনরাবৃত্তি এবং তাঁহার শ্লোকপাঠে বিহ্বলতা দেখিয়া অদ্বৈতজননীর ব্যাকুলতা। — এইখানে গ্রন্থ খণ্ডিত। গ্রন্থে 'বৃন্দাবন দাস ঠাকুর, কবিরাজ গুণমণি'র নাম আছে। 'সাধু আজ্ঞা'য় গ্রন্থটি লিখিত এবং বিবৃত বিষয়গুলির অবতারণা করিয়া গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, "এ সকল অন্যগ্রন্থে বিস্তার বর্ণন।" কিংবা, "এথা না লিখিল ইহা অন্যত্র প্রচার।" — 'অন্যগ্রন্থে'র নাম নাই, আজ্ঞাকারী সাধুবৃন্দের নাম নাই, গ্রন্থকারের আত্মবিবরণ নাই, গ্রন্থের লিপিকাল নাই, গ্রন্থের শেষ নাই, দ্বিতীয় পুথি নাই। গ্রন্থটি সুরক্ষিত আছে।

লাউড়ীয় কৃষ্ণদাসের 'শ্রীবাল্যলীলাসূত্রং' গ্রন্থখানি বিশেষভাবে আলোচ্য। একটিমাত্র পুথি এবং তাহাতে লিপিকাল নাই। সংস্কৃতপুথি, ভ্রমপ্রমাদে পরিপূর্ণ থাকায় অনেকেই (অন্তত ৩।৫ জন) "পাঠকালে অনেকাংশে লিপিকর প্রমাদ সংশোধন করেন।" ফলে মুদ্রিত গ্রন্থখানি মূলপুথি হইতে একটি ভয়াবহ ব্যবধান রচনা করিয়াছে। অবশ্য কৈফিয়ত আছে। স্বয়ং গ্রন্থকার শেষশ্লোকে প্রার্থনা জানাইয়াছেন, "প্রার্থিতঞ্চেতি সন্তঃ সংশোধয়ন্তু তৎ।" সম্পাদক মহাশয় অনুবাদ করিয়াছেন, "আছে মম এক নিবেদন — কৃপা করি সাধুগণ করিবে শোধন।" 'অদ্বৈতবিলাসে'র পূর্বে 'সাধু', 'সাধু' এই গ্রন্থের পরে।

'প্রেমবিলাসে'র প্রাপ্ত পুথিগুলি পঞ্চদশ, ষোড়শ, বিংশ, দ্বাবিংশ, চতুর্বিংশ বা সার্ধচতুর্বিংশ বিলাসে সম্পূর্ণ। পণ্ডিতবৃন্দের মতে বিংশবিলাস পর্যন্ত মোটামুটি প্রামাণিক। পরবর্তী বিলাসগুলি সম্বন্ধে প্রায় সকলেই সংশয় পোষণ করেন। ঐ গ্রন্থের চতুর্বিংশ বিলাসে আছে, "শ্রীহট্ট লাউড়ের নবগ্রামে রাজা দিব্যসিংহের বাস," এবং তাঁহার সভাপণ্ডিত ছিলেন অদ্বৈতজনক কুবের আচার্য।

গ্রন্থমতে দিব্যসিংহ শান্তিপুরে আসিয়া অদ্বৈতের নিকট গোপাল মন্ত্রে দীক্ষিত হইলে 'কৃষ্ণদাস' নাম প্রাপ্ত হন। গ্রন্থকার দিব্যসিংহ-রচিত কোনও গ্রন্থের নাম উল্লেখ করেন নাই। তিনি তাঁহার সম্বন্ধে কেবল লিখিয়াছেন, "অদ্বৈত বাল্যলীলা তেঁহো প্রকাশ করয়।" এবং "অদ্বৈতচরিত কিছু তেঁহো প্রকাশিলা।" আলোচ্য গ্রন্থমধ্যে কিন্তু গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের নাম যথাক্রমে লিখিত হইয়াছে, 'শ্রীবাল্যলীলা-সূত্রং' ও 'লাউড়ীয় কৃষ্ণদাস'। এবং গ্রন্থকার লিখিয়াছেন (জানিনা এই মুদ্রিতাংশগুলি স্বকপোলকল্পিত সংশোধন বা যোজনা কিনা), 'অদ্বৈতদেবস্য গুরোরনুজ্ঞয়া' তিনি অদ্বৈতের পূর্বপুরুষগণের বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। অষ্টসর্গসমন্বিত গ্রন্থের মধ্যে কেবল এই বিবরণই দুইটি সর্গের পরিসর গ্রহণ করিয়াছে। গ্রন্থকার আরও লিখিয়াছেন, "অহং গুরুং তং কমলাক্ষমীড়ে।" উল্লেখযোগ্য যে, কমলাকান্ত বা কমলাপতি প্রভৃতি নামের পরিবর্তে অদ্বৈতের নামকরণ হয় 'কমলাক্ষ' যদিও অদ্বৈতাবির্ভাবের পূর্বে কুবেরকে স্বয়ং গঙ্গাদেবীই 'অব্রবীত্বয়িমন্নাথঃ স্বাংশেন সংভবিষ্যতি।' বস্তুত, নামটি 'চৈতন্য-চরিতামৃত' হইতে গৃহীত—

কমল নয়নের তিঁহো যাতে অঙ্গ-অংশ।
কমলাক্ষ করি ধরে নাম-অবতংশ॥

নাম গ্রহণ করিলেও নামকরণ সম্বন্ধে গ্রন্থকার যে কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রদত্ত ব্যাখ্যা গ্রহণ করেন নাই, তাহার কারণ, তাঁহার নিকট অন্য প্রদত্ত আকর্ষণীয় ব্যাখ্যা সমুপস্থিত ছিল। তিনি সরলভাবেই একজনের নাম এবং অন্য জনের ব্যাখ্যা গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু যাহা হউক, গ্রন্থ-সম্পাদক এবং আরও কেহ কেহ 'প্রেমবিলাসে'র উক্তপ্রকার বিলাসের ঐরূপ প্রমাণ বলেই উক্ত 'লাউড়ীয় কৃষ্ণদাস'কে দিব্যসিংহ বলিয়া নিশ্চিতভাবেই গ্রহণ করিয়াছেন। অথচ স্বয়ং গ্রন্থকারও কোথাও নিজেকে দিব্যসিংহ বলিয়া উল্লেখ করেন নাই; গ্রন্থমধ্যে দিব্যসিংহ সর্বত্রই প্রথম পুরুষরূপে উল্লিখিত (দিব্যসিংহস্য

কোবিদঃ.........যযৌ. শ্রীদিব্যসিংহোহি.........তত্র সমাগতঃ স্বয়ং, নৃপনন্দনো গতঃ, ধৃত্বা শ্রীদিব্যসিংহঃ প্রভুং........., ইত্যাদি) ; এমনকি গ্রন্থকার একসময় দিব্যসিংহ সম্বন্ধে বলিতেছেন. "ধরণীপতি......... তোষয়ামাস দেবীঃ।" নিজের সম্বন্ধে বৃদ্ধভক্ত দিব্যসিংহের এইরূপ আখ্যান-প্রদান পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

বাল্যলীলা সম্বন্ধীয় অষ্টসর্গাত্মক গ্রন্থের চারিটি সর্গে অদ্বৈত-বাল্যলীলার তিনটি মাত্র ঘটনার উল্লেখ আছে। প্রথমটি তথ্যাশ্রয়ী নহে। এইরূপ বিবরণ সুদূর ভবিষ্যতেও রচিত হইতে পারে। পরবর্তী বিবরণদ্বয়ও 'প্রেমবিলাসে'র উক্ত চতুর্বিংশ বিলাসের উপজীব্য বিষয়গুলির অন্তর্ভুক্ত। বিবরণগুলি এইরূপ ঃ—(১) এক 'মধু কৃষ্ণা ত্রয়োদশী তিথি'তে মাতৃ-উচ্চারিত বাক্য রক্ষার্থ কমলাক্ষ শ্রীহট্টের লাউড়েই গঙ্গা যমুনাদি সকল তীর্থকে আনয়ন করেন। (২) চণ্ডিকা-বিগ্রহ সম্মুখেও উদ্ধতশির কমলাক্ষের ('প্রেমবিলাস' মতে ক্রীড়ারত কমলাকান্তের) হুঙ্কারে রাজপুত্র সংজ্ঞাহীন হইলে কমলাক্ষের নির্দেশে বিষ্ণুপাদোদক সিঞ্চনে তাহার সংজ্ঞাপ্রাপ্তি ঘটে এবং পরে ব্যথিত রাজার সম্মুখে কুবেরের হস্তক্ষেপে কমলাক্ষ চণ্ডিকার নিকট অবনত হইয়া প্রণাম জ্ঞাপনে উদ্যত হইলে দেবী ভবানী আক্ষেপ করিতে করিতে

ইত্যুক্ত্বা তেজসা দীপ্তা শৈলমূর্তিং বিদার্য সা।
বিনির্গতা মহামায়া ভাসয়ন্তী দিশোদশঃ॥

(৩) কমলাক্ষ শান্তিপুরে আসিবার পর পূর্ণবাটী গ্রামে শান্তবেদান্ত-বাগীশের ('অদ্বৈতমঙ্গল' ও 'প্রেমবিলাস'মতে ফুল্লবাটী গ্রামের শান্তাচার্যের) নিকট ষড়্দর্শন অধ্যয়ন কালে একদিন গুরুর আদেশে নগ্নপদে হাঁটিয়াই সরোবর হইতে পদ্মফুল তুলিয়া আনেন এবং দুই বৎসরেই শ্রুতি আদি শাস্ত্র শেষ করিয়া 'বেদপঞ্চাননোপাধি' ('প্রেমবিলাস'মতে আচার্যনাম) প্রাপ্ত হন।

এই কৃষ্ণদাস আর একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য তথ্য প্রদান

করিয়াছেন। তজ্জন্যও তিনি কিন্তু চতুর্বিংশবিলাসের নিকট ঋণী। একেবারে গ্রন্থশেষে অষ্টম সর্গের পঞ্চত্রিংশৎ শ্লোকে তিনি অদ্বৈতের একজন প্রাচীন শিষ্য শ্যামদাসের উল্লেখ করিয়া উনচত্বারিংশৎ শ্লোকে লিখিতেছেন,

শ্রীমান্ ভাগবতাচার্য শ্যামদাস দ্বিজোত্তমঃ।
তস্য সাহায্যতঃ পূর্বেহভবদ্‌গ্রন্থোঽয়মাদিতঃ॥

সংস্কৃত গ্রন্থ রচনায় সাহায্য গ্রহণার্থ শ্যামদাসের নামই যুক্তিযুক্ত। শ্যামদাস অষ্টক রচনা করিয়া অদ্বৈত-বন্দনা গাহিয়াছিলেন। নহিলে এই শ্যামদাস কে, বা কোথাকার লোক যে, অদ্বৈতবাল্যলীলার প্রত্যক্ষদ্রষ্টাকেও একমাত্র সেই বাল্যলীলার বিবরণ দিতে গিয়া তাঁহার সাহায্য লইতে হইবে! সে কথা ভাবিয়া দেখিবার প্রয়োজন উপলব্ধ হয় নাই। অষ্টকটি কিন্তু চতুর্বিংশবিলাসে ধৃত হয় নাই, হইয়াছে তৎপূর্বে লিখিত একমাত্র 'অদ্বৈতমঙ্গল' গ্রন্থে। 'অদ্বৈতমঙ্গলে' যে বলা হইয়াছে, "শ্যামদাস কহিল প্রভুর শাস্ত্রের প্রকাশ।" এবং চতুর্বিংশবিলাসেও যে বিবৃত হইয়াছে, শ্যামদাস অদ্বৈতের নিকট কৃষ্ণমন্ত্র লইয়া ভাগবত শিক্ষা করেন ও ভাগবত আচার্য নামে বিখ্যাত হন—ইহাকেই গ্রন্থকার যথেষ্ট মনে করিয়াছেন। কিন্তু প্রত্যক্ষদৃষ্ট বিষয়ের বর্ণনা সম্বন্ধেও যে এমন সাহায্যলাভের আকাঙ্ক্ষা, তাহাই প্রত্যক্ষভাবে গ্রন্থকারের সকল দুর্বলতাকে প্রকাশ করিয়া দিয়াছে। 'অদ্বৈতমঙ্গল' হইতে জানা যায় যে শ্যামদাস রাঢ়দেশবাসী। কিন্তু শ্রীহট্টবাসী হইয়াও 'বাল্যলীলাসূত্রে'র কৃষ্ণদাসকে এই বিষয়ে রাঢ়দেশবাসীর সাহায্য লইতে হইয়াছে!

অদ্বৈতআবির্ভাব সম্বন্ধে গ্রন্থকার বলিয়াছেন:

গোপেশ্বরেণাদি শিবেন সার্ধং
শ্রীমন্মহাবিষ্ণুরনন্তবীর্যঃ।
প্রেম্না মিলিত্বা জগদার্তি হর্তুং
লাভোদরক্ষীরণিধৌ বিবেশ॥

গ্রন্থখানি সমাপ্ত হয় মহাপ্রভুর আবির্ভাবের প্রায় একবৎসর পরে। তখন কোনও প্রত্যক্ষদ্রষ্টা বা প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ব্যক্তির পক্ষে বালক অদ্বৈতের মধ্যে অলৌকিক শক্তিমত্তা এবং এবম্বিধ ভগবত্তার পরিকল্পনা সম্ভব ছিলনা।

গ্রন্থসমাপ্তির কাল 'অঙ্কশূন্য মনুমিতে শকাব্দে মাসি মাধবে', অর্থাৎ ১৪০৯ শকের বা ১৪৮৭ খ্রী.-এর বৈশাখ মাসে, অর্থাৎ গৌরাঙ্গ-জন্মের প্রায় পনের মাস পরে। তখনই গ্রন্থারম্ভের দ্বিতীয়-তৃতীয় শ্লোকে গ্রন্থকার লিখিয়াছেন :

নবদ্বীপে শচীগর্ভে যোঽবতীর্ণঃ পুরন্দরাৎ,
মৎপ্রভোঃ সিদ্ধমন্ত্রেণাকৃষ্টঃ সন্ জীবমুক্তয়ে।
বন্দে শ্রীগৌরগোপালং হরিং তং প্রেমসাগরং,
অনন্ত সংহিতা গ্রন্থে যন্মহত্ত্বং সুবর্ণিতং॥

এক বৎসরের শিশু গৌরাঙ্গের গোপালভাব যেমন অবিশ্বাস্য, নিত্যানন্দ প্রভাবিত গোপালবৃন্দের নাম ও পাঠ সংবলিত অনন্ত সংহিতার উল্লেখও তদ্রূপ কৌতুকাবহ।

গ্রন্থকার আরও লিখিয়াছেন যে অদ্বৈতের পিতামহ নরসিংহ রাজা গণেশের নিকট হইতে দিনাজপুরের মন্ত্রিত্বপ্রাপ্ত হইবার পর 'তদ্যুক্তিচাতুর্যবলেন রাজা শ্রীমদ্‌গণেশঃ' যবনরাজকে পরাজিত করিয়া 'গ্রহ পক্ষাক্ষি শশধৃতিমিতে শাকে' অর্থাৎ ১৩২৯ শকে বা ১৪০৭ খ্রী.-এ গৌড়ের প্রভুত্ব প্রাপ্ত হন এবং তাহার পরে

শ্রীনৃসিংহস্য সাধ্বী স্ত্রী কমলা কমলোপমা,
ক্রমেণ সুষুবে দেবী কন্যামেকাং সুতঞ্চ সা।

এই সুতই কুবের। তাঁহার জন্মকাল তাহা হইলে অন্তত ১৪১০ খ্রী. বা তাহারও পরে। অথচ গ্রন্থকার শেষ সর্গে জানাইয়াছেন, 'নবতি বরিষং' বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, অর্থাৎ প্রায় ১৫০০ খ্রী. বা তাহারও পরে তাঁহার মৃত্যু ঘটে। গ্রন্থকার গ্রন্থসমাপ্তির কাল দিয়াছেন কিন্তু ১৪৮৭ খ্রী.।

এবং এই প্রকার "লাউড়িয়া কৃষ্ণদাসের বাল্যলীলাসূত্র (যে গ্রন্থ পড়িলে হয় ভুবন পবিত্র ॥"—'অদ্বৈতপ্রকাশ', দ্বাদশ অধ্যায়) -এর উল্লেখ করিয়াছেন 'অদ্বৈতপ্রকাশ'-কার ঈশাননাগর, যিনি অদ্বৈত জীবনের শ্রেষ্ঠ ও শেষ ত্রিশ বছরেরও অধিককাল অদ্বৈতের, এবং তাহারও পরে বহুকাল যাবৎ অদ্বৈতপত্নী সীতাদেবীর সান্নিধ্যে থাকিবার অধিকার ঘোষণা করিয়াও 'চৈতন্যচরিতামৃতে'র অদ্বৈতশিষ্য -তালিকায় বা অন্যত্র স্থান পান নাই। সত্যই গ্রন্থকারের উপর 'বাল্যলীলাসূত্রে'র বিশেষ প্রভাব পড়িয়াছিল। গ্রন্থকার শ্রীবাল্য-লীলাসূত্রং' প্রচারিত অদ্বৈতজন্মের তারিখটি (১৩৫৬ শক বা ১৪৩৪ খ্রী.) সুকৌশলে প্রয়োগ করিয়া বলিতেছেন যে অদ্বৈতের ৫২ বৎসর বয়সে গৌরাঙ্গের আবির্ভাব ঘটে। পূর্ববর্তী আলোচনা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে 'বাল্যলীলাসূত্র' গ্রন্থখানি আগাগোড়াই দিব্যসিংহ ব্যতিরেকে অন্যব্যক্তির দ্বারা পরবর্তী-কালে লিখিত হয় এবং গ্রন্থকারের অন্যতম অবলম্বন ছিল 'প্রেমবিলাসে'র সন্দিগ্ধ চতুর্বিংশ-বিলাস। অথচ এই চতুর্বিংশ বিলাসেও অদ্বৈতের জন্মকাল সম্বন্ধে মাঘী ৭মী তিথি ছাড়া কোনও সনের উল্লেখ নাই। কিন্তু 'অদ্বৈতপ্রকাশ'-কার 'বাল্যলীলাসূত্র' গ্রন্থটিকে যথাযথভাবেই অনুসরণ করিয়াছেন। 'বাল্যলীলাসূত্রে' যে বলা হইয়াছে 'দ্বিবর্ষে কমলাক্ষ বিপ্রশ্রুত্যাদি' পাঠ শেষ করেন, 'অদ্বৈতপ্রকাশ'-কার ঠিক তাহাই গ্রহণ করিয়া বলিয়াছেন যে 'শ্রুতিধর' অদ্বৈত বর্ষদ্বয়ে বেদশাস্ত্র পড়ে সমুদয়'। গ্রন্থকার নির্বিচারে 'বাল্যলীলাসূত্রে'র 'কমলাক্ষ' নামটিও গ্রহণ করিয়াছেন। কুবের সম্বন্ধেও তিনি এই গ্রন্থের প্রতিধ্বনি করিয়া বলিতেছেন:

যাঁহার মন্ত্রণাবলে শ্রীগণেশ রাজা।
গৌড়িয়া বাদশাহে মারি গৌড়ে হৈলা রাজা ॥

এমনকি 'বাল্যলীলাসূত্রে'র লেখক যে বলিয়াছেন অদ্বৈতের পিতা ও মাতা উভয়েই নব্বই বৎসর বয়সে একত্রে স্বর্গে গমন করেন

(বয়োঽথাপ্তৌ তৌ বৈ নবতি বরিষং·········নিলয়মুচ্চৈরগমতাং ।), 'অদ্বৈতপ্রকাশ'-কার অবিকল তাহাই গ্রহণ করিয়া মরণোন্মুখ কুবেরের মুখে বলাইয়াছেন,

নব্বই বরষ মোর হৈল অতিক্রান্ত ॥
তুয়া জননীর বয়ঃ এই পরিমাণ ।

বস্তুত, গঙ্গাযমুনাদি সর্বতীর্থপ্রকাশ এবং 'দীপান্বিতা দিনে' কালিকা প্রণাম বৃত্তান্ত প্রভৃতি 'বাল্যলীলাসূত্রে'র সকল বিবরণই এই 'অদ্বৈতপ্রকাশ' গ্রন্থে প্রায় যথাযথভাবেই গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু স্বয়ং গ্রন্থকারের ঈশান নামের উৎস সম্বন্ধে আলোচনা অপরিহার্য।

জাল গ্রন্থের লেখকগণ তাঁহাদের নামগ্রহণ সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন থাকিতেন। 'বাল্যলীলাসূত্র'-কার স্বীয় নামের জন্য অবশ্যই 'প্রেমবিলাসে'র চতুর্বিংশবিলাসের নিকট ঋণী। কিন্তু নামের জন্য 'অদ্বৈতপ্রকাশ'-কারের ঋণ চতুর্বিংশবিলাসমাত্রের নিকট নহে। চতুর্বিংশবিলাসে ঈশান নামক এক ব্যক্তির একবার মাত্র উল্লেখ আছে—ঈশান অদ্বৈতকে বিবাহ করিতে অনুরোধ করিতেছেন। অথচ 'অদ্বৈতপ্রকাশ'-কার বলিয়াছেন যে অদ্বৈতপুত্র অচ্যুতানন্দের পঞ্চবর্ষবয়ঃক্রমকালে তিনিও ঠিক পঞ্চবর্ষবয়স্ক ছিলেন। সুতরাং অন্তত নিজের নামের সম্বন্ধে গ্রন্থকারের সাবধানতা অবলম্বনের প্রয়োজন। তিনি অন্য কোথাও না কোথাও ঋণ গ্রহণ করিতে বাধ্য। একমাত্র 'অদ্বৈতমঙ্গলে' (এবং পরবর্তী 'সীতাগুণকদম্বে') ঈশান সম্বন্ধীয় বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। 'অদ্বৈতপ্রকাশ'-কার তাহাকে বিস্তৃততর করিয়াছেন। ঈশানের ঐতিহাসিকত্ব বিচার স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু কোন সঙ্গত কারণ না দেখাইয়া এই ঈশানের জন্যই 'অদ্বৈতমঙ্গল' গ্রন্থকে 'অদ্বৈতপ্রকাশে'র পরবর্তী-কালে লিখিত একটি জাল গ্রন্থ বলিয়া অস্বীকার করিলে 'অদ্বৈতপ্রকাশ' কিংবা তৎপূর্বে লিখিত 'বাল্যলীলাসূত্রে'র মত একটি গ্রন্থের রচনাকালকেও তাহা হইলে অন্ততপক্ষে সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে নির্দেশিত করিতে

হয়। কিন্তু কোনভাবেই তাহা সম্ভবপর নহে। শুধু তাহাই নহে; সেক্ষেত্রে অদ্বৈতের বাল্যলীলা (এবং অন্যান্য বহুবিধ বিষয়) সম্বন্ধীয় বিবরণের সমস্ত সূত্রই লুপ্ত হইয়া যায়।

অদ্বৈতজীবনীকারদিগের মধ্যে একমাত্র 'অদ্বৈতমঙ্গলে'র লেখকই গৃহীত তথ্যাদির উৎস সম্বন্ধে সুস্পষ্ট নির্দেশ দিয়াছেন। আর কেহই ঐরূপ করেন নাই। অদ্বৈত-বাল্যলীলা সম্বন্ধে তাঁহার সূত্র ছিল বিজয়পুরী, যিনি স্বয়ং সেই লীলা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। কিন্তু তথাকথিত লাউড়ীয় কৃষ্ণদাস, অলৌকিক বিষয়ের বিবরণ সংবলিত হইলেও, যে দুইটি মাত্র ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন, তিনি যে তাহাদের কোনটিরও প্রত্যক্ষদ্রষ্টা ছিলেন, তাহার উল্লেখ করিতে সাহসী হন নাই। পরন্তু তিনি একমাত্র শ্যামদাসের সাহায্যে গ্রন্থরচনার কৈফিয়ত দিয়া অব্যাহতিলাভের চেষ্টার দ্বারা নিজের অস্তিত্বকেই সন্দেহজনক করিয়াছেন। কিন্তু তৎপূর্বে রচিত যে-চতুর্বিংশবিলাসে শ্যামদাসকে ভাগবত-পাঠের জন্য ভাগবত আচার্য করায় ঐরূপ কৃষ্ণদাসের জোর (বা দুর্বলতা) বাড়িয়াছে, সেই গ্রন্থে শ্যামদাসের নিবাস উল্লিখিত হয় নাই। তাহা হইয়াছে 'অদ্বৈতমঙ্গল'-গ্রন্থে —"শ্যামদাস আচার্য হয়েন রাঢ়দেশবাসী। রাঢ়ী ব্রাহ্মণ·········॥" 'অদ্বৈতমঙ্গলে' তাঁহাকে 'ভাগবত আচার্য' করা হয় নাই। কিন্তু 'বাল্যলীলাসূত্র'-কারের মূল আদর্শ ছিল সম্ভবত চতুর্বিংশবিলাস, 'অদ্বৈতমঙ্গল' নহে। চতুর্বিংশবিলাস-কার কিন্তু 'অদ্বৈতমঙ্গল' হইতে শ্যামদাস সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ গ্রহণ করেন নাই। তাহার কারণ, ঐ 'বিলাস'-টি একটি সংগ্রহগ্রন্থ মাত্র। বহুভক্তের বহু বিবরণই উহাতে সংগৃহীত হইয়াছে, কেবল অদ্বৈত বা তৎশিষ্যের তথ্য নহে। সেই কারণেই গ্রন্থকার বা সংগ্রহকারীকে পূর্ববর্তী গ্রন্থকার-গণের বহু বিষয়কে সংক্ষিপ্ত করিতেও হইয়াছে। ফলে কোথাও কোথাও ঘটনাবিকৃতিও ঘটিয়াছে। শ্রীনাথ আচার্যের প্রসঙ্গ হইতে তাহা অনুমিত হইতে পারে।

'অদ্বৈতমঙ্গল'গ্রন্থে শ্রীনাথ আচার্যের বিবরণ আছে। যতদূর মনে হয় বিবরণের কিছু অংশ প্রক্ষিপ্ত বা পল্লবিত। গ্রন্থমতে এই শ্রীনাথ সম্ভবত সনাতন গোস্বামীর পিতা কুমারদেবের আমল হইতেই তাঁহাদের গৃহপুরোহিত ছিলেন এবং তিনি বালক সনাতন ও রূপকে বিদ্যাশিক্ষা দান করেন। এই ঘটনার উল্লেখ অন্য কোথাও নাই। তবে 'ভক্তিরত্নাকর' মতে গোপালমিশ্র নামে সনাতনের এক 'পুরোহিতপুত্র' পরবর্তী-কালে সনাতনশিষ্য হন ও বৃন্দাবনে নন্দীশ্বরে বাস করেন। সুতরাং সনাতনের একজন প্রাচীন পুরোহিতের বিদ্যমানতা সম্ভব হয়। এদিকে 'চৈতন্যচরিতামৃতে'র মূল স্কন্ধ শাখায়ও একজন শ্রীনাথমিশ্রকে পাওয়া যায়। তিনি আলোচ্যমান শ্রীনাথ হইতেও পারেন। কিন্তু সেই শ্রীনাথ যে সনাতন ও রূপকে বিশেষভাবে শিক্ষাদান করিয়াছিলেন তাহা মনে হয় না। কারণ সনাতন বা রূপ কোথাও তাঁহার নামোল্লেখ করেন নাই। অথচ সনাতন গোস্বামী গুরুবন্দনায় স্পষ্টই সার্বভৌম বিদ্যাবাচস্পতি ও বিদ্যাভূষণের নাম করিয়াছেন। আবার সেই শ্রীনাথ-আচার্য বা -মিশ্র যে অদ্বৈতশিষ্য ছিলেন তাহাও মনে হয় না। কারণ, 'চৈতন্য-চরিতামৃতে'র অদ্বৈতশাখাতেও তাঁহার নাম নাই। কবিকর্ণপূর তাঁহার বাল্যগুরু হিসাবে অদ্বৈত-প্রভাবিত এক উপাধিবিহীন শ্রীনাথনামক বিপ্রের নাম করিয়াছেন এবং 'অদ্বৈতমঙ্গল'-কার যে কবিকর্ণপূরের গ্রন্থ কর্তৃক বিশেষভাবে প্রভাবিত হইয়াছিলেন, গ্রন্থমধ্যে তিনি তাহার পরিচয় রাখিয়াছেন। তাহাতে মনে হয় ভুলবশত হরিচরণ দাস নিজে কিংবা খুব সম্ভবত তৎপরবর্তী কালে অন্য কেহ তাঁহার গ্রন্থে সনাতন-পুরোহিত শ্রীনাথ আচার্যকেও কর্ণপূর-গুরু শ্রীনাথের ন্যায় অদ্বৈতশিষ্যে পরিণত করিয়া থাকিবেন। উভয় শ্রীনাথই যে একব্যক্তি একথা 'অদ্বৈতমঙ্গল'-গ্রন্থে লিখিত না হইলেও চতুর্বিংশবিলাস-কার কিন্তু তৎসমূহ অনুধাবন না করিয়াই উভয় গ্রন্থের বিবরণে পৃথক পৃথক ভাবে উভয়কেই অদ্বৈতশিষ্য

দেখিয়া তাঁহাদের অভিন্নত্ব প্রচার করিয়াছেন। ফলে 'চৈতন্য-চরিতামৃতে' অদ্বৈতসম্পর্কিত গদাধরের শাখামধ্যে শ্রীনাথ চক্রবর্তীর নাম পাইয়াই তিনি কর্ণপূর-গুরু শ্রীনাথকে, সনাতন-পুরোহিতের স্থলে সনাতন-গুরু শ্রীনাথ আচার্যে পরিণত করিবার পরেও তাঁহাকে 'চক্রবর্তী' উপাধিতে ভূষিত করিয়াছেন। 'অদ্বৈতমঙ্গল' এবং 'চৈতন্যচরিতামৃত' এই উভয় গ্রন্থ লিখিত হইবার পরে যে চতুর্বিংশবিলাস লিখিত হইয়াছে, তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না।

বিজয়পুরী সম্বন্ধেও চতুর্বিংশবিলাস-কার লিখিতেছেন, "অদ্বৈত বাল্যলীলা তিঁহো প্রকাশ করয়।" অথচ এই বিজয়পুরী বা তদুক্ত ঘটনাবলীর বিস্তৃত বিবরণও যে চতুর্বিংশবিলাসে নাই তাহাতেও পূর্বসিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়া বলা যায় যে ঐ বিলাসোক্ত তথ্যগুলির সংগ্রাহক স্বাভাবিক কারণেই বিস্তৃত বিবরণগুলিকে সংক্ষিপ্ত আকারেই গ্রহণ করিয়াছেন এবং তাহারই ফলে তিনি গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলি সংগ্রহ করিয়া থাকিলেও তৎসম্বন্ধে আরও খুঁটিনাটি তথ্যগুলির উল্লেখ করেন নাই। বস্তুত, এই সকল কারণেই অদ্বৈতবাল্যলীলার এইসকল পরবর্তী উল্লিখিত তথ্যগুলির সরবরাহ-কারী হিসাবে একমাত্র বিজয়পুরীর দাবীই সর্বাগ্রগণ্য বিবেচিত হয়, শ্যামদাস বা কোনও কৃষ্ণদাসের নহে। কারণ, 'অদ্বৈতমঙ্গল' গ্রন্থের প্রাচীনত্ব স্বীকার না করিলে অদ্বৈতবাল্যলীলা সংক্রান্ত তথ্যগুলির উৎসমুখও যেমন শুষ্ক হইয়া যায়, তেমনি শ্যামদাস সংক্রান্ত অন্যান্য তথ্যগুলিও বিলুপ্ত হয়। অথচ এই শ্যামদাসকে অবলম্বন করিয়াই লাউড়িয়া কৃষ্ণদাসের যত শক্তি। সুতরাং বিজয়পুরী সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ থাকায় 'অদ্বৈতমঙ্গল'-গ্রন্থখানিই এ-বিষয়ে মূল গ্রন্থরূপে গ্রহীতব্য হইয়া উঠে।

'অদ্বৈতপ্রকাশে' কিন্তু অদ্বৈতের বাল্যলীলা বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। অথচ গ্রন্থমধ্যে এই বিজয়পুরীর উল্লেখ আছে মাত্র বারেকের জন্য। তাহাও আবার কাশীতে অদ্বৈতের সহিত তাঁহার

সাক্ষাৎ প্রসঙ্গে। ইহাতে গ্রন্থের অপ্রামাণিকতাই উপলব্ধ হয়। বিজয়পুরী কাশী হইতে শান্তিপুরে আসেন। সেই সময়কার বর্ণনায় 'অদ্বৈতমঙ্গল'-কার লিখিয়াছেন :

সাত বৎসরেতে মহাপ্রভুর আগে।
অদ্বৈতআচার্য প্রভুর প্রকট সব জাগে ॥
জন্মলীলা দেখিল কেবা শুনিব কার স্থানে।
মনেতে ভাবনা করি প্রভু পাদধ্যানে ॥
পুত্র ভৃত্য লইয়া প্রভু আছেন সভা করি।
ইতিমধ্যে আইলা তথা বিজয় নাম পুরী ॥

ইহার পর বিজয়পুরীর সহিত অদ্বৈতের নানাবিধ কথাবার্তা চলে এবং শেষে অদ্বৈত-নির্দেশে গিয়া তিনি ক্রীড়ারত বালক গৌরাঙ্গের সহিত সাক্ষাৎ করেন। বুঝিতে পারা যায় যে ঐ সময় গৌরাঙ্গ সপ্তবর্ষবয়স্ক ছিলেন। কিন্তু যে কারণেই হউক না কেন, সম্ভবত লিপিকারদিগের দৌলতেই, উপরোক্ত বিবরণ অস্পষ্ট হইয়াছে। এমনকি, আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়-পুথিতে সাত বৎসরের স্থলে উহা সাতশত বৎসরে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু 'অদ্বৈতপ্রকাশ'-কার সম্ভবত এই শেষোক্ত শ্রেণীর কোনও পুথি দেখিয়া ঐ বিবরণকে সত্য ধরিয়াছেন। গ্রন্থ আরম্ভ করিয়াই তিনি উহার ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন যে সদাশিব কারণ-সমুদ্রতীরে উপনীত হইয়া

যোগাসনে মহাযোগী যোগ আরম্ভিল।
যোগে সপ্তশত বৎসর অতীত হইল ॥

'সদাশিব' সম্ভবত অদ্বৈতই। কিন্তু 'চৈতন্যচরিতামৃতে' অদ্বৈতকে মহাবিষ্ণুর অবতার বলা হইয়াছে, সেই হেতু ঐরূপ তপস্যাতে সন্তুষ্ট হইয়া 'মহাবিষ্ণু দিলা দরশন' এবং তিনি 'পঞ্চানন'-কে আলিঙ্গন দান করিলেই 'দুই দেহ এক হৈল কে জানে তার মন।' ব্যাখ্যা চমৎকার! কিন্তু অদ্বৈতাবির্ভাবের কারণ বর্ণনায় 'অদ্বৈতমঙ্গলে' দৈববাণী আছে। সুতরাং এই স্থলেও 'দৈববাণী হৈল

তখন অতি চমৎকার।'

'প্রত্যক্ষদ্রষ্টার অজুহাতে গ্রন্থকার বহু ঘটনার সৃষ্টি করিয়াছেন; কিংবা, তিনি অদ্বৈতের সহিত 'পদকর্তা বিদ্যাপতি'র সাক্ষাৎকার, মাধবেন্দ্রের আজ্ঞায় অদ্বৈতের সর্বপ্রথম 'যুগলমূর্তি' প্রতিষ্ঠা, অদ্বৈত কর্তৃক লোকনাথ চক্রবর্তীকে দীক্ষাদান প্রভৃতি কল্পিত বহু বিষয়ের সুকৌশল বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। এমনকি, কল্পনা বলে তিনি গৌরাঙ্গজন্মের পূর্বেও অদ্বৈতকর্তৃক শচী জগন্নাথকে 'চতুরক্ষর শ্রীগৌরগোপাল মহামন্ত্র' দানও সম্ভব করিয়াছেন। কিন্তু গ্রন্থকার যাহাই করুন না কেন 'অদ্বৈতমঙ্গল', 'চৈতন্যচরিতামৃত', 'প্রেমবিলাস' এবং 'বাল্যলীলাসূত্র' প্রভৃতির বর্ণনাগুলি স্মরণে রাখিলে 'অদ্বৈত-প্রকাশে'র অন্য সকল বিবরণের রহস্যই স্পষ্ট হইয়া উঠে। 'অদ্বৈতমঙ্গল' ও 'প্রেমবিলাসা'দি গ্রন্থের কথা বাদ দিলেও বেনাপোলে হরিদাসের বেশ্যা-উদ্ধার, রেমুণাতে ক্ষীরচোরা-গোপীনাথ প্রভৃতি বহুবিধ বৃত্তান্ত (এবং হয়ত 'কৃষ্ণেমতিরস্তু' বা 'নমোনারায়ণ' প্রভৃতি উক্তিগুলিও) 'চৈতন্যচরিতামৃত' হইতে সংগ্রহীত বলিয়া মনে করা যায়। একেবারে গ্রন্থারম্ভে মঙ্গলাচরণে তিনি যে অদ্বৈত, গৌরাঙ্গ, নিত্যানন্দ, শ্রীবাস ও গদাধরের বন্দনা গাহিয়াছেন, তাহাও সম্ভবত 'শ্রীরূপগোস্বামী-কড়চা' - অবলম্বনে লিখিত 'চৈতন্যচরিতামৃতে'র 'শ্রীপঞ্চতত্ত্বাখ্যাননিরূপণ' পরিচ্ছেদের প্রভাবসঞ্জাত। অথচ গ্রন্থকার একমাত্র ঐ আত্মস্তজাল 'বাল্যলীলাসূত্র' (ও উহাতে উল্লিখিত সেই অনন্তসংহিতা) ছাড়া অন্য কোনও গ্রন্থ বা পূর্বসূরীর ঋণ স্বীকার করেন নাই। কেবল 'সাধুমুখে শুনি আর যে কিছু দেখিনু। তার সূত্র বিন্দুমাত্র প্রকাশ করিনু॥' —বলিয়া তাঁহার কর্তব্য সম্পাদন করিয়াছেন। এই স্থলেও সেই 'সাধু'র উল্লেখ।

'অদ্বৈতমঙ্গল'-কার হরিচরণ দাস কিন্তু কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী ও কবিকর্ণপূরের ঋণ স্বীকার করিয়াছেন। অথচ তিনি দিব্যসিংহ এবং ঈশানের বিশেষ বিবরণ প্রদান করিয়াও তাঁহাদের কোন গ্রন্থ

থাকিলে তাহাদের কোনও উল্লেখ করিবেন না, তাহা বিশ্বাস করা শক্ত। পরন্তু, ঐ 'বাল্যলীলাসূত্র' ও 'অদ্বৈতপ্রকাশা'দি গ্রন্থের লেখকবৃন্দ যে 'অদ্বৈতমঙ্গল' হইতে তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন, উপরোক্ত আলোচনা হইতে তাহা অনুমিত হইতে পারে। 'অদ্বৈতমঙ্গলে' বর্ণিত দিব্যসিংহের 'কৃষ্ণদাস' নামপ্রাপ্তি ও সর্বত্যাগী হইয়া বৃন্দাবনে গমন, অদ্বৈতের নিকট বৃন্দাবনবাসী ব্রহ্মচারী কৃষ্ণদাসের শিষ্যত্ব গ্রহণ, এই শেষোক্ত কৃষ্ণদাস কর্তৃক অদ্বৈত-মাধবেন্দ্র কথোপকথনাদি বিষয়ে 'সূত্র' (৪২।২)---গ্রন্থ লিখন এবং 'কৃষ্ণদাসের কড়চা'-রূপে সেই গ্রন্থের উল্লেখ---এই সকল তথ্য পরবর্তী-কালের গ্রন্থকার-গণ যথাযথ অনুধাবন করেন নাই। ফলে কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী দিব্যসিংহ-কৃষ্ণদাসে পরিবর্তিত হইয়া 'প্রেমবিলাসে'র চতুর্বিংশবিলাসে 'অদ্বৈতবাল্যলীলা' ও 'অদ্বৈতচরিত কিছু' প্রকাশ করিয়াছেন এবং তাহারই ফলে আরও বহু পরবর্তী-কালে তিনি 'লাউড়ীয় কৃষ্ণদাস' নামধারণপূর্বক 'বাল্যলীলাসূত্র'-এর রচনাকাররূপে আবির্ভূত হইয়া 'অদ্বৈতমঙ্গল' (ও চতুর্বিংশবিলাস)-এর উপাধিবিহীন ঈশানের পশ্চাতেও একটি 'নাগর' উপাধি জুড়িয়া দিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে। আধুনিক-কালের 'অদ্বৈতকড়চাসূত্র'গুলির লেখকগণও যে তাঁহাদের অবলম্বনীয় গ্রন্থ হিসাবে 'অদ্বৈতপ্রভুর মূলসূত্রে'র উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার কারণও যে 'অদ্বৈতমঙ্গলে'র উক্তপ্রকার প্রভাব, সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়।

যাহা হউক, এই ঈশাননাগর-কৃত গ্রন্থখানির ঐতিহাসিক মূল্য বর্ধিত করিবার কোন প্রচেষ্টা বাদ পড়ে নাই। গ্রন্থোক্ত ঘটনাবলীর সন তারিখের উল্লেখ সম্বন্ধে কোন প্রত্যক্ষ দ্রষ্টাই তাঁহার ধারেও ঘেঁষিতে পারেন নাই। কয়েকটি সন তারিখ উদ্ধার করা গেল।

অদ্বৈতের জন্ম	**১৩৫৫ শক, মাঘী ৭মী, (সামান্ত হিসাবে)**
হরিদাসের জন্ম	**১৩৭২ শক**

নিত্যানন্দের জন্ম	১৩৯৫ শক, মাঘ, শুক্লা ত্রয়োদশী	
গৌরাঙ্গের জন্ম	১৪০৭ শক, ফাল্গুনী পূর্ণিমা	
সীতার গর্ভাধান	১৪১৪ শক, বৈশাখী পূর্ণিমা	অদ্বৈত-সীতার পুত্রবৃন্দের জন্ম-তারিখগুলি ঠিক চার চার বৎসরের ব্যবধানে ঘটিয়াছে।
সীতার দ্বিতীয় সন্তানের জন্ম	১৪১৮ শক, মধুমাস, কৃষ্ণাত্রয়োদশী	
সীতার তৃতীয় সন্তানের জন্ম	১৪২২ শক, কার্তিক, শুক্লাদ্বাদশী	
সীতার চতুর্থ সন্তানের জন্ম	১৪২৬ শক, পৌষ	
সীতার যমজ সন্তানের জন্ম	১৪৩০ শক, জ্যৈষ্ঠ	
অদ্বৈতের তিরোভাব	১৪৮০ শক (সামান্য হিসাবে)	
গ্রন্থ সমাপ্তি	১৪৯০ শক	
গ্রন্থকারের জন্ম	১৪১৪ শক (সামান্য হিসাবে)	
গ্রন্থকারের বিবাহ	১৪৮৪ শক (সামান্য হিসাবে)	

মুদ্রিত গ্রন্থের আদর্শ পুথি বলিতেও একটি মাত্র। ১৩০৩ সালের বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার মাঘ সংখ্যায় অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি মহাশয় 'ঈশান নাগরের অদ্বৈতপ্রকাশে'র পরিচয় প্রদান করেন। ঐ সংখ্যার ২৫৪ পৃষ্ঠার পাদটীকায় লিখিত হইয়াছে, "আমরা বহু পরিশ্রমে ১৭০৩ শকের লিখিত অদ্বৈতপ্রকাশের একখানি প্রতিলিপি সংগ্রহ করিয়াছি। ঝাকপালে আদিগ্রন্থ আছে, এখানি তদ্দৃষ্টেই লিখিত।" কিন্তু ঐ পুথি আর কেহ দেখিয়াছেন কিনা জানা যায় নাই। অচ্যুতবাবু গ্রন্থের ভূমিকায় আরও লিখিতেছেন, "এই অপূর্ব গ্রন্থ এতদিন জীবের নিকট অপ্রকাশ ছিল; শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর কৃপায় জীবের মঙ্গলার্থে, ঢাকা উথলী নিবাসী পরম গৌরভক্ত শ্রীল শ্রীনাথ গোস্বামী মহাশয় বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া লাউড় হইতে হস্তলিখিত পুথি আনিয়া বহু যত্নে ইহা সংশোধন করাইয়াছেন।" লাউড়ীয় কৃষ্ণদাসের 'বাল্যলীলাসূত্র' সম্পাদনা কালেও অচ্যুতবাবু ভূমিকায় লিখিয়াছেন (১৩২২ বঙ্গাব্দ), "ঢাকা

উথলি নিবাসী অদ্বৈত বংশীয় শ্রীমৎ শ্রীনাথ গোস্বামী প্রভু লাউড় পরিভ্রমণ কালে এই গ্রন্থ তথাকার এক ব্রাহ্মণগৃহে পাইয়া পরম যত্নে সংগ্রহ করেন।" শ্রীনাথ বাবু কয় বার লাউড় অনুসন্ধান করিয়াছিলেন বুঝিতে পারা যায় না। অচ্যুতবাবুর উক্তি হইতে একবার বলিয়াই ধারণা জন্মে। যদি তাহা হয়, তাহা হইলে একইবারে দুইটি পুথি প্রাপ্ত হইয়াও প্রথমেই 'লাউড়িয়া কৃষ্ণদাসের বাল্যলীলাসূত্র'-শ্লোকালংকৃত 'অদ্বৈতপ্রকাশ' গ্রন্থখানিকে প্রকাশিত করিবার পর, প্রায় কুড়ি বৎসর যাবৎ প্রচ্ছন্ন রাখিয়া শেষে উক্ত 'বাল্যলীলাসূত্র' গ্রন্থখানির প্রকাশনা তাৎপর্যমণ্ডিত হয় বটে। ঐ ১৩০৩ সালেরই বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার একই সংখ্যায় 'ঈশান নাগরের অদ্বৈতপ্রকাশ' নামক উপরোক্ত প্রবন্ধের (পৃ. ২৪৯-৫৪) ঠিক পরেই (পৃ. ২৫৫-৬৭) রসিকচন্দ্র বসু মহাশয় যে 'হরিচরণ দাস বিরচিত অদ্বৈতমঙ্গল' নামক প্রবন্ধে 'অদ্বৈতমঙ্গলে'র প্রথম পরিচয় প্রদান করেন, তৎসম্বন্ধেও অচ্যুতবাবুর নীরবতা লক্ষ্য করিবার বিষয়। কিন্তু লাউড় কিংবা উথলি যে স্থানেই 'অদ্বৈতপ্রকাশ' গ্রন্থ লেখিত বা সংশোধিত হউক না কেন, লেখক তৎপূর্বে 'অদ্বৈতমঙ্গল'-গ্রন্থখানি পাঠ করিয়াছিলেন। এমনকি, 'অদ্বৈতমঙ্গলে'র 'তিনে এক একে তিন ভিন্ন ভেদ নাই'-এর মত পংক্তিকে তিনি অবিকৃত ভাবেই উদ্ধার করিয়া দিয়াছেন। গ্রন্থখানিকে তাহার আদর্শ গ্রন্থ 'বাল্যলীলাসূত্রে'র মত আদ্যন্তই আধুনিক বলিতে হয়।

'অদ্বৈতমঙ্গল'-গ্রন্থে বহুবিধ তত্ত্ব বিচ্ছিন্নভাবে বর্ণিত বা উল্লিখিত আছে। তন্মধ্যে রাধাকৃষ্ণ তত্ত্ব, অবতার তত্ত্ব, সখাসখী-যূথেশ্বরী-মঞ্জরী-তত্ত্ব, ধাম-ব্যূহলীলা, পরিকরাদি তত্ত্ব, ব্রজ- বা বৃন্দাবন-তত্ত্ব, পরকীয়া ও রসতত্ত্ব, অদ্বৈত চৈতন্য নিত্যানন্দ তত্ত্ব উল্লেখযোগ্য। এই সকল তত্ত্বের বিস্তৃতি না থাকিলেও ইহাদের জন্য কবি 'বরাহ সংহিতা', 'পদ্মপুরাণ' ও 'ভাগবতা'দি পুরাণের উল্লেখ ও আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু তত্ত্বর্ণিত কতকগুলি বিষয় স্বরূপ-দামোদর

কিংবা রূপগোস্বামী কর্তৃক পূর্বেই অবতারিত হইয়াছিল। ক্ষীরোদকশায়ী মহাবিষ্ণুর উল্লেখ ও 'রাধিকার ভাবচেষ্টা আস্বাদনার্থ ভগবানের আবির্ভাব প্রভৃতির উল্লেখ স্বরূপের 'মহাবিষ্ণু জগৎকর্তা মায়য়া······' এবং 'রাধাকৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতিঃ······' প্রভৃতি শ্লোকের দ্বারা প্রভাবিত। আবার, 'সখারূপে হই আমি উজ্জ্বল নামধরি' এবং 'উজ্জ্বল রসমূর্তিমান আমি যে হইয়া। রাধাকৃষ্ণ বিহার সহায় লাগিয়া ॥' প্রভৃতি পংক্তি 'বিদগ্ধমাধবে'র 'অনর্পিত-চরীং চিরাৎ···' প্রভৃতি শ্লোকের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। পরকীয়া ভাবসাধনার এবং সখী বা মঞ্জরী-ভাবের সাধনার উল্লেখাদিও রূপাদি গোস্বামী-মত-প্রভাবিত। গ্রন্থকারও সনাতন-রূপের পশ্চিমদেশে 'ভক্তি-প্রকাশে'র এবং গোপাল- ও গোবিন্দ-প্রকটের উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু গ্রন্থমধ্যে 'চৈতন্যচরিতামৃতে'র প্রভাব আছে,—সম্ভবত নিঃসংশয়ে এরূপ সিদ্ধান্ত করা চলে না। এই গ্রন্থ পাঠ করা থাকিলে হরিচরণ হয়ত 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটক' ও তাহার লেখকের মত 'চৈতন্যচরিতামৃত' ও তাহার লেখকের নাম উল্লেখ করিতেন। একস্থলে বর্ণনা সাদৃশ্য লক্ষণীয় মনে হইতে পারে। 'অদ্বৈতমঙ্গল'-কার লিখিতেছেন :

কেহ বোলে নারায়ণ বৈকুণ্ঠের নাথ।
কেহ বোলে বাসুদেব পরম বিখ্যাত ॥
কেহ বোলে মহাবিষ্ণু ক্ষীরোদকশায়ী।
কেহ বোলে সদাশিব ঈশ্বর হএ এই ॥
কৃষ্ণের এ সকল ইচ্ছা স্বরূপ যে হয়।
সকলি সম্ভবে তারে নহে যে বিস্ময় ॥

কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখিয়াছেন :

কৃষ্ণকে কহয়ে কেহো নরনারায়ণ।
কেহো কহে কৃষ্ণ হয়ে সাক্ষাৎবামন ॥
কেহো কহে কৃষ্ণ ক্ষীরোদশায়ী অবতার।
অসম্ভব নহে সত্য বচন সবার ॥

কেহো কহে পরব্যোমে নারায়ণ করি।
সকল সম্ভবে কৃষ্ণে যাতে অবতারী ॥

বর্ণন-ভঙ্গী এক; পৃথক প্রসঙ্গ। কৃষ্ণদাস চৈতন্যতত্ত্ব নিরূপণ করিতেছেন এবং হরিচরণ অদ্বৈতমহিমা সম্বন্ধে অদ্বৈতশিষ্যের কৌতূহল নিরসনার্থ অদ্বৈতমুখে মর্মকথা ব্যক্ত করাইয়াছেন। বর্ণনা-রীতি দেখিয়া একে অন্য কর্তৃক প্রভাবিত মনে হইতে পারে। কিন্তু এতদ্বিষয়ক বর্ণনার এইরূপ রীতির কিছু কিছু দৃষ্টান্ত অন্যগ্রন্থ হইতেও উদ্ধার করা যায়। অথচ 'চৈতন্যচরিতামৃত' ও 'চৈতন্যভাগবতা'দি গ্রন্থোক্ত এই বর্ণনা-সামঞ্জস্য কোনমতেই গ্রন্থগুলির প্রামাণিকতা অপ্রমাণ করে না, বা এতদ্বিষয়ে একজনের প্রতি অন্যজনের ঋণ স্বীকৃতিও সুপ্রমাণ করে না।

এ সম্বন্ধে আভ্যন্তরীণ দু একটি বিষয়ের আলোচনা হয়ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। অদ্বৈত-আবির্ভাবের কারণ সম্বন্ধে গ্রন্থকার বলিতেছেন: যুগাবতার কালে ব্রহ্মা ক্ষীরোদ তীরে গিয়া পৃথিবীর ভার সম্বন্ধে নিবেদন করিলে পুরুষাবতার মর্ম বুঝিলেন। দৈববাণী হইল। 'রাধিকার ভাব চেষ্টা আস্বাদন'ই মূল কারণ হইলেও 'পৃথিবী পাপাক্রান্ত হইলা'—এই ছল উঠাইয়া কৃষ্ণ বিরলে সকলের সহিত পরামর্শ করিলেন এবং স্বয়ং-ভগবান 'বসুদেব নন্দনকে প্রকাশ আকর্ষিয়া' মাতা পিতা ভ্রাতা-সংকর্ষণ ও অন্য সকলকে লইয়া পৃথিবীতে গঙ্গা সন্নিধানে ভক্তরূপে জন্মগ্রহণ করিতে আজ্ঞা-দান করিলেন। তিনি আরও বলিয়া দিলেন যে ঐ প্রকাশ-রূপ সেখানে গিয়া হুংকার দিলে তিনিও স্বয়ং তথায় উপস্থিত হইবেন। শাস্ত্র বা যুদ্ধ-বিবাদাদি অন্য যুগের অস্ত্র হইলেও 'কলিযুগের নাম অস্ত্র' বিতরণার্থ তিনি ব্রহ্মাদি ও তপস্বী মুনিগণের যাঁহাকে যখন আহ্বান করিবেন, সকলেই আজ্ঞা পালন করিবেন, এমনকি উপদেষ্টা নিজেও তদাজ্ঞা পালনার্থ প্রস্তুত থাকিবেন। এইভাবে স্বয়ং কৃষ্ণের (গৌণ-) প্রকাশমূর্তি ও ভক্তাবতার রূপেই অদ্বৈতের জন্ম হয়। গ্রন্থকার

অন্যত্র বলিতেছেন, গোলোকবৃন্দাবনে যখন বসুদেবের ঘরে বাসুদেব বাস করিতেছিলেন, তখনও

দেবকার্য ছল করি প্রকট হইলা।
নন্দ নন্দন কৃষ্ণ আজ্ঞা তাকে দিলা॥
নিত্যধামে পিতামাতা সব পরিকর।
সভারে দিলেন আজ্ঞা যাও পৃথিবী ভিতর॥

তখন কুবের আচার্য ও লাভাদেবী যথাক্রমে বসুদেব ও দেবকীর (গৌণ-) প্রকাশরূপ ধারণ করিয়া জন্মধারণ করিলেন। পূর্বোক্ত শ্লোকে কবি 'বরাহসংহিতা' এবং বর্তমান স্থলে তিনি 'ভাগবতে'র উল্লেখ করিয়াছেন। গ্রন্থের অন্য সর্বত্রও তিনি অদ্বৈত ও চৈতন্যকে অভিন্নতত্ত্ব হিসাবে বর্ণিত করিয়াছেন,—পূর্বে এক স্বরূপ ছিলেন, "পশ্চাত হইলা দুই হইয়া ভিন্নরূপ।" (একাত্মানৌ ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ)। নিত্যানন্দ কিন্তু সংকর্ষণরূপেই বর্ণিত। আবার যদিও 'তিনে এক একে তিন ভিন্ন ভেদ নাই। অংশাঅংশী হইয়া বিহরে সদাই॥' তবুও অদ্বৈত 'কৃষ্ণসহ অদ্বিতীয়' হওয়ায় এবং কৃষ্ণই 'ভক্তিশাস্ত্র প্রকটিল আচার্য হইলা' বলিয়া, তিনি অদ্বৈত-আচার্য নামে কথিত হইয়াছেন। তাঁহার নামের এই সার্থকতার অন্য কারণ, 'রাধাকৃষ্ণ একত্র করি করিব আস্বাদন।' অন্যদিকে তিনি 'ব্রজবিহারী'কে পৃথিবীতে আনিয়া তাঁহাকে 'সেবা' করিয়া ও নিজে 'দাস' হইয়া সর্বকার্য সিদ্ধ করিবার জন্যও অবতীর্ণ।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী অদ্বৈততত্ত্ব নিরূপণ করিতে গিয়া বলিতেছেন যে পুরুষ-ঈশ্বর 'কোটি অংশ কোটি শক্তি কোটি অবতার' রূপে সংসার সৃজন করেন। মায়ার যেমন দুইটি অংশ—নিমিত্ত ও উপাদান,

পুরুষ ঈশ্বর ঐছে দ্বিমূর্তি ধরিয়া।
বিশ্বসৃষ্টি করে নিমিত্ত উপাদান লঞা॥
আপনে পুরুষ বিশ্বের নিমিত্ত কারণ।

অদ্বৈতরূপে উপাদান হয় নারায়ণ ॥
নিমিত্তাংশে করে তিঁহো মায়াতে ঈক্ষণ।
উপাদান অদ্বৈত করে ব্রহ্মাণ্ড সৃজন ॥

এবং সেই নারায়ণের মুখ্য অঙ্গ অদ্বৈত।

এবং তাঁহাকে অংশ না বলিয়া অঙ্গ বলিবার কারণ এই যে 'অংশ হৈতে অঙ্গ যাতে হয় অন্তরঙ্গ।'

উল্লেখযোগ্য যে 'অদ্বৈতমঙ্গলে' অদ্বৈততত্ত্ব সম্বন্ধে এই ব্যাখ্যা নাই। অথচ কৃষ্ণদাস কবিরাজের অন্য যে সকল ব্যাখ্যা 'স্বরূপ-দামোদরের কড়চা'র উপর নির্ভরশীল, তাহা 'অদ্বৈতমঙ্গলে' পুরাপুরি রক্ষিত হইয়াছে। কৃষ্ণদাস কবিরাজের অদ্বৈত সম্বন্ধীয় ব্যাখ্যা তাঁহার নিত্যানন্দ-তত্ত্ব ব্যাখ্যার সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং আলোচ্য গ্রন্থে নিত্যানন্দতত্ত্ব-নিরূপণের প্রয়োজন অনধিক। কিন্তু গ্রন্থকার যেভাবে তত্ত্বনিরূপণে প্রয়াসী হইয়াছেন তাহাতে, নিত্যানন্দতত্ত্ব আসিয়া পড়িতে বাধ্য এবং কবিও নিত্যানন্দ-জন্মলীলা-তত্ত্ব বিবৃত করিয়াছেন। ফলে, গ্রন্থকারের 'চৈতন্যচরিতামৃত' পাঠ করা থাকিলে তাহার নিত্যানন্দতত্ত্ব ব্যাখ্যার প্রভাব কোন না কোন ভাবে আসিয়া পড়িত। অদ্বৈততত্ত্বের যে অংশ 'স্বরূপদামোদরের কড়চা'র উপর নির্ভরশীল নহে, তাহাও নাই। 'চৈতন্যচরিতামৃত'-গ্রন্থ পাঠ করা থাকিলে তাহা হইতে স্বরূপের ব্যাখ্যাত অংশগুলি গ্রহণ করিয়া অব্যবহিত পরবর্তী কবিরাজ গোস্বামীর ব্যাখ্যাত অংশগুলি গ্রহণ না করার কারণ থাকেনা। অদ্বৈতকে উপাদান-কারণ হিসাবে গ্রহণ করায় কবির আপত্তি থাকিতে পারে না, বিশেষ করিয়া স্বয়ং কৃষ্ণই যে স্থলে নিমিত্ত কারণরূপে এবং অদ্বৈত তাঁহার 'অংশ' না হইয়া 'অঙ্গ'-রূপে বর্ণিত হইয়াছেন। গ্রন্থকার নিজেও অদ্বৈতকে শ্রীকৃষ্ণ কিংবা নারায়ণরূপে গ্রহণ করেন নাই, করিয়াছেন বাসুদেবরূপে। বস্তুত, নিত্যানন্দকে সংকর্ষণরূপে গ্রহণ করিলে অদ্বৈতকে বাসুদেব-রূপে গ্রহণ না করার কারণ দেখা যায় না। কিন্তু অজ্ঞাত কারণে

অন্য কোথাও ঐরূপ কল্পনা নাই। 'চৈতন্যচরিতামৃত' রচনার পূর্ববর্তী না হইলে আলোচ্য গ্রন্থকারের পক্ষেও ঐরূপ কল্পনা অসম্ভব হইয়া পড়িত। 'চৈতন্যচরিতামৃতো'ক্ত সুন্দর ব্যাখ্যা যুক্ত 'কমলাক্ষ' (কমল নয়নের অঙ্গ-অংশ)- নামের পরিবর্তে তিনি যে শিশু-অদ্বৈতকে ভিন্নব্যাখ্যাযুক্ত 'কমলাকান্ত' (গঙ্গোদ্ভূত লক্ষ্মীর পতি)- নামে পরিচিত করিয়াছেন, তাহাও সম্ভবত উপরোক্ত সিদ্ধান্তের পরিপোষক।

আবার গ্রন্থকার 'চৈতন্যচরিতামৃত' পাঠ করিয়াছিলেন মনে করিলে ধরিয়া লওয়া যায় যে তিনি সমসাময়িক বা আরও পূর্ববর্তী-কালে লিখিত শ্রীজীবগোস্বামীর 'লঘু (বৈষ্ণব) তোষণী' গ্রন্থখানিও পাঠ করিয়াছিলেন। কারণ গ্রন্থকার সনাতন-রূপাদির পিতৃ-পিতামহ ও তাঁহাদের পূর্ব নিবাসভূমির উল্লেখ ও তৎসম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন, ইহা 'লঘু তোষণী'রও অংশবিশেষের (এবং পরবর্তী-কালের 'ভক্তিরত্নাকরে'র) একটি বর্ণিত বিষয়। কিন্তু 'অদ্বৈতমঙ্গল'-কার উপরোক্ত বিষয় সম্বন্ধে যে বিবরণ দিয়াছেন তাহা ভ্রান্ত। 'লঘুতোষণী'তে আছে যে কর্ণাট দেশস্থ শ্রী সর্বজ্ঞের পৌত্র শ্রী রূপেশ্বর স্বরাজ্যভ্রষ্ট হইয়া শিখরেশ্বরের রাজ্যে আসিয়া বাস করেন। কিন্তু তৎপুত্র পদ্মনাভ পরে সুরধুনী তটে নবহট্টে বাস করিতে থাকিলে তথায় তাঁহার অষ্টাদশ কন্যা ও পঞ্চপুত্র ভূমিষ্ঠ হন। কনিষ্ঠ মুকুন্দদেবের পুত্র কুমারদেব পরে বঙ্গদেশস্থ আবাসস্থানে উঠিয়া যান। 'ভক্তিরত্নাকর'-মতে ঐ স্থানের নাম বাকলা চন্দ্রদ্বীপ এবং গতায়াত হেতু' যশোরে ফতেয়াবাদেও একটি গৃহ নির্মিত হয়। কিন্তু 'অদ্বৈতমঙ্গল'-কার যেভাবে মুকুন্দকেও দাক্ষিণাত্যবাসী করিয়া নীলাচলে অদ্বৈতের নিকট ভাগবত শিক্ষা গ্রহণ করাইয়াছেন এবং সম্ভবত দক্ষিণদেশবাসী শ্রীনাথ আচার্য নামক সনাতন ও রূপের জনৈক পুরোহিতের মুখে গৌড়াধীশ কর্তৃক যুদ্ধে কুমারদেবের নিহত হইবার ও তাহার পর তাঁহার গৃহে সনাতন রূপ ও বল্লভের আশ্রিত হইবার কাহিনী বিবৃত করাইয়াছেন, তাহাতে গ্রন্থকারের 'লঘু তোষণী'

সম্বন্ধে অজ্ঞতার কথাই স্বীকৃত হয়। অথচ এইপ্রকার আলোচনার পক্ষে উক্ত গ্রন্থ অপরিহার্য ছিল। সুতরাং 'হরিচরণ' নামটি 'চৈতন্যচরিতামৃত' হইতে সুকৌশলে গৃহীত হইয়া থাকিবে,— কেবল এইরূপ অনুমান করিবার জন্যই গ্রন্থকারকে 'লঘু তোষণী' বা 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থ প্রচারের পরবর্তী-কালে স্থাপন করা যায় না।

একটি বিষয় উল্লেখ করিতে চাই। 'মুরারি গুপ্তের কড়চা' বা 'চৈতন্যভাগবতা'দি গ্রন্থের সহিত কেবলমাত্র ঘটনার অমিল থাকিলেই কোন গ্রন্থকে জাল বলা চলে না। তাহা হইলে বৈষ্ণব-জীবনী গ্রন্থমাত্রেই জাল। আবার কেবলমাত্র অসম্ভব ঘটনার বর্ণনা দেখিলেও কোন গ্রন্থকে জাল বলা অসংগত। সেইরূপ বিচারেও প্রত্যেকটি বৈষ্ণব-জীবনী গ্রন্থকে জাল বলা চলে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ কবিকর্ণপূরের 'চৈতন্যচরিতামৃতমহাকাব্য' হইতে কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করা যাইতে পারে। গ্রন্থকার বলেন (১।২৪) যে গৌরাঙ্গজন্মের পূর্বে শচীদেবী ত্রয়োদশমাস গর্ভবতী ছিলেন। শচীদেবীকে প্রেমদান ব্যাপারে (৫ম-সর্গ) বর্ণিত হইয়াছে যে শচীদেবীই প্রথমে পুত্রের নিকট প্রেম-প্রার্থনা করিলে গৌরাঙ্গ ব্রাহ্মণদিগের নিকট প্রার্থনা জানাইয়া তাঁহাকে প্রেমধন দেওয়াইয়াছিলেন। গৌরাঙ্গের গঙ্গাবক্ষে ঝাঁপ দেওয়া সম্বন্ধে বলা হইয়াছে (৭ম সর্গ) যে একদিন নৃত্যকালে এক ব্রাহ্মণী তাঁহার সম্মুখে প্রণতা হইলে তিনি ব্রাহ্মণীর দুঃখভার গ্রহণ পূর্বক গঙ্গাজলে নিপতিত হন এবং পরে নিত্যানন্দ তাঁহাকে উদ্ধার করেন। আশ্চর্যের বিষয়, গ্রন্থমধ্যে লিখিত হইয়াছে (১১শ. সর্গ) যে সন্ন্যাস গ্রহণের পর ভাববিহ্বল চিত্তে রাঢ়দেশে বিচরণ করিবার কালে মহাপ্রভুই স্বয়ং প্রথমে অদ্বৈতগৃহে গমনেচ্ছু হইয়া নিত্যানন্দকে নবদ্বীপস্থ ভক্তবৃন্দসহ শান্তিপুরে যাইবার জন্য আজ্ঞা প্রদান করেন। আরও একটি অদ্ভুত বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে (১২শ. সর্গ) যে ভক্তবৃন্দের নিকট বিদায় লইয়া মহাপ্রভুর নীলাচল হইতে দক্ষিণাভিমুখে গমন করিবার পর পথিমধ্যে গোপীনাথ নামক

ব্রাহ্মণ গিয়া তাঁহাকে সার্বভৌম রচিত একটি শ্লোক প্রদান করিলে তিনি সেই শ্লোকমধ্যে 'কৃষ্ণপদ' দেখিতে পাইয়া সার্বভৌমের প্রতি পূর্বকৃত স্বীয় অসদাচরণের জন্য হা-হুতাশ করিতে থাকেন এবং সার্বভৌম-সেবায় তৎপর না হইয়া শ্রীক্ষেত্র-ত্যাগকে স্বীয় চরম অপরাধ বিবেচনা করিয়া নীলাচলে প্রত্যাবর্তনপূর্বক সার্বভৌম-সেবায় ব্রতী হইয়াছিলেন। আরও অদ্ভুত ব্যাপার যে, পরে তিনি যখন দক্ষিণ-যাত্রা আরম্ভ করিলেন, তখন তিনি গোদাবরী-তীরে গিয়াও রামানন্দ রায়ের সহিত সাক্ষাৎ না করিয়াই চলিয়া গেলেন এবং প্রত্যাবর্তনের সময় (১৩শ. সর্গ) ঐ স্থানে আসিয়া মিলিত হইলেন। কিন্তু তাহাতে সন্তুষ্ট না হওয়ায় সেখান হইতে নীলাচলে প্রত্যাবর্তনের পরেও একদিন তিনি কাহাকেও কিছু না বলিয়া একাকী হঠাৎ গোদাবরী-তীরে গমন করিয়া রামানন্দ রায়ের সহিত চারিমাস অতিবাহিত করিয়া ফিরিলেন। গ্রন্থমধ্যে (১৭শ. সর্গ) এমন বিবরণও আছে যে সনাতন, রূপ এবং অনুপমও একত্রে নীলাচলে গিয়া মহাপ্রভুর পাদপদ্ম দর্শন করিয়াছিলেন এবং মহাপ্রভু বৃন্দাবন যাত্রা করিলে রামানন্দ রায় চৈতন্যবিয়োগে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন (২০।৩৬)।

'চৈতন্যচরিতামৃতমহাকাব্যে'র উক্ত বিবরণগুলি তথ্যসংক্রান্ত। তৎসত্ত্বেও গ্রন্থখানিকে কেহ কখনও পুরাপুরি জাল মনে করেন নাই। 'অদ্বৈতমঙ্গল' গ্রন্থে বিখ্যাত ঘটনাগুলির এতাদৃশ অসম্ভাব্যতা দৃষ্ট হয় না। বরং ঘটনা-বর্ণনায় গ্রন্থকার যে সংযমবোধের পরিচয় দিয়াছেন, অন্য যে কোনও অদ্বৈতচরিত-গ্রন্থে, এমনকি 'চৈতন্যভাগবত' ও 'চৈতন্যমঙ্গল' প্রভৃতি বিখ্যাত গ্রন্থেও তাহার অসদ্ভাব রহিয়াছে। অবিশ্বাস্য ঘটনা অবশ্যই আছে। অদ্বৈত জন্মরহস্য, দিব্যসিংহের পুত্র ও দেবী-বিগ্রহ প্রসঙ্গ, বিজয়পুরীর শান্তিপুরাগমনের কারণ, অদ্বৈতের বিদ্যাশিক্ষা ও বৃন্দাবনে মদনগোপাল প্রকট, অদ্বৈতকর্তৃক দিগ্বিজয়ীকে চতুর্ভুজ-মূর্তি ও গৌরীদাসকে চতুর্ভুজ- ও ষড়্ভুজ-মূর্তি প্রদর্শন,

ফুঁ দিয়া হরিদাসের অগ্নিপ্রজ্বালন, সীতাদেবীর জন্মরহস্য, অচ্যুতকে আঘাত করায় গৌরাঙ্গ-অঙ্গে সীতাদেবীর হস্তচিহ্ন প্রকটন, পরিবেশনরতা সীতার চতুর্ভুজারূপধারণ ও বহুমূর্তি পরিগ্রহ, নিত্যানন্দের দৈত্যকৃপা ও জঙ্গলীবৃত্তান্ত প্রভৃতি ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে। ভক্তের দৃষ্টিতে এই সকল ঘটনার অবিশ্বাস্য অংশগুলিও বাস্তব বলিয়া প্রতিভাত হইতে পারে। কিন্তু বর্ণনা-বাহুল্যে পরবর্তী-কালের গ্রন্থকার-গণ যে স্থলে বিষয়গুলিকে পাঠকের নিকট উপেক্ষণীয় করিয়াছেন, আলোচ্য লেখক পরিমিত বর্ণনার দ্বারা সেস্থলে তাহাদের বস্তুবিষয়কে বিবেচনাগ্রাহ্য করিয়াছেন। অদ্বৈত-লীলাকালের দুইশত বৎসর পরে তৎসম্বন্ধে এইরূপ বর্ণনা সংযম যে প্রত্যাশা করা যায় না, তাহারই প্রমাণ অন্যান্য অদ্বৈতচরিতগ্রন্থ।

'অদ্বৈতমঙ্গল'কার কবিকর্ণপূরের চৈতন্যলীলা ও তাঁহার চৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে'র উল্লেখ করিয়াছেন এবং 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটক' হইতে তিনি মহাপ্রভুর উক্তিও উদ্ধৃত করিয়াছেন। সুতরাং গ্রন্থরচনার তারিখ সঠিকভাবে নির্দেশ করিতে না পারা গেলেও বলা যায় যে 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটক' লিখিত হইবার পরে এবং 'প্রেমবিলাস'-গ্রন্থ লিখিত হইবার ও 'বৈষ্ণবতোষণী' বা 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থ প্রচারিত হইবার পূর্ববর্তী কোনও সময়ে অদ্বৈতশাখান্তর্গত হরিচরণ (পণ্ডিত) 'অদ্বৈতমঙ্গল' গ্রন্থ রচনা করেন। কিন্তু গ্রন্থকার নিজে শ্যামদাস আচার্য ও কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারীর নিকট কোনও বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়াছিলেন কিনা তাহা একেবারে নিশ্চিত-ভাবে বুঝিতে পারা যায় না। আবার পূর্বেই দেখিয়াছি যে যে-শ্রীনাথের নিকট হইতে কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী-কৃত কড়চাটি গ্রহণ করায় বা হয়ত নিজেও কিছু শ্রবণ করায় তাঁহার সহিত গ্রন্থকারের প্রত্যক্ষ যোগ সূচিত হয়, 'লঘুতোষণী'র প্রমাণে সেই শ্রীনাথ সম্পর্কিত কিছু কিছু বিবরণও ভ্রান্ত প্রতিপন্ন হয়। বস্তুত এই অংশটি যেন গ্রন্থের একটি বিশেষ দুর্বলতার প্রতিই অঙ্গুলি নির্দেশ

করে। এই বিবরণের অংশবিশেষ প্রক্ষিপ্ত বা বিকৃত হওয়া ও বিচিত্র নহে। কারণ, শ্রীনাথ-বিবরণ লিপিবদ্ধ করিবার সময় কবি প্রথমেই লিখিতেছেন ঃ

পূর্বে যবে দক্ষিণে গেলা প্রভু মোর।
তথাহি শ্রীনাথ শিষ্য মহান্ত প্রচুর ॥
শ্রীনাথ হএ পণ্ডিত অগ্রগণ্য।
দক্ষিণ দেশ ধন্য কৈল কৃপা যে অনন্য ॥

কবি ইতিপূর্বে অদ্বৈতের ভ্রমণ বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সেস্থলে বৃন্দাবন-পরিক্রমার বিবরণে সম্ভবত ভ্রান্তি আছে। গ্রন্থকার জানাইয়াছেন যে অদ্বৈত রাধাকুণ্ডে স্নান করিয়াছিলেন। কিন্তু 'চৈতন্যচরিতামৃত' হইতে আমরা জানিতে পারি যে রাধাকুণ্ডের অবস্থান আরও বহু পরে চৈতন্য কর্তৃক নির্দেশিত হয়। যতদূর মনে হয়, 'চৈতন্যচরিতামৃত' পাঠ করিলে কবি ঐরূপ লিখিতে পারিতেন না। কিন্তু যাহাহউক, অদ্বৈতের ভ্রমণ-পথ বর্ণনায় 'অদ্বৈতপ্রকাশ'-কার যে স্থলে সম্ভবত 'চৈতন্যচরিতামৃতো'ক্ত চৈতন্যের ভ্রমণ-পথ বর্ণনার প্রভাবে পড়িয়া (গোবিন্দদাসের কড়চায় বর্ণিত চৈতন্যের ভ্রমণ পথের কথা মনে আসে) অদ্বৈতপ্রভুকে সারা ভারতময় বিশৃঙ্খলভাবে ভ্রমণ করাইয়াছেন (রেমুনা-নাভিগয়া-পুরী-গোদাবরী - শিবকাঞ্চী - বিষ্ণুকাঞ্চী - কাবেরী - দক্ষিণমথুরা - সেতুবন্ধ-ধেনুতীর্থ - রামেশ্বর - মধ্বাচার্যস্থান-দণ্ডকারণ্য-নাসিক-দ্বারকা-প্রভাস-পুষ্কর - কুরুক্ষেত্র - হরিদ্বার - বদরিকাশ্রম - গোমুখী - গণ্ডকী - মিথিলা-অযোধ্যা - বারাণসী - আদিকেশব-বিন্দুমাধব-প্রয়াগ-বেণীমাধব-মথুরা -ব্রজধাম) 'অদ্বৈতমঙ্গল'-কার সম্ভবত সত্যানুবর্তী বা তথ্য সম্বন্ধে কিছু পরিমাণে অবহিত থাকায় তদ্রূপ করিতে পারেন নাই। তাঁহার বর্ণনায় পাই গয়া, প্রয়াগ, মথুরা ও বৃন্দাবন। দক্ষিণের নাম পর্যন্ত সেখানে নাই। অথচ শ্রীনাথ বিবরণের মধ্যে দক্ষিণের বা নীলাচলের বিশেষ উল্লেখ পাইতেছি। এজন্যই বিবরণের

অংশ-বিশেষকে প্রক্ষিপ্ত বা বিকৃত বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে হয়। অবশ্য সমগ্র বিবরণটি এইরূপ হইতে পারে না। কারণ, গ্রন্থশেষে 'অনুবাদ' লিখন কালে কবি শ্রীনাথ এবং রূপ-সনাতনের সম্বন্ধে পূর্ব-উল্লেখের কথা ব্যক্ত করিয়াছেন।

কিন্তু প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যেভাবেই হউক না কেন, গ্রন্থকার যে পূর্বোক্ত বিখ্যাত ভক্তবৃন্দ প্রদত্ত তথ্যগুলি সংগ্রহ করিয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ থাকে না। পূর্বলিখিত গ্রন্থসমূহে ধৃত বিচ্ছিন্ন তথ্যাদি, কিংবা কোনও প্রত্যক্ষদর্শী-লিখিত অপ্রকাশিত কড়চার বিবরণ সমূহ সম্পূর্ণরূপে আত্মসাৎ করিবার পর বহু পরবর্তী-কালে লিখিত হওয়া সত্ত্বেও জাল গ্রন্থগুলিকে সাধারণত কোন প্রাচীন শিষ্যের নামে আরোপিত হইতে দেখা যায়। কিন্তু অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে 'অদ্বৈতমঙ্গলে'র পুথি বর্তমান থাকায় কিংবা সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগেও 'অদ্বৈতমঙ্গল' পুথির অস্তিত্ব অনুমিত হওয়ায় এবং এই গ্রন্থটি অন্যান্য সকল অদ্বৈতচরিত গ্রন্থের আকর-গ্রন্থরূপে প্রতীয়মান হওয়ায় এবং গ্রন্থকার অদ্বৈতসান্নিধ্য প্রাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও অদ্বৈতলীলা সম্পর্কিত কোনও ঘটনাকে নিজের নামে না চালাইয়া অদ্বৈত-অচ্যুতানন্দ ছাড়াও পূর্ববর্তী অন্যান্য ভক্তের ঋণ স্বীকার করায় গ্রন্থকারকে জাল মনে করার কারণ থাকে না। বরং পূর্ববর্তী অন্যান্য প্রমাণ বলেও গ্রন্থের মূল অংশকে প্রামাণিক বলতে হয়। অগ্নি-, ব্রহ্মাণ্ড-, পদ্ম-পুরাণ, বরাহসংহিতা ও ভাগবতাদি প্রাচীন গ্রন্থ হইতে শ্লোকোদ্ধার করিয়া চৈতন্য-অদ্বৈতাদির তত্ত্ব ও ক্রিয়াকলাপ প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা এবং একমাত্র গ্রন্থ হিসাবে শ্যামদাস ও কামদেব-পণ্ডিতের অষ্টক ও যদুনন্দন আচার্যের নয়টি শ্লোকযুক্ত অদ্বৈতবন্দনার উদ্ধার, অদ্বৈতলীলাপর্যায় (বাল্য, পৌগণ্ড, কৈশোর, যৌবন, বার্ধক্য) -অনুযায়ী পঞ্চ 'অবস্থা'য় গ্রন্থের অধ্যায় বিভাগ এবং গ্রন্থের 'মঙ্গল'নাম প্রভৃতি বিষয়ও সম্ভবত উপরোক্ত সিদ্ধান্তের সমর্থন করে। গ্রন্থমধ্যে প্রক্ষিপ্ত বিবরণ কিছু থাকিতে পারে, কিংবা ভ্রান্ত ধারণার

বশবর্তী হইয়া (যেমন অদ্বৈতের রাধাকুণ্ডে স্নান) গ্রন্থকার হয়ত কিছু ভুল সংবাদও পরিবেশন করিতে পারেন। আবার অদ্বৈতমাহাত্ম্য প্রচার করিতে যাওয়ায় গৌরাঙ্গের দিগ্বিজয়ী-জয়, বা রাধাকৃষ্ণ স্মৃতি বিভোর চৈতন্যের হাবভাবাদি কিংবা মাধবেন্দ্রের গোপালবিগ্রহ প্রকটন ইত্যাদি বিষয় অবলম্বনে কোন কোন ঘটনাকে অদ্বৈতসংক্রান্ত করিয়া লওয়াও বিচিত্র নহে। আবার একই গঙ্গাস্তবের বিষয় লইয়া মহাপ্রভুর মত অদ্বৈতেরও একজন দিগ্বিজয়ী-জয়ের বর্ণনা, কিংবা, বিশ্বরূপের গৃহত্যাগের পরে গৌরাঙ্গের জন্মকাল নিরূপণ প্রভৃতি কিছু কিছু বিবরণ স্বাভাবিকভাবে পাঠকের মনে সন্দেহ সৃষ্টি করে। কিন্তু অন্যান্য বিখ্যাত গ্রন্থের তুলনায় এই সকল অসঙ্গতি সামান্যই। এবং সেই-কারণে সমগ্র গ্রন্থকেই নিশ্চিতভাবে অপ্রামাণিক বলা যায় না।

প্রাচীন বৈষ্ণব-জীবনচরিতগুলির মধ্যে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রামাণিক বলিয়া স্বীকৃত হয়:

(১) 'শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতং' বা 'মুরারিগুপ্তের কড়চা'

(২) বৃন্দাবনদাসের 'চৈতন্যভাগবত'

(৩) লোচনদাসের 'চৈতন্যমঙ্গল'

(৪) জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল'

(৫) কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্যচরিতামৃত'

ইহাদের সহিত ১৯৫৭ খ্রী. এ ডক্টর সুকুমার সেনের সম্পাদিত ও এশিয়াটিক সোসাইটি হইতে প্রকাশিত চূড়ামণিদাসের 'গৌরাঙ্গবিজয়' গ্রন্থখানিরও নাম যুক্ত করা যাইতে পারে।

ছয়খানি গ্রন্থের মধ্যে প্রথম ও পঞ্চম, এই দুইটি মাত্র গ্রন্থের পুথিতে রচনাকাল লিখিত থাকিলেও একই গ্রন্থের ভিন্ন পুথিতে ভিন্ন রচনাকালের উল্লেখ করা হইয়াছে এবং ঐ ছয়খানি গ্রন্থের একটিরও রচনা-সমাপ্তিকাল সম্বন্ধে এ পর্যন্ত কোনও সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব হয় নাই। আবার গ্রন্থবর্ণিত ঘটনারাজির

কালানুক্রমিকতা প্রভৃতি কেবল আভ্যন্তরীণ প্রমাণ বলে, বা, ঐ সকল গ্রন্থে প্রযুক্ত ষোড়শ শতাব্দীর ভাষার লুপ্তপ্রায় বৈশিষ্ট্যগুলি বিচার করিয়া গ্রন্থগুলির কোনওটির যথাযথ রচনাকাল নির্দ্দিষ্ট করাও সম্ভব নহে। বরঞ্চ, ঐরূপ বিচার করিতে গেলে কোন কোন ক্ষেত্রে উহাদের প্রামাণিকতার মূলেই আঘাত লাগে। তবে সম্ভবত কয়েকটি ক্ষেত্রে উহাদের প্রামাণিকতা মোটামুটি উহাদের পুথি-প্রাচীনতার জন্যই স্বীকৃত হয়, যদিও 'মুরারিগুপ্তের কড়চা'র মত বিশিষ্ট গ্রন্থের কোনও আদর্শ পুথি নাই, জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল' ও চূড়ামণিদাসের 'গৌরাঙ্গবিজয়ে'র মাত্র একটি করিয়া পুথি আছে ('শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র বহুবিতর্কিত পুথির কথা স্মরণীয়) এবং জয়ানন্দের গ্রন্থের প্রাপ্ত প্রাচীনতম পুথির লিপিকাল ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দ, 'গৌরাঙ্গবিজয়ের 'আদ্যন্তখণ্ডিত' ঐ একটিমাত্র পুথিরও লিপিকাল জানা যায় নাই, আবার মুরারিগুপ্তের গ্রন্থের প্রাচীনতম ও বাংলা হরপে লিখিত একমাত্র পুথির লিখনকাল ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দ।

এই সকল কথা বিবেচনা করিলে 'অদ্বৈতমঙ্গলে'র গ্রন্থ-প্রামাণ্য অনস্বীকার্য হইয়া উঠে। ইহার প্রাপ্ত দুইখানি পুথিই সম্পূর্ণ এবং যতদূর জানা যায় একটি হইতে অন্যটি অনুলিখিত হয় নাই। আবার দুইশত বৎসর পূর্বেও ইহার পুথি বিদ্যমান ছিল। সুতরাং পূর্বোক্ত তুলনামূলক আলোচনা এবং আভ্যন্তরীণ প্রমাণাদি ব্যতিরেকেও পুথি-প্রাচীনতা বা পুথি-প্রামাণ্য বলেও ইহার গ্রন্থ-প্রামাণ্য স্বীকার করিতে হয়। কেবল সন্দেহের জন্য সন্দেহ পোষণ না করিলে, যতদূর মনে হয় গ্রন্থটির মূল অধিক-অংশকেই প্রামাণিক বলা চলে এবং গ্রন্থকর্তা হরিচরণ দাসকেও 'চৈতন্যচরিতামৃতো'ক্ত 'শ্রীহরিচরণ' ধরিয়া লইতে কোনও দুর্লঙ্ঘ্য বাধা থাকে না।

হরিচরণ দাস তাঁহার গ্রন্থের সর্বত্রই যে বৈষ্ণবোচিত দৈন্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহা পাঠকমাত্রেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাঁহার গ্রন্থ রচনাকে তিনি মিথ্যা অভিমান মনে করেন। তিনি

'পাপাহত', 'পামর', 'অজ্ঞান' ও 'ক্ষুদ্র জীব'। তৎসত্ত্বেও তিনি যে লিখিতেছেন তাহার কারণ

যে লিখাএ প্রভু সেই লিখি যে নির্ণিতে।

এবং যে লিখায় অচ্যুতানন্দ সেহি যে লিখিব।

এবং প্রভুর নন্দন মোর হৃদয় প্রকাশিয়া।
যে লিখায় তাহা লিখি তার বশ হৈয়া॥

তবুও পাছে কিছু দোষ ত্রুটি ঘটে, তজ্জন্য

শ্রীবৈষ্ণব গোসাঞিঃর পায় করিএ মিনতি।
ক্ষম মোর অপরাধ এহি মোর স্তুতি॥

ইহা ছাড়াও তিন প্রভু এবং অন্যান্য ভক্তের নিকট তাঁহার কত প্রার্থনা। একটি প্রার্থনা এই যে, তাঁহার যেন বৃন্দাবন প্রাপ্তির ও রাধাকৃষ্ণ পাদপদ্ম সেবনের অভিলাষ পূর্ণ হয়। প্রকৃতপক্ষে ইহা ছিল ভক্ত কবির ঐকান্তিক কামনা। প্রার্থনার মধ্যে যথার্থ ভক্তের আকূতি সাহিত্যিক সত্যে মণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে। কবি লিখিতেছেন :

ভজন নাহি জানি সেবকাভাস মাত্র।
তাহার কৃপায় যদি করেন পবিত্র॥
লোভ মোহ কাম ক্রোধ মদ আদি করি।
আমার হৃদয়ে রহিছে যে আসি ভরি॥
এত দোষ ক্ষমা যদি করিবে সীতানাথ।
তবে সে উদ্ধার হবে এহি পাপী তাথ॥
এহি ভিক্ষা মাগি প্রভু দন্তে তৃণ ধরি।
বৃন্দাবনে মরি যেন তোমার নাম করি॥
অশেষ দোষের দোষী যদি আসি হই।
তথাপি তোমার দাস অভিমান এই॥
তোমার কৃপা লেশ হইলে জিনিব শমন।
শ্রীরাধিকার চরণ সেবা দেওত এখন॥

যৈছে তৈছে কর মোরে তাহে নাহি ভয়।
হৃদয়ে চরণপদ্ম রহে যেন সদয় ॥

অন্যত্রও রাধাকৃষ্ণ লীলাবর্ণনাগুলির মধ্যেই তাঁহার কবিপ্রতিভা যেন প্রকাশের পথ খুঁজিয়া পাইয়াছে। তাঁহার কয়েকটি পদ ত্রিপদীতে লিখিত হইয়াছে। কিন্তু পয়ার ও ত্রিপদী উভয় ঠাটই তাঁহার প্রতিভার যথার্থ বাহনরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। কবি একস্থলে বলিয়াছেন ঃ

কবি তাহা নাহি জানি নাহি লিখি আন্।
সহজে লিখিএ কথা করিয়া যতন ॥

কিন্তু ইহাও যে তাঁহার দৈন্যোক্তিমাত্র নিম্নধৃত অংশটি হইতে তাহা প্রতীয়মান হইতে পারে।

হে সখী কৃষ্ণ বড় বিদগদ রাজ ॥
রাধিকার সুখ লাগি রাস ছাড়ি আইলা ভাগি
একান্তে বিহরে দুইজন।
শ্রম হইয়া আছে বড় সেবা করে সবে দড়
চরণে সেবয়ে দুইজন ॥
মনিময় ব্যজনে ব্যজন করে ক্ষণে ক্ষণে
তাম্বূল দেয় মুখ ভরি।
সুগন্ধি কুসুম আনি দুঁহোপব বরষাণি
হাস্যরস দুহেঁ আচরি ॥
শ্রম ঋত দুঁহ দেখি মলয় চন্দন সখী
দুঁহো অঙ্গে করে বিলেপন।
একান্ত বিহার লীলা যথোচিত আরম্ভিলা
সুখে সাগর দুঁহ মন ॥......
স্বহস্তে বসন লই কৃষ্ণমুখ মারজ্জই
কে কহিব সে সব যে কথা।
চিবুকেত হাত দিয়া কৃষ্ণ দেখে নিরখিয়া
সুখ সিন্ধু লাগিয়াছে এথা ॥

আহা আমি মরি যাই পুন দংশে মুখ রাই
কুটিল ভুরু চাহে রাধা।
কৃষ্ণের দ্বিগুণ সুখ কুটিল করে যব মুখ
প্রাণ তুল্য হয় সেহি সাধা॥
কুসুম মণ্ডল রীত রাধা তাহে বিদিত
কৃষ্ণবেশ করিল আপনে।
রাধিকার বেশ খানি ভিন্ন ভিন্ন হইল জানি
সখী দেয় সওরি যতনে॥

পয়ারেও যথেষ্ট কবিত্বের সমাবেশ ঘটিয়াছে।

এহি তবে নাম রাগ ছায়া সুশীতল।
যমুনার হিলোল বহে তাহে নির্মল॥
তথাই বসিয়া রাধার কৃষ্ণস্মৃতি হৈল।
কৃষ্ণ কেমন সখী কে জানি দেখিল॥
কেমনে দেখিব আমি সেহি চন্দ্রমুখ।
ধরিতে না পারি হিয়া পোড়ে মোর বুক॥......
হাহা কৃষ্ণ প্রাণনাথ কোথা গিয়া পাব।
যমুনা পশিয়া সখী অবশ্য মরিব॥
না দেখিয়া সেহি কৃষ্ণ নয়ানের তারা।
অচেতন হইল সবে কৃষ্ণ হৈল হারা॥

অন্যত্র, বলরাম কহে কৃষ্ণের বেণুধ্বনি কি মাধুরী।
ত্রিজগৎ মোহিলা মোহিল গোপনারী॥
যার বেণু শুনি হয় জগৎ অচেতন।
সবে অনুগত হয় না রহে ভুবন॥
গোপীকার ধৈর্য ধ্বংস হইল সকল।
বিভ্রমে আসিয়া মিলে হইয়া বিকল॥
গোপীকার মন কৃষ্ণ আকর্ষণ লাগি।
বেণু অস্ত্র করিলা অবলা বধ লাগি॥

রাধাকৃষ্ণ বা বৃন্দাবনলীলার কথা বাদ দিলে অন্যত্রও কবিত্বের অভাব ঘটে নাই। শান্তিপুর বর্ণনায় কবি লিখিতেছেন :

কদম্ব নারিকেল অশ্বত্থ অপার।
ঝমকি ঝমকি রহে গঙ্গার উপর॥
নারঙ্গ কমলা আর আসোড়িয়া চাঁপা।
লোক সব ভেট দেয় প্রভুর আগে ঝাপা॥

আবার মধ্যে মধ্যে চরিত্র ও চিত্রগুলি বাস্তব সৌন্দর্যে শোভাময় হইয়াছে।

বিলম্ব দেখিয়া প্রভু গেলা গঙ্গাতীরে।
মহাপ্রভু লজ্জা পাইলা অচ্যুতা আইলা ঘরে॥
এতক্ষণ জল খেল অন্ন শুকাইল।
অন্ধের লড়ি তুমি শচীব সকল॥
আমার এথাতে থাক তাহে তেঁহ সুখী।
ভোজন করহ আসি হাত ধরে ডাকি॥
আসিলা প্রভুর সাথে হাসিতে হাসিতে।
ভোজন করিব এবে চলহ আগেতে॥

কিংবা, সখার বচনশুনি হাসিতে হাসিতে।
বসিলা বড়াই বুড়ি কাশিতে কাশিতে॥
তবে কৃষ্ণ সমুখে আইলা মুরলী বেত্র হাতে।
রাধিকার পানে চাহি কহে সখী সাথে॥
শুনহ যুবতী তোমরা আমাব বচন।
এথা দান দিয়া চল নৌকার সদন॥

১৯৫৮ সালের প্রথম দিকে পরম শ্রদ্ধের ডক্টর সুকুমার সেন, এম. এ., পি. এইচ. ডি., এফ. এ. এস. বি. মহাশয় আমাকে এই পুথিটি নকল করিয়া আনিতে আদেশ দেন। তদনুযায়ী গ্রন্থ নকলের কার্য শেষ করিলে তিনি গ্রন্থ সম্বন্ধে আমার লিখিত অভিমত চাহেন।

আমি কিছু লিখিয়া দেখাইলে তিনি আমাকে গ্রন্থটি সম্পাদনের নির্দেশ দান করেন। অনিচ্ছা প্রকাশে সাহসী না হইলেও নিজের অক্ষমতা উপলব্ধি করিয়া গ্রন্থসহ ঐ লেখাটি তাঁহার নিকটেই রাখিয়া আসি এবং বেশ কিছুকাল কাটিয়া যায়। ইতিমধ্যে তাঁহার 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে' (প্রথম খণ্ড, পূর্বার্ধ) ডক্টর সেন ঘোষণা করিয়া দেন যে 'অদ্বৈতমঙ্গল' গ্রন্থখানি আমি 'প্রকাশার্থে সম্পাদনা' করিতেছি। ফলে সম্পাদনার অনিবার্যতা আসিয়া পড়ে। তৎসত্ত্বেও দুই বৎসরের অধিক কাল যাবৎ নিষ্ক্রিয় ছিলাম; গ্রন্থখানি তাঁহার কাছেই গচ্ছিত থাকে। তাহার পর ১৯৬১ সালে ডক্টর তারাপদ মুখোপাধ্যায়, এম. এ., পি. এইচ. ডি. মহাশয় বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মহোদয় কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া বিশ্ববিদ্যালয় হইতে একটি গবেষণামূলক গ্রন্থ প্রকাশ করিবার জন্য বিশেষ উদ্‌যোগী হন। তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব কোনও ছাপাখানা ছিলনা। কিন্তু তৎসত্ত্বেও বাংলা বিভাগের পক্ষ হইতেই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম গ্রন্থ প্রকাশিত হইবে বলিয়া তাৎকালিক বিভাগীয় প্রধান ডক্টর মুখোপাধ্যায় বিশেষভাবে উৎসাহ বোধ করেন এবং মৎসম্পাদিত গ্রন্থখানিই সেই গ্রন্থ হইবে বলিয়া আমাকেও ঐ বিষয়ে উৎসাহিত করিতে থাকেন। তাঁহার অনুরোধে ঐ বছরেই আমি গ্রন্থ সম্পাদন করিয়া উহা তাঁহার হাতে দিলে তিনি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নিকট গ্রন্থটি পেশ করেন। কিন্তু কিছুকাল পরে তিনি সম্ভবত উপাচার্য মহোদয়ের নির্দেশ মত গ্রন্থটির প্রকাশোপযোগিতা সম্বন্ধে ডক্টর সেনের অভিমত আনিয়া দিতে বলিলে আমি ডক্টর সেনের নিকট হইতে নিম্নলিখিত অভিমত আনিয়া দিই :

> শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ মাইতি মহাশয় অদ্বৈতমঙ্গল সম্পাদনে যে পরিমাণ চিন্তা ও প্রযত্ন প্রয়োগ করিয়াছেন তাহা আমাদের দেশে এখন বড় দেখা যায়না। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ ডক্টর মাইতি সম্পাদিত অদ্বৈতমঙ্গল প্রকাশের দ্বারা বাংলাবিদ্যার

গবেষণার দ্বার উদ্‌ঘাটন করিলেন ইহার জন্য আমি তাঁহাদের আন্তরিকভাবে সাধুবাদ দিতেছি। ১৮ই জুন, ১৯৬২

১৯৬৩ সালের আগস্ট মাসেও বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত জনার্দন চক্রবর্তী, এম. এ. মহাশয় কর্তৃপক্ষের নিকট লিখিত পত্রে গ্রন্থ সম্বন্ধে অভিমত প্রকাশ করেন:

> The text is a landmark in our literary history... ably and critically edited with a very well-written preface by Dr. Maity,...a real piece of research work which, if published, will bring credit to our University.

১৯৬৪ সালের মে মাসে কর্তৃপক্ষ আমাকে ভূমিকাটি পুনর্বিবেচনা পূর্বক লিখিয়া দিতে বলেন। তদনুযায়ী আমি ভূমিকাটি পুনরায় পাঠ করিয়া কয়েকটি অংশ যোগ করিয়া দিই (ভূমিকার এক পৃষ্ঠার প্রথম দুইটি অনুচ্ছেদ, উনচল্লিশ পৃষ্ঠার শেষ অনুচ্ছেদদ্বয় এবং তৎপূর্ববর্তী অনুচ্ছেদের শেষের দুই তিনটি পংক্তি) এবং ১৯৬৫ সালের প্রথমেই গ্রন্থটি বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব ছাপাখানায় প্রেরিত হইলে ছাপার কার্যও সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ হইয়া যায়। বর্তমানে সেই কার্য সুসম্পন্ন হওয়ায় গ্রন্থটি প্রকাশিত হইতেছে। ইতিমধ্যে 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ'-কর্তৃপক্ষ পুথির কয়েকটি পৃষ্ঠার ফটো-প্রতিলিপি লইবার অনুমতি দান করায় পাঠকবর্গের সম্মুখে দুর্বোধ্য অংশগুলির যথাযথ প্রতিলিপি উপস্থাপিত করা সম্ভব হইয়াছে।

এই ধরণের প্রাচীন পুথি সম্পাদনা ও প্রকাশনার কার্যকে আমি একটি সামাজিক কার্য বলিয়া মনে করি। পুথির সংরক্ষক হিসাবে 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ'-কর্তৃপক্ষ এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালা বিভাগের কর্তৃপক্ষ, বাংলা সাহিত্যের একটি বিস্মৃত পৃষ্ঠা উদ্ধারের আদেশক ঐ সাহিত্যেতিহাসের সাধক-ঐতিহাসিক ডক্টর সুকুমার সেন, বাংলাবিদ্যা গবেষণা বিষয়ে উৎসাহী বর্ধমান

বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের প্রথম বিভাগীয় প্রধান ডক্টর তারাপদ মুখোপাধ্যায় এবং তৎপরবর্তী বিভাগীয় অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত জনার্দন চক্রবর্তী, এবং প্রকাশক হিসাবে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, আর সম্পাদক হিসাবে বর্তমান লেখক -এই সকলের সমবেত প্রচেষ্টার ফলেই এই সামাজিক কার্যটি সম্পন্ন হইয়াছে। সুতরাং গ্রন্থ প্রকাশের মধ্যে যদি কিছু কৃতিত্ব থাকে, তাহা সকলের; সম্পাদনার ত্রুটি কিন্তু পুরাপুরি সম্পাদকেরই। সংস্কৃত অংশগুলি সম্পাদনার কার্যে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক বন্ধুবর শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায়, এম. এ., কাব্যতীর্থ মহাশয় আমাকে যেভাবে আগ্রহ ও নিষ্ঠার সহিত সাহায্য করিয়াছেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট গ্রন্থটি অর্পণ করিবার পরমুহূর্ত হইতেই গ্রন্থপ্রকাশ ব্যাপারটিকে ত্বরান্বিত করিবার জন্য বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক 'ইউনিভার্সিটি'-সদস্য সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত অনিন্দ্য দত্ত, এম. এ. মহাশয় যেভাবে নিঃস্বার্থ ও অকপট প্রযত্ন প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহা আমি কোনদিনই ভুলিতে পারিবনা। ভূমিকাটি আর একবার নকল করার এবং প্রুফ্ দেখার ব্যাপারে আমাকে যে কয়জন স্নেহভাজন ছাত্রছাত্রী বিশেষভাবে সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদের কথাও বিশেষভাবে মনে পড়িতেছে। গ্রন্থটি যদি পাঠকবর্গের আনন্দন-চিন্তন-মনন সম্পর্কিত কোনও কাজে লাগে শ্রম সার্থক হইবে। ইতি

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ,
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়
১০।২।১৯৬৬

বিনীত
শ্রীরবীন্দ্রনাথ মাইতি

অদ্বৈত মঙ্গল

প্রথম অবস্থা

প্রথম সংখ্যা

১।২ ৺নমো সরস্বত্যৈ ॥ নমো ভগবদ্‌বাদরায়ণয়ে নমঃ ॥[১]
শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ ॥ শ্রীরাধাকৃষ্ণৌ জয়তাম্‌ ॥
শ্রীচৈতন্যনিত্যানন্দাদ্বৈতচন্দ্রেভ্যো নমঃ ॥
বাসুদেবায় নমঃ ॥
বন্দে রাধা প্রেমমূর্তির্যস্যাঃ কৃষ্ণেণ চেতসা
………… তস্মৈ রাধিকায়ৈ নমো নমঃ ॥
বন্দে কমলপত্রাক্ষং গোপিকাপ্রাণবল্লভং ।
রাধয়া সহিতং তঞ্চ ব্রজভূমিং প্রপূজয়েৎ ॥
শ্রীচৈতন্যং প্রভুং বন্দে জগদাহ্লাদকারকং ।
আগতোঽভূৎ পৃথিব্যাং যঃ কলৌ কলুষহারকঃ ॥
যঃ প্রেমানন্দমগ্নাত্মা নিত্যানন্দমহোদধিঃ ।
অকিঞ্চনপ্রিয়স্তস্মৈ প্রভবে চ নমো নমঃ ॥
শ্রীলাদ্বৈতং প্রভুং বন্দে গৌরধামসনাতনং ।
রাধাকৃষ্ণপ্রেমমগ্নং মত্তসিংহসমং ভুবি ॥
বন্দে গৌরভক্তবৃন্দং যস্য চৈতন্যজীবনং ।
শ্রীলাদ্বৈতনিত্যানন্দৌ কৃপা…… ……॥
শ্রীগুরুং প্রভুং বন্দে যো নিত্যধাম্নি বিরাজতে ।
যৎ কৃপালেশমাত্রেণ কৃতকৃত্যো ন সংশয়ঃ ॥

(১) পরিষৎ-পুথির পাঠ যথাসম্ভব অবিকৃত রাখিয়া গুর্বাদিবর্ণন অংশটি শুদ্ধ করিয়া দেওয়া হইল ।

২।১ ত্রিপদী ॥ শ্রীগুরুচরণপদ্ম মনেতে করিয়া সদ্ম[১]
যে লেখাএ পরশমণি[২] মোকে।
কৃষ্ণের জীবন প্রাণ প্রেমমূর্তিতে[৩] পরণাম
আজ্ঞা মাগি তাহার শ্রীমুখে ॥ ১ ॥

তাহার যে কৃপাবরে পূর্বাপর দেখাএ মোরে
আজ্ঞা অনুসারে মাত্র লেখি।
অদ্বৈত মঙ্গলেতে প্রভুলীলা প্রকটিতে আজ্ঞা দিলা
পূর্ব প্রবন্ধ আগে লেখি ॥ ২ ॥

ব্রজে কৃষ্ণ প্রকটিলা অংশাঅংশী এক হৈলা
পুরাণ আগমে এহি দেখি।
কৃষ্ণের অচিন্ত্য লীলা পার কেহ না পাইলা
বেদ পুরাণ হইল সাক্ষী ॥ ৩ ॥

আমি ক্ষুদ্র জীব হইয়া কি বর্ণিতে পারি ইহা
শ্রীঅচ্যুতানন্দ আজ্ঞা মানি।
প্রভুর পুত্র যব[৪] শিষ্য আদি[৫] যত সব
তাহে আমি ক্ষুদ্র অভিমানী ॥ ৪ ॥

(১) বি—মূর্ত (২) ব—পরমমুনি; বি—পূর্ব্বে মুনি মুখে [কিন্তু অন্যত্র অচ্যুতানন্দকে 'পরশমণি' আখ্যা দিয়া কবি তাঁহার রচনাশক্তির কৈফিয়ত দিয়াছেন।—দ্র.—১।১।১৩-১৮] (৩) বি—মূর্ত্তি জাহার নাম (৪) বি—অসম্ভব (৫) বি—জত বড় সব

শ্রীঅদ্বৈত চরণধূলি　　মস্তকেতে লই তুলি
হৃদয়ে করিয়া পাদপদ্ম।
পূর্ব স্বরূপ লেখি　　প্রভু পূর্ণতর দেখি
বিহরিল করিয়া[1] যে ছন্দ ॥ ৫ ॥

বৃন্দাবন নিত্য ধাম　　নিত্যানন্দময়[2] নাম
একলি[3] শ্রীরাধার বিহার।
২।২　শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণ ভগবান/　　পূর্ণতম[4] যার নাম
শ্রীরাধিকা[5] প্রিয় সেহি জার ॥ ৬ ॥

চতুর্বিধা[6] ভাব ব্রজে　　পূর্ণতম তাহে রাজে
সুখময় ব্রজলীলা হরে[7]।
ব্রজের অধিক নাহি　　প্রিয়তম দেখি চাহি
কালিন্দী[8] যাহার ভিতরে ॥ ৭ ॥

নন্দীশ্বর গোবর্ধনে　　নানা লীলা রাত্রিদিনে
বৃন্দাবনে রাস[9] বিহার।
শ্রীরাধিকার সখি লইয়া　　বিরলে[10] বিহরে যাইয়া
তাহে মনোরথ পুরে যার ॥ ৮ ॥

(১) ব—করি জে ছন্দ (২) বি—চিদানন্দময় (৩) ব—এক লিখি রাধিকার বেহার (৪) ব—উত্তম (৫) বি—শ্রীরাধা প্রিয়সি তাহার (৬) বি—তার (৭) বি—জার (৮) বি—তাহার (৯) বি—রসের বিহার (১০) বি—প্রান্তে (সা)রাচেন জাএ্যা

পূর্ণ পূর্ণতর দুই　　লীলা ধামান্তর এহি[1]
ব্রজে বিহার সখাসখিগণ।
নিগূঢ় ব্রজের লীলা　　অংশাঅংশী বিলসিলা
বেদ পুরাণে নিরূপণ[2] ॥ ৯ ॥
ধামান্তরে যত লীলা　　ব্রজলীলা ভজিলা
ইহা কহি শক্তি অনুরূপ।
সখাসখী ভাব হইয়া　　শ্রেষ্ঠ[3] লীলা জানিয়া
রাধাকৃষ্ণ সেবএ স্বরূপ ॥ ১০ ॥

তথাহি　　*　*　*　*　*

[4]কৃষ্ণ যশোদার গর্ভে যোগমায়া হৈঞা।
পূর্ণতম ব্রজে তেঁহো প্রকট হইয়া ॥
৩।১　　পূর্ণতর বাসুদেব বসুদেব ঘরে।
দেবকীর গর্ভে জন্ম হইল তাহারে ॥
রোহিণী নক্ষত্রে জন্ম [5]হইল প্রচার।
বসুদেব কংশভয় নিল [6]নন্দগার ॥
অংশী দেখি অংশ একত্র হইলা।
বিহার সমএ ভিন্ন দেহ আচরিলা ॥

(১) ব—সেই লিলা (২) বি—তাহার সাক্ষি (৩) বি—গোষ্ঠ (৪) ব—কৃষ্ণ জন্ম যশোদার গর্ব্ভযোগ লইয়া।—দ্র.—৮।১।১৩ (৫) বি—বিদিত (৬) বি—নন্দঘর

পূর্ণরূপ সংকর্ষণ জ্যেষ্ঠ ভাই জানি।
রোহিণীর পুত্র হই প্রকট আপনি ॥
ব্রজে বিহার অলৌকিক সর্বে নাহি জানে।
রাধিকার কৃপা যারে সেহি ধন্য মানে ॥
দশ বৎসর ছয় মাস পঞ্চম দিবস।
ব্রজলীলা প্রকটিলা নিত্যলীলা রাস ॥
পূর্ণতর রূপে কৃষ্ণ মথুরাদি বিহার।
আনন্দে অপার যার লীলার[১] বিস্তার ॥
দ্বারকা বিহারে কৃষ্ণ ব্রহ্মশাপ কবিল।
অপ্রকটে লীলা করি[২] বেদ বিচারিল ॥
[৩]পূর্বাপর সব কথা তথাঞি কহিল।
কর্ম অ(চে?) উদ্ধবেরে বিস্তর যোগ শিখাইল ॥
[৪]পৃথিবীতে ভার হয় অসুর অপার।
জীব দুঃখ দেখি আমি করি[৫] অবতার ॥
কলিযুগে বিস্তর ভক্ত আমার হইবে।
৩।২   যে জন্মিবে ক/লিকালে সেহি ধন্য হবে ॥

(১) ব—লিলাতে (২) বি—বেদ কর্ম আচরিলা (৩) বি—এই পংক্তি ও পরবর্তী পংক্তির দুইটি শব্দ নাই। (৪) বি—সকল কহিয়া কৃষ্ণ অন্তর্ধান হইলা। (৫) বি—করিল

তথাহি একাদশে ॥

কৃতাদিষু প্রজা রাজন্ কলাবিচ্ছন্তি সম্ভবম্।
কলৌ খলু ভবিষ্যন্তি নারায়ণপরায়ণাঃ ॥
[শ্রীমদ্ভাগবত—১১।৫।৩৮]

প্রকটাপ্রকট দেখাইলা সভারে।
দন্তবক্র বধ করি ব্রজেতে বিহরে ॥
ব্রজের প্রকট ভক্ত মাতাপিতা সখা।
প্রিয় সেবকগণ আসি দিলা দেখা ॥
সভারে সভারে[১] প্রীত অনেক আচরি।
যথাকার অংশ তথা পাঠায়ে[২] দেবপুরি ॥
যথা তথা পাঠাইলা দেব কার্য সাধি।
নিত্য পরিকর লইয়া নিত্য বিনোদী ॥
নিত্য ধাম নিত্য[৩] বিহার নিত্য লীলা করে।
নিত্য[৪] নিত্য বিহার করে আনন্দ অপারে ॥
প্রকট বিহার লীলা দেখে সর্বজন।
নিত্য লীলা দেখে সব[৫] নিত্য ভক্তজন ॥
বাল্য পৌগণ্ড কৈশোর নিত্য বিহার।
সবে নিত্য পরিকর নাহি ভিন্নাকার ॥

(১) বি—সভার (২) পাঠান্তর পুরি। (৩) বি—নিত্য লীলা নিত্য বিহার (৪) ব—একটি 'নিত্য' নাই। ব—'সব' নাই।

তথাহি সনৎকুমারে ॥

দাসাঃ সখায়ঃ পিতরৌ প্রেয়স্যশ্চ হরেরিহ ।
সর্ব্বে নিত্যা মুনিশ্রেষ্ঠ তত্তুল্যা গুণশালিনঃ ॥

[পদ্মপুরাণ, পাতালখণ্ড—৫২।৩]

৪।১ নিত্য লীলা কথা সংক্ষেপে লিখিল ।
প্রস্তাব পাইয়া এবে কিঞ্চিৎ কহিল ॥
সেহি নিত্য পরিকর সর্বে মাতা পিতা ।
কলির প্রথম [১]সন্ধ্যা প্রকট হইলা এথা ॥
বসুদেব দৈবকী যত আদি করি ।
প্রথমে প্রকাশ হইলা সর্বে [২]অবতরি ॥
এ সব সিদ্ধান্ত কথা শ্রদ্ধা করি শুনে ।
নিত্য পরিকরে যায় সেবার বিধানে ॥
শ্রীশান্তিপুরনাথ পাদপদ্ম করি আশ ।
অদ্বৈত মঙ্গল কহে হরিচরণ দাস ॥

ইতি শ্রীঅদ্বৈতমঙ্গলে প্রথমা[৩]বস্থায়াং গুর্বাদিবর্ণনং তথা [৫]শ্রীকৃষ্ণলীলাবর্ণনং নাম প্রথম-[৪]সংখ্যা ॥

(১) ব—সন্ধ্যা (২) বি—অবতারি (৩, ৪) 'অবস্থায়াং' স্থলে 'সংখ্যায়' ও 'সংখ্যা'র স্থলে 'অবস্থায়' লিখিত আছে। (৫) বি—'শ্রী' নাই

দ্বিতীয় সংখ্যা

শ্রীঅদ্বৈত পাদপদ্ম [১]বন্দিএ যতনে।
শ্রীচৈতন্যের [২]আর্য সেই জানে সর্বজনে ॥
অভেদ চৈতন্য হয় শান্তিপুর নাথ।
নিত্যানন্দ অবধৌত [৩]হয় একসাথ ॥
তিন প্রভুর ভক্ত সবে মোরে দয়া কব।
সভার চরণ [৪]বন্দিএ করি জোড় কর ॥
এক মহাপ্রভু আর প্রভু দুই জন।
৪।২ অদ্বৈত [৫]চরিত্র কিছু করিএ বর্ণন ॥
শ্রীচৈতন্যলীলা বর্ণিলা কবিকর্ণপূর।
তাহে নিত্যানন্দলীলা রসের প্রচুর ॥
অদ্বৈত প্রভুর আদি অন্ত্য লীলা কিছু।
বর্ণন করিব সর্বে করি আগু পিছু ॥
অদ্বৈত প্রভুর লীলা পঞ্চ অবস্থা।
বাল্য পৌগণ্ড কৈশোর যৌবন বৃদ্ধতা ॥
বাল্য অবস্থাতে হয় জন্মলীলা আদি।
প্রথম অবস্থা বলি সর্ব কার্য সাধি ॥

(১) বি—বন্দিব (২) ব—আশ্চর্যা (৩) বি—দুই (৪) বি—বন্দো (৫) বি—চরিত্র লিলা কিছু

পৌগণ্ড অবস্থাতে শ্রীশান্তিপুর আইল
দ্বিতীয় অবস্থা বলি বর্ণন হইল ॥
কৈশোর অবস্থাতে তীর্থ পর্যটন।
বৃন্দাবন আগমন গোপাল প্রকটন ॥
ভক্তিশাস্ত্র ব্যাখ্যাদি দিগ্বিজয় [১] জয়।
অদ্বৈত প্রকট নাম তাহাতে যে হয় ॥
[২] তৃতীয় অবস্থা [৩] বলি করিয়ে তাহারে।
[৪] কৈশোরে বৃন্দাবন পর্যটন করে ॥
যৌবনে অনেক লীলা করিলা প্রকাশ।
তপস্যাদি আচরণ শান্তিপুর বাস ॥
চতুর্থ অবস্থা সেহি বর্ণন করিব।
যাহার শ্রবণে লোক পবিত্র হইব ॥
৫।১　বৃদ্ধ অবস্থা লিখি তাঁর [৫] পরিণয়।
নিত্যানন্দ চৈতন্য অবতার করয় ॥
তিন প্রভুর লীলা হয় সেহি শান্তিপুরে।
ভক্তবৃন্দ লইয়া করে আনন্দ অপারে ॥
অচ্যুতানন্দ বলরাম গোপাল কৃষ্ণমিশ্র।
জগদীশ স্বরূপ শাখা আদি যে সহস্র ॥

(১) ব—সর্ব্ব করি জয়।　(২) বি—দ্বিতিয়　(৩) বি—করি বলিএ　(৪) ব—কৈশোরের
(৫) বি—সিতার

সেহ লীলা যে হয় পঞ্চম অবস্থা।
ক্রম করি লিখিব কিঞ্চিৎ যে এথা॥
প্রভুর নন্দন আর শাখায়ে সকলে।
আমারে আজ্ঞা দিলা হৃদয় প্রবলে[১]॥
আমি প্রভুর ভৃত্য তার আজ্ঞাবলে।
সাহস করিয়া লিখি শ্রীচরণ বলে॥
[২]কবি তাহা নহি জানি নাহি লিখি আন্।
সহজে লিখিএ কথা করিয়া যতন॥
প্রথম অবস্থার সূত্র করিএ বর্ণনে[৩]।
প্রভুর পাদপদ্ম ভাবি হৃদয় কমলে॥
যুগে যুগে অবতার শাস্ত্রের প্রমাণ।
[৪]পৃথিবীর ভার জানে ব্রহ্মা সন্নিধান॥
ব্রহ্মা যাইয়া ক্ষীরোদ তীরে করে নিবেদন।
পুরুষ অবতার তেঁঞি[৫] জানএ তখন॥
দ্বাপর যুগ গেল কলির প্রথম।
এককালে বসিয়াছেন ভগবান পূর্ণতম॥
৫।২ সে/হিকালে দৈববাণী আকাশে শুনিয়া।
সভারে কহিলা কৃষ্ণ সতৃষ্ণ[৬] হইয়া॥

(১) ব—পুরণে (২) ব—কবিতাহান্ নাহি ; বি—কবি তাহা নাহি (৩) বি—জতনে (৪) বি—প্রিথিবি তার হৈলে জান ব্রহ্মার সন্নিধানে (৫) বি—তেঁই (৬) বি—সন্তোষ্ট

বৃহ অংশ রহে তথা হইয়া দ্বারপাল।
বরাহ সংহিতা ইহা জানিবা সকল॥
সকলে লইয়া কৃষ্ণ বিরলে বসিয়া।
পৃথিবী[১] পাপাক্রান্ত হইলা ছল উঠাইয়া॥
রাধিকার ভাব চেষ্টা আস্বাদন লাগি।
সভার হৃদয়ে আছে অনুরাগ রাগী[২]॥
তাহাতে আজ্ঞা দিলা স্বয়ং ভগবান্।
[৩]ভক্ত হইয়া জন্মিবে গঙ্গা সন্নিধান॥
বসুদেব নন্দনকে [৪]প্রকাশ-আকর্ষিয়া।
আজ্ঞা দিলা সবে যাও পৃথিবী লইয়া॥
মাতা পিতা জন্মাইয়া জন্ম [৫]লও তুমি।
তুমি যদি [৬]হুঙ্কারিবা তবে যাব আমি॥
সংকর্ষণ লইয়া যাবে যদি [৭]কার্য হয়।
তোমা হইতে সর্ব মনস্কাম পূর্ণ হয়॥
আর যুগে অস্ত্র [৮]শাস্ত্র [৯]যুদ্ধ বিবাদ।
কলি যুগে নাম অস্ত্র করহ প্রসাদ॥
ব্রহ্মাদি দেব [১০]সব তোমার আজ্ঞাকারী।
যাকে যবে বোলাইবা যাবে আজ্ঞা ধরি॥

(১) ব—পাপক্রান্ত (২) বি—জাগি (৩) বাসুদেবকে নন্দনন্দন আজ্ঞা দিয়াছিলেন (?) দ্র.—১০।২।১২, ১০।১।৪, ১৩।১।১৩, ৪৮।২।৯, ১৯ (৪) বি—প্রকাশে (৫) লহ (৬) বি—বোলাইবা (৭) বি—ধার্য্য (৮) শস্ত্র (?) (৯) ব—যুদ্ধ (১০) বি—গণ

তপস্বী মুনি সব তোমার[১] অংশ হয়।
৬।১ আ/মি আজ্ঞাবাহক[২] তোমার জানিবা নিশ্চয়॥
ইচ্ছাশক্তি কৃষ্ণে ইচ্ছা অনুরূপ[৩]।
মনোরথ হইল পৃথিবীতে স্বরূপ॥

তথাহি॥ * * * * * *

প্রথম অবস্থার সূত্র এহি মাত্র লিখি।
বিস্তারিয়া কহিব জন্মলীলা লিখি॥
সাত বৎসরেতে[৪] মহাপ্রভুর আগে।
অদ্বৈত আচার্য প্রভুর[৫] প্রকট সব জাগে[৬]॥
জন্মলীলা দেখিল[৭] কেবা শুনিব কার স্থানে
মনেতে ভাবনা করি প্রভু[৮] পদ ধ্যানে॥
পুত্র ভৃত্য লইয়া প্রভু আছেন সভা করি।
ইতিমধ্যে আইলা তথা বিজয়[৯] নাম পুরী॥
বৃদ্ধ সন্ন্যাসী সেহি মুখে কৃষ্ণ নাম।
কাঞ্চন শরীর হয় দিব্য তেজ ধাম॥
গোসাঞি[১০] দেখিয়া প্রভু সম্ভ্রমে উঠিয়া।
সম্ভাষা[১১] করিলা তথা চরণে পড়িয়া॥

(১) ব—আমার (২) বি—আজ্ঞাকারি (৩) ব—অনুরূপ (৪) বি—সাত সত বৎসর (৫) বি—প্রভু
(৬) বি—আগে (৭) ব—দেখিবে (৮) বি—রহিল প্রভু (৯) ব—বিজ (১০) বি—সন্ন্যাসি
(১১) বি—সভা সবে নমস্করি চরণে পড়িলা

আলিঙ্গন করি প্রভুর সমুখে রহিলা।
আসিয়া[1] অদ্বৈত প্রভু[2] পৃথক বসাইলা॥

৬।২ পুরি কহে কমলাকান্ত এথা তুমি আছন্ত[3]।
ভ্রমি আইলাম আমি বৈকুণ্ঠ পর্যন্ত॥
উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম ভ্রমিয়া দেখিল[4]।
কৃষ্ণ[5] ভক্তি[6] শুদ্ধ প্রেম কোথাএ না পাইল॥
আইল তোমার পাশ শ্রীভাগবত শুনিতে।
অর্থ বিবরিয়া কহো[7] যে পড়িলে অবনীতে॥
গোলক বৈকুণ্ঠ সব তোমার সহিত।
তুমি কহিবা মোরে যে হয় উচিত॥
প্রেম বিস্তারিতে তুমি হইআছ অবতার।
আমাকে[8] বঞ্চনা তুমি না করিবে আর॥
কাশীতে মিলিল[9] তোমা পৃথক সন্ন্যাসে।
তোমার কৃপা বিনে না জানিল[10] বিশেষে॥
মথুরা রহিল কথদিন যমুনার তীরে।
বৃন্দাবন[11] দেখিল ভ্রমিল[12] বনান্তরে॥
দ্বাদশ আদিত্য ঘাটে শ্রীমদন গোপাল।
গুফাতে আছেন বসি সেবা অতিকাল॥

(১) বি—হাসিআ (২) বি—গোসাঞিকে বসাইল (৩) ব—আছ (৪) ব—'দেখিল' নাই।
(৫) ব—ভ্রমিয়া কৃষ্ণভক্তি শুদ্ধ প্রেমযা॥ (৬) বি—ভক্ত (৭) ব—যে পড়ি অভিতে॥
(৮) ব—তোমাকে (৯) ব—মিলন (১০) বি—জানিব (১১) ব—বৃন্দাবনেতে (১২) ব—তুমি

তথাএ[১] রহিল তিন রাত্রি উপবাসী।
নির্জ্জন বৃন্দাবন ফলমূল রাশি॥
প্রতিমা কহেন মোকে ফল তুমি খাও।
৭।১ উপবাসী রহি মোকে কেন দুঃখ দেও॥
কৃষ্ণ প্রকট আমি দেখিতে আইল।
ভক্তিরূপ গুণ তার শুনিতে চাহিল॥
তবে আজ্ঞা দিলা মোকে মদন গোপাল।
অদ্বৈত আচার্য স্থানে যাও পুনর্বার॥
দেহ সম্বন্ধে তুমি চিনিতে না পারিলা।
কমলাকান্ত নাম সেহি ভগবান হইলা॥
ঈশ্বর ভগবান তেঁহো অংশ আসি যাইয়া।
পুরুবে প্রকট তেঁহো পারিষদ লইয়া॥
এই বট পিণ্ডীপর বসি[২] আছিলা তিনি।
আমারে প্রকটিলা ইহায়[৩] আছি আমি॥
বিস্তারি শুনিবে তথা আমি কহিতে না পারি।
ভক্তাবতার[৪] সেহিত জানিবা নির্ধারি॥
তাহাতে আইল তোমার নিকটে ভাগিনা।
কৃপা করি কহ মোরে না কর বঞ্চনা॥

(১) ব—তথা (২) ব—বসিছিলা তুমি (৩) বি—ইহাতে আছি জানি (৪) বি—ভক্তবেশতর

প্রভু কহে শুন মামা রহ কথ দিন।
শান্তিপুর যাব [১]তোমার করি শুশ্রূষণ ॥
নিভৃতে দিলেন বাসা রহিতে তাহারে।
শ্যামদাস ঈশান দুইএ সেবা করে ॥
শুশ্রূষা করিয়া অনেক শ্রম দূর কৈল।
সেবাতে [২]সন্তুষ্ট পুরী তবে যে হইল ॥
৭।১ বিজয় পুরী আগ/মন লিখিল বিধানে।
পূর্বের সংবাদ এবে শুন সর্বজনে ॥
শ্রীশান্তিপুরনাথ পাদপদ্ম করি আশ।
অদ্বৈত মঙ্গল [৩]কহে হরিচরণ দাস ॥

ইতি [৪]শ্রীঅদ্বৈতমঙ্গলে প্রথমা[৫]বস্থায়াং [৬]পঞ্চাবস্থা-সূত্রং তথা
বিজয়পুর্য্যা[৭]গমনং নাম দ্বিতীয়-সংখ্যা ॥

(১) বি—তোমাকে করাব শ্রবণ। (২) ব—তুষ্ট হঞা পবিত্র হইল। (৩) ব—কহেন
(৪) বি—শ্রীশ্রী (৫) অবস্তায় (৬) পঞ্চম অবস্তায় শুত্র (৭) আগমন দ্বিতীয় সংখ্যা

তৃতীয় সংখ্যা

বন্দে[1] শ্রীঅদ্বৈত সীতার প্রাণনাথ।

যে আনিল মহাপ্রভু গোলকের নাথ॥

৭।১

বন্দে শ্রীঅচ্যুতানন্দ প্রভুর তনয়।

বলরাম কৃষ্ণ মিশ্র আর যত হয়॥

তোমার আজ্ঞাএ লিখি যতন করিয়া।

বিজয় পুরী সংবাদ লিখি শুন মন দিয়া॥

শ্রীপাদ মাধব ইন্দ্র সতীর্থ[2] বিজয় পুরী।

ভক্তি করএ[3] প্রভু সে সম্বন্ধ[4] আচরি॥

প্রাতঃকাল হইলে পুরী স্নানাদি[5] আচরিয়া।

তুলসী মঞ্চ পাশে বৈসে প্রভুর পাশে যাইয়া॥

ভক্তবৃন্দ সবে বৈসে তুলসী বেড়িয়া।

শ্রীভাগবত কহে প্রভু ভক্তি অর্থ করিয়া॥

শ্রীমদ্‌ভাগবত আদ্য মধ্য অন্ত্য।

ভক্তি প্রেম সিদ্ধান্ত শাস্ত্র নিতান্ত॥

৮।১

নবম স্কন্ধ পর্যন্ত শুনিল সব[6] বৈসে।

দশমে শ্রোতা বক্তা প্রেম রসে ভাসে॥

---

(১) বি—বন্দো শ্রীঅদ্বৈত প্রভু (২) ব—তীর্থ (৩) বি—দর্শনে (৪) ব—শেশব্দ
(৫) বি—শুনে মন দিয়া (৬) ব—শবসে

নবম স্কন্ধ পর্যন্ত শুনিন শবসে । দশমে শ্রোতা বক্তা প্রেমবশে গাস্তে ।
শঙ্খলাতে বেজন্মশু নিগ্রকৃতিক্স হইন । প্রবক্ত হে বোহিনীর গর্ব্বে জন্ম
হইন । নিলনঙ্গনামস্ত বেপ্রেমবসবাঙ্গ । হাতাইপাস্তিতুয় বেজন্মরা

মন্দ । বসুদেবেব পুত্র জন্ম জন্মিনা কাবাগাবে । প্রধ্বাদি আশিস্তুতি
কবেনতাহাবে । প্রাতঃ কানহৈ নেকাশেমাবিবেসকন । কৃষ্ণ ওকহে
বসুদেবনেইয়া জাওগোপান । যশোদাব কোলেনিয়াবাখহ আমাবে ।
কথদিনকার্য্যসাধি আসিবতোমাব মন্দে । এতে কবনিযাম্মনবাম হই

না । বসুদেবপুত্র নইয়াগোপানেচনিনা । নন্দযরেপুত্রকন্যাপ্রহ
ইছে । যোগমায়াশ্রস্তু কবিপ্রাধ্ব বাহিছে । গোআহিশ্রীমৎ দ্বাবাক্ত । মা
য়ায়াসহিতশাঙ্গং কৃষ্ণ ওগোপ্তে নন্দগৃহে গোত: । প্রাকৃতি গৃহে দ্রুষ্ণক:

সংকর্ষণের জন্ম শুনি প্রভু[1] তটস্থ হইল।
প্রভু কহে রোহিণীর গর্ভে জন্ম হইল॥
নিত্যানন্দ নাম এবে প্রেম রস স্যন্দ।
হাড়াই পণ্ডিত ঘরে জন্ম সম্বন্ধ॥
বসুদেবের পুত্র কৃষ্ণ জন্মিলা কারাগারে।
ব্রহ্মাদি আসি স্তুতি করেন তাহারে॥
প্রাতঃকাল হৈলে কংসে মারিবে সকল।
[2]কৃষ্ণ কহে বসুদেব লইয়া যাও গোকুল॥
যশোদার কোলে নিয়া রাখহ আমারে।
কথদিন কার্য সাধি আসিব তোমার ঘরে॥
এতেক বলিয়া পুন বালক হইলা।
[3]বসুদেব পুত্র লইয়া গোকুলে চলিলা॥
নন্দঘরে পুত্র কন্যা একত্র হইছে।
যোগমায়াশ্রয় করি কৃষ্ণ রহিছে॥

তথাহি শ্রীমৎ প্রভুবাক্যং॥

৮।২   * * * *

তথাহি পদ্মপুরাণে॥

* * * *

(১) বি—গোসাঞি (২) বি—বসুদেব কহে কৃষ্ণ লৈআ জাই গোকুল (৩) বি—এই পংক্তি নাই

তথাহি যামলে ॥

*　　*　　*　　*

তথাহি শ্রীভাগবত দশমে ॥

সা তদ্ধস্তাৎ সমুৎপত্য সদ্যো দেবাম্বরং গতা।
অদৃশ্যতানুজা বিষ্ণোঃ সায়ুধাষ্টমহাভুজা ॥
[১০।৪।৯]

দূরে থাকি বসুদেব কোলে কৃষ্ণ দেখি।
অংশাঅংশী এক হৈল বসুদেব না লখি ॥
এহি কথা শুনি পুরী পূর্বপক্ষ কৈল।
দুই[১] কৃষ্ণ জন্ম বড় বিপত্তি[২] হইল ॥
প্রভু কহে সন্দেহ না করিয় শুন মন দিয়া।
পূর্ণতম কৃষ্ণ গোকুলে ব্যূহ মথুরা যাইয়া ॥
এককালে জন্ম হইল বিহার লাগিয়া।
অংশা অংশী কৃষ্ণচন্দ্র সংঘতি[৩] লইয়া ॥
ভাগবতে[৪] প্রকট জন্ম বসুদেব ঘরে।
৯।১　　সংক্ষেপে কহিল জন্ম নন্দে/র মন্দিরে[৫] ॥

(১) ব—দুই　(২) বিপত্য ; বি—বিপরিত　(৩) বি—স্বয়ং হইআ　(৪) বি—শ্রীভাগবতে
(৫) গৃহেরে

তথাহি শুকদেব বাক্যং ॥

নন্দস্ত্বাত্মজ উৎপন্নে জাতাহ্লাদো মহামনাঃ।
আহুয় বিপ্রান্ দৈবজ্ঞান্ স্নাতঃ শুচিরলঙ্কৃতঃ ॥

[১০।৫।১]

তথাহি তত্রৈব ব্রহ্মবাক্যং ॥

নৌমীড্য তেঽভ্রবপুষে তড়িদম্বরায়
গুঞ্জাবতংসপরিপিচ্ছলসন্মুখায়।
বন্যস্রজে কবলবেত্রবিষাণবেণু-
লক্ষ্মশ্রিয়ে মৃদুপদে পশুপাঙ্গজায় ॥

[১০।১৪।১]

তথাহি পুরাণান্তরে ॥

*   *   *   *   *

ভঙ্গি করি পুরি তবে পুছিলা এতেক।
প্রভুর মুখেতে[১] শুনে জন্মের কৌতুক ॥
গোকুলে প্রকট হৈয়া যে যে লীলা কৈল।
শুনিয়া দুহার বড় প্রেম উথলিল ॥
অসুর বধ যবে শুনিলা বিজয় পুরী।
মার মার বলিয়া উঠে বোলে হরি হরি ॥
প্রভু কহে দুর্বাসা তুমি স্থির হৈয়া শুন।
অম্বরীষ নাহি এথা কর[২] সম্বরণ ॥

(১) ব—মুখে ; (২) ব—করহ শ্রবণ

লজ্জা পাইয়া পুরী তবে বসিলা আসনে।

৯।২ রাস/লীলা প্রকট[১] কহে প্রভুর স্থানে ॥

বেণু ধ্বনি শুনে গোপী নিশ্চেষ্ট[২] হইয়া।

বৃন্দাবন আইলা তবে সব তেয়াগিয়া ॥

বেদধর্ম মর্যাদা[৩] সকলি ছাড়িয়া।

[৪]রাগ মার্গে গেলা সব অনুরাগী হৈআ ॥

রাগ মার্গে কৃষ্ণ পাই ব্রজেন্দ্র নন্দন।

রাধিকার সহ কৃষ্ণ ব্রজ আস্বাদন ॥

[৫]রাস ছাড়ি রাধা লৈয়া কৃষ্ণ অন্তর্ধান।

রাধা রাধা বলিয়া প্রভু ঊর্ধ্ব[৬] নয়ান ॥

অন্তর্দশায় প্রভু রহেন কতক্ষণ।

কুঞ্জবিহার তথি করএ দরশন ॥

রাধা লৈয়া কুঞ্জে বিহার করে কৃষ্ণচন্দ্র।

সেবন করএ প্রভু লইয়া সখীবৃন্দ ॥

ত্রিপদী ॥ অন্তর্দশা প্রভুর হৈল সখী লইয়া সেবা কৈল

সব সখী লইয়া আপন[৭] সঙ্গে।

শ্রীরূপমঞ্জরী আর লবঙ্গমঞ্জরী সার

সবে করে সেবা বহু[৮] রঙ্গে ॥ ১ ॥

(১) বি—প্রকটন কহে প্রভু সনে। (২) বি—নিশ্রেষ্ট ; ব—নীশ্রেষ্ট (৩) ব—মর্য্যদা (৪) ব—বৃন্দাবন আইলা তবে বেহার লাগিয়া। (৫) ব—বসি ছাড়ি (৬) ব—দূস্থান (৭) ব—আপনার রঙ্গ (৮) ব—রঙ্গ

হে সখী কৃষ্ণ বড় বিদগদ রাজ ॥

রাধিকার সুখ[১] লাগি   রাস ছাড়ি আইলা ভাগী

১০।১   একান্ত বিহ/রে[২] দুইজন।

শ্রম হইয়া আছে বড়   সেবা[৩] করে সবে দড়

চরণে সেবএ দুইজন ॥ ২ ॥

[৪]মণিময় ব্যজনে   ব্যজন করে ক্ষণে ক্ষণে

তাম্বূল দেয় মুখ ভরি।

সুগন্ধি কুসুম আনি   দুঁহোপর বরষাণি

হাস্য রস দুঁহে আচরি ॥ ৩ ॥

[৫]শ্রম ঋত দুঁহ দেখি   মলয় চন্দন সখী[৬]

দুঁহো অঙ্গে করে [৭]বিলেপন।

[৮]একান্ত বিহার লীলা   যথোচিত [৯]আরম্ভিলা

সুখ সাগর [১০]দুঁহ মন ॥ ৪ ॥

সখী সব সেবা করে   দুঁহ নাহি অবসরে

সখী পানে চাহি কৃষ্ণ কহে।

হের দেখ রাধিকা   তোমার সখী বহুধিকা

কি কহিব সখীর সেবা তুহে[১১] ॥ ৫ ॥

(১) বি—হারি (২) ব—ইহজন; বি—দুইজনা (৩) ব—কর (৪) বি—মুনিমএ (৫) বি—শ্রমযুক্ত (৬) ব—আখি (৭) ব—বরিশন (৮) ব—একান্তরে হরি লীলা (৯) ব—আর লীলা (১০) বি—দোহ মন পরসন্ন (১১) ব—হয়

[১] দুঁহো হস্ত পরশনে কুসুম সিংহাসনে
বসিয়া করএ পরিহাস।
লবঙ্গ দাড়িম আনি [২] কভু সখী ধরি আনি
কুচ [৩] আকর্ষএ ইতিহাস ॥ ৬ ॥
বসন ভূষণ যত বিগলিত হয়ে তত
[৪] পুন বেশ করে সখী মিলি।
পুষ্প সব হাতে লইয়া বেশ করে [৫] দুঁহে রহিয়া
সখী সব দেখি এহি কেলি ॥ ৭ ॥
১০।২ স্বহস্তে বসন লই কৃষ্ণ মুখ [৬] মারজ্জই
কে কহিব সে সব [৭] যে কথা।
[৮] চিবুকেত হাত দিয়া কৃষ্ণ দেখে নিরখিয়া
সুখ [৯] স্বপ্ন লাগিয়াছে এথা ॥ ৮ ॥
[১০] আহা আমি মরি যাই পুন দংশে মুখ রাই
[১১] কুটিল ভুরু চাহে রাধা।
কৃষ্ণের দ্বিগুণ সুখ কুটিল করে যব মুখ
প্রাণ তুল্য হয় সেহি সাধা ॥ ৯ ॥
কুসুম মণ্ডল রীত রাধা তাহে বিদিত
কৃষ্ণ বেশ করিল আপনে।

---

(১) বি—দোহ সন্ত ২ পাতে ছুহ জনা পরসনে রত্ন সিংহাসনে বসি করে পরিহাস।
(২) ব—বহু সখি ধনি (৩) ব—আকর্ষণে (৪) ব—পুম (৫) ব—বসিয়া ('দুঁহে' নাই।)
(৬) বি—মুছই (৭) ব—'জে' নাই (৮) ব—চিকুরেত (৯) ব—শ(প্ন) ; বি—সিন্দু (১০) ব—হাহা
(১১) বি—কুটিল ব্রতে চাহে তাহে রাধা

রাধিকার বেশখানি   ছিন্ন [১]ভিন্ন হইল জানি

সখী [২]দেয় সওঁরি যতনে ॥ ১০ ॥

[৩]ব্রজাঙ্গনা আকুল জানি   কৃষ্ণ আইলা তাহা মানি

এহি লীলা দেখি অন্তর্দশা।

গোপীর অধীন সেহি   অন্য গতি নাহি [৪]যেই

[৫]সবে মোর এই [৬]যে ভরসা ॥ ১১ ॥

শ্যামদাস প্রভুর [৭]বড় অন্তরঙ্গ।

[৮]উচ্চ করি কহে [৯]কানে কৃষ্ণ প্রসঙ্গ ॥

গোপীকার অধীন কৃষ্ণ কহে বারে বার।

শ্যামদাস রাসের শ্লোক পড়ে [১০]অনিবার ॥

তথাহি ॥

১১।১   ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাং

স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ।

যা মাভজন্ দুর্জ্জরগেহশৃঙ্খলাঃ

সংবৃশ্চ্য তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা ॥

[শ্রীমদ্ভাগবত—১০।৩২।২২]

(১) ব—'ভিন্ন' নাই   (২) বি—দেএ ধুসারি   (৩) বি—ব্রজগণ   (৪) বি—জাই   (৫) ব—শব

(৬) ব—শে   (৭) বি—'বড়' নাই   (৮) বি—প্রস্ন   (৯) বি—করো   (১০) ব—একবার

শ্যামদাস কর্ণে[১] ধরি প্রভু নিশ্চয় কহিলা।
গোপীকার প্রীতি[২] কৃষ্ণ শোধিতে নারিলা ॥
শ্যামদাস কহে প্রভুর চরণ ধরিয়া।
শ্রীরাধিকার প্রীতি[৩] কহ বিস্তার করিয়া ॥
হাসিয়া চাপড় মারি কহিলা তাহারে।
দোঁহার সেবা করিতে দোনো[৪] না দিলা আমারে ॥
এসব কথায়ে এবে নাহিক প্রয়োজন।
পশ্চাৎ কহিব তোমাকে একান্তে ভজন ॥
সিদ্ধান্ত শুনহ এবে পুরী গোসাঞির সাথে।
কহিতে লাগিলা প্রভু শ্লোক সাথে সাথে[৫] ॥
কেশি আদি বধ যত[৬] সকল কহিলা।
অক্রূর আগমন তবে জানাইলা ॥
মথুরা যাইতে কৃষ্ণ অক্রূরে স্নান কৈলা।
অক্রূরেরে কৃপা করি সব দেখাইলা ॥
পূর্ণতম লীলা কৃষ্ণ ব্রজে[৭] যে বিহরে।
পূর্ণতর হইয়া চলে মথুরা নগরে ॥
১১।২ সিদ্ধান্ত শুনিয়া[৮] তটস্থ হই/ল দুর্বাসার।
মথুরা বিহারী তুমি জানিল নির্ধার ॥

---

(১) ব—কণ্ঠে (২, ৩) ব—প্রতি (৪) বি—'দোনো' নাই (৫) ব—শতে শতে (৬) বি—প্রভু
(৭) ব—ব্রজ ; 'জে' নাই। (৮) বি—শুনিলা জত বস্ত দুর্বাসার।

তুমি কৃষ্ণ প্রকট আমি শুনিল গোলোকে।
এবে ভিন্ন ভিন্ন কহো সিদ্ধান্ত আমাকে ॥
প্রভু কহে যে কহিল শুন মন দিয়া।
শ্রীকৃষ্ণ বলিল তিন ভক্ত জানিয়া ॥
[১]পূর্ণতম ব্রজে কৃষ্ণ পরিকর পূর্ণতম।
পূর্ণতর মথুরা [২]পূর্ণ দ্বারকা ভুবন ॥
পূর্ণতম ব্রজ লীলা কৃষ্ণ যে জানিয়া।
তুঁহে ইচ্ছাশক্তি দ্বারে [৩]শেষে ব্রজে যাইয়া ॥
[৪]তোমারে কহিএ আমি নিষ্কপটেতে।
আমি আইলাম রাধাকৃষ্ণ প্রেম আস্বাদিতে ॥
[৫]ভক্তভাব অঙ্গীকরি আইলাম এথা।
সংসার দেখিল সব অভক্ত সর্বথা ॥
কৃষ্ণ হৈলে [৬]ভক্তিভাব আস্বাদন হএ।
যে কার্যে [৭]আইলাম এথা সর্বথা [৮]না হএ ॥
তাহাতে আনিল আমি ব্রজবিহারী কৃষ্ণ।
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য [৯]নাম রাখিল [১০]সতৃষ্ণ ॥
নবদ্বীপে জন্ম তার জগন্নাথ ঘরে।
শচী তার ভার্যা ভাগ্যবতীর উদরে ॥

---

(১) বি—'পূর্ণোত্তম'; ব—যে ব্রজে কৃষ্ণ (২) বি—প্রভু পূর্ণ (৩) ব—সবে (৪) ব—তোমায় (৫) বি—ভক্তিভাব (৬) ব—ভক্তভাব আস্বাদ নহে; বি—ভক্তি তবে আস্বাদ নহে (৭) ব—আইলা (৮) ব—'না' নাই (৯) ব—না (১০) বি—সর্বশ্রেষ্ঠ

১২।১ বাল্যলী/লা এবে তার তুমি দেখ যাইয়া।
আমি আজ্ঞাকারী[১] তার ভক্তিভাব লইয়া॥
তবে পুরী গোসাঞিকে স্বরূপ দেখাইলা।
চতুর্ভুজ মূর্তি হইয়া সমুখে রহিলা॥
ক্রমে ক্রমে দুই হস্ত মুরলী বদন।
দেখাইলা সব মনের গেল সংকোচন॥
পুরী দণ্ডবৎ হৈয়া পড়িল চরণে।
পুনঃ পুনঃ উঠে পড়ে হইয়া অজ্ঞানে[২]॥
প্রভু কহে নিত্যসিদ্ধ[৩] তুমি মুনিবর।
আমার কিছু নহে তোমার অগোচর॥
পুরী[৪] কহে যে লাগি গোপাল পাঠাইল মোরে।
দেখিল সকল তোমার কৃপা অনুসারে[৫]॥
এবে আমি পুন যাইয়া দেখিব মথুরা পুরী।
তৃতীয় দিবসে চলিব তোমার আজ্ঞা ধরি[৬]॥
তবে গোবিন্দ বৈদ্য শিষ্য দিল[৭] সঙ্গ করি।
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য দেখাইয়া আন[৮] বাহুড়ি॥
তুমি আশীর্বাদ তারে করিয় যতনে।
মনস্কাম পূর্ণ হয় আমার তাহা[৯] হনে॥

(১) ব—আজ্ঞা করি তবে (২) ব—বিভোরি (৩) ব—সিদ্ধা (৪) ব—প্রভু (৫) ব—আমারে
(৬) ব—করি ; বি—সিরে ধরি (৭) বি—'দিল' নাই (৮) বি—বলে হরি (৯) ব—তাহাণে

পুরী সঙ্গে গোবিন্দ মাধব হরিদাস আদি।
১২।২　　পঞ্চজন যায় লইয়া সর্বকার্য সাধি ॥
প্রভু বসি আছেন বালক সমাজে।
এহি কালে তথা গেলা পুরী মহারাজে ॥
বৈষ্ণব সন্ন্যাসী দেখি নমস্কার করে।
নারায়ণ বলি কোলে করিল তাহারে ॥
বিবরিয়া সব কথা গোবিন্দ কহিল।
প্রভু কহে শুনিয়াছি পুরী যে আইল ॥
পুরী কহে মাধবেন্দ্র সতীর্থ আমি হই।
মাধব ইন্দ্র শিষ্য অদ্বৈত আচার্য জানাই ॥
[1]তাহার শুনিল ঐছে জানিল সকল।
তোমাকে দেখিতে শক্তি [2]দেয় বুদ্ধিবল ॥
মহাপ্রভু কহে শুন তুমি সর্বপূজ্য।
সত্য করি সেহি মান যে কহিল আচার্য ॥
আচার্য পূজক বড় [3]জান এক[4]সনে।
যারে যেহি আজ্ঞা করে [5]সেহি তাহা মানে ॥
আমি তার [6]স্নেহের পাত্র কৃপা করে মোরে।
যে কিছু কহিল [7]সেই জানিব তাহারে ॥

(১) বি—তাহা যুনিল জে হৈতে দেখিল সকল। তোমাকেও দেখি শক্তি দেয় বুদ্ধি বল ॥
(২) ব—দেও　(৩) বি—আদরে সকলে　(৪) এক মনে (?)　(৫) বি—যানএ যাহারে
(৬) বি—কৃপাপাত্র স্নেহ করে　(৭) ব—মাত্র

তবে পুরী কহে আচার্য[১] কহিল নির্ধার।

১৩।১ যে হও সে হও তুমি আ/মার নমস্কার॥

উঠিয়া সম্ভ্রমে তবে করিলা প্রণতি।

বালক হইয়া[২] খেলে বালকের[৩] রীতি॥

তবে পুরীকে যত্ন করি গোবিন্দ মাধব।

শান্তিপুর লইয়া আইলা[৪] কহিলা যে সব॥

ভক্তবৃন্দ সকলে কহে চরণ ধরিয়া।

প্রভুর জন্মলীলা কহে কৃপায়ে করিয়া॥

পুনর্বার[৫] কথোদিন রহিলা শান্তিপুরে।

সীতার হাতের অন্ন অমৃত রস পুরে॥

ভিক্ষা করি নিভৃতে বাসাতে বসিয়া।

কহিতে লাগিলা তবে হরিষ হইয়া॥

শ্রীশান্তিপুরনাথ পাদপদ্ম করি আশ।

অদ্বৈত মঙ্গল কহে হরিচরণ দাস॥

ইতি শ্রীঅদ্বৈতমঙ্গলে প্রথমাবস্থানুসারে[৬] বিজয়পুরী-সংবাদে তৃতীয় সংখ্যা॥

(১) বি—কহিল (২) বি—লইয়া (৩) ব—লৈয়া বালি রিতি (৪) বি—'আইলা' নাই
(৫) ব—পূর্ব্বাপর (৬) লীলানুসারে

চতুর্থ সংখ্যা

বন্দে[1] শ্রীঅদ্বৈত প্রভু মোর প্রাণনাথ।
শ্রীচৈতন্যের অগ্রগণ্য তেঁহো তার সাথ ॥
যতনে বন্দিএ সীতা চরণ কমল।
অচ্যুত বলরাম তান্ নন্দন সকল ॥
১৩।২ শ্রীপাদ [2]বিজয় পুরীর চরণ যুগলে।
ভক্তি করি বন্দিএ মস্তক [3]কমলে ॥
যাহা হইতে জানিব প্রভুর জন্মলীলা।
দুর্বাসা মুনি সেহি [4]আসিয়া জন্মিলা ॥
সবে মন দিয়া শুন প্রভুর জন্মলীলা।
নিভৃতে বসিয়া পুরী কহিতে লাগিলা ॥
প্রভুর নন্দন অচ্যুত বলরাম [5]মিশ্র।
শ্যামদাস বাসুদেব [6]মুরারি গোবিন্দ শিষ্য ॥
হরিদাস মাধব [7]দাস প্রভুর ভক্ত যত।
একান্ত হইয়া শুন প্রভুর অভিমত ॥
সভার অগ্রেতে পুরী কহিতে লাগিলা।
প্রভুর ইঙ্গিত জানি [8]বস্তুত কহিলা ॥

(১) বি—বন্দো (২) ব—বিজপুরি (৩) বি—মণ্ডলে (৪) ব—জন্মিলা আসিয়া (৫) বি—গোপাল কৃষ্ণ মিশ্র। (৬) বি—গোবিন্দ মুরারি (৭) বি—'দাস' নাই (৮) বি—বস্তু তত্ত্ব

ছিলট্ট দেশেতে হয় নবগ্রাম নাম।
বিমল নির্মল হয় আত্মারাম ধাম ॥
ভরদ্বাজ মুনির বংশ জানি সর্বকাল।
আচার্য পদবী হয় সদ্‌গুণ[১] রসাল ॥
সেহি বংশে জন্মিলা আসি বসুদেব আচার্য।
কুবের[২] আচার্য নাম রাখিল আচার্য ॥
১৪।১ অগ্নিহোত্র যাজ্ঞিক ব্রাহ্ম/ণ[৩] বেদ পড়ে।
সেকালে হুঙ্কার হৈল পৃথিবী ভিতরে ॥
জয় জয় শব্দ হৈল পৃথিবী[৪] আচম্বিতে।
তবহি বসুদেব আসিলা অবনীতে ॥
জ্যোতিষ শাস্ত্র আচার্য[৫] একালে কহয়।
রাশি নাম গণিয়া কুবের নাম কয় ॥
ক্রমে ক্রমে অবস্থা কৈশোর পরিপূর্ণ।
সেহি গ্রামে মহানন্দ[৬] বিপ্র প্রবীণ ॥
তার কন্যা হয়[৭] এক পরমা সুন্দরী।
ঘটক[৮] সম্বন্ধ তাহার আনিল বিচারি ॥
দৈবকীর প্রায় সেহি সর্ব[৯] সুলক্ষণা।
লাভা নাম ধরে তার পিতা বিচক্ষণা ॥

(১) বি—সর্বত্র বিস্তার (২) বি—আরম্ভ (৩) ব—ব্রহ্মণ (৪) বি—পৃথিবিতে (৫) বি—সেকালে কহিএ (৬) বি—বিপ্রণি বিবর্ণ (৭) ব—[অস্পষ্ট] (৮) ব—সবার (৯) ব—[অস্পষ্ট]

বিবাহ হইল তার[1] কুবের আচার্যের সনে[2]।
গ্রাম সহিতে সব ধন্য ধন্য মানে॥
সেহি[3] গ্রামবাসী আমি ছিলাম পূর্বাশ্রমে।
মহানন্দের পুরোহিত পিতা গুরুতুল্য[4] মানে॥
লাভা দেবী ভাঁঞি মোরে বোলে সর্বকার।
আমিহ ভগিনী প্রায় করি[5] ব্যবহার॥

১৭।২ সেহি সম্বন্ধে মামা কহে প্রভু যে/আচার্য।
আমি পূর্বাপর জানি সব ইহার কার্য॥
একান্ত করিয়া শুন সবে মন দিয়া।
অদ্বৈত জন্ম এবে কহি বিবরিয়া॥
[6]নিত্য ব্যূহ গোলক বৃন্দাবনে আছে।
তথা পূর্ণতম[7] রূপে বাসুদেব[8] তৈছে॥
শ্রীভাগবতে শুনিল অদ্বৈত শ্রীমুখে।
বসুদেবের[9] ঘরে জন্ম গোলোকে রহে সুখে[10]॥
ভঙ্গিতে কহিলা সব না কহিলা বিশেষ।
অক্রূর ঘাটে ভিন্ন হৈয়া গেলা সেহি দেশ॥
দেব কার্য ছল[11] করি প্রকট হইলা।
নন্দনন্দন কৃষ্ণ আজ্ঞা তাকে দিলা॥

(১) ব—'তার' নাই (২) ব—স্থানে (৩) ব—বসি (৪) বি—করি (৫) ব—করিএ তাহার (৬) বি—চতুর্ব্যূহরূপে গোলক (৭) গ্রন্থ মধ্যে এই স্থলে 'পূর্ণতর' পাঠ আছে, কিন্তু তাহা ভুল। ব্র.—১১।১-২ (৮) ব—বসুদেব (৯) ব—বাসুদেবের (১০) ব—গোলকের সুখে (১১) বি—পূর্ণ

নিত্যধাম[১] পিতা মাতা সব পরিকর।
সভারে দিলেন আজ্ঞা যাও পৃথিবী ভিতর॥
বসুদেব সেহি প্রকাশ[২] কুবের হইয়া।
দেবকী লাভা সেহি পরিকর লইয়া॥
ক্রমে ক্রমে লাভার ছয় পুত্র হইল।
একখানি[৩] কন্যা তার পাছেতে জন্মিল॥
লক্ষ্মীকান্ত শ্রীকান্ত হরিহরানন্দ।
১৫।১ সদাএশিব কুশল আ/র কীর্তিচন্দ্র॥
চারিপুত্র সন্ন্যাস করি গেলা তীর্থপর্যটনে।
পুন[৪] না আইলা তারা কুবের ভবনে[৫]॥
দুই পুত্র ঘরে রহি সংসার করিলা।
তাহার সন্তান পূর্ব দেশেতে আছিলা॥
কথোদিন পরে কুবের লাভা সহিতে।
এহি শান্তিপুর আইলা গঙ্গাবাস করিতে[৬]॥
পুত্র শোকে দুঃখিত[৭] বড় কুবের আচার্য।
সেহি কালে উপস্থিত অবতারের কার্য॥
জ্যোতির্ময়[৮] ধাম আসি হৃদয়ে পশিল।
তবহি সুন্দরী এক সমুখে আইল॥

(১) বি—ধামে (২) বি—প্রকার (৩) বি—'খানি' নাই (৪) ব—পুত (৫) ব—ভুবনে (৬) বি—লিখিতে (৭) বি—দেখি (৮) ব—জ্যোতি ব্রহ্মময় ধাম

জানু গঙ্গাজলে কুবের মৌন একান্ত।
লক্ষ্মী স্বরূপ দেখে তার প্রভাব নিতান্ত ॥
সুন্দরী কহে তুমি তপস্যা পূর্ণ করি।
পত্নী[১] লইয়া ঘরে যাও আমার কথা ধরি ॥
তোমার পুত্র হইবেন আমার পতি এবে।
মনোরথ পূর্ণ হবে সর্বকার্য তবে ॥
বাক্য শুনি ধ্যান ভঙ্গ হইল তাহার।
স্বপনপ্রাএ[২] কি দেখিল নহিল বিচার ॥
ঘরে আসি সব কথা কহিল লাভাকে।
১৫।২　　তথাহি গর্ভাধান হইল তাহাকে ॥
দিনে[৩] দিনে জ্যোতির্ময় হৃদয় প্রকাশ।
সব লোক করে আচার্য[৪] নিত্য আবাস[৫] ॥
দিন কথ রহি পুনর্বার গেলা নবগ্রাম।
ক্রমে ক্রমে গর্ভ পূর্ণ জ্যোতির্ময় ধাম[৬] ॥
গঙ্গাবাসে পুত্র হবে সর্বলোক জানি।
ধন ধান্য পূর্ণ করে[৭] সব লোক আনি ॥
শুভক্ষণ শুভলগ্ন পৃথিবীতে জানি।
মাকরী সপ্তমী দিনে জন্মিলা আপনি ॥

(১) বি—পতনি হইআ　(২) ব—প্রান্তরে দেখি　(৩) ব—একটি 'দিনে' নাই　(৪) বি—আর্য্য
(৫) ব—আবশ　(৬) ব, বি—ধান　(৭) ব—হবে

বাদ্য ভাণ্ড কোলাহল হরেকৃষ্ণ[১] ধ্বনি।
সপ্তমীর স্নান করি কহেন সর্ব প্রাণী॥
সে[২] দেশেতে সপ্তমীর ব্রত ছিল বড়।
বহ্বারম্ভ করি করে হইয়া সব জড়॥
পুত্রমুখ দেখি কুবের জ্যোতিষ বোলাইল।
গণিয়া দেখিল পুত্র ঈশ্বর জন্মিল॥
যে হউক সে হউক পুত্র হউক চিরজীবী।
লোক নিস্তারিব[৩] এই সকল পৃথিবী॥
ছয় মাস হইল তবে অন্নপ্রাশন করি।
নামের বিচার করে জন্ম[৪]-পত্রী ধরি॥
দৈবজ্ঞ জ্যোতিষ বড় পুরোহিত প্রবীণ।
১৬।১ শাণ্ডিল্য[৫] মুনির/গোষ্ঠী পণ্ডিত প্রবীণ॥
কি নাম রাখিব বলি কুবেরেকে কহে।
আবির্ভাব সময়ের কথা কুবের কহে তাহে[৬]॥
যখনে শান্তিপুর তপস্যা করিল[৭] গঙ্গাজলে।
দিব্যরূপ স্ত্রী আসি কহিল[৮] সেহি কালে॥
আমার পতি আসি তোমার পুত্র হইবে।
মনস্কাম সিদ্ধি হইল ঘরে যাও এবে[৯]॥

---

(১) বি—হরিধ্বনি (২) ব—'সে' নাই (৩) ব—নিস্তারি তবে এহি (৪) বি—লগ্ন (৫) বি—শাণ্ডিল্য (৬) ব—তাকে (৭) ব—করি (৮) বি—আসিল (৯) ব—শবে

সেহি স্ত্রী দেখিল লক্ষ্মী স্বরূপ[১]।
এবে তুমি বিচারিয়া কহ যেহি[২] রূপ ॥
শুনিয়া[৩] পুরোহিত কহিলা লগ্নে আমি জানি।
সংকোচ করিয়া আমি না কহি সেহি বাণী ॥
কমলে জন্মিলা লক্ষ্মী তান ভর্ত্তা ইনি[৪]।
কমলাকান্ত নাম এবে[৫] রাখিলা আপনি ॥
[৬]ভগবানের অদ্বিতীয় সর্বশাস্ত্র কহে।
অদ্বৈত নাম তাহে বিখ্যাত যে হএ ॥
[৭]পূর্বজন্ম বাসুদেব বসুদেব ঘরে।
এবেত কমলাকান্ত জানিয় তাহারে ॥
[৮]পূর্বজন্ম বাসুদেব নাম প্রকটিল।
এবেত কমলাকান্ত জানিয়া রাখিল ॥
[৯]পুত্রের চরিত্র শুনি লাভার আনন্দ অন্তর।
১৬১২　　ব্রাহ্মণকে দান দিল বিশেষ প্রচুর ॥
[১০]সবে আশীর্বাদ কর মস্তকে হাত দিয়া।
হৃদয় আশ্চর্য হএ তেজ দেখিয়া ॥
স্তন নাহি পিএ কিন্তু করএ রোদন।
হরি হরি বোলে তবে মাতার চরণ ॥

(১) বি—স্বরূপিনি　(২) বি—জে হএ নাম খানি　(৩) বি—কহিলা মুনি　(৪) ব—এবি
(৫) বি—তাহে　(৬) ব—ভগবান অতিশ্রেষ্ঠ　(৭) বি—এই ছুটি পংক্তি নাই　(৮) বি—পূর্বজন্মে
বসুদেব　(৯) ব—পূর্ব্বের অবর্থ্য　(১০) ব—এই চারি পংক্তি নাই

হরে কৃষ্ণ শুনিলে রোদন নাহি হয়।
বালক কালের কথা আশ্চর্য যে হয়॥
প্রাতঃকালে অন্ন রান্ধি লাভা দেবি দেন।
সেহি অন্ন মুখে মাতা[১] দিতে না পারেন॥
মধ্যাহ্ন সময়ে পাক শালগ্রাম ভোগ[২] লাগে।
সেহি প্রসাদ কিঞ্চিৎ খায় আর সব ত্যাগে॥
বাক্যস্ফুট যবে হইল ইহার।
কৃষ্ণ বলি কথা কহে অগ্রেতে[৩] সভার॥
বালকে বালকে খেলে কৃষ্ণ হরি বলি।
বালকে রাখিল নাম শ্রীকৃষ্ণ[৪] যে বলি॥
পঞ্চ বৎসরের কালে হাতে খড়ি দিলা।
পুস্তক পড়েন তবে কতেক জানিলা॥
আমরা যদি পুছিএ কি পড় কমলাকান্ত।
মৌন ধরিয়া রহে না কহে একান্ত॥
পিতামাতা[৫] স্নেহেতে কিছু না বোলয়।
যে কিছু মনেত আইসে[৬] তাহাই করয়॥
বাল্যলীলা ইহার অনেক[৭] প্রকাশ।
কিঞ্চিৎ স্মরণ মাত্র আছএ আভাষ॥

(১) বি—'মাতা' নাই (২) বি—'ভোগ' নাই (৩) ব—উগ্র স্বভাব (৪) ব—কৃষ্ণ বলিয়া বলি
(৫) ব—পিতামাতার স্নেহে (৬) ব—আছে শে (৭) বি—আশ্চর্য্য

১৭।১ বহুত কাল হইল সে/হি মুনিষ্য নাহি আর।
আমি মাত্র জিয়ে[১] দেখি না[২] আছয়ে আর॥
একদিনের কথা কহি[৩] শুন সর্বজন।
জন্মতিথি কমলাকান্তের হইব পূজন॥
তৈল হরিদ্রা আদি প্রস্তুত করিয়া।
ব্রাহ্মণে বেদ পড়ে যতন করিয়া॥
খেলিতে গিয়াছেন না[৪] আইসেন ঘরে।
রাজার পুত্র তাকে উপহাস[৫] করে॥
এহি কৃষ্ণ বলিয়া আইল কোথা হৈতে।
এহি দেশ কিবা জানি হয় ইহা হৈতে॥
কমলাকান্ত ক্রোধ করি রহিল বসিয়া।
মাতা পিতা তালাস[৬] করে না পায় আসিয়া
তবে অনেক বেলা হৈল না আইসে ঘরে।
সেহি রাজপুত্র ঘরে[৭] যাইয়া তবে মরে[৮]॥
রাজপুত্র মৃতপ্রায় পড়িল ঘরেত।
মহা কোলাহল হৈল গ্রাম সমেত॥
আচম্বিতে কি[৯] হইল কেহই না জানে।
লোকেরে পুছিল রাজা কহিল যতনে॥

(১) বি—জিয়ে (২) ব—নাছয়ে ; বি—আছিএ বিহার ; (৩) ব—'কহি' নাই (৪) ব—'না' নাই ; (৫) বি—পরিহাস (৬) বি—সন্ধান (৭) বি—মোরে বোলাইআ পরে (৮) ব—মোরে ; বি—পরে (৯) বি—কি না

কুবের আচার্য পুত্র খেলে বালক সনে।
তাহারে রাজপুত্র বোলে ইঙ্গিত বচনে ॥
১৭।২ সেহি কথা শুনি বাল/ক ক্রোধ করি গেল।
সেহি কালে রাজপুত্র এহি দশা হৈল ॥
তবেত আচার্যেরে রাজা বোলাইল।
কহিল সকল কথা বিশেষ জানিল ॥
আচার্য কহেন তার[১] তিথি পূজা হবে।
দেখিতে[২] না পাই পুত্র আমরা যাই সবে ॥
তবেত বালকে কহে চল যাইয়া দেখি।
হাম[৩] গোফা খেলিল তথা সেহি যাই লখি ॥
রাজা রাজপত্নী আর পিতা মাতা।
সবেত[৪] তালাস[৫] করি পাইলা যাই তথা ॥
মৃত্তিকার কোট[৬] করি রহিছে[৭] বসিয়া।
কিছু নাহি বোলে রহে তপস্বী হইয়া ॥
তবে মাতা যাই তাহাকে হাতে ধরি আনে।
কোট[৮] হৈতে বাহির হইয়া করএ[৯] রোদনে ॥
বহুত সান্ত্বনা করি কোলেতে করিয়া।
আচার্য ঘরেতে আনি[১০] বসাইল লইয়া ॥

(১) বি—আজি জন্ম তিথি (২) ব—দেখিল (৩) বি—আমোরা দেখিল যথা তথা জাইয়া লখি॥ (৪) ব—সবে (৫) বি—সন্ধান (৬) বি—গোফা (৭) ব—রহিল (৮) বি—গোফা (৯) ব—জথা করএ (১০) ব—আসি

আজ জন্ম তিথি পূজা হইব[1] অতিকাল।
কি কারণে মনে দুঃখ কহত সকল॥
তৈল হরিদ্রা দিয়া স্নান করাইল।
১৮।১ বেদ বিধিমন্ত্রে/তবে পূজা যে করিল॥
ভোজন করাইয়া শিশু কোলেত করিল।
বহুত স্নেহ করি রাজার কথা জানাইল॥
রাজপত্নী পড়িল চরণ ধরিয়া।
[2]লাভা দেবীর বাক্যে রহিল দাঁড়াইয়া॥
হাসিয়া কমলাকান্ত বোলে শুন মোর মাতা।
[3]আমাকে ইঙ্গিত করে [4]ইহার পুত্র বড়ই [5]মত্ততা॥
তবে রাণী গলে বস্ত্র বান্ধি করিল স্তবন।
মাতাপিতা বহুত করএ সন্তর্পণ॥
শুনহ কমলাকান্ত [6]এহো দেশের রাজা।
আমরা হই সব ইহার যে প্রজা॥
বালকে বালকে খেলে কেবা কি জানি কৈল।
তোমার ক্রোধ দেখি এতেক কথা হইল।
সবে কহে তোমার স্থানে হইয়াছে অপরাধ।
[7]তে কারণে ঘরে রাজপুত্র অবসাদ॥

---

(১) ব—হইল (২) বি—লাভা দেবি বাক্য কহিল দড়াইয়া (৩) ব—আমার (৪) ব—ইহা
(৫) ব—সর্ব্বতা (৬) ব—এহি দেশের কথা (৭) বি—কি করিলে যাবে রাজপুত্র

তাহাতে আমার আজ্ঞা করহ পালন।
বালকে বালকে খেলে ক্রোধ কি কারণ॥
লাভা দেবী চুম্ব দিলা শতেক[১] শতেক।
তোমার বালাই লইয়া মরি আমরা[২] যতেক॥
মাতার[৩] আগ্রহ দেখি দয়া হৈল মনে।
১৮।২ হুঙ্কার করিয়া বোলে ঘরে যাও সর্বজনে॥
ভাল হইব তোমার পুত্র আমি কিবা জানি।
ব্রাহ্মণ ভোজন যাইয়া করাও আপনি॥
তবে দণ্ডবৎ করে রাজা রাজপত্নী স্থানে[৪]।
ঘরে যাইয়া ব্রাহ্মণ[৫] ভোজন করাএ আপনে॥
পূর্বমত বালক হইল আচম্বিতে।
আনন্দ উৎসব করে সভার সহিতে॥
এহি এক[৬] কথা মোর হইল স্মরণ।
কহিল সকল কথা করিয়া যতন॥
আর আর কত লীলা করিলা বালক-কালে।
স্মরণ নাহিক মোর কেবা তাহা জানে॥
বাল্যলীলা কিছুমাত্র[৭] কহিল বিধানে।
পৌগণ্ড লীলা কহিব যেবা[৮] আছে মনে॥

(১) বি—বদনে (২) ব—আমি (৩) ব—তোমার (৪) বি—'স্থানে' নাই (৫) বি—বিপ্র ভোজন করাএ তথনি। (৬) ব—সব (৭) বি—পুরান বিধানে; (৮) ব—জে

মাতাপিতা আনন্দ বালক সন্নিধান।
এহি যে কহিল প্রথম অবস্থা প্রধান॥
যে কহিল পুরী গোসাঞি তাহা[১] মাত্র লেখি।
ভালমন্দ আমি কিছু বিচার না দেখি॥
শ্রীশান্তিপুরনাথ পাদপদ্ম করি আশ।
১৯।১   অদ্বৈতমঙ্গল কহে হরিচরণ দাস॥

ইতি শ্রীঅদ্বৈতমঙ্গলে বাল্যলীলা-প্রথমাবস্থায়াং[২] বিজয়পুরী সংবাদে জন্মলীলা-বর্ণনং নাম চতুর্থ-সংখ্যা॥

(১) ব—আমি   (২) অবস্থায়

দ্বিতীয় অবস্থা

প্রথম সংখ্যা

[১]বন্দে শ্রীঅদ্বৈত প্রভু সীতার প্রাণনাথ।
[২]হুঙ্কারে [৩]আকর্ষণ কৈল চৈতন্য সাক্ষাৎ॥
[৪]বন্দে শ্রীঅচ্যুতানন্দ বলরাম কৃষ্ণমিশ্র।
গোপাল জগদীশ রূপ সহজে সহস্র॥
তোমা সভার কৃপাবলে অদ্বৈত [৫]চরিত।
দ্বিতীয় অবস্থা কিছু [৬]লিখিব বিদিত॥
[৭]পৌগণ্ডলীলা প্রভুর অনন্ত বিহার।
কে বলিতে পারে তাহা শকতি কাহার॥
পৌগণ্ড লীলায় কৈল দিব্য সিংহ দণ্ড।
শান্তিপুর আগমন প্রকাশ প্রচণ্ড॥
মাতা পিতা লইয়া করিল গঙ্গাবাস।
শাস্ত্র অধ্যয়ন [৮]কৈল বিদ্যার প্রকাশ॥
পৌগণ্ড বিহার [৯]প্রভুর দ্বিতীয় অবস্থা।
সূত্র করিল এহি শুনহ ব্যবস্থা॥

(১) বি—বন্দো (২) ব—হুঙ্কার (৩) বি—আচার্য (৪) বি—বন্দ (৫) ব—চরিত্র (৬) ব—লিখি
(৭) ব—এই দুই পংক্তি নাই (৮) বি—'কৈল' নাই (৯) ব—প্রভু

তবে বিজয় পুরী কহে শুন সর্বজন।
শান্তিপুর আসিবার উদ্ধত নারায়ণ ॥
কোন ছলে রাজাকে[১] তথা দণ্ড করি।
১৯।২ শা/ন্তিপুরে যাব এহি মনেতে বিচারি ॥
পণ্ডিত সমাজে পড়ে বালক সহিতে।
কলাপ ব্যাকরণ পড়ে অল্প দিনেতে ॥
আপনে সাধিয়া[২] পড়ে পণ্ডিত রহে বসি।
মুখে মুখে চাহাচাহি করে সব হাসি ॥
জয়কৃষ্ণ বলিয়া পুথি বান্ধিয়া ঘরে আইসে।
বালক লইয়া তবে খেলে অবশেষে ॥
বালকেরে কহে তবে লও কৃষ্ণ নাম।
শাস্ত্র[৩] অধ্যয়ন কারণ[৪] হরিনাম ॥
অনেক বালক তবে[৫] তার মত লইল[৬]।
পাষণ্ডী[৭] গর্বিত পুত্র বিচার উঠাইল ॥
বিশেষ অধিক যত বালক আছয়।
তাহারে[৮] পাঠ দেএন পণ্ডিত সভায় ॥
লজ্জা[৯] পাঞা সেই সব অহঙ্কারী লোক।
রাজাকে ফুকরি কহে করি[১০] বহু শোক ॥

(১) ব—কথাকার রাজাকে দণ্ড ; (২) ব—না শিঁকি ; (৩) বি—অকারণ (৪) ব—করে (৫) বি—'তবে' নাই (৬) ব—হৈল (৭) ব—পাষণ্ড (৮) ব—তাহাতে (৯) ব—এই পংক্তি নাই (১০) বি—করিব

সেহি দেশের রাজা হয় নাম দিব্যসিংহ।
শক্তি উপাসক হয়ে বড়ই[১] নৃসিংহ॥
বাক্যো[২] নিন্দিত পুত্র তার মরিতে পড়িছিলা।
প্রভুকে[৩] বিনয় করি তবে প্রাণ দিলা॥
সেতি রাজার[৪] বিদূষক সদা করে দ্বেষ।
২০।১ ঈশ্বরের মহিমা[৫]/কিছু না জানে বিশেষ॥
কৃষ্ণ বলি কমলাকান্তকে করে পরিহাস।
সূর্য সম তেজ দেখি সভার লাগে ত্রাস॥
রাজা কহে শক্তি হইতে সভার উৎপত্তি।
শক্তি ছাড়ি বালক তুমি কৃষ্ণ পাইলা কথি॥
ক্রোধ করি কমলাকান্ত কহে দেখি তব দেবী।
আমার সমুখে রহে তবে তারে সেবি॥
দেবীর মন্দির বড় পতাকা সোনার।
মন্দ মন্দ বাএ[৬] উড়ে সব রত্নাকার॥
বড়ই উচ্চ দেউলে[৭] রহে দেবী ভয়ঙ্করী।
ছাগ বলি খাএ[৮] রহে মন্দির ভিতরি॥
রাজার সঙ্গে কমলাকান্ত গেলা দেবীর সমুখে।
কমলাকান্ত দেখি দেবী হইলা বিমুখে॥

(১) বি—বড় হইল সিংহ (২) বি—বাক্যানন্দ (৩) বি—প্রভুরে (৪) ব—'রাজার' নাই
(৫) বি—'কিছু' নাই (৬) ব—বাউ (৭) ব—দেউল (৮) ব—তথাএ

শরীর সমুখে রহে মুখ হেট হৈল।
কমলাকান্ত হাসিলা দেবী ফাটিয়া পড়িল ॥
হাহাকার হইল সব রাজার রাজ্য লইয়া।
[১]কি হইল বোলে রাজা ভূমিতে পড়িয়া ॥
কমলাকান্ত আইলা ঘরে আনন্দ হৃদয়।
২০।২　　পিতামাতাকে ক/হে করিয়া [২]নিশ্চয় ॥
এথা না রহিব চল যাই শান্তিপুর।
আমার স্বদেশ সেহি হএ [৩]গঙ্গাতীর ॥
পাষণ্ডী হইল [৪]রাজা [৫]রাজ্য হবে নষ্ট।
এখানে না রহিব হবে বড় কষ্ট ॥
তোমরা দুহে বৃদ্ধ সেবন তোমার।
কায়মনে এহি বাক্য [৬]করণ আমার ॥
যাত্রা করিলা তবে নবগ্রাম ছাড়িয়া।
রাজারে কহিল সব মনুষ্য যাইয়া ॥
সেহি রাজা [৭]দিব্যসিংহ পাত্রমিত্র লৈয়া।
আচার্য নিকটে আইলা হাত জোড় হইয়া ॥
গলে বস্ত্র বান্ধি পড়ে চরণ কমলে।
কমলাকান্ত কহে পিতা না রহিব [৮]তিলে ॥

(১) বি—কি হৈল কি হৈল　(২) বি—বিনয়　(৩) ব—গঙ্গারস (তু) র　(৪) বি—রাজার
(৫) ব—হইল তবে নষ্ট　(৬) ব—করেন　(৭) ব—রাজার পাত্র মিত্র দিব্যসিংহ　(৮) ব—এক্ষণে

কুবের আচার্য বড় বিদগ্দ[১] আর্য।
রাজার সম্মান করি করে সব কার্য॥
শুন মহারাজ তুমি প্রতাপ প্রচণ্ড।
বড় দেউল করি কর দেবী[২] মহাচণ্ড॥
দেবীর কৃপাতে তোমার রাজ্য সর্বকাল।
অজ্ঞ বালক মোর হয় অতি ভাল॥
২১।১ [৩]অজ্ঞানের অপরাধ না/লইবা তুমি।
ইহাকে লইয়া যাই শান্তিপুর আমি॥
তবে রাজা কহে শুন আচার্য সুধীর।
বালক নহে পুত্র তোমার ঈশ্বর শরীর॥
না জানিয়া পুনঃ পুনঃ ৈকল অপরাধ।
না জানি[৪] কি হবে এসব প্রমাদ॥
রাজপাট যাউক মোর তাহে[৫] না ওজর।
দেবীকে দণ্ড দিলা বালক শ্রীধর॥
যদি মোরে কৃপা করেন তোমার পুত্র।
তবে সে রহিব রাজ্য আর মোর সূত্র॥
নিশ্চয় জানিল এহি বিষ্ণু অবতার।
মায়াশক্তি দণ্ড[৬] দেয় অধিকার কাহার॥

(১) ব—চর্ব (২) ব—পক্ষ (৩) ব—অজ্ঞের (৪) বি—করিবে মোর রাখা অবসাধ (৫) বি—নাহি ডর (৬) ব—দেও

জোড়ে হাতে স্তুতি করে বস্ত্র গলে ধরি।
কমলাকান্ত মৌন ধরি রহে[১] তত্নুপরি ॥
স্তুতি করেন রাজা তবে[২] বড়ই বিপন্ন[৩]।
তুমি দেব[৪] নারায়ণ আমি অতি জীর্ণ[৫] ॥
না জানিয়া কৈল নিন্দা আপনা খাইল।
বারেক[৬] মোরে কৃপা কর শরণ[৭] লইল ॥
মায়াতে বদ্ধ আমি তুমি সব জানি।
সর্বথায়ে[৮] মায়া[৯] ত্যাগ করাও[১০] আপনি ॥

২১।২ সৃষ্টি স্থিতি/প্রলয় জানি তোমা হৈতে।
মুঞি ক্ষুদ্র জীব হইয়া[১১] বসতি তাহাতে ॥
সর্বথা[১২] প্রকারে স্তুতি করিল দিব্যসিংহ।
হাসিয়া[১৩] কহেন তবে হরসিত রঙ্গ ॥
আমি কৃষ্ণের দাস হই[১৪] মনুষ্য আকার।
[১৫]মিথ্যায়ে যে স্তুতি কর অন্যায়[১৬] তোমার ॥
কৃষ্ণ অপরাধী তুমি হইয়াছ অপার।
তোমার মুখ দেখিলে[১৭] হইবে অনাচার ॥

(১) ব—রহিল তবধি (২) ব—'তবে' নাই (৩) বি—প্রবিন (৪) বি—দেখ (৫) বি—দিন (৬) বি—এইবার (৭) বরণ (৮) বি—কৃপা করি (৯) ব—'মায়া' নাই (১০) বি—করাই (১১) বি—হও (১২) বি—এই মতে বহু স্তুতি (১৩) বি—অন্তায় কহেন (১৪) বি—হই মনুষ্যের (১৫) বি—আমারে মিথ্যা স্তুতি (১৬) ব—অন্যাকার (১৭) ব—হইলে বহুতর

যে[১] কৃষ্ণ-বৈমুখ যদি হয় এক রাজ্যে।
রাজ্য ধ্বংস হয় তার জরত[২] সব কার্যে॥
তাহাতে তুমি হও রাজা মহাশয়।
তোমাকে যে[৩] দণ্ড[৪] দিতে[৫] আমার[৬] কি হয়॥
ঘরে[৭] যাও তুমি রাজা পাত্রমিত্র লৈয়া।
ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ রহি যথাতথা যাইয়া॥
মাতাপিতা বৃদ্ধ হয় আমিত বালক।
গঙ্গার শরণ লই যথা পাই পালক॥
তুমি দেবী-উপাসক তারে পূজা কর।
এক যে[৮] গেল তাহা আর দেবী কর॥
কৃষ্ণ নিন্দা করিলা তাহা দেবী কিমতে সহিবে।
২২।১ এহি অপরাধে দেবী তোমা/কে ছাড়িবে[৯]॥
কৃষ্ণের কলার অংশ অবতার যেই[১০]।
তার দাসী হয় মায়া সবে জানি এহি॥
সেহ মায়া হয় ত্রিবিধ প্রকার।
সত্ত্ব রজ তম এহিত[১১] মায়াকার॥
ত্রিগুণে সেহি মায়া কৃষ্ণদাসী হয়।
সভার পূজা সেহি দেবী[১২] জানিয় নিশ্চয়॥

(১) বি—কৃষ্ণ বহির্মুখ তুমি জদি হএ এক রাষ্য (২) বি—জাএ সর্ব্ব 'কাষ্য' (৩) বি—'যে' নাই (৪) ব—করিতে (৫) বি—আমাক (৬) ব—'কি' নাই (৭) ব—ঘরেতে জাইয়া তুমি পাত্র (৮) বি—দেবি কাটি গেল (৯) ব—বর্ণিবে (১০) ব—এহি (১১) বি—এই তিন আকার (১২) ব—'দেবি' নাই

কৃষ্ণপ্রসাদ[1] বিনে সেই না করে ভক্ষণ।
বৈষ্ণবের মান্য হয় জানি কৃষ্ণজন ॥
রজগুণে সেহি দেবী রাজপূজা খায়।
উদর[2] পালন সেহি এহিত বেড়ায় ॥
যে নাহি খাইতে দেয় তারে ক্রোধ করে।
ভয় দেখাইয়া[3] খায়ে পুরীর[4] সভারে ॥
সেহি দেবীর দ্বেষ[5] নহে কৃষ্ণজন।
রজগুণী[6] লোকের হয় তাহাতে এমন ॥
তমোগুণে সেহি দেবী ইতর স্থানে রহে।
ক্ষুদ্র জীব খাএ সব ব্যাধ আচরহে[7] ॥
তোমার মন্দিরে আইসে[8] হইয়া সেহ মূর্ত্তি।
তুমি তাহাকে কর একান্ত ভকতি[9] ॥
তুমি জান রাজ্য রক্ষা করে সেহি দেবী।
২২।২　　তোমার স/কল নষ্ট জানি তারে সেবি ॥
রজতমগুণে[10] দেবী সব যে পূজন।
বহ্বারম্ভ[11] করিয়া করএ যতন ॥
যদি কুন ছিদ্র[12] না হয় পূজাতে।
তুষ্ট হইয়া বর দেয় অতি তুষ্ট যাতে ॥

(১) ব—কৃষ্ণের প্রকট সেহি প্রকারে (ভৈ)ক্ষণ (২) বি—উদর পালিআকাল পৃথিবি বেরায় (৩) ব—দিয়া (৪) ব—তারে পুরির; বি—পৃথিবির (৫) ব - দৈন্ত কভূ নহে জন (৬) ব—গুণ (৭) বি—আচার কহে (৮) বি—আছে (৯) বি—যে ভকতি (১০) ব—এই পংক্তি নাই (১১) বি—বিবেচনা (১২) বি—ছিদ্র না হএ

দশ[১] দিন সুখ ভোগ তাহাতে ত দুঃখ।
পশ্চাৎ নরকে যায় জানিয় অতি সূক্ষ্ম ॥
যদি কুন ছিদ্র[২] পাইল পূজার বিধানে।
তৎকাল খাইয়া যায় পুত্র মিত্র[৩] জনে ॥
সেহি দেবী তোমার ইষ্ট কর তান পূজা।
[৪]সেই কৃষ্ণ নিন্দা শুনিতে না[৫] পারিল রাজা ॥
কিছু নাহি বুলি আমি সমুখে রহিল।
দেবী ফাটিয়া গেল তোমার আমি কি[৬] করিল ॥
[৭]ইহা হইতে তুমি যাও আপনার ঘর।
যাহাতে মন প্রসন্ন হবে করহ সত্বর ॥
তবে রাজা চরণে পড়ি[৮] নিবেদন করিল।
আমি সব রাজ্য ছাড়ি[৯] শরণ লইল ॥
এতকাল সেবিল যারে সে গেল ছাড়িয়া।
তোমার দৃষ্টি মাত্র[১০] সেই গেল পলাইয়া ॥
তুমি যে কহিল সব তাহাতে জানিল।
যার দাসী[১১] মায়া সেই তুমি[১২] সে আইল ॥
২৩।১ ক্রোধ/দৃষ্টি দেখি তোমা পলাইতে নারে।
বিমুখ হইয়া ফাটি গেল[১৩] অন্ত[১৪] দূরে ॥

(১) বি—দিনেক হয় সুখ (২) বি—পাইত (৩) ব—শনে (৪) ব—সেও (৫) বি—পারিব (৬) ব—করিব (৭) ব—তাহাতে (৮) বি—রোদন (৯) ব—তোমার সঙ্গে রহিল (১০) ব—'সেই' নাই (১১) ব—'মায়া' নাই (১২) ব—'সে' নাই (১৩) ব—অন্ত (১৪) বি—এত

এবে[1] মোরে কৃপা তুমি করহ একান্ত।
তবে রাজ্য করি আমি জানি তোমার তত্ত্ব॥
প্রভু কহে বালক আমি প্রমাণিক হৈয়া।
ভুলি[2] কেন স্তুতি কর কি বা জানিয়া॥
রাজা বোলে ঈশ্বর বালক কাল হৈতে।
গোবর্ধন পর্বত ধরিল আচম্বিতে॥
পুতুনা তৃণাবর্ত আদি অস্থর।
(স্থ)লব(ছা)[3] জানে মারিল বড় অস্থর॥
বামন হইয়া বলিকে ছলিলা।
সেহি বালক তুমি অখনে জন্মিলা॥
আমাকে কৃপা করি[4] উদ্ধার ভবসিন্ধু।
পতিতপাবন নাম দেখাও[5] কৃপাসিন্ধু[6]॥
আজন্ম ভজিলাম দেবী আমাকে ভাড়িল।
তারে ত্যাগ করি আমি নিশ্চয় কহিল॥
তবে প্রভু কমলাকান্ত হাসি হাসি কয়।
মনেতে নিশ্চয় কর যদি কিছু হয়॥
কায়মন বাক্যে রাজা লইল শরণ।
তবেত[7] চরণ দিলা মস্তকে তখন॥

(১) ব—এমতে জেবা তুমি করহ লক্ষ্মীকান্ত　(২) ব—ভূলিয়া সত্তে স্তুতি　(৩) বি—সখ্যবহার প্রাণে মারিলা বড় ধুর　(৪) ব—ক্রপা(ক) উদ্ধারিলা　(৫) ব—দেখায়　(৬) বি—কৃপাবিন্দু　(৭) ব—তবে

২।৩।২ কৃপা করি কহিলেন/কহ কৃষ্ণ নাম।

কৃষ্ণ ভজন কর কৃষ্ণ গুণ ধাম[১] ॥

[২]কায় মন বাক্যে কৃষ্ণে পূজন করহ।

[৩]কৃষ্ণের জন দেখি হাত [৪]জোড়ি রহ ॥

ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব সেবা করহ যতনে।

অচিরাতে কৃষ্ণ কৃপা জানহ বিধানে ॥

[৫]কৃষ্ণের মন্দির করি বিগ্রহ করিয়া।

বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ [৬]পূজা করহ জানিয়া ॥

পবিত্র সামগ্রী করি ভোগ লাগাইবা।

কৃষ্ণের প্রসাদ সেহি সগোষ্ঠী খাইবা ॥

যাত্রা মহোৎসব [৭]কর [৮]শক্তি অনুরূপ।

করহ সকল কার্য রাজ্য কর [৯]ভোগ ॥

কথদিন রাজ্য করি ভক্তি [১০]আস্বাদিআ।

[১১]পুত্রে [১২]রাজ্য দিয়া [১৩]যাবে বৈরাগ্য [১৪]করিআ

[১৫]পুনর্বার শান্তিপুরে আমারে মিলিবা।

বিশেষ সকল কথা তবহি জানিবা ॥

[১৬]আজ্ঞা শুনিয়া রাজা পড়িল চরণে।

সবংশে আসিয়া [১৭]পড়ে চরণ কমলে ॥

(১) বি—গান (২) ব—কায়ু (৩) ব—কৃষ্ণে (৪) বি—জোর করিহ (৫) ব—কৃষ্ণে (৬) বি—পূজাতে নিযুক্ত হৈইয়া (৭) ব—'কর' নাই (৮) বি—জথা সক্তিরূপ (৯) বি—ভুপ (১০) ব—আস্বাদিলা (১১) ব—পুত্রেকে (১২) বি—সঁপিআ (১৩) ব—জাব (১৪) ব—হইয়া (১৫) বি—পুন শান্তিপুরে জাইআ আমারে (১৬).বি—যে আজ্ঞা বলিয়া রাজা চরণে পরিলা (১৭) বি—চরণ কমলে পরিলা

দশদিন যদি কৃপা করি রহ এথা ।
মনস্কাম পূর্ণ হবে আমার সর্বথা ॥

২৪।১ তবে প্রভু কহ আমি যাই শান্তিপুর ।
স্বদেশ আমার[১] সেহি হয়[২] গঙ্গাতীর ॥
বিদায় হইয়া রাজা গেল নিজ গৃহে ।
কমলাকান্ত[৩] আসি সবে শান্তিপুর রহে ॥
[৪]শ্রীশান্তিপুর নাথ পাদপদ্ম করি আশ ।
অদ্বৈতমঙ্গল কহে হরিচরণ দাস ॥

ইতি শ্রীঅদ্বৈতমঙ্গলে পৌগণ্ডলীলা-দ্বিতীয়াবস্থায়াং রাজদণ্ডবর্ণনং[৫] নাম প্রথম[৬]-সংখ্যা ॥

(১) ব—হয় আমার (২) ব—শান্তিপুর (৩) বি—শান্তিপুর আসি সর্ব্বে রহে (৪) বি—শ্রীরাধাকৃষ্ণ সহায় শ্রীশান্তি...... (৫) ব—অস্পষ্ট (৬) ব—পঞ্চম বিলাস—ইহা ভুল ; দ্রষ্টব্য সমাপ্তিসূচক বর্ণনা

দ্বিতীয় সংখ্যা

[১] জয় জয় প্রভু মোর অদ্বৈত আচার্য।
[২] চৈতন্যে আর্য করি করে সব কার্য॥
জয় জয় [৩] প্রভুর পুত্র সীতার নন্দন।
তোমার চরণ ধ্যান মোর প্রাণধন॥
জয় জয় বিজয় পুরী দুর্বাসা সাক্ষাৎ।
চিরজীবী হয় সেহি পৃথিবী বিখ্যাত॥
তাহার চরণ [৪] বন্দি অতি ভক্তি করি।
যাহার মুখশ্রুত প্রভুর লীলা যে আচরি॥
তবে পুরী কহে শুন [৫] আর অদভুত।
সেহি রাজা হইল বৈষ্ণব [৬] সর্ব যুত॥
মন্দির করিল বড় শিখর বান্ধিয়া।
২৪।২ কৃষ্ণ/সেবা প্রকাশিলা যতন করিয়া॥
বৈষ্ণব [৭] ব্রাহ্মণে করে পূজা ব্যবহার।
স্বহস্তে মন্দির মার্জনা করএ তাহার॥
[৮] রাণী সহিত কার্য করে দুইজনে।
কায় মন বাক্যে সেবে প্রভুর চরণে॥

---

(১) ব—অদ্বৈত (২) ব—চৈতন্যে (আর্য্য); বি—চৈতন্যকে (৩) বি—প্রভু মোর (৪) বি—বন্দো
(৫) বি—'আর' নাই (৬) ব—সর্ব্ব (   ) ৎ; বি—সর্ব্ব (যু) ত (৭) ব—ব্রাহ্মণ রাখি করে
(৮) ব—স্বহস্ত সেবার কার্য্য

[১]দশ দণ্ডের ভিতর রাজ-ভোগ লাগে।
প্রসাদ আনিয়া ধরে বৈষ্ণবের আগে ॥
বৈষ্ণব প্রসাদ পাএ [২]জয়ধ্বনি দিয়া।
গলে বস্ত্র বান্ধি রাজা [৩]ফিরে মত্ত হৈয়া ॥
প্রসাদ ভোজন শেষে তাম্বূল সবে দিয়া।
চরণ ধুইয়া জল পিএ সব যাইয়া ॥
তবে প্রসাদ [৪]সব করএ ভোজন।
এহি নিয়ম করি [৫]রাজা করএ সেবন ॥
রাত্রি দিবা কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করিতে।
ব্রাহ্মণ রাখিল দশ করি নিয়োজিতে ॥
কৃষ্ণের জন্ম যাত্রা ভাদ্র মাসে করে।
উৎসবে রাজ্য [৬]সমেত আনন্দে বিহরে ॥
দোল যাত্রা যবে আইসে দুই মাস রহিতে।
২৫।১ গ্রাম সমেত বাদ্যভাণ্ড আচরে/তাহাতে ॥
[৭]মহামহোৎসব করে দোলাএ গোবিন্দ।
কমলাকান্ত নাম বলি [৮]প্রেমে হএ অন্ধ ॥
যে কিছু আজ্ঞা দিল [৯]প্রভু কমলাকান্ত।
নিশ্চয় করিয়া তাহা [১০]করিল একান্ত ॥

---

(১) ব—দশ দণ্ড পরেত রাজ (২) বি—করে জয়ধ্বনি (৩) বি—ফিরেন আপনি (৪) বি—অন্ন (৫) ব—'রাজা' নাই (৬) র—সবে (৭) ব—'মহা' নাই (৮) ব—প্রেমেহোনন্দ (৯) ব—'প্রভু' নাই (১০) বি—রাজা করিলা

কথোদিন রাজ্য করি[১] আজ্ঞা[২] মানিয়া।
পুত্রেরে[৩] সঁপিলা রাজ্য অভিষেক করিয়া॥
সেবা[৪] পূজা নিয়মে রহিল অতঃপর[৫]।
জানাইল সব তত্ত্ব হইয়া পরাৎপর[৬]॥
বৈরাগ্য করিয়া রাজা শান্তিপুরে আইলা।
কৃষ্ণের বিস্তার তত্ত্ব তাহাকে কহিলা॥
তবে আজ্ঞা লইয়া সেহি বৈরাগ্য প্রধান।
কৃষ্ণদাস নাম রাখিলা ধরি প্রভুর চরণ॥
কৃষ্ণদাস বিদায় হইয়া গেলা বৃন্দাবন।
সিদ্ধিবট প্রাপ্তি তার হইল ততক্ষণ॥
কৃষ্ণের ইচ্ছা কিছু বুঝন না যায়।
পৌগণ্ড কালের লীলা শুনহে সভায়॥
কাঁহা মহা নিন্দুক পাষণ্ড প্রবল।
কাঁহা হৈল বৈষ্ণব সভার আগল॥
কৃষ্ণ নাম শুনিতে করে[৭] হাস্য রস।
সেহি কৃষ্ণ নামে জিহ্বা হৈল বশ॥
২৫।২ কাঁহা রাজ্যপাট বড় ঐশ্বর্য নিদান।
বৈরাগ্য করিয়া প্রাণত্যাগ বৃন্দাবন॥

(১) বি—করিলা (২) ব—রাজ্য মানিয়া (৩) ব—পুত্রেকে সমর্পিল (৪) বি—"সেবা পূজা……অদ্বৈত গোসাঞি।"—২৬।২ পৃষ্ঠা পর্যন্ত এই দীর্ঘ অংশটি সম্ভবত ভুলক্রমে পরিত্যক্ত হইয়াছে। (৫) ততঃপর (৬) পরাপর (৭) করি

অদ্বৈত আচার্যের কৃপা কহন না যায়।
ইহার কৃপা হইলে কিবা নাহি হয় ॥
আর যত লীলা করিল শিশুকালে।
আমি সব বুঝিতে নারিল কৃপা হইলে[১] ॥
এবে যৈছে জানিল তবে[২] কৃপার মহত্ত্ব।
কিংবা কহিব শুন সব প্রভুর যে তত্ত্ব ॥
পিতামাতা সহিতে অদ্বৈত আইলা শান্তিপুর।
শান্তিপুর রহিলা তবে আনন্দে প্রচুর ॥
শাস্ত্র পড়িতে উত্তম করিলা এথাকারে।
ইহার বিচ্ছেদে গেলাম তীর্থ করিবারে ॥
কাশীতে যাইয়া আমি করিল সন্ন্যাস।
কথোদিন কাশীতে আমি করিলাম বাস ॥
কুবের আচার্য লাভা পরলোক দিনে।
আচার্য গোসাঞি গেলা তীর্থ পর্যটনে ॥
কাশীতে পুন[৩] মিলন হইল আমা সহে।
দেহ সম্বন্ধে না জানিল ঈশ্বর এহো হএ ॥
শ্রীমদনগোপাল মোরে এবে কৃপা করি।
জানাইলা ভগবান শান্তিপুর-বিহারী ॥

(১) সম্ভবত 'না হইলে'   (২) ত(বে?)   (৩) মিলিল

২৬৷১ এসব তত্ত্ব আমি এবে সে জানিল।
ইহার দর্শনে আমি কৃতার্থ হইল ॥
এতেক কহিয়া পুরী আলিঙ্গন করিল।
সভা[১] সহিতে তাহার চরণে পড়িল ॥
প্রভুর তত্ত্ব জানি চলিল উঠিয়া।
প্রভু স্থানে গেলা রহিলা দাঁড়াইয়া ॥
প্রভু উঠিয়া তবে নমস্কার করে।
গলে বস্ত্র দিয়া পুরী হাত জোড় করে ॥
জানিয়া স্নেহ সখ্য করিল তোমা সনে।
সেসব অপরাধ তুমি ক্ষমিবা আমারে ॥
বেদ পুরাণে লিখিয়াছে সর্বকালে।
ঈশ্বরের কৃপা বিনে না জানিবে কোন ভালে ॥
তোমার চরণ পদ্ম ভক্তি যে করিয়া।
আজ্ঞা দাও[২] তীর্থ পর্যটন করিয়া ॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ স্মরণ তবে করিলা প্রভু আচার্য।
গুরু হইয়া তুমি কেনে কর শিষ্যের কার্য ॥
তুমি দুর্বাসা সহজে হও কৃষ্ণ পারিষদ।
তাহে এবে সন্ন্যাসী তুমি নারায়ণ পদ ॥

(১) সভাশেষে (২) দেহ

২৬।২　　দ্বিতীয় তুমি যে পুরী-গোসাঞির সতীর্থ।
তাহে আচার্য হও তুমি আমার হিতার্থ ॥
আশীর্বাদ কর এথা আইল যে কার্যে।
মনোরথ পূর্ণ হয়ে শ্রীকৃষ্ণের আর্যে ॥
পুরী কহে আনিলা তুমি ব্রজেন্দ্রনন্দন।
কিবা মনোরথ তোমার জানে কোন জন ॥
কে কহে জানিল আমি সেহি না জানিল।
যারে কৃপা করিবে তুমি সেই[1] সে জানিল ॥
এতেক কহিয়া পুরী মুখে কৃষ্ণ নাম।
পুলক হইয়া পুরী চলে পশ্চিম ধাম ॥
এহি যে কহিল বিজয় পুরীর সংবাদ।
ইহাতে জানিবা সব ধর্ম কর্ম তাৎ ॥
একান্ত করিয়া যে ভক্তি করি শুনে।
অদ্বৈত চরণ পায় কৃপার ভজনে ॥
অদ্বৈত কৃপা বিনে চৈতন্য না পাই।
ভজরে ভজরে ভাই অদ্বৈত গোসাঞি ॥
এবে কহি[2] প্রভুর অধ্যয়ন[3] লীলা।
২৭।১　　শান্তনু[4] মুনি/র ঘরে যে যে পড়িলা ॥

(১) শেষে জানিল　(২) ব—কহিল　(৩) ব—ধ্যায়ন যে লীলা　(৪) ব—শান্তন ; বি—শান্তনু

ফুল্লবাটি[১] গ্রাম হয় শান্তিপুর সমীপে।
শান্ত নামে বিপ্র রহে বিদ্যার প্রতাপে ॥
বহুত শিষ্য পড়াএন বসি গঙ্গাতীরে।
পণ্ডিত প্রকাশ করি ভক্তির বিচারে ॥
স্ত্রী পুরুষ দুই হয় শান্ত দান্ত বড়।
ব্রহ্মচর্য[২] করি রহে নিয়মেত[৩] দড় ॥
একদিন প্রভু গেলা তাহার নিকট।
নমস্কার করিয়া বসিলা গঙ্গাতট ॥
আমারে পড়াও তুমি শান্তনু[৪] আচার্য।
সরস্বতী সম তুমি পণ্ডিত শিরোধার্য[৫] ॥
সূর্য সম তেজ দেখি কহে শান্তাচার্য।
অপূর্ব বালক তুমি পড়াইলে কার্য ॥
কি পাঠ পঠিয়াছ এবে[৬] আমি শুনি।
তাহার মত পাঠ দিয়ে[৭] করিয়া যতনে ॥
কোন পাঠ পঠাইব[৮] বলিল আচার্য।
ব্যাকরণ পঠিয়াছি শুন শিরোধার্য ॥
কলাপ পঠিয়াছি করিয়া[৯] বিস্তর।
এবে আজ্ঞা কর তুমি যে হয় বিচার[১০] ॥

(১) ব—ফুলবাটী (২) ব—ব্রহ্মচর্য্য (৩) বি—বড় নিঅমেত (৪) ব—বিদ্যায়ে ধর্ম্ম (৫) ব—সব ধর্ম্ম (৬) বি—পড় এবে বুনি (৭) ব—বারেক কহ শুনি (৮) বি—পড়িব বলেন (৯) বি—সাধিঞা (১০) বি—জেহ নির্দ্ধার

জানিল কলাপ তোমার হইয়াছে অভ্যাস।
২৭।২　পাঁজিটীকা [১] বিস্তার এবে করহ [২] পিয়াস॥
প্রভু কহে যে [৩] পঠাবে সেহি শিরোধার্য।
তোমার কৃপাতে [৪] আমি জানিব তত্ত্বকার্য॥
একবার [৫] পাঠ মোরে পঢ়াও ভট্টাচার্য।
দ্বিতীয় বার [৬] অর্থ করি বুঝাও আচার্য॥
[৭] পাঁজি টীকা অলংকার আর সর্বশাস্ত্র।
ছয় মাসে [৮] পড়াইলা সব ভট্টাচার্য॥
শ্রীমদ্ভাগবত পঢ়াও আমাকে।
যাহা হইতে কৃষ্ণ কৃপা হয়ে সর্বলোকে॥
শাস্তাচার্য কহে তুমি ঈশ্বর অবতার।
আমারে ভাঁড়িতে তুমি [৯] কর শিষ্য ব্যবহার॥
যে যে শাস্ত্র পড়িলা তুমি করিলা ব্যাখ্যান।
মুনিষ্যের সাধ্য নহে করে সমাধান॥
কৌমার বএসে তোমার কণ্ঠে বেদধ্বনি।
যাহা শুনিতে [১০] মোহে দেব আদি মুনি॥
শ্রীমদ্ভাগবত অর্থ তুমি যে করিবে।
শুনিয়া সকল লোক কৃতার্থ হইবে॥

(১) ব—বিস্ত (র্ত) (২) ব—পৃয়াশ (৩) ব—পঠাইবা (৪) বি—সব (৫) বি—'পাঠ মোরে' নাই (৬) বি—বি অর্থ করি বুঝায় আচায্য (৭) বি—পরিটিকা (৮) ব—পড়াইবা ; বি—পঠিলা ভট্টাচার্যের পুত্র (৯) ব—'কর' নাই (১০) ব—মোহো

যে হও সে হও তুমি জানিল তত্ত্ব[১] আমি।

২৮।১ জন্মে জন্মে পাই যেন কৃষ্ণ গুণমণি[২]॥

গুরুদক্ষিণা মাগিলা[৩] দেয় কৃষ্ণভক্তি।

প্রভু কহে কৃষ্ণ কৃপা[৪] তুমি তার সাক্ষী॥

এহি মতে কথোদিন মাতাপিতার সেবা করি।

আনন্দে ভাসএ[৫] লোকের ভক্তি আচরি॥

অল্পদিনে পিতামাতা[৬] অপ্রকট হৈল।

দোঁহার বৈদিক ক্রিয়া যতনে করিল॥

এহি যে কহিল প্রভুর পৌগণ্ড লীলা।

দ্বিতীয় অবস্থা বলি যাহারে কহিলা॥

দ্বিতীয় অবস্থা প্রভুর অনন্ত অপার।

যেহি শুনিলা তাহার লিখিব বিস্তার॥

শ্রীশান্তিপুরনাথ-পাদপদ্ম করি আশ।

অদ্বৈত মঙ্গল কহে হরিচরণ দাস॥

ইতি শ্রীঅদ্বৈতমঙ্গলে পৌগণ্ডলীলা-দ্বিতীয়াবস্থায়াং শান্তিপুরাগমনং শাস্ত্রাধ্যয়ন-বর্ণনং নাম[৭] পৌগণ্ডলীলা সমাপ্তেয়ং দ্বিতীয়-সংখ্যা॥

(১) বি—আমি তত্ত্ব (২) ব—মুনি ; বি—মোহন্ত (৩) বি—দোহে মাগিলা কৃষ্ণভক্তি (৪) বি—স্বরূপ (৫) ব—বাড়এ (৬) ব—মাতাপিতার (৭) 'নাম' নাই

তৃতীয় অবস্থা

প্রথম সংখ্যা

বন্দে শ্রীঅদ্বৈত প্রভু সীতার প্রাণনাথ।

২৮।২ যে আনিল[১] মহাপ্রভু জগত[২] বিখ্যাত ॥

প্রভুর তনয়[৩] বন্দি সভার চরণ।

যাহার কৃপাএ[৪] লিখি অদ্বৈত লীলাক্রম ॥

ভক্তবৃন্দ সহিতে বন্দি[৫] শ্রীশান্তিপুর।

দ্রবময়ী গঙ্গা রহে যাহাতে প্রচুর ॥

অখনে[৬] লেখিব প্রভুর কৈশোর বর্ণন।

তৃতীয় অবস্থা বলি যাহার গণন ॥

কৈশোরে[৭] প্রভুর শ্রীবৃন্দাবন গমন।

শ্রীগোপাল স্থাপন আদি অনেক কথন ॥

অত্যন্ত নিগূঢ় লীলা বুঝিতে[৮] না পারি।

আভাস[৯] লিখিএ শ্রীচরণ ধ্যান করি ॥

এহি লীলা লিখি প্রভুর মুখেতে শুনিয়া।

কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী জানেন বিবরিয়া ॥

---

(১) বি—করিল (২) বি—জগতে (৩) ব—চরণ (৪) বি—আজ্ঞাএ (৫) বি—বন্দ (৬) বি—লিখি লিলা কৈসর (৭) ব—কৈশোর; বি—কৈসোরে হএ প্রভুর বৃন্দাবন (৮) বি—বলিতে (৯) ব—(স) ভাব

সেকালে কৃষ্ণদাস সঙ্গে সেবা কৈল।
তাহার মুখশ্রুত[১] কিছু যে শুনিল॥
তদনুযায়ী[২] লিখি পূর্ব বিচার করিয়া।
মন দিয়া শুন সবে একান্ত হইয়া॥
পিতামাতার কৃত্য লাগি গয়াতে চলিয়া।
গজেন্দ্রগমনে যায় হুঙ্কার করিয়া॥
২৯।১ কৃষ্ণনাম মুখে প্রভুর অঙ্গ প্র/ফুল্লিত।
কদম্ব কলিকা জিনি রোমাঞ্চ উদিত॥
কথোদিনে[৩] গয়াতে উত্তরিলা গিয়া।
ব্রাহ্মণ সকলে নিল আগ্রহ করিয়া॥
গয়াসুরের মস্তকে পিণ্ডদান করি।
লোকাচারে প্রভু সব কার্য আচরি॥
আচরি[৪] ব্রাহ্মণ সব করিয়া সন্তোষ।
প্রস্থান করিলা তবে পশ্চিম উদ্দেশ॥
কাশীতে যাইয়া তথা তিন রাত্রি রহিলা।
বিজয়-পুরী সন্ন্যাসী তথাই মিলিলা॥
মাতাপিতার[৫] সমাচার তাহাতে কহিলা।
তীর্থ পর্যটন যাই তাহারে জানাইলা॥

(১) বি—তার মাতা কৃত্যা লাগি গয়াতে চলিলা ; ইহার পূর্বের দুইটি পংক্তি বাদ পড়িয়াছে
(২) তদা (নু) যাইয়া (৩) ব—কথদিন (৪) বি—ব্রাহ্মণ সকলকে করিয়া (৫) ব—পিতা সমার্পণ

মণিকর্ণিকা স্নান করি বিশ্বনাথ দরশন।
তিন রাত্রিদিন রহি করিলা গমন ॥
প্রয়াগে চলিল প্রভু আনন্দ[1] অন্তরে[2]।
কথোদিনে উত্তরিলা ত্রিবেণীর নিঅরে[3] ॥
প্রয়াগে বেণীমাধব করিলা দরশন।
ত্রিবেণীর ঘাটে করি স্নান তর্পণ ॥
তপস্যা করিলা বেণী তীর্থ উপরে।
২.৯।২ দিন কথ রহিলা/প্রয়াগ নগরে ॥
অক্ষয়[4] দেখিলা যে তথা ভীমগদা।
জরাসন্ধ রাজার যুদ্ধ কহিল সর্বদা ॥
গদাযুদ্ধ ভীমসেন বহুত করিল।
একবিংশতি[5] দিবস যুদ্ধ জিনিতে নারিল ॥
জরাসন্ধ ভীমের[6] যুদ্ধ গদা ছুটি গেল।
বাহুযুদ্ধ করিল দোঁহো পরাজয় নহিল ॥
ভীমের বল কিছু[7] কিছু টুটিতে লাগিল।
শক্তি সঞ্চারিয়া কৃষ্ণ দ্বিগুণ বাড়াইল[8] ॥
ভীম নাহি জানে তার[9] মরণের সন্দি।
তৃণ চিরি কৃষ্ণ তারে দেখাইল সন্দি[10] ॥

(১) আনন্দে (২) ব—অন্তর (৩) ব—নিকট (৪) বি—অক্ষয় বট দেখিলেন তথা (৫) বি—'এক' নাই (৬) বি—ভিমসেনের গদা (৭) ব—'কিছু' একবার (৮) ব—বাড়িল (৯) বি—তব (১০) বি—বিন্দি

দুই ভাগ হইল জরাসন্ধ কলেবর।
হাহাকার হইল তবে পুরীর ভিতর ॥
সেহি গদা পড়িয়াছে দেখাইলা পথে[১]।
বিস্ময় হইলা লোক শুনি সভাসদে ॥
তবেত চলিলা প্রভু মথুরা নগর।
মথুরা দেখিয়া করে বড় তীর্থ সার ॥
মাতা পিতার চরণ করিলা বন্দন।
৩০।১ সে সব[২] দেখিয়া প্রেমে পাসরে/আপন ॥
বিশ্রান্তি স্নান করি শ্রান্তি[৩] দূর কৈল।
ক্রমে ক্রমে চব্বিশ ঘাটে স্নান করিল ॥
শম্ভু ভূতেশ্বর গোকর্ণ[৪] দেখি।
দেবী দরশন কৈলা ন(ন্দ)পুত্রী[৫] সখী ॥
কুবুজার[৬] ঘর তবে পুছিলা লোকেরে।
কুবুজার[৭] ঘর এথা[৮] রহে কথাকারে ॥
লোকে কহে শুনিয়াছি ব্রাহ্মণের[৯] মুখে।
কুবুজির[১০] ঠাকুর বৃন্দাবনে রহে সুখে[১১] ॥
প্রভু কহিলা শুনহে পুরোহিত।
বৃন্দাবনে[১২] তবে আমি করিব বিদিত ॥

(১) বি—সত্তে (২) বি—বৈসর দেখিআ (৩) বি—ভ্রান্ত (৪) ব—(বৌ)কর্ণ (৫) বি—ন(ন্ত্র) পুত্রি সখি (৬) ব—কুবের (৭) ব—কুবের জায় (৮) বি—ঐ দেখহ সত্তরে (৯) বি—ব্রহ্মার (১০) ব—কুবের (১১) ব—'সুখে' নাই (১২) ব—বৃন্দাবনের তীরে

[১] ব্রজভূমে অপ্রকটে সব অপ্রকট হৈলা।
তবে বৃন্দাবনে যাইয়া ভ্রমিতে লাগিলা॥
বৃন্দাবন ফিরি ফিরি দেখিতে লাগিলা।
গোবর্ধন দেখিয়া[২] প্রেমাবেশ হইলা॥
রাধাকুণ্ড শ্যামকুণ্ড স্নান করিলা।
[৩] ব্রজনাভের বন্দ[৪] এহি ব্রজবাসী কহিলা॥
তবে মধুবনে যাই কুণ্ডে স্নান করি।
[৫] যথা মধুপান কৃষ্ণ করিলা[৬] বিচারি॥
[৭] তাল বনে যাইয়া প্রভুর প্রেম উপজিল।
৩০।২ এথা তান্ লাগিয়া ভাই[৮]/সবে মত্ত হইল॥
কতক্ষণ ব্যাজে উঠি পরিক্রমা করি।
কদম্বেতে চলিলা আনন্দে বিহারি॥
কুমুদের শোভা দেখি গলে পরে মালা।
তবেত চলিলা প্রভু ভুজদণ্ড[৯] বহুলা॥
বহুলার গাভী দেখি বন্দনা করিলা।
কুণ্ডেতে স্নান করি গোবর্ধনে গেলা॥
গোবর্ধন পরিক্রমা করি পর্বত গুহাতে।
হরিদেব দরশন কৈলা তথা আচম্বিতে॥

(১) ব—ব্রাহ্ম ভেসে অপ্রকটে সব হইলা (২) বি—দেখি তবে প্রেমাভিষ্ট (৩) ব্রজনাথের (?)—ব্র, ৩০।১ (৪) ব—বৃন্দাবন বৃজবাসী (৫) ব—এথা (৬) ব—কহিলা (৭) ব—তান্ বনে (?) বি—এই চারি পংক্তি নাই (৮) (ভা)ই (৯) ব—ভ্রে দণ্ড

দণ্ডবৎ প্রণতি করিলা পুনঃ পুনঃ।
মানস গঙ্গায় [১] স্নান সর্বাঙ্গ মার্জন ॥
দান ঘাট দেখিয়া পরিহাস আচরিলা।
এথাএ রাধা [২] সখী দান দিয়া গেলা ॥
বনে [৩] বনে ফিরি ফিরি দেখিতে লাগিলা।
দেখিতে দেখিতে প্রভু বিহ্বল হইলা ॥
তবে কাম্যবনে প্রভু করিলা গমন।
বিমলেতে স্নান করিলা [৪] নির্মল ॥
লুকালুকি [৫] দেখি তবে কহে রাখালেরে।
খেলাও আমার সঙ্গে ব্রজবাসী [৬] বলি তোমারে ॥
অদ্বৈত আচার্য প্রভু হয়েন বড় রঙ্গী।
সখী ভাব আচরিয়া খেলে তার সঙ্গী ॥
৩১।১ লুকি লুকি রহে/প্রভু কুঠরি কুঠরি।
ব্রজবনে কত নাট করে ফিরি ফিরি ॥
প্রভু কহে সে [৭] রাত্রে আমি তথাই রহিল।
সখী সঙ্গে কৃষ্ণচন্দ্র জল কেলি [৮] কৈল ॥
বিহার দেখিতে প্রভুর হইল ভাব সারল্য।
তৃতীয় দিবসে তথা প্রেম চাপল্য ॥

---

(১) ব—মানসি গঙ্গাএ স্নান করিলা সর্ব্বজোন (২) বি—রাধার (৩) ব—এই দুই পংক্তি নাই (৪) বি—করি জিলার স্নান ভ্রমণ (৫) ব—লোকেকে দেখিয়া ; কিন্তু ভক্তিরত্নাকরে (৫।৮৫২) 'লুকলুকানী খিচলী স্থানে'র উল্লেখ আছে (৬) বি—'বৃজবাসী' নাই (৭) বি—সেবা তেজে আসি রহিল (৮) ব—দেখিল

তবে বরষাণে গেলা বৃকভানুর ঘরে
কীর্তিদা[২] জয় কীর্তি তথা দরশন করে ॥
ঘরে ঘরে ফিরি[৩] ফিরি দেখিল সকল।
পাবন সরোবরে স্নান নির্জন[৪] স্থল ॥
নন্দীশ্বরে[৫] যাইয়া যশোদা প্রণতি।
পাবন সরোবরে স্নান রজনী তথা স্থিতি ॥
খদির[৬] বন দেখি গেলা যাবট[৭] গ্রামে।
কিশোরী-কুণ্ডেতে[৮] স্নান গাত্র মার্জনে ॥
ক্ষীরোদশায়ী দেখি রামঘাটে গেলা।
বলরামের বাসস্থলী[৯] প্রণাম করিলা ॥
গোপীঘাট দেখি কহে এহি বাঞ্ছা পূর।
অক্ষয় বট দেখিয়া বসিলা সত্বর[১০] ॥
চীরঘাট দেখিলা[১১] কদম্বতলায়।
৩১।২ বসিলা ক্ষণেক তথা/স্মরণ[১২] করায় ॥
তবে চলি চলি ভয়[১৩] গ্রামে আইলা।
নন্দহরণ কথা শ্রবণ করিলা ॥

(১) বি—হর্স মনে ; কিন্তু ভক্তিরত্নাকরে (৫।৮৯০) 'বর্ষাণে'র উল্লেখ আছে (২) বি—কির্ত্তি জস (৩) ব—'ফিরি' একবার (৪) বি—করিল তৎপর (৫) বি—নন্দের ঘরে জাআ (৬) ব—খিরবন ; বি—কুরবন ; ভক্তিরত্নাকর—খদিরবন (৫।১২৮১) (৭) বি—আশ্রমে ; কিন্তু ভক্তিরত্নাকরে (৫।১০৬৯) 'গ্রাম' (৮) ব—কৈসোরী (৯) ব—বাসস্থান (১০) বি—সব পুর (১১) ব—দেখি (১২) ব—স্বরণ ; বি—শ্রবণ (১৩) বি—ভয় ; কিন্তু ভক্তিরত্নাকরে ভয়গ্রাম (৫।১৫৯৮) ও ভয়বনের (৫।৩২৬, ১৬৭৪) উল্লেখ আছে

পার হইয়া ভদ্রবন ভাণ্ডীরে প্রবেশ।
গো চরাএ বালক[১] খেলাএ বিশেষ॥
প্রভু কহে আমি খেলি[২] জিন রাখিয়া।
[৩]হারিলে করিব কান্দে জিনিলে চড়িয়া॥
এহিরূপে খেলা করিল কতক্ষণ।
সখী সঙ্গে[৪] রাধা আইলা চল বৃন্দাবন॥
এতেক কহিয়া[৫] তবে লোহবন দেখি।
মহাবনে চলিলা হইয়া বড় সুখী॥
জন্মস্থান দেখিল[৬] যমলার্জুন ভঞ্জন।
পুতনার খাদ দেখি[৭] গোপকূপ দরশন॥
ব্রহ্মাণ্ড ঘাট দেখি মাটি[৮] তথা খাইল।
সুখে ব্রহ্মাণ্ড যশোদা তথাই দেখিল॥
বনলীলা স্থান দেখি বড় সুখী হৈলা।
যমুনার ঘাটে বসি তরঙ্গ দেখিলা॥
এহিকালে কৃষ্ণদাস বিপ্র প্রধান।
[৯]কাম্যবন নিবাসী সেই ভক্তিনিদান॥
৩২।১ কৈশোর অবস্থা তার প্রভু সঙ্গ/চাহে।
দণ্ডবৎ হইয়া স্তুতি বহুত করএ॥

(১) ব—খেলে (২) ব—জি(ন) ; বি—হোড় (৩) ব—হারিলে (৪) বি—রাই আইলেন (৫) ব—তাহার (৬) ব—যমালার্জুন (৭) বি—গোপভূপ ; ভক্তিরত্নাকরে (৫।১৭৮৭) গোপকূপ (৮) বি—তথা (৯) ব—কাম্যবনে বসি সেহি ভক্তির নিদান

আমি তোমার দাস হইয়া রহিব নিকট।

ভক্তি শাস্ত্র পড়িব এহি মনেতে প্রকট ॥

প্রভু তুষ্ট হইয়া তারে সঙ্গে রাখিলা।

প্রভুর মুখ্য[১] সখা তেঁহো[২] যে হইলা ॥

তবে প্রভু গোবর্ধন[৩] প্রদক্ষিণ করি।

পার হৈয়া মথুরা আইলা অবতরি ॥

প্রাতঃকালে শ্রীবৃন্দাবনেতে প্রবেশ।

আনন্দে দেখিয়া ফিরে বৃন্দাবন দেশ ॥

যে দিবস যেখানে প্রভু রাত্রে[৪] করে বাস।

ব্রজবাসী স্থান[৫] দেয় দিন অবশেষ ॥

স্বহস্তে পাক করি প্রসাদ সর্বকাল।

ব্রহ্মাচর্য প্রভুর অত্যন্ত সামাল ॥

বৃন্দাবন যাই তিন দিবস কুঞ্জবন দেখি।

বটবৃক্ষতলে বসিয়া ভাবেন[৬] লখি ॥

যথারাগ ॥ প্রভু বলে পুরুষোত্তম[৭]　　শুন মোর প্রাণ সম

মদন গোপাল প্রকটিলা।

৩২।২　প্রথম বয়স[৮] মোর　　গেলাম আমি[৯]/বৃন্দাবন

দেখি বসি যমুনার লীলা ॥

---

(১) ব—মোক্ষ (২) বি—সেই তেহো (৩) ব—উঠিয়া গোকুল প্রদক্ষিণ (৪) ব—রাত্রি করিলা বাস (৫) বি—জল দেয় নিল অবশেষ (৬) বি—ভাব (৭) বি—পুরুস(তু)যি মোর প্রান (৮) ব—বয়েসে (৯) বি—'আমি' নাই

শুন হে পুরুষোত্তম[১] শুন মোর সে সব কাহিনী।

[২]তরুণ বটের ছায়া তৃপ্তি কৈল মোর কায়া

যমুনা[৩] হিলোল পবনে।

বৃন্দাবনে তরুলতা হাসি কহে সব কথা

সহায় করিয়া সর্বজনে ॥

নির্জন [৪]শ্রীবৃন্দাবন গাভী রাখে ব্রজ জন

হাম্বারব শুনি আচম্বিত।

তৃষিত মোর নয়ন ধাইল সেহি বনে বন

কতদূর যাইয়া মূরছিত ॥

রাত্রি দিবা নাহি জ্ঞান ধবলি চরাএ শ্যাম

সচেতন হইয়া নিরখিল।

কতদূরে দেখি শ্যাম [৫]তরুলতা সম ধাম

বাম পার্শ্বে রাধিকা দেখিল ॥

ললিতাদি সখী সব আমা পানে চাহে [৬]সব

[৭]শ্রীরাধা বোলএ প্রাণ সখী।

শ্যামের মধুর হাসি মুখে পুরে মোহন বাঁশি

ত্রিভঙ্গ ললিত ঠামে রাখি ॥

মুরলী করেত [৮]বসি মন্দ মন্দ বলে[৯] বাঁশি

সে[১০] বাঁশি অমৃত বরিখে।

---

(১) বি—পুরুস তুমি কি কহিব সেসব (২) বি—ত্রিপদি। তরুন (৩) বি—জমুনাহিল্লোলি পবনে (৪) ব—'শ্রী' নাই (৫) বি—তরুতলে শ্যাম ধাম (৬) ব—তব (৭) ব—'শ্রীরাধা......মুরলী করেত'—এই অংশটুকু নাই (৮-১০) ব—বানি

চলহ অদ্বৈত হের　　　গৌরধাম তুমি মোর
ভাল হৈল আইলা এথা সুখে ॥
দেখিলা আমারে তুমি　　　প্রকাশ হইব আমি
৩৩।১　　এথা[১] আছি সূর্য আলয়।
না রহিয় তুমি এথা　　　তোমা আমা এহি[২] কথা
যাও তুমি গৌড় আলয় ॥
যে কিছু মনেতে আছে　　　প্রকট করিবা পাছে
এবে মোরে ডাকি[৩] কর প্রকটন।
ব্রজবাসী শিষ্য করি　　　সাপি[৪] যাও মোরে হেরি
সদা প্রকট[৫] করিব ব্রজজন ॥
ব্রজনাথ[৬] অপ্রকট　　　রহিয়াছি যমুনা তট
দ্বাদশ আদিত্য কুঞ্জবনে।
পরিশ্রম নাহি হবে　　　তোমা পথ দেখি সবে
প্রাতঃকালে[৭] করহ পূজনে ॥
যমুনার জল আনি　　　অভিষেক কর তুমি
ফলফুলে[৮] করহ পূজনে।
এতেক বলিয়া শ্যাম　　　লুকাইলা কুঞ্জধাম
হা রাধা মদন মোহনে ॥

(১) বি—তথা আইলে সুরজ আলয়　(২) ব—সেহি　(৩) ব—কাড়ি　(৪) বি—গোপি জাতক
(৫) ব—প্রকটন　(৬) ব—বৃজনাত　(৭) বি—প্রাতে কাড়ি　(৮) বি—বনফুলে

বৃন্দাবন[1] দরশন কহিলা[2] শিষ্য সমাজে।
প্রাতঃকালে প্রকট হইবা গোপাল মহারাজে॥
শ্রীশান্তিপুরনাথ পাদপদ্ম করি আশ।
অদ্বৈত মঙ্গল কহে হরিচরণ দাস॥

ইতি শ্রীঅদ্বৈতমঙ্গলে কৈশোর লীলা-তৃতীয়াবস্থায়াং[3]
৩৩।২ শ্রীবৃন্দাবনদর্শনং নাম প্রথম-সংখ্যা॥

(১) বি—পঞ্চায় ॥ বৃন্দাবন। (২) ল—প্রভু শিষ্য। (৩) বি—দ্বিতীয়

দ্বিতীয় সংখ্যা

[১]বন্দে শ্রীআচার্য প্রভু জগতের আর্য।
চৈতন্য প্রকট করি কৈলা সর্ব কার্য॥
বন্দে প্রভু-ভক্তবৃন্দ ভক্তিরস কূপ।
[২]প্রেম রসে ভাসাইলা জগৎ শ্রীরূপ॥
তবে নেত্র খুলি প্রভু দেখে বনদেশ।
চতুর্দিকে চাহি দেখে না দেখে বিশেষ॥
সমুখে [৩]ব্রজনারী দেখে জন দশ।
তাহারে কহিল সব [৪]কথাএ বিশেষ॥
ব্রজের ঠাকুর হয়েন মদন মোহন।
প্রকট করিব আমি শুন সর্বজন॥
কোদালি [৫]কোঠালি আন [৬]গ্রাম হৈতে।
দ্বার কাটি প্রবেশ করহ [৭]কুঞ্জতে॥
[৮]তাহা শুনি ব্রজনারী ত্বরিত গমনে।
ব্রজলোকে জানাইলা [৯]সে সব বচনে॥
গ্রাম হইতে আনিল অস্ত্র শস্ত্র [১০]সব।
[১১]সূর্য টিলা দেখাইলা কাটে এহি [১২]ভিতে সব॥

(১) বি—বন্দো (২) ব—এই পংক্তি নাই (৩) বি—ব্রজবাসি (৪) বি—কথা যে (৫) বি—কুদালি (৬) বি—গ্রাম যে (৭) বি—কুঞ্জের ভিতরেতে (৮) বি—এই দুইটি পংক্তি নাই (৯) বে (১০) ব—যত (১১) ব—সূর্য্য [illegible] (১২) ব—ভিতর

যবন রাজার ভয় সেবক পলাইল।
সেহি ছলে মদন মোহন গোপাল হইল॥
৩৪।১ পূর্ব্বরাগ প্রকটিল ম/দনমোহন।
আমার ঠাকুর সেহি শুন পুরুষোত্তম॥
তবেত বড় বড় [১]পাথর কাটিতে কাটিতে।
দ্বার নিকশিল কুঞ্জের এক ভিতে॥
যমুনার জল [২]বহে তাহে চতুর্দ্দিকে।
উপরে পাথর [৩]মঠ দেখি এক দিকে॥
উঠাইয়া আনিল গোপাল টিলার উপরে।
অভিষেক [৪]করিলাম ব্রজবাসীর জল ভরে॥
গাত্র মার্জনা করি স্নান করাইলা।
নবঘনশ্যাম তবে [৫]চিক্কন হইলা॥
ফল ফুলে পূজা করি ভোগ লাগাইল।
আরতি করিয়া তবে প্রসাদ বাঁটিল॥
ব্রজবাসী তথাই এক মন্দির করি দিল।
ব্রাহ্মণ আনিয়া তবে সেবা সমর্পিল॥
এতেক শুনিয়া কহে কৃষ্ণ মিশ্র নাম।
[৬]শ্রী ঠাকুরাণীর পুত্র অতি গুণধাম॥

(১) ব—'পাথর' নাই (২) ব—রহে (৩) ব—মোট (৪) বি—করিল ব্রজবাসি (৫) ব—তখন হইলা (৬) বি—সিতা

ব্রজের ঠাকুর গোপাল কহিলা আপনে।
কিমতে [১] ব্রজস্থ হৈলা কহ [২] সর্বজনে॥
প্রভু কহে কহিব আমি শুন মন দিয়া।
রাধাকৃষ্ণ নিত্যধাম [৩] নিত্য পরকীয়া॥
৩৪।২ পরকীয়া রসের আস্বাদন লাগি।
ব্রজ-বিহার প্রকটিলা হৈয়া অনুরাগী॥
তাহাতে পূর্বরাগ রসের [৪] অপার।
পূর্ণমাসী হৈতে হয়ে রসের প্রচার॥
সখা সঙ্গে লইয়া কৃষ্ণ গোচারণ করে।
অকস্মাৎ পূর্ণমাসী মিলিল তাহারে॥
পূর্ণমাসী দেখি কৃষ্ণ পড়িলা চরণে।
[৫] রাধাবর্ণদ্ব্যক্ষর শুনাইলা কানে॥
রাধা[৬]নাম শুনি [৭] কৃষ্ণ উৎকণ্ঠা অপার।
রাধা রাধা করে কৃষ্ণ [৮] ধেয়ান অপার॥
সখা [৯] মিলি আইলা তবে চঞ্চল নয়ন।
শ্রীদাম [১০] কহে কহ ভাই কি হইল কারণ॥
[১১] উজ্জ্বল সুবল তবে [১২] বিবরণ করিয়া।
কহিলা কৃষ্ণকে [১৩] সব কথা বিবরিয়া॥

(১) বি—ব্রেজস্থল (২) ব—সর্ব্ব আনে (৩) বি—নিজ (৪) বি—আসরি (৫) বি—রাধারবর্ণাক্ষর (৬) ব—কৃষ্ণ নাম (৭) ব—'কৃষ্ণ' নাই (৮) ব—ধ্যায়ন ; বি—সদাএ অস্থির (৯) ব—মেলে ; বি—মনে (১০) ব—কহে ভাই কি হইল কহ কারণ ; বি—কহেন ভায়া কহত কারণ (১১) বি—উঠিল (১২) বি—বিসরন (১৩) বি—তবে সব বিবরিআ

পূর্ণমাসীর শিষ্য রাধা বৃকভানুর[1] বেটী।
ছিদামের অনুজা তেঁঞি[2] রূপে পরিপাটী॥
তোমার সৌন্দর্য যবে দেখিল[3] রত্ন তিনি।
তাহার অধৈর্যতা[4] হইবেক জানি॥
তথা গেলা পূর্ণমাসী রাধিকা সমাজে।
৩৫।১ সম্ভ্রমে উঠিলা সবে করি ভয় লাজে॥
দণ্ডবৎ হৈলা রাধা[5] চরণে পড়িয়া[6]।
আশীর্বাদ[7] কৈলা তবে মস্তকে হাত দিয়া[8]॥
কাম গায়ত্রী শুনাইলা রাধিকার কানে।[9]
কৃষ্ণ দুই বর্ণ তবে কহিলা বিধানে॥[10]
কৃষ্ণ বর্ণ[11] কর্ণ ভিতর করিলেক বাসা।
কৃষ্ণ কৈছে[12] ঐ চিন্তা মুখে কৃষ্ণ ভাষা॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি উঠে চমকি চমকি।
সেদিন হইতে দোঁহে হৈল অনুরাগী॥
অনেক কষ্টে তবে রাত্রি গোঁয়াইল।
কৃষ্ণঘরে আসিয়া বাউল প্রায়[13] হইল॥
যশোদা চিন্তিত হৈলা পুত্র দেখিয়া।
পূর্ণমাসীকে আনাইলা যতন করিয়া॥

(১) বি—বৃসভানুর (২) বি—তেহে (৩) ব—দেখিবেন নীতি (৪) ব—অধর্ম্মা (৫) ব—তবে রাধা (৬) ব—পড়িলা (৭) ব—করিলা (৮) ব—দিলা (৯) বি—শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনাইলা (১০) বি—শ্রীকৃষ্ণদ্বয় বর্ণ কহিলা (১১) বি—শ্রীকৃষ্ণ বর্ণ (১২) ব—হই (১৩) ব—'প্রায়' নাই

পূর্ণমাসীর পায়ে পড়িল যশোদা।
বড় বড় [১]ভয় তুমি রাখিলা সর্বদা॥
পূর্ণমাসী কহে চিন্তা না করহ কিছু।
মন্ত্র শুনাইয়া ভাল করিব তোমার শিশু॥
তবে পূর্ণমাসী গেলা [২]বিবরণ করিয়া।
কাম বীজ [৩]কৃষ্ণ কর্ণে দিলেন বলিয়া॥
৩৫।২　মন্ত্র সিদ্ধি হবে আজি যাও রাধা [৪]অম্বে/ষণে
[৫]যশোদা সান্ত্বনা করি [৬]প্রীত বচনে॥
তুমি রাজার পুত্র [৭]হও তেঁহো কুলাঙ্গনা।
কেহ জানিতে নারিবে হইবে ঘটনা॥
বিধাতা সৃজিয়াছে তোমার পিরিতি।
তাহার ঘরেতে হইয়াছে এহি রীতি॥
গোধন চরাইতে আজি যাও বৃন্দাবনে।
নারায়ণের বরে অবশ্য হইবে মিলনে॥
এতেক [৮]কহি যশোদাকে [৯]করিলা আশীর্বাদ।
সুস্থ হইল পুত্র বলি সর্বকার্য সাধ॥
[১০]অথা রাধার সঙ্গী সঙ্গে নুঝল নয়ন।
গুরুজন ভয় কিছু সংকোচন মন॥

(১) ব—ভ(ও) তুমি রাখ　(২) ব—বি(রন)　(৩) ব—কর্ণে কৃষ্ণ　(৪) বি—সন্নিধানে　(৫) ব—যসো　(৬) ব—প্রতি　(৭) বি—‘হও’ নাই　(৮) ব—কহিয়া　(৯) বি—করি　(১০) বি—এই দুয় পংক্তি নাই

ললিতা বিশাখা দোঁহে বিচার করিলা।
কৃষ্ণ কি মতে পাব চিন্তিত হইলা॥
ললিতা কহে সখী আমি ভালে জানি।
তোমারে ঘটনা করি আনিব আমি॥
কৃষ্ণের নেত্র যবে আনিবে তোমাক।
সে তোমাক ছাড়িয়া নয়ন করিবেক[১]॥
এহিকালে তথা আইলেক পূর্ণমাসী।
সকলে উঠিয়া তবে তাহারে সম্ভাষি॥
আশীর্বাদ করিলা কৃষ্ণ মিলুক তোমার।
৩৬।১ আজি/মনোরথ পূর্ণ হবে সভাকার॥
ললিতা তুমি হও চতুরা প্রবীণ।
সূর্য পূজিতে সবে যাও[২] বৃন্দাবন॥
জটীলাকে কহি আমি সূর্যের অর্চনা।
সেহি ছলে যাও সবে করি গোপেশ্বর বন্দনা॥
তবে জটিলার তরে দিলা দরশন।
জটিলা করিলা অনেক পূজন[৩] বন্দন॥
জটিলাকে কহি কিছু নীত শিখাইয়া।
বধূ পাইয়াছ তুমি পার্বতী আরাধিয়া॥

(১) বি—সেই বর ছাড়িবে এই বর করিবেক (২) ব—জারে (৩) বি—পূজায় জে

[১]ধন [২]ধান্য গরু তোমার হইব বিস্তর।
[৩]অন্থ সূর্য পূজা তুমি করহ রবিবার ॥
ললিতা জানে সূর্য পূজার [৪]প্রকাশ।
সখী সঙ্গে বধূ পাঠাও [৫]সঙ্গেত বিশেষ ॥
এতেক শুনিয়া [৬]আর্যা অনেক [৭]আর্য করি।
বধূ পাঠাইলা সূর্য পূজাতে সামগ্রী আহরি ॥
সখী সঙ্গে [৮]শ্রীরাধা চলিলা বৃন্দাবনে।
সূর্য [৯]পূজার ছলে [১০]যায় [১১]যমুনা পুলিনে ॥
এতেক শুনিয়া বোলে [১২]কৃষ্ণ বলরাম।
পূর্ণমাসী বিনে নহে [১৩]স্বকীয় কোন কাম ॥
প্রভু কহে এবে সেহি পূর্ণমাসী আসি।
৩৬।২　　মাধবে/ন্দ্র শ্রীপাদ গুরু মোর প্রকাশি ॥
তবে শুন যে যে দশা হইল রাধার।
শ্রীকৃষ্ণের দশা কিছু [১৪]কহিএ বিচার ॥
সখা সঙ্গে কৃষ্ণ গেলা গোধন লইয়া।
যমুনার তটে যায় [১৫]উৎকণ্ঠিত হইয়া ॥
রাধা অন্বেষণ করে সুবল লইয়া।
তৃষিত নয়ন কৃষ্ণ রাধার লাগিয়া ॥

---

(১) ব—ধন্ত (২) বি—(গাবী) (৩) ব—অ(ন্ত) ; বি—ঐ (৪) বি—বিধান (৫) বি—সঙ্গে তান (৬) ব—আ(র্য্যা) ; বি—রা(ধ্যা) (৭) ব—আ(র্য) ; বি—আষা (৮) ব—রাধা (৯) বি—পুজা (১০) ব—জাও ; বি—'যাও' নাই (১১) ব—জমুনার কুলে (১২) বি—কৃষ্ণ মিশ্র (১৩) ব—সমে (১৪) বি—করিজা (১৫) ব—উৎকণ্ঠা

উজ্জ্বল সুবল দোহেঁ প্রবোধ বচনে।
[১]অথা রাধার দশা শুনহ সর্বজনে॥
সূর্য পূজিতে [২]তবে আইলা বৃন্দাবনে।
সূর্যঘাট প্রসিদ্ধ হয় সেহি [৩]স্থানে॥
[৪]তথায় আছয়ে বৃক্ষ ছায়া সুশীতল।
যমুনার হিলোল বহে [৫]তাহে নির্মল॥
তথাই বসিয়া [৬]রাধার কৃষ্ণ স্মৃতি হৈল।
কৃষ্ণ কেমন [৭]তাহা আমি দেখিব॥
কেমনে দেখিব আমি সেহি চন্দ্রমুখ।
ধরিতে না পারি হিয়া পোড়ে মোর বুক॥
কেমন নয়ান তার [৮]বয়ান মাধুরী।
দেখিলে সে জিএ প্রাণ না দেখিলে মরি॥
বিশাখা চিত্র করি পট দেখাইল।
৩৭।১ [৯]পটেতে কৃষ্ণ দেখি দ্বিগুণ [১০]তাপ বাড়িল॥
হা হা কৃষ্ণ প্রাণনাথ কথা গিয়া পাব।
যমুনা পশিয়া সখী অবশ্য মরিব॥
না [১১]দেখিয়া সেহি কৃষ্ণ নয়ানের তারা।
[১২]অচেতন হইল [১৩]তবে কৃষ্ণ হৈল হারা॥

(১) বি—তথা (২) বি—'তবে' নাই (৩) ব—(ক)নে (৪) ব—এহি তবে যাম রাগ ছায়া সুসিতল
(৫) বি—(সুশীতল জল) (৬) ব—রাধা (৭) বি—সখি কেহো জানি দেখিল (৮) ব—দেখিব
(৯) ব—পটের মধ্যে (১০) ব—'তাপ' নাই (১১) বি—দেখিলে (১২) ব—চৈতন্য (১৩) ব—সবে

জবা পুষ্প[১] রস দিয়া বিশাখা পত্র লিখিল।
তুলসী সখীর হাতে সেহি পত্র পাঠাইল॥
কৃষ্ণ অন্বেষণ করি পত্র[২] দিবা তারে।
ছিদামাদি সখা যেন জানিতে না পারে॥
শীঘ্র[৩] যাইয়া কহ তুমি আমার সংবাদ।
একবার দরশন দিয়া করহ প্রসাদ॥
সখীর[৪] যেমত দশা কহিবে সকল।
তাহারে কহিও এথা আসিতে একল[৫]॥
তবে পত্র লৈয়া সখী বনে প্রবেশিল।
বংশীবট ধীরসমীর সকল দেখিল॥
এক সখী কহে কৃষ্ণ দেখিল যমুনার তীরে।
উজ্জ্বল সুবল সঙ্গে প্রলাপ যে করে॥
চাহিতে চাহিতে[৬] দেখে কদম্বের তলে।
[৭]অচেতন সেই কৃষ্ণ মধ্যে মধ্যে বোলে॥
পত্র[৮] নিয়া দিল তবে সুবলের হাতে।
৩৭।২　সুবল পড়িল প/ত্র কৃষ্ণের সাক্ষাতে॥
পত্র পাইয়া বোলেন রাধা আছেন কোন ঠাঞি।
তুমি কহ সত্য কথা আমি তথা যাঞি॥

(১) ব—পুষ্পের (২) ব—দিলা (৩) বি—যাও (৪) ব—সকল (৫) ব—এখন (৬) ব—দেখি
(৭) ব—চৈতন্ত কৃষ্ণ ২ (৮) ব—দিয়া

রঙ্গন ফুলের মালা [১]স্বহস্তে গাঁথিয়া।
তুলসীর হাতে দিলা [২]আগ্রহ করিয়া॥
এহি মালা শীঘ্র করি [৩]দিবা তার হাতে।
জলেতে প্রবেশ যেন [৪]না করে কোন মতে॥
সখীর বিলম্ব দেখি রাধা উঠি ধায়।
প্রাণ ছাড়িতে [৫]তবে যমুনার জলে ধায়॥
না দিল দরশন মোরে কমল লোচন।
এ শরীর রাখিয়া মোর [৬]কিবা প্রয়োজন॥
এতেক কহিতে মালা আনিল তুলসী।
বিশাখার হাতে দিল করিয়া সম্ভাষি॥
বিশাখা [৭]যাইয়া কহে শুন প্রাণ সখী।
কৃষ্ণের হস্তের মালা গলে পর দেখি॥
হৃদয়ে ধরিয়া মালা নেত্রে লাগাইল।
জবা পুষ্পের আড়ে কৃষ্ণ তবহি আইল॥
দুহা দোঁহের দরশনে আনন্দে অপার।
[৮]সখী কহে জটিলা আইল [৯]গোচর॥
তর্জন গর্জন করি আইসে সেহি বুড়ি।
৩৮।১ ভিন্ন ভিন্ন/হৈয়া জটিলা রহে মুখ মুড়ি॥

---

(১) বি—কৃষ্ণ হস্তেতে (২) ব—অনুগ্রহ (৩) ব—দিলা (৪) ব—'না' নাই (৫) ব—'তবে' নাই
(৬) বি—নাহি (৭) বি—ভাবিআ (৮) ব—প্রভু (৯) ব—সব মান

তবে দোঁহে সচকিত চলে নিজ ঘর[১]।
সেহি কৃষ্ণ মদনগোপাল আমার[২] ॥
[৩]সেহি গোপাল মূর্তি লিখিয়া আনিল।
শ্রীভাগবত পাঠ[৪] গৃহে পট[৫] দেখাইল ॥
এহি যে কহিল মদনগোপাল বিবরণ।
প্রসঙ্গে কহিল প্রভু এতেক বচন ॥
[৬]মদনগোপাল চরিত্র শুনে[৭] শ্রদ্ধা করি।
জন্মে জন্মে পায় সেহি ব্রজের[৮] শ্রীহরি ॥
শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর চরণ হৃদয়ে করিয়া।
প্রভু মুখ[৯] শ্রুত করি কহি বিস্তারিয়া ॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ অদ্বৈত চরণ।
যাহার সর্বস্ব তারে[১০] মিলে এহি ধন ॥
শ্রীশান্তিপুরনাথ পাদপদ্ম করি আশ।
অদ্বৈত মঙ্গল কহে হরিচরণ দাস ॥

ইতি শ্রীঅদ্বৈতমঙ্গলে কৈশোরলীলা-তৃতীয়াবস্থায়াং
শ্রীমদনগোপালপ্রকটো নাম দ্বিতীয়-সংখ্যা ॥

(১) ব—ঘরে (২) ব—আমারে (৩) বি—এই পংক্তি নাই (৪) বি—'পাট' নাই (৫) পাট
(৬) বি—সাবধান হৈআ তবে শুন সর্ব্বজন। মদন গোপাল...... (৭) ব—শুন (৮) ব—ব্রজজোরি
(৯) বি—মুখাশ্রিত মুনি (১০) ব—হৈতে মিলি এহি

তৃতীয় সংখ্যা

জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত[1] সীতার প্রাণনাথ।
রাধাকৃষ্ণ প্রকটিলা গোলকের নাথ॥
পূরুবেতে[2] দোঁহে ছিল ভিন্ন ভিন্ন দেহা।
৩৮।২ কলিযুগে দোঁহা এক প্রেমের[3] এহি লেহা॥
জয় জয় প্রভুর তনয় প্রেমময়।
যাহার আজ্ঞাএ লিখি করিয়া বিনয়॥
হৃদয় প্রবেশ[4] করি কর্ণে শুনাইয়া।
নেত্রে লেখাইয়া দেখাএ[5] যতন করিয়া
তবে পুন[6] আইলা প্রভু শ্রীশান্তিপুর।
তুলসী[7] পিণ্ডি বাঁধি তপস্যা প্রচুর॥
দিবসেতে তপ[8] করে রাত্রে শাস্ত্র বিচার।
তীর্থবাসী কৃষ্ণদাস সঙ্গেতে তাহার॥
সেহি কৃষ্ণদাস হয় কাম্যবনবাসী।
প্রভুর চরিত্র দেখি সেবা করে আসি॥
জলপাত্র কুশাসন রহে তার হাতে।
এহি মতে তীর্থ সঙ্গী[9] আইলা তার সাতে॥

(১) বি—জয় শ্রীঅদ্বৈত চান্দ (২) বি—প্রভুর দোঁহে (৩) ব—প্রেমে (৪) বি—পুরন (৫) [illegible] দেখাও (৬) বি—'পুন' নাই (৭) ব—আয়াধি তপস্যা (৮) বি—জপ (৯) বি—হৈতে

ব্রাহ্মণ বালক[১] অতি শাস্ত্র প্রবীণ।
প্রভুর সেবা করে সেহি নিত্য নবীন॥
দশ বৎসর সেবা করি বিচার রাত্রিদিনে।
তবে তুষ্ট হইয়া প্রভু শিষ্য[২] কৈলা তানে॥
প্রতিদিন ব্রাহ্ম মুহূর্তে উঠিয়া।
[৩]তুলসীর মঞ্চ প্রভুর লেপন করিয়া॥
শীতল গঙ্গাজল আনি দেন গ্রীষ্মকালে।
কস্তুরী চন্দন ঘষি দেন তরুমূলে॥
৩৯।১ তুলসী তলাতে বসি/ভাগবত পাঠ।
শত শত লোক[৪] বৈসে তুলসী চারি বাট॥
ত্রেতা যুগের তুলসী সেই বড়ই প্রাচীন।
পত্র পুষ্প হএ তার নিত্য নবীন॥
[৫]সুগন্ধি পুষ্পেতে নিত্য তুলসী পূজন।
গঙ্গা তুলসী হয়ে প্রভুর সেবন॥
তুলসী[৬] পূজার ফুল দূরে ফেলে নিয়া।
সেহি স্থানে গ্রাম হইল নাম ফুলিয়া॥
শান্তিপুর গ্রাম হয় যোজন প্রমাণ।
প্রভু কহে নিত্যধাম মথুরা সমান॥

(১) বি—সেই (২) ব—করিলা বিধানে (৩) ব—তুলসী পঙ্ক (৪) ব—"বৈসে তুলসি……পুষ্পেতে নিত্য"—এই অংশটুকু নাই (৫) সৌগন্ধি (৬) বি—পুষ্প

বৈকুণ্ঠে [১] বিরজা নদী বহে চতুর্দিগে।
শান্তিপুরে দ্রবময়ী বহে তিন ভাগে ॥
গঙ্গার হিল্লোল তরঙ্গ মনোহর।
[২] কভু প্রভু জলে বৈসেন ক্ষীরোদ উপর ॥
ফল পুষ্প করি গঙ্গা পূজা করে প্রভু।
হুঙ্কার করে [৩] অদ্বৈত না জানে কেহো তভু ॥
ফুলবাটী গ্রাম হয় প্রভুর পুষ্পোদ্যান।
স্থল কমল নিত্য আইসে [৪] হইয়ে যেন জ্ঞান ॥
কৃষ্ণদাস আনি ধরে প্রভুর দক্ষিণে।
[৫] একে একে [৬] ধরি প্রভু দেন গঙ্গাজলে ॥
শান্তিপুরের শোভা কহন না যায়।
[৭] স্ত্রী লক্ষ্মী পুরুষ বিষ্ণু বৈসে সর্বদায় ॥
কদম্ব নারিকেল [৮] অশ্বত্থ অপার।
[৯] ঝমকি ঝমকি রহে গঙ্গার উপর ॥
৩৯।২ নারঙ্গ কমলা আর [১০] আসো/ড়িয়া চাঁপা।
লোক সব ভেট দেয় [১১] প্রভুর আগে ঝাপা ॥

(১) ব—বিরজনা (২) বি—কহে প্রভু জলে বৈসে যেন ক্ষির দণ্ডপর ॥ অন্ত জলে স্নান প্রভু না করেন কভু। ফলে পুষ্পে পত্রে গঙ্গা পূজা করে প্রভু ॥ (৩) বি—তনাভুব দক্ষিণে [ইহার মধ্যবর্তী প্রায় তিন পংক্তি নাই] (৪) (হই)য়ে (৫) এ(কে) ২ (৬) বি—করি (৭) বি—শ্রী (৮) ব—অশাও (৯) বি—ঝুমুকি ২ (১০) বি—খই চাপা [আস্শেওড়া ?] (১১) বি—আগে ধরে ঝোপা

প্রভু [১] মৌন ধরি সব গঙ্গাকে সমর্পে।
অভীষ্ট বাঞ্ছিত ফল সভাকে যে অর্পে॥
প্রভু গঙ্গা স্নান করে শান্তিপুরবাসী।
বালক বৃদ্ধ [২] যুবা তারা বারমাসি॥
স্নান করি তুলসী পরিক্রমা করি।
দণ্ড [৩] প্রণাম প্রভু করেন নিত্য আচরি॥
এহি মত কথদিন তপস্যাতে গেল।
আচম্বিতে একদিন কহিতে লাগিল॥
স্বপন দেখিল আমি রাত্রি অবশেষ।
মাধবেন্দ্র শ্রীপাদ সমুখে আসি বৈসে॥
নিভৃতে এক [৪] স্থান করিয়া রাখিতে।
কহিলেন সভাকারে অতি [৫] স্নেহ রীতে॥
পিণ্ড এক [৬] বান্দাইয়া স্বতন্ত্র করিয়া।
আজি আসিবেন শ্রীপাদ কহিলেন ডাকিয়া॥
[৭] সন্ধ্যাকালে প্রভু তবে শিষ্য সব লৈয়া।
বসিয়া পুরীর পথ দেখেন নিরখিয়া॥
ইতিমধ্যে আসিলেন শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী।
সম্ভ্রমে [৮] উঠিলা প্রভু নমস্কার করি॥

(১) ব—ধ্যান করি (২) ব—বেবা (৩) ব—প্রভুকে প্রণাম আচরি (৪) বি—বাসস্থান (৫) [illegible]স্নিতে (৬) ব—বন্দো হৈলা (৭) ব—ধ্যান (৮) বি—উঠিলা ভু—

আলিঙ্গন করি কহে কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরি।
যথাযোগ্য সম্ভাষেণ[১] প্রীত আচরি ॥
৪০।১ প্রভুরে পুছিলা পুরী আছএ কুশলে।
প্রভু কহে এতদিন হইল মঙ্গলে ॥
আমি গেলাম বৃন্দাবনে দেখিলাম[২] ভ্রমিয়া।
কোথায় তোমারে আমি[৩] না পাইলাম চাহিয়া ॥
গোবিন্দ কুণ্ডতীরে দেখিল সজ্জনের[৪] কুঠি।
সেবক কহিল তেঁহো গেলা দক্ষিণ বাটী ॥
আমাকে কৃপা করি[৫] আইলা এবে এথা।
দিন কথ এথা[৬] রহি কহ কৃষ্ণ কথা ॥
পুরী কহে আমি গিয়াছিলাম দক্ষিণ ভুবন।
তথা হৈতে আসিলাম শ্রীগোবর্ধন ॥
মদনগোপাল সেবক কহিল তোমার কথা।
তোমারে দেখিতে তবে আইলাম এথা ॥
শ্রীগোবর্ধনধারী শ্রীগোপাল নাম।
প্রকট হইল তথা বড়ই অনুপাম ॥
যেমতে মদনগোপাল তুমি প্রকট[৭] করিলা।
তোরে[৮] আজ্ঞা করি গোপাল প্রকট হইলা[৯] ॥

(১) ব—সভা মজে (২) বি—দেখিল খুজিয়া (৩) ব—'আমি' নাই (৪) ব—সজনের (৫) ব—করিয়া
(৬) বি—রহিয়া কহেন কৃষ্ণ (৭) বি—প্রকটিলে (৮) বি—মোরে (৯) বি—হইলে

ব্রজের স্থাপিত হয়েন[১] গোবর্ধনধারী।
তথাই প্রকট হইল সেবা অঙ্গীকরি ॥
[২] গোবর্ধন মন্দির করি বসাইল তারে।
ব্রজবাসী সেবা করে অতি মনোহরে ॥
৪০।২　তার আজ্ঞা হইল মলয় চন্দন/আনিতে।
এক যাত্রায়ে দুই কার্য চাহি[৩] যে সাধিতে ॥
গোপাল প্রকট শুনি প্রভু আনন্দে ভাসিল।
দোঁহে দোঁহার কথা বিচার করিল ॥
তবে পুরী কৈলা ভিক্ষা[৪] নির্বহণ।
রাত্রে দোঁহে বসি কৃষ্ণ কথা আলাপন ॥
মদন গোপালের লীলা স্মরণ করিয়া।
দোঁহে প্রেমে[৫] অচেতন রাত্রে জাগরিয়া ॥
প্রাতঃকালে উঠিয়া নিত্য ক্রিয়া করি।
গঙ্গার সমীপে বসি শাস্ত্র বিচারি ॥
স্বহস্তে পাক প্রভু ভিক্ষা দেন তারে।
প্রসাদ পাইয়া[৬] সন্তুষ্ট[৭] আনন্দ অন্তরে ॥
অযাচক বৃত্তি[৮] পুরী তাহা দুগ্ধ আহারী।
প্রভুর স্বরূপ জানি প্রভুর[৯] অঙ্গীকরি ॥

(১) বি—হৈল (২) বি—গোবর্দ্ধনে……করিল পাইয়া তারে (৩) ব—'চাহি যে' নাই (৪) বি—বিবরণ' (৫) ব—প্রেম (৬) ব—'পাইআ' নাই (৭) ব—আনন্দে অপারে (৮) ব—পুরির স্থিতি তাহা দুগ্ধ করি (৯) বি—প্রভু

যদ্যপি কৃষ্ণভক্তের[1] নিয়ম হয়ে দড়।
তথাপি কৃষ্ণের প্রসাদ[2] আনন্দ পাইল বড়॥
যতদিন শান্তিপুর প্রভুর হাতের ভিক্ষা।
অন্যত্রে দুগ্ধাহারী[3] নিয়ম প্রতীক্ষা॥
বিরলে বসিয়া দোঁহে প্রত্যুত্তর[4] করে।
কৃষ্ণ প্রেমে গর গর পুরীর[5] উত্তরে॥
কৃষ্ণতত্ত্ব[6] রাধাতত্ত্ব ভক্তিতত্ত্ব আর।
সকল পুছিলা প্রভু আনন্দ অপার॥
৪।১।১ শ্রীপাদ কহে ঈশ্বর তুমি জা/ন সর্বতত্ত্ব।
তথাপি শুনিতে চাহ কৃষ্ণের[7] মহত্ত্ব॥
প্রভু কহে দীক্ষামন্ত্র কহ পুনর্বার।
বিশেষিয়া কহ শুনিএ বিস্তার॥
অর্থ সহিতে মন্ত্র কহিলা বিচারি।
রাধাকৃষ্ণ স্বরূপ কহে[8] দোঁহে দুঁহা হেরি॥
বিরলে বসিয়া কথা তিনরাত্রি দিবা।
দোঁহ প্রেমে মত্ত হয়ে করে কৃষ্ণ সেবা॥
শ্রীরাধিকার পূর্বরাগ যেমতে হইল।
সেই দশা প্রভুর[9] হইল পুরী শান্তি[10] কৈল॥

(১) ব—ভক্তের (২) বি—প্রসাদের আনন্দ অপার (৩) ব—(দু)গ্ধাহারি (৪) ব—প্রতির্ত্তর (৫) বি—পুরি (৬) বি—তিন পংক্তি নাই (৭) বি—ইষ্টের (৮) ব—কহিলা (৯) ব—প্রভু (১০) বি—সব

প্রভু কহে কৃষ্ণ দেখাও তুমি [১]সর্ব্বকালে।
তোমার প্রসাদে কৃষ্ণ পাইল [২]সকলে॥
আমার সখীর প্রাণ তুমি যে রাখিলা।
তোমার দরশন এবে বুঝি কৃষ্ণ কৃপা কৈলা॥
শ্রীপাদ কহে [৩]ভক্ত তুমি বাউল হইবে।
[৪]যে যে কার্যে আসিয়াছ সকল করিবে॥
সেহি কৃষ্ণ হও তুমি সেহি রাধা সখী।
এবে অবতার তুমি ভক্তভাব লখি॥
প্রভু কহে আইলাম আমি কৃষ্ণ ভজিতে।
কৃষ্ণ [৫]সেবা কার্য না হয় পৃথিবীতে॥
[৬]তাহাতে কহিয়ে শ্রীপাদ তোমার গোচর।
৪১।২   শ্রীকৃ/ষ্ণ চৈতন্য করি করিব প্রচার॥
তবে সেব্য করি আমি করিব সেবন।
তবে সে মনোরথ মোর হইবে পূরণ॥
পুরী কহে ঈশ্বর তুমি যে ইচ্ছা তোমার।
জন্ম কর্ম তোমার নাহিক পারাপার॥
অংশী হৈয়া অংশ [৭]হও অংশ হইয়া অংশী।
শশী [৮]হৈয়া কিরণ হও কিরণ হইয়া শশী॥

(১) ব—সর্ব্বকাল (২) ব—সকল (৩) বি—ভক্তিভাবে তুমি (৪) ব—একটি 'যে' (৫) ব—হইলে সে কার্য্য (৬) বি—তাহাতে শ্রীপাদ (৭) বি—পূর্ণ (৮) বি—হৈতে কিরণ কহি কিরণ হৈতে শশি

[১] যৈছে [২] ফল তেঁহো ব্রহ্ম সব হৈতে হয়।
যৈছে [৩] ফল হৈতে [৪] বৃক্ষ হএ বৃক্ষ হৈতে ফল ॥
পক্ক হৈলে ভেদাভেদ নাহিক সকল।
তৈছে [৫] কৃষ্ণ হৈয়া [৬] রাধার সখিত্ব সবল ॥
[৭] কি কহিতে পারি [৮] সব লীলা যে তোমার।
যত্নু বংশে জন্মিয়া কৈলা গৃহ পরিবার ॥
[৯] এবে ব্রহ্মচারী হইলা কি আশা তোমার।
প্রভু কহে তোমার আজ্ঞাএ [১০] করিব [১১] সংসার ॥
আর কতদিন তপস্যা করিব প্রচার।
[১২] তবে যে হউক সব করিব সর্বাকার ॥
[১৩] দ্বাপর শেষে জীবের হইআছে পাপমতি।
তপস্যা করিয়া আমি আনিব [১৪] ব্রজপতি ॥
সব উদ্ধারিব কৃষ্ণ সংকীর্তন করিয়া।
৪২।১ নামাভাসে/[১৫] মুক্ত হবে কৃষ্ণনাম শুনিয়া ॥
তোমার আজ্ঞাতে রাধাকৃষ্ণ বাঞ্ছা পূরে।
এবে আজ্ঞা দেও মোরে ব্রজরস [১৬] স্ফুরে ॥

(১) বি—এই পংক্তি নাই (২) (ক)ল (৩) ব—(ফ)ল (৪) ব—ব্রহ্ম হৈতে ব্রহ্ম হয় (৫) ব—'কৃষ্ণ' নাই (৬) বি—কয় রাধায় সখিত্ব বেবহার (৭) বি—'কি' নাই (৮) বি—এসব (৯) বি—তবে (১০) বি—সকল সার (১১) ব—সং(সা)র (১২) বি—এই পংক্তি নাই (১৩) ব—দ্বাপরে সে (১৪) ব—ব্রজপতি (১৫) বি—মত্ত (১৬) ব—ষরে

তোমার [১]আশ্রয় করি রাস লীলা হৈল।
তোমার [২]আশ্রয় করি ব্রজ প্রকটিল ॥
তোমার [৩]আশ্রয় করি হয় পরতন্ত্র।
পরকীয়া প্রকাশিলা তুমি যে স্বতন্ত্র ॥
পুরী কহে শুন [৪]যে কৃষ্ণ কমলাকান্ত।
রাধিকার প্রেম চেষ্টা না হয় স্বতন্ত্র ॥
কৃষ্ণনাম রাধিকার জীবন আধার।
রাধাসম কৃষ্ণের স্বরূপ প্রচার ॥
দোঁহা লাগি দোঁহার বিলাস আকার।
[৫]সখী বুদ্ধি [৬]হয়ে তার রসের আগার ॥
পরস্ত্রী [৭]অভিমানে রসের উল্লাস।
স্বকীয় [৮]পুরুষে কৃষ্ণ হয়ে রসাভাস ॥
স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্র নন্দন।
আহ্লাদিনী শক্তি সেহি রাধিকা যে হন ॥
দোঁহে [৯]প্রকট দিলা তেঁহো [১০]নিত্য বিহার।
পরকীয়া অভিমানে লীলার বিস্তার ॥
মাতা পিতা [১১]সখা সখী দাস অভিমান।
ভক্ত অনুযায়ী [১২]হএ লীলার প্রমাণ ॥

(১) বি—আশ্রয়েতে রাস (২) বি—উপলক্ষ (৩) বি—আশ্রয়েতে হএ (৪) বি—হে কমলাকান্ত (৫) ব—শশি বলি হয়ে (৬) বি—হত......আগার (৭) ব—অভিমান (৮) ব—পুরুষ (৯) বি—প্রকট প্রকট দিল বিহার (১০) ব—(নিত্য) (১১) বি—'সখা' নাই (১২) ব—তুমি জানিল সকল [সম্ভবত ইহা পরবর্তী চতুর্থ পংক্তির অংশ বিশেষ]

[১]তাহাতে জানিল আমি তোমার অভিপ্রায়।
এই সব প্রকাশ করিবা বুঝিল আশয় ॥
কলিকালে নাম যজ্ঞ যতই প্রবল।
বিস্তার করিবে তুমি জানিল সকল ॥
৪২।২ প্রভু/কহে এহি যুগে [২]তারক ষোল নাম।
বত্রিশ অক্ষর করি [৩]করিল ব্যাখ্যান ॥
ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে আর অগ্নিপুরাণে।
দুই পুরাণে হরিনাম হইল বিধানে ॥

তথাহি ॥ [৪]হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব [৫]নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥

পুরী কহে নাম যজ্ঞ করিলা প্রকাশ।
[৬]বর্ণাশ্রম [৭]নাহি চাই নাহি কার্যাভাস ॥
সেকালে কৃষ্ণদাস সেবা [৮]করে পাশে।
কোন কথা নহে তার কিছু [৯]শঙ্কাভাসে ॥
দাস অভিমান করে [১০]ভক্ত কষায়ণ।
কিছু কার্য [১১]নাহি তার অগেয়ান ॥
এসব নিগূঢ় কথা কৃষ্ণদাস লিখিলা।
সেহি [১২]সূত্র শ্রীনাথ আচার্য সে দিলা ॥

(১) ব—চার পংক্তি নাই (২) ব—তার সকল নাম ; বি—তারক পারক সোল নাম (৩) বি—করিতা (৪) নারদীয় পুরাণের শ্লোকটি 'চৈতন্ত চন্দ্রোদয় নাটকে' (১।৭৩) উদ্‌ধৃত আছে (৫) ব—'নাস্ত্যেব' নাই (৬) বি—পূর্বক্রম (৭) ব—'নাহি চাই' নাই (৮) বি—করিব হে দোঁহা পাষ (৯) বি—সন্ধ্যাভাব ; ব—শঙ্কাভাবে (১০) ব—বস্ত (১১) বি—নহে তার অজ্ঞে আন ; ব—আগে আন (১২) ব—পুত্র ; বি—পত্র

শ্রীনাথ আচার্য প্রভুর শিষ্য যে প্রধান।
পাণ্ডিত্যে [১]প্রাখর্য বড় শাস্ত্রে নিদান॥
শ্রীনাথ কৃপা [২]করি দিলা যে আমারে।
তদনুসারে লিখি করিয়া বিচারে॥
আমি লিখি ইহ মিথ্যা অভিমান করি।
অচ্যুতানন্দ প্রভুর আজ্ঞা [৩]শিরে ধরি॥
[৪]তবে শ্রীপাদ কহে পৃথিবী বিহরে কথদিন।
আমারে বিদায় দেও আমি পরাধীন॥

৪৩।১　প্রভু/কহে আমি জীব তুমি ব্রহ্মসম।
আমারে পবিত্র করিলা [৫]জানিয়া মর্ম॥
[৬]যে হউক সে হউক [৭]আমার শ্রীপাদ কহিলা।
তোমারে ভক্তি রহে এহি বাঞ্ছা [৮]মানিলা॥
তবে পরিক্রমা করি প্রভু [৯]পাদ পরশিলা।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি পুরী দক্ষিণ মুখ হইলা॥
দুই মাস রহিলা পুরী [১০]প্রভুর সমীপে।
পুরীরে বিদায় দিয়া [১১]বসিলেন জপে॥
লোকাচারে দীক্ষা প্রভু মাধবেন্দ্র স্থানে।
এহি মতে জানিল প্রচার বিধানে॥

---

(১) বি—প্রমুখে (২) ব—করিলা জে (৩) ব—মস্তকে (৪) ব—'তবে' নাই (৫) বি—জানাইআ প্রেম (৬) বি—জে হএ সে হএ (৭) ব—তুমি (৮) বি—মাগিল (৯) ব—পুরী পাদ (১০) ব—প্রভু (১১) ব—বসিলা

এহি কথা ভক্তি করি[1] শুনে যেহি জন।
দীক্ষা মন্ত্রে রাধাকৃষ্ণ আনন্দে ভজন॥
শ্রীঅদ্বৈত প্রভু আর শ্রীপাদ সংবাদ।
হৃদয় করিয়া ভজ সেই[2] যে প্রসাদ॥
শ্রীরাধাকৃষ্ণ পাদপদ্ম যে[3] করিবে আশ।
শ্রীঅদ্বৈত চরণ ভজ হৈয়া তার দাস॥
[4]শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ অদ্বৈত চরণ।
যাহার সর্বস্ব তার মিলে প্রেমধন॥
শ্রীঅদ্বৈত[5] বিমুখ জনে চৈতন্য কৃপা নাই।
নিত্যানন্দ বোলে ভাই আমি তার নই॥
তিনে এক[6] একে তিন একই শরীর।
বিহার লাগিয়া ভিন্ন হইল[7] যে শরীর॥
৪৩।২ শ্রী/শান্তিপুরনাথ পাদপদ্ম করি আশ।
অদ্বৈতমঙ্গল কহে হরিচরণ দাস॥

ইতি শ্রীঅদ্বৈতমঙ্গলে কৈশোরলীলা-তৃতীয়াবস্থায়াং
শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীসংবাদ-দীক্ষাবিধানবর্ণনং নাম তৃতীয়-সংখ্যা॥

(১) ব—'করি' নাই (২) ব—এহি (যে প্রসাদ) (৩) ব—'যে' নাই (৪) ব—'শ্রী' নাই (৫) ব
(বিমুখ জন চৈতন্য কৃপা নাই) (৬) ব—এক (৭) ব—রস ভিন্ন

চতুর্থ সংখ্যা

বন্দনা করিএ আগে শ্রীচৈতন্য গোসাঞি।
শ্রীনিত্যানন্দ বন্দো তার[১] বড় ভাঞি॥
শ্রীঅদ্বৈত পাদপদ্ম বন্দিএ যতনে।
অভেদ চৈতন্য হএ জানে সর্বজনে॥
তিন প্রভু এক হয় সিদ্ধান্তের সার।
বাসুদেব সংকর্ষণ শ্রীকৃষ্ণ আকার॥
ভক্তি করি যে ভজিবে অদ্বৈত চরণ।
এ তিনের ভেদ তত্ত্ব জানে যেহি[২] জন॥
সব শ্রোতা[৩] ভক্তবৃন্দ বন্দিএ চরণ।
অদ্বৈত প্রকট নাম শুন সর্বজন॥
এহি মতে কথদিন তপস্যাতে যায়।
লোক সব পূজা করে প্রভুর শ্রী-পায়॥
দক্ষিণ দ্রাবিড় হইতে এক দাক্ষিণাত্য ব্রাহ্মণ।
দিগ্বিজয়ী নাম তার পণ্ডিত প্রধান[৪]॥
দক্ষিণ পশ্চিম যে[৫] উত্তর জিনিয়া।
কাশীতে আইলা সেহি সর্ব শাস্ত্র লইয়া॥

(১) ব—তবে তার (২) সম্ভবত 'সেহি' (৩) বি—সবের চরণ করিএ বন্দন (৪)
(৫) বি—উত্তর সকল জিনিয়া

৪৪।১ কাশীতে দণ্ডী সব পণ্ডিত প্রবীণ[১]।
দিগ্বিজয়ী[২] বিশ্বনাথ লইল শরণ ॥
বিশ্বনাথ দর্শন[৩] করি আজ্ঞা মাগি লইলা।
[৪]তবেত পণ্ডিত সেহি বিচার করিলা ॥
মণিকর্ণিকাতে বসি পণ্ডিতের গণ।
দিগ্বিজয়ী সেহি স্থানে করিলা গমন ॥
তিন দিবস অহর্নিশি সেহি খানে বসি।
বিচার করিলা তবে সব কাশীবাসী ॥
বিশ্বনাথের আজ্ঞাএ জিনিল পণ্ডিত।
দিগ্বিজয়ী জয়যুক্ত হইল বিদিত ॥
কাশীপুরী জিনিয়া আইল গৌড়দেশে।
বিচার করিতে রহে[৫] পণ্ডিতের পাশে[৬] ॥
লোকমুখে শুনি এক তপস্বী ব্রহ্মচারী।
বড়শ্রি পণ্ডিত তেঁহো দেবে[৭] যে আচরি ॥
[৮]পুছিতে পুছিতে তবে আইলা শান্তিপুরে।
তার সনে বিচার করে কেবা শক্তি ধরে ॥
[৯]মধ্যাহ্নের সূর্য যেন দাবানল উদিত।
সমুখেত না আইসে গভীর পণ্ডিত ॥

(১) ব—প্রাবল্য (২) ব—বিশ্বনাথ সার(লো) ; বি—বিশ্বনাথে হইল সরণ্য (৩) ব—দরশন (৪) বি—তবে পণ্ডিত সঙ্গে বিচার (৫) বি—'রহে' নাই (৬) বি—হৈল সেব (৭) বি—দেখি (৮) বি—কাসি পুরি হৈতে আইলা (৯) বি—মৈধ্যাহ্ন সূর্য্যের তেজ ধরএ পণ্ডিত। সমুখে আইলা সেই সভার বিদিত।

প্রভু যে তপস্যা করে তথাই যাইয়া[1]।
তুলসী তলাতে বৈসেন[2] নমস্কার করিয়া ॥
তুলসী বন্দনা তবে করিলা বিস্তর।
গঙ্গা বর্ণিল কৃষ্ণভক্ত পূর্ণতর ॥
বিরুদ্ধ ব্যাখ্যা শুনি প্রভুর ধ্যান ভঙ্গ হৈল।
৪৪।২　দ্রবময়ী ব্রহ্ম গঙ্গা[3] কৈছে ব্যা/খ্যা কৈল ॥
তুলসী[4] পিড়িতে বসি বিচার দোঁহে করে।
সরস্বতীর পুত্র নাম দিগ্বিজয়ী ধরে ॥
প্রভু কহে দ্রব ব্রহ্ম এহি গঙ্গা হএ[5]।
নারায়ণ দ্রব হইয়া[6] ত্রিলোক তারএ ॥
স্বর্গে মন্দাকিনী পাতালে ভোগবতী।
পৃথিবীতে এহি গঙ্গা সাক্ষাৎ বিষ্ণুমূর্তি[7] ॥
গঙ্গা গঙ্গা বলি[8] নামে হয়ে[9] সব মুক্ত।
[10]তাহারেত কহ তুমি প্রাকৃত ভক্ত ॥

তথাহি ॥　গঙ্গা গঙ্গেতি যো ব্রূয়াৎ যোজনানাং শতৈরপি।
মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যো বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি ॥

গঙ্গাএ মজ্জিয়া[11] যেহি করে নীর পান।
সেহি কৃষ্ণের ভক্ত হয় শাস্ত্রের প্রমাণ ॥

(১) বি—আইল (২) বি—বসি নমস্কার করিল (৩) বি—কহিএ (৪) ব—পিড়িতে (৫) ব—হয় (৬) ব—তিন লোক তরায় (৭) ব—বিষ্ণুরূপী মূর্ত্তি (৮) ব—বলিয়া নাম (৯) বি—লোক হএ মুক্ত (১০) ব—তাহারে (১১) বি—মার্জ্জিএ জেই সেই করে পান।

এহি মত বিচার প্রভু করিল বিস্তর।
তবে দিগ্বিজয়ী গঙ্গা[১] ব্রহ্ম বলিল নির্দ্ধার ॥
তবে ব্রহ্ম নিরাকার বাদ উঠাইল।
খণ্ড খণ্ড করি প্রভু সাকার স্থাপিল ॥
কৃষ্ণের অভেদ[২] ব্রহ্ম নিরাকার হএ।
ব্রহ্মনিষ্ঠ লোক সব কৃষ্ণ না দেখএ ॥
তাহার কলার কলা যেহি[৩] যাহা হয়।
তাহার ত্রিগুণ[৪] আত্মা স্বষ্ট্যাদি[৫] করয় ॥
স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ সর্বোৎকর্ষ[৬] হয়।
তাহার কৃপা যাকে সেহি তাহা[৭] পায় ॥
৪৫।১ গুরুরূপী সেহি কৃষ্ণ আপনে[৮] যে হইয়া।
যারে কৃপা করে[৯] সেহি পাএ তারে যাইয়া[১০] ॥

তথাহি[১১] ॥ আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ ॥

[শ্রীমদ্ভাগবত—১১।১৭।২৭]

(১) বি—গঙ্গায় দিল নির্দ্ধার (২) ব—বেদ (৩) বি—যে হএ মাত্র হয় (৪) ব—ত্রিগুণ (৫) বি—সৃষ্ট্যাদি ; ব—শ্রিষ্টি আদি (৬) বি—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ (৭) বি—সে তাকে (৮) বি—আপনি আপনে হৈইয়া (৯) 'করে' নাই (১০) বি—জানিয়া (১১) বি—সংস্কৃতাংশটুকু নাই ; ব—তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াং।

যে অর্থ করে দিগ্বিজয়ী সেহি অর্থ ধরি।
তাহারে হারায় প্রভু বিচার যে করি॥
সপ্ত রাত্রি দিবা তবে বিচার করিল।
আসন ছাড়িয়া প্রভু নহে[1] যে উঠিল॥
মনেতে[2] দিগ্বিজয়ী ফাপর হইয়া।
সরস্বতীকে কিছু কহে আক্ষেপ করিয়া॥
দৈববাণী সরস্বতী কহিল তখনে[3]।
অদ্বৈত ঈশ্বর সনে বিচার কর কেনে॥
উত্তর[4] পাইয়া দিগ্বিজয়ী পড়িল চরণে।
অদ্বৈত অদ্বৈত বলি করয়ে ক্রন্দনে॥
কমলাকান্ত নাম তোমার সেহি সত্য হয়।
অদ্বৈত আচার্য নাম দৈববাণী কয়॥
অদ্বৈত প্রকট নাম হইল পৃথিবীতে।
পৃথিবী জিনিল আমি হারিল তোমাতে॥
পুনর্বার[5] দণ্ডবৎ করে দিগ্বিজয়ী।
প্রভু কহে সর্বশাস্ত্রে হও তুমি জয়ী॥
তবে প্রভু কৃপা যে করিলা তাহারে।
মস্তকেতে হাত দিয়া আশীর্বাদ করে॥

(১) বি—বহিপাল ছিল (২) বি—মনেত সংসয় দিগ্বীজই ফাপর হইল। (৩) বি—ডাকিয়া তখনে
(৪) বি—তবে ভয় পাইয়া (৫) বি—পুনঃ

৪৫।২ দিগ্বিজয়ী হয়[১] বড় পণ্ডিত প্রবল।
প্রভুর কৃপাতে পুন হইল সকল[২]॥
প্রভুরে ঈশ্বর জানি অনেক স্তুতি[৩] কৈল।
গলে বস্ত্র বান্ধি তবে হাতজোড় হইল[৪]॥
সরস্বতীরে আমি ভজিল বহুকাল।
তিনবার ভ্রমিল আমি পৃথিবী চক্রাকার॥
পুন গোমতী তীরে বসি অনাহার করি।
তপস্যা করিল আমি সাত সপ্তাহ ভরি॥
তবে তুষ্ট হইয়া মোরে দিলা দরশন।
বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ হৈয়া সমুখে আগমন॥
বিপ্র কহে প্রাণ ছাড় কিসের লাগিয়া।
[৫]পঠ যাইয়া হবে বিদ্যা দেখ বিচারিয়া॥
তবে তাহারে আমি না দিল উত্তর।
পুনর্বার সাত দিবস কৈল নিরাহার॥
তবে সরস্বতী আইলা বীণা বাজাইয়া।
সমুখে আসিয়া তবে[৬] রহিল দাঁড়াইয়া॥
নেত্র মেলি দেখিল আমি তাহার চরণ।
[৭]চরণে পড়িল তখন করিয়া যে ধ্যান॥

(১) ব—বড় হও (২) বি—সরল (৩ ৪) ব—করি (৫) বি—পড় (৬) বি—'তবে' নাই (৭) বি—বচন কহিতে মোর নাহিক স্মরণ।

শ্রীহস্ত মস্তকে দিয়া কহে শুন হে ব্রাহ্মণ।
সর্বশাস্ত্রে পণ্ডিত তুমি হইবা এখন ॥
চতুর্দিকে জয়যুক্ত হইবা যে তুমি।
আমা বরপুত্র তুমি কহিলাম আমি ॥
তবে নমস্কার[১] করি পড়িল চরণে।
৪৬।১   সরস্বতী গেলা ত/বে আপন ভুবনে[২] ॥
সেহি দিন হৈতে আমি যাহা তাহা গেল।
শাস্ত্র বিচারিয়া আমি সকল জিনিল ॥
দ্রাবিড় দেশেতে পণ্ডিত চতুর্বেদ মূর্তি।
তাহারে জিনিল আমি করিয়া যে ভক্তি[৩] ॥
অবন্তী[৪] নগরে এক ব্যাস তীর্থ করি[৫]।
সন্ন্যাসী হইয়া রহে ব্রত আচরি ॥
তার সঙ্গে বিচার করিল মাস দুই ধরি[৬]।
হারিয়া পত্র[৭] দিল জয়যুক্ত কারী ॥
তবে কাশীতে আইলা বিচার করিতে।
বিশ্বনাথ অধিষ্ঠান জানি যেন মতে ॥
তাহারে পূজিয়া তার আজ্ঞা মাগি লইল।
বিচারে সন্ন্যাসী হারি পত্র লেখি দিল ॥

---

(১) বি—আমি নমস্করি (২) বি—ভবনে (৩) ব—উক্তি (৪) ব—অগস্ত্য (৫) বি—কারি (৬) ব—ভরি (৭) বি—পত্রি

[১]দেখ এই তিন পত্র সমুখে ধরিল।
তোমার সাক্ষাতে আমি [২]আসিয়া হারিল॥
তাহাতে জানিল আমি হও নারায়ণ।
সরস্বতীর পুত্রকে [৩]জিনিবে কোন জন॥
কৃপা করি স্বরূপ যদি দেখাও একবার।
তবে সে সংশয় মোর [৪]যায় অনিবার॥
প্রভু কহে কৃষ্ণ [৫]কহ কাহে কহ ঐছে।
তুমি সরস্বতীর পুত্র জান সব তৈছে॥
গর্ব করিলা তুমি সরস্বতীর বরে।
তে কারণে গর্ব [৬]খণ্ডিলা নারায়ণে॥
আমি ব্রহ্মচারী হই তপস্বী ব্রাহ্মণ।
৪৬।২ গঙ্গা তীরে/[৭]পড়িয়াছি লইয়া [৮]শরণ॥
তুমি আশীর্বাদ কর [৯]চতুর্বেদ মূর্তি।
গঙ্গা মোরে কৃপা করি [১০]দেয় কৃষ্ণ ভক্তি॥
পুনঃ পুনঃ দিগ্বিজয়ী প্রভুকে প্রদক্ষিণ করি।
নমস্কার কৈল যৈছে দণ্ডবৎ আচরি॥
[১১]শুন প্রভু ঈশ্বর অদ্বৈত আচার্য।
[১২]মূল নারায়ণ তুমি জানিল সব কার্য॥

(১) বি—দেখি ওই (২) বি—নিশ্চয় (৩) ব—জানিবে (৪) ব—জানিয় (৫) ব—কহোত (ঐ)ছে (৬) ব—খণ্ডিলে (৭) ব—বসি পড়িয়াছি (৮) ব—শ্রবণ (৯) বি—চতুরবিধ মূর্ত্তি (১০) ব—দেও (১১) বি—পুনঃ প্রভু অদ্বৈত (১২) বি—মূল

সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় [১] হয় তোমার আজ্ঞাতে।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড [২] যে হইল তোমা হৈতে॥
জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্ম যে তোমার তেজ হয়।
জানিল সকল আমি করিল নিশ্চয়॥
যদু বংশে [৩] আসিয়া যে তুমি প্রকটিলা।
দুষ্টের বিনাশ করি সৃষ্টি উদ্ধারিলা॥
যুগে যুগে হয় তোমার অবতার।
সেহি প্রভু হও তুমি জানিল নির্ধার॥
দৈববাণী হইল মোরে [৪] কহিল সরস্বতী।
দরশন না দিলে প্রাণ ছাড়িব সম্প্রতি [৫]॥
প্রভু কহে তুমি গর্ব না করিয় আর।
পণ্ডিত হইছ ভক্তি শাস্ত্র দেখ নিরন্তর॥
দিগ্বিজয়ী কহে তোমার [৬] ভৃত্য যে আজ্ঞা করিবে।
অন্ধকে [৭] অনুগ্রহ [৮] করি আচরণ করাইবে॥
তবে চতুর্ভুজ হইয়া দেখাইলা তারে।
কৃতার্থ [৯] হইয়া তবে অনেক স্তুতি করে॥
৪৭।১ জয় জয় অদ্বৈত বলি চরণে পড়িল।
প্রভু চতুর্ভুজ মূর্তি সম্বরণ [১০] করিল॥

(১) ব—'হয়' নাই (২) বি—রহে তব লোম কূপেতে (৩) বি—বংশে আমি তোমি (৪) ব—'মোরে' নাই (৫) ব—সব প্রীতি (৬) ব—আমি তোমার ভৃত্য আজ্ঞাকারি (৭) ব—অ(ন্ধ)কে নিগ্রহ (৮) বি—(অনু)গ্রহ ; ব—নিগ্রহ (৯) ব—কৃতকৃত্য (১০) ব—বরণ

সেই দিগ্বিজয়ী হইল প্রভুর[১] এক ভক্ত।
বৈরাগ্য করিল সেহি পরম মহত্ত্ব॥
এহিত কহিল প্রভুর দিগ্বিজয়ী জয়।
অদ্বৈত নাম প্রকট তাহাতে যে হয়॥
[২]কৃষ্ণ সহ অদ্বিতীয় অদ্বৈত প্রকটিলা।
ভক্তিশাস্ত্র প্রকটিল [৩]আচার্য হইলা॥
[৪]আচার্যের আর অর্থ শুন বিবরিয়া।
স্বয়ং ভগবান আজ্ঞা শাস্ত্র কহে যাইয়া॥

তথাহি॥ আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ॥

[শ্রীমদ্ভাগবত—১১।১৭।২৭]

[৫]কৃষ্ণ আচার্য হইয়া প্রকট হইলা।
কৃষ্ণ মন্ত্র দিয়া সব লোক উদ্ধারিলা॥
মন্ত্রদাতা [৬]হয়েন গুরু [৭]শ্রীঅদ্বৈত আচার্য।
শ্রীনিত্যানন্দ [৮]প্রভু আর দোঁহে শিরোধার্য॥
শ্রীমহাপ্রভুর কৃপা অবলোকনে।
শ্রীরাধাকৃষ্ণ প্রাপ্তি হয়ে [৯]নিষ্ঠা কর মনে॥

(১) ব—একান্ত (২) ব—কৃষ্ণ(ণ)নে (৩) ব—অদ্বৈত আচার্য্য (৪) বি—দুই পংক্তি ও সংস্কৃতাংশ নাই (৫) বি—শ্রীকৃষ্ণ আচার্য্যরূপে (৬) বি—গুরু হএন ; ব—হয়ে (ন গু)রু (৭) বি—'শ্রী' নাই (৮) ব—আর প্রভুর (৯) ব—নি(ত্য)

তিন প্রভু এক করি না মানেত যেহি।
পাষণ্ডীর মধ্যে গণন হয় সেহি॥
তিনে এক একে তিন ভিন্ন [1]ভেদ নাই।
অংশা অংশী হইয়া বিহরে সদাই॥
ভজরে ভজরে ভাই অদ্বৈত গোসাঞি।
৪৭।২　যাহা হই/তে [2]পাইল শ্রীচৈতন্য নিতাই॥
ব্রজধাম পাইল আর শ্রীরাধিকার [3]দেশ।
রাধাকৃষ্ণের প্রেম সেবা কৈল বিশেষ॥
সেহি শান্তিপুরনাথ প্রভু যে আমার।
জন্মে জন্মে পাই যেন চরণ তাহার॥
শ্রীঅদ্বৈত [4]সীতা আর প্রভুর নন্দন।
কৃপা করি [5]দেও মোরে বাঞ্ছিত পূরণ॥
শ্রীরাধিকার চরণে দেহ সমর্পিয়া।
বহু জন্ম [6]ভ্রমি আমি [7]রহিব পড়িয়া॥
শ্রীবৃন্দাবন কুঞ্জে সেবনের যোগ্য।
তোমার কৃপা হইলে হয় সব আরোগ্য॥
শ্রীশান্তিপুরনাথ পাদপদ্ম করি আশ।
অদ্বৈত মঙ্গল কহে হরিচরণ দাস॥

(১) ব—দেহ (২) বি—পাইলাম (৩) বি—উপদেশ (৪) বি—পিতা (৫) বি—কর মোর (৬) ভূমি ; বি—ভ্রিমি (৭) বি—রহিল

ইতি শ্রীঅদ্বৈত মঙ্গলে কৈশোরলীলা-তৃতীয়াবস্থায়াং[১]

দিগ্বিজয়িজয়াদ্বৈতনাম-প্রকটনং নাম চতুর্থ-সংখ্যা ॥

সমাপ্তেয়ং তৃতীয়াবস্থা ॥

(১) খি—দ্বিতীয়

চতুর্থ অবস্থা

প্রথম সংখ্যা

জয় জয় অদ্বৈত প্রভু কৃপার স্বরূপ।
যে আনিল মহাপ্রভু রসের প্রচুর ॥
যতনে বন্দিব [১]শ্রীপ্রভুর তনয়।
যাহার কৃপায়ে লীলা যে [২]স্ফুরয় ॥
কৃষ্ণ[৩]দাস আদি ভক্ত রসের অপার।
[৪]তাহার চরণ বন্দি করিয়া বিস্তার ॥
সেই কৃষ্ণদাসের কড়চা দেখিআ।
শ্রীনাথ আচার্য মুখে বিশেষ শুনিআ ॥
সহজ লীলা প্রভুর অনন্ত অপার।
কে [৫]বর্ণিতে পারে ইহা শক্তি আছে কার ॥
৪৮।১ কিঞ্চিৎ শুনহ লিখি [৬]যৌবন/যে লীলা।
চতুর্থ অবস্থা বলি তাহে যে যে খেলা ॥
চতুর্থ অবস্থার সূত্র শুন সর্বজন।
কৃষ্ণদাসকে কৃপা করি কহিল [৭]সকল ॥

(১) বি—আর প্রভুর (২) স্ফুরায় (৩) বি—'দাস' নাই (৪) ব—চার পংক্তি নাই (৫) বি—বুঝিতে পারে তাহা সকতি কাহার (৬) বি—এবে জৌবন লিলা (৭) বি—নির্জন

[১] আসল স্বরূপ তারে সব জানাইলা।
হরিদাস ব্রহ্ম [২] আখ্যাত করিলা॥
রাধাকৃষ্ণ কুঞ্জ সেবা [৩] প্রকাশ আদি করি
শিষ্যকে কৃপা যত কহিব বিচারি॥
সর্বে মন দিয়া শুন কৃপা করি মোরে।
কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী সেবা [৪] যে আচরে॥
একদিন কৃষ্ণদাস অনেক সেবা কৈল।
তুষ্ট হইয়া প্রভু তাকে কিছু যে কহিল।
কৃষ্ণদাস তোমাকে কৃষ্ণের কৃপা বড়।
যে বর মাগ তাহা [৫] দিব কহিলাম দড়॥
গুরু কৃষ্ণ এক করি সেবা যে করিল।
অবশিষ্ট নাহি কিছু তোমারে কহিল॥
কৃষ্ণদাস দণ্ডবৎ [৬] করি জোড়ি দুই কর।
সংশয় ভাগিঁয়া মোরে [৭] কহত সকল॥
চতুর্ভুজ তোমারে দেখিল বারে বার।
বৃন্দাবন [৮] নাম কহো [৯] রহু প্রাণ আমার॥
[১০] শ্রীরাধিকা সখী বলি প্রলাপ করিলা।
ঈশ্বর বলিয়া সব লোকে যে জানিলা॥

(১) বি—আসাসে (২) বি—খ্যাতি (কি হইতে) করিলা (৩) ব—প্রসাদ (৪) ব—আচরি (৫) ব—'দিব' নাই (৬) ব—'করি' নাই (৭) ব—ক(ব) জে (৮) ব—এক (৯) বি—জে (রহ) ; ব—'রহু' নাই (১০) বি—শ্রীরাধিকার

প্রাকৃত ভক্ত হই [১]কহে কৃষ্ণদাস।

৪৮।২　　[২]কৃপা/করি কহ মোরে ইহার বিশেষ ॥

হাসিয়া কহেন প্রভু শুন কৃষ্ণদাস।

বিরলে কহিব বসিএ সকল ভাষ ॥

তুমি সব জানহ [৩]তবে এবে পাসরিলা।

স্মরণ করিয়া দিব শেষ [৪]বলিলা ॥

নিভৃতে বসিয়া দোহে কহেন সকল।

পূর্বাপর [৫]মনোরথ স্মরণ মঙ্গল ॥

চতুর্ভুজ না [৬]দেখিয়া প্রতীত না যায়।

বসুদেব পুত্র আমি দেখাইল তায় ॥

কেহ বোলে নারায়ণ বৈকুণ্ঠের নাথ।

কেহ বোলে [৭]বাসুদেব পরম বিখ্যাত ॥

কেহ বোলে মহাবিষ্ণু ক্ষীরোদক শায়ী।

কেহ বোলে সদাশিব ঈশ্বর হএ এই ॥

কৃষ্ণের এ সকল ইচ্ছা স্বরূপ যে হয়।

সকলি সম্ভবে তারে নহে যে বিস্ময় ॥

যা যৈছে ভক্ত ভারে তৈছে স্বরূপ।

ঈশ্বরের কর্ম [৮]এই দেখায় নানারূপ ॥

(১) ব—কহ ; বি—ক (হে) (২) বি—রূ(পা) (৩) বি—এবে পাসরিতে (৪) বি—বলিতে (৫) [illegible]
জত (৬) বি—দেখাইলে (৭) ব—বসুদেব (৮) ব—হএ

সত্য কহি তোমারে শুন দিয়া মন।
বসুদেবের ঘরে জন্ম বাসুদেব হয়েন ॥
স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্র নন্দন।
অংশাঅংশী এক হএ আছে তার মন ॥
পূর্ণতম[১] সেহি কৃষ্ণ রাধিকা বিহরে[২]।
তথা পূর্ণতর বাসুদেব সখিত্ব আচরে[৩] ॥
৪৯।১ তস্মাৎ পূর্ণতর সেহি/ভেদ কিছু নাই[৪]।
এক হইয়া ব্রজলীলা করেন সদাই ॥
তথাপি কহি তোমারে শুন মন দিয়া।
রাধিকা বিহার করে পূর্ণতম[৫] হৈয়া ॥
সেবাকালে সেহি কৃষ্ণ হৈলা পূর্ণতর[৬]।
সখী হৈয়া সেবা করে একান্ত অন্তর ॥
রাধিকার কনিষ্ঠ সখী এহি[৭] হইয়া।
রাধাকৃষ্ণ সেবা করে নিভৃতে বসিয়া ॥
কৃষ্ণ প্রাণনাথ মোর কহিএ কারণ।
রাধাকৃষ্ণ ভজন করি মোর প্রাণধন ॥
রাধিকারে স্নেহ বড় কনিষ্ঠ জানিয়া।
নিত্য লীলা বিহারী তার দাসী হইয়া ॥

(১) বি—পূর্ণোত্তম (২) বি—বিহার (৩) বি—আচার (৪) বি—সহ ভেদ কিছুর নাই (৫) বি—পূর্ণোত্তম (৬) বি—সে কারণে কৃষ্ণ সেই পূর্ণতর (৭) বি—জে

তাহাতে রাধিকার সখী স্বরূপ আমার
সম্পূর্ণ মঞ্জরী নাম আছে সর্বাকার ॥
সখা রূপে[1] হই আমি উজ্জ্বল[2] নাম ধরি
কৃষ্ণের সহিতে সখ্য ব্যবহার করি ॥
উজ্জ্বল[3] রস মূর্তিমান আমি যে হইয়া।
রাধাকৃষ্ণ বিহার সহায় লাগিয়া ॥
কৃষ্ণদাস কহে বাসুদেব রাধা-সখী হয়।
তাহাতে সন্দেহ কিছু মনে নাহি[4] হয় ॥
কিন্তু এক সন্দেহ আমায়[5] যে হয়।
ধামান্তর[6] নামে সেহি ব্রজে কৈছে রয় ॥
এতেক শুনিয়া প্রভু শ্লোক পড়িল।
বেদের প্রমাণ দিয়া তাহারে বুঝাইল ॥

৪৯।২ তথাহি[7] ॥

*   *   *

[8]তথাহি পুরাণান্তরে ॥

(১) বি—রূপা (২) বি—অর্জ্জুন (৩) ব—উজ্জ্বল রসভক্তি মোর আমি ; বি—ইজ্জারস (৪) ব—তাহি (৫) ব—কিছু আমার (৬) বি—নাএক (নায়ক ?) (৭) বি—পংক্তি নাই। ইহার পর 'ব্রজবিলাসতার' দিয়া আরম্ভ (৮) বি—এই অংশ নাই

[১] ইচ্ছাশক্তি কৃষ্ণের সম্ভব কিবা।
[২] ইচ্ছামাত্র সখী হইয়া ভজে রাত্রি দিবা ॥
এহি যে কহিল সিদ্ধান্ত কথন।
সেহি রাধা কৃষ্ণদাসী হই[৩] ব্রজধন[৪] ॥
কৃষ্ণের সকল কার্য সাধি স্বরূপ হইয়া।
রাধিকার সখী হইয়া দাসিত্ব করিয়া ॥
রাধিকার প্রেম কিছু কহন না যায়।
স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ যাহাতে ভ্রময়[৫] ॥
রাধিকার প্রেম চেষ্টা আস্বাদন লাগি।
[৬] এবে আইলা এথা ভক্তভাব জাগি ॥
পৃথিবীতে আইল আমি[৭] যাহার কারণ।
রাধাকৃষ্ণ প্রেম আমি করিব আস্বাদন ॥
৫০।১ এথাতে আ/সিয়া দেখিল ভক্তিবিহীন।
তাহাতে তপস্যা আমি করি চিরদিন ॥
কৃষ্ণ হইয়া যদি আমি সর্ব প্রকাশি[৮]।
যে কার্যে[৯] আইল আহা নহে অল্পবাসি[১০] ॥
তাহাতে তপস্যা করিএ[১১] গঙ্গাতীরে।
মাতা পিতা আনিব সেহি নন্দ যশোদারে ॥

---

(১) বি—ইহার পূর্বে আর একটি পংক্তি আছে—গোবর্দ্ধন সিলাএ সাটাজ পূজই (২) ব—ইহামাত্র
(৩) বি—ব্রজের ধন (৪) ব—ব্রজধন (৫) বি—ভুলয় (৬) ব—তবে আইল (৭) ব—আর আমি
(৮) ব—প্রকট (৯) ব—কার্য্য (১০) ব—অ(ন্ন)বাসি (১১) ব—করিয়া গঙ্গাজলে

বলরাম প্রকট করি রোহিণী উদরে।
পশ্চাৎ আনিব কৃষ্ণ নদীয়া নগরে॥
রাধাকৃষ্ণ সেহি দোঁহ একত্র করিয়া।
প্রকট করিব [1]আমি শুন মন দিয়া॥
সখা সখী ব্রজের যত নিত্য পরিকর।
প্রকট হইবে তবে সভার ঘরে ঘর॥
সখা সখী [2]প্রায় সব স্বরূপ যাইয়া।
প্রকট হইবে এথা ভক্তভাব লইয়া॥
অন্য অন্য ধামের একান্ত ভক্ত যত।
সকলি প্রকট হইবে ব্রজ অনুগত॥
অকিঞ্চন দীন হীন যে জন হইবে।
সেহি রাধাকৃষ্ণ পাবে নিশ্চয় জানিবে॥
[3]অহংকারী দাম্ভিক ভক্তি বিহীন।
অবশ্য জানিবে সেহি নরকে প্রবীণ॥
ভক্তি ভক্ত [4]প্রিয় [5]কৃষ্ণ সর্বশাস্ত্রে হয়।
ভক্তি জন্মিলে হয় ভবরোগ ক্ষয়॥
রাধাকৃষ্ণ প্রেম আমি করিব প্রচার।
৫০।২   কথকাল করিব আর তপ/স্যা আচার॥

(১) বি—আসি (২) বি—পাত্র সব স্বরূপ হইআ (৩) ব—অহেঙ্কার দম্ভি করি ভক্ত বিহিন
(৪) ব—প্রাণ্ড কৃষ্ণ সর্ব্বশাস্ত্রে (৫) বি—'কৃষ্ণ' নাই

সংকীর্তন যজ্ঞ করি তারিব[1] ভুবন।
রাধাকৃষ্ণ একত্র করি[2] করিব আস্বাদন॥
অদ্বৈত নাম সফল তবে হইবে আমার।
ব্রজবিহারী আনিব পৃথিবীর মাঝার॥
তাহারে আনিয়া আমি সেব্য করিব।
দাস হইয়া সর্ব কার্য আমি যে সাধিব॥
নিত্য লীলা যৈছে বিহরে রাধাকৃষ্ণ।
সেবা[3] করিব আমি হইয়া সতৃষ্ণ॥
ভক্তভাব কলিযুগে আছে অঙ্গীকার।
তে কারণে ভক্ত হইয়া করিব[4] অবতার॥
সর্বত্রহি[5] প্রকারেতে কহিল সতিক্ত(?)।
গোপতে রাখিয় তারে[6] না করিও ব্যক্ত॥
এতেক কহিয়া প্রভু তপস্যাতে[7] গেলা।
দণ্ডবৎ[8] করি কৃষ্ণদাস সেবা আচরিলা॥
এতেক কহিল প্রভু কৃষ্ণদাসে কৃপা করি।
কৃষ্ণদাস প্রসাদে[9] জানিল বিবরি॥

(১) বি—ত্রিভুবন (২) ব—'করি' নাই (৩) ব—করিএ (৪) ব—করিবে (৫) বি—এই পংক্তি নাই। এতৎপরিবর্তে আছে, "এই সর্ব্ব তোমারে কহিল নির্দ্ধার।" এবং ইহার সহিত মিল রাখিবার জন্ত দ্বিতীয় ব্যক্তি অন্তত্র ইহার পরবর্তী পংক্তি একটি (কল্পিত ?) লিখিয়া দিয়াছেন— "শাস্ত্রের নিগুঢ় তত্ত্ব করিবা প্রচার॥" (৬) বি—'তারে' নাই (৭) বি—গেলা তপস্তাতে (৮) বি—অন্ত হস্তাক্ষরে অন্তত্র লিখিত একটি নতুন পংক্তি—সদা রাধাকৃষ্ণ প্রেমানন্দেতে ভাসিলা। (৯) বি—সদাএ ; ব—প্রসাদ(া)য়

সিদ্ধান্ত পক্ষে কৃষ্ণ স্বরূপ[১] এক হয়।

সেহি কৃষ্ণ তিন রূপে বিহার করয় ॥

এহি[২] তিনে ভেদ করিবে যেহি জন।

তার সর্বনাশ জানিবে পাষণ্ডী[৩] গণন ॥

শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর তত্ত্ব শ্রীমুখের বাণী।

[৪]কৃষ্ণদাস লিখিল লিখন সর্ব জানি ॥

৫।১।১ শ্রীশান্তি/পুরনাথ পাদপদ্ম করি আশ।

অদ্বৈত মঙ্গল কহে হরিচরণ দাস ॥

ইতি শ্রীঅদ্বৈত মঙ্গলে যৌবনলীলা-চতুর্থাবস্থায়াং

কৃষ্ণদাস-সংবাদে তত্ত্বনিরূপণং নাম প্রথম-সংখ্যা ॥

(১) বি—সর্ব্বত্রে (২) ব—তিন (৩) বি—পাসণ্ডির গণ (৪) ব—কৃষ্ণ দাসা লিখনে লিখন

দ্বিতীয় সংখ্যা

বন্দে[1] শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু অগতির নাথ।

তাহান্ তনয় বন্দো জগতে বিখ্যাত ॥

শ্রীশান্তিপুর বন্দো প্রভুর লীলার স্থান।

ভক্তবৃন্দ বন্দিএ করিয়া সম্মান ॥

[2]শ্রীসীতানাথের লীলায়ে অপার।

ব্রহ্মাদি দেবে যারে[3] না[4] পায় পারাপার ॥

মোই ক্ষুদ্র[5] জীব তাহে কিমতে জানিব।

যে লিখায়[6] অচ্যুতানন্দ সেহি যে লিখিব ॥

অচ্যুতানন্দ হয়[7] সেহি[8] পরশমণি।

পরশ পর্শিলে হয় লৌহ স্বর্ণ জানি[9] ॥

মোর শক্তি নাহি সেহি পরশ ছুইতে।

কঠোর হৃদয় মোর পাপাহত চিত্তে ॥

তবে যে লেখিএ কিছু তার আজ্ঞা মানি[10]।

তেঁহ কৃষ্ণ অংশ[11] হয় সর্বলোকে জানি ॥

আর অদ্ভুত কথা শুন সর্বজনে।

হরিদাস ঠাকুর আইলা পৃথিবী যেমনে ॥

(১) বি—বন্দো (২) বি—শ্রীসিতার তনয় বন্দি গেলেম আসরে (৩) বি—'জারে' নাই (৪) ব—নাহি (৫) ব—ক্ষু( ) (৬) ব—লিখাও (৭) ব—হও (৮) বি—সিরমণি (৯) বি—খানি (১০) বি—হইতে (১১) বি—হয়েন সর্ব্বলোকে জানে

৫১২ অদ্বৈত হুঙ্কার করি গঙ্গা[1] দেবী পূজে।
হুঙ্কার শুনিয়া স্বর্গে[2] দেব মুনি ভাবে[3]॥
কি লাগি তপস্যা করে কেহ না জানে।
ইন্দ্র আদি কহে নিবে আমার[4] স্বর্গ ভুবনে॥
[5]সর্ব দেব একত্র হইয়া অপছরা পাঠাইলা।
তপস্যা ভাঙ্গিতে অনেক যতন করিলা॥
অপছরা আসি নৃত্য করে[6] তুলসী সমুখে।
প্রভুর ধ্যান ভঙ্গ নাহি দুই তিন পক্ষে[7]॥
[8]হাস্যরস করে সবে অঙ্গ উগাড়িয়া।
প্রভুরে দেখায়ে অঙ্গ হাসিয়া হাসিয়া॥
সপ্তরাত্রি অপছরা[9] করে বহু নৃত্য।
কেহ দেখিতে নারে দেবতার নৃত্য॥
সমুখে যাইতে নারে[10] তেজের প্রভাবে।
বাম দিশা রহি নৃত্য করে আপন স্বভাবে॥
সপ্তরাত্রি গতে প্রভুর ধ্যান সম্বরণ।
দেবমায়া জানি তবে হাসিলা তখন॥
দেব হাসি কহে তবে[11] হৈয়া কর জুড়ি।
[12]আজ্ঞা দেও সমুখে আসি আমি আজ্ঞাকারী॥

(১) বি—জানে সর্ব্ব দেবে (২) বি—'সর্গে' নাই (৩) ব—সমাজে (৪) বি—আমা (৫) বি—এই পংক্তি নাই (৬) বি—সেখানে করিতে লাগিল (৭) বি—পক্ষ মৈধে (৮) বি—এই দুই পংক্তি নাই (৯) ব—অপ্সরাস (১০) বি—যোরে (১১) বি—হাত জোর করি (১২) বি—সমুখেতে আছি আমি হইয়া আজ্ঞাকারি।

এতেক শ্রবণ মাত্রে ক্রোধ দৃষ্টিপাতে।
বাতাসে অপছরা[১] নিল দেবতা সভাতে॥
দেব পুছিলা তোমরা আইলে[২] কেন এথা।
কহিল[৩] সকল কথা হৈয়া হেট মাথা॥
৫২।১ সমুখে যাইতে তার[৪] নারিল যতনে।
কি কার্য সাধিব আর শুন দেবগণে॥
ক্রোধ দৃষ্টি পবনে আমা সভারে আনিল।
নৃত্য গীত শুনাইল তাহে প্রাণ[৫] বাঁচিল॥
তেঁহোত[৬] মনুষ্য নহে দেখিল বিচারি।
যে কর্ত্তব্য হয়[৭] তোমার কর দেব পুরী॥
তবে সব দেব গেলা ব্রহ্মার গোচর।
কর জোড় করি সব করে নমস্কার॥
ব্রহ্মা কহে কেনে আইলা সবে এক কালে।
সব[৮] দেব মধ্যে তবে পুরন্দর বোলে॥
পৃথিবীতে মনুষ্য এক তেজোময় বর্ম।
গঙ্গাতে তপস্যা করে কঠোর যে কর্ম॥
নাম যজ্ঞ করি হুঙ্কার করে বার বার।
স্বর্গ ভেদি হুঙ্কার আইল[৯] দেব আগার॥

(১) ব—অপ্সরারে (২) ব—আসিলা (৩) বি—সকল কথা বসি শোনে করি হেট মাথা (৪) বি—তবে (৫) বি—কীছু করিতে নারিল (৬) বি—এই পংক্তির বদলে অন্য পংক্তি—হুকারের তরে কেহো নিকটে জাইতে নারি (৭) বি—তোমরা (৮) বি—সভা মধ্যে (৯) বি—আইলে দেবতা গোচর

ভয় পাই[১] আমি সর্ব করিল যতন।
তপস্যা ভাঙ্গিতে তার নারিল কোন জন॥
কলিকালে এত তপস্যা করে কোন জন।
দেবত্ব লইতে পারে [২] ইহার ভৃত্য[৩]জন॥
তাহাতে আইল সর্বে তোমার নিকট।
ইহার প্রয়োগ করি তার[৪]এ সংকট॥
ব্রহ্মা কহে শুন দেব না করিয় ভয়।
সবে মিলি যাই[৫] লও তাহার[৬] আশ্রয়॥
পৃথিবীতে জন্মহ[৭] মনুষ্য হইয়া।
৫২।২ তাহান চরণে ভজ যতন ক/রিয়া॥
কলি যুগে নাম যজ্ঞ প্রচার লাগিয়া।
নারায়ণ অবতার বৈকুণ্ঠ ছাড়িয়া॥
অংশা অংশী সব যাবে তাহান হুঙ্কারে।
আমি আজ্ঞা দিল যাও পৃথিবী ভিতরে॥
যে জন ভজিব তারে সেহি সর্বোত্তম।
আমিহ লভিব[৮] তথা মনুষ্য জনম॥
[৯]এতেক কহিয়া তবে দেব বিদায় দিল।
আপন জনম তবে প্রকট করিল॥

(১) বি—পাইয়া আমি সব (২) বি—হই পুর্ণমও জন (৩) ভৃত্ত (৪) ব—তরার (৫) ব—আইল (৬) বি—তোমারা তাহার (৭) বি—জন্ম লইবে (৮) ব—লভিল (৯) এতে

নীচ কুলের ঘরে জন্ম হইল তাহার।
বাল্যাবধি দুগ্ধপান হয়ে যে আহার ॥
জন্মমাত্র মাতার হইল পরলোক।
প্রতিবাসী প্রতিপালন করিল বালক[১] ॥
পঞ্চ বৎসরের শিশু আইলা শান্তিপুর।
প্রভুস্থানে গেলা সেহি করুণা প্রচুর ॥
দূরে রহি দণ্ডবৎ করে বারে বার।
প্রভু কহে হরিদাস আইস আমার ॥
[২]ব্রহ্ম হরিদাস তুমি আমি জানি ভালে।
নাম প্রচার হবে তোমার বদন কমলে ॥
[৩]কৃষ্ণদেব ভজ তুমি লও কৃষ্ণ নাম।
অচিরে করিবেন[৪] দয়া কৃষ্ণ অভিরাম ॥
তবে হরিদাস কহে জোড় করি হাত।
নীচ কুলে আনিলা[৫] কেনে কহ ইহার বাত ॥
৫৩।১ হাসিয়া কহিলা প্রভু শুন/ হরিদাস।
ইহার কারণ কহি শুন করিয়া বিশ্বাস ॥
ব্রজেতে প্রকট কৃষ্ণ কৈলা বৎস চারণ।
করল হস্তেতে করি পুলিন ভোজন ॥

(১) ব—পালক (২) ব—ব্রহ্মা (৩) বি—শ্রীকৃষ্ণ ভজ (৪) ব—দয়া করিবে (৫) বি—আমি হইলাম কহ কেন হেন বাত

অলৌকিক লীলা দেখি বুঝিতে নারিলা[১]।
সংশয় করিয়া বৎস বালক চুরি কৈলা ॥
তাহাতে হইলা কৃষ্ণ সভার[২] বালক।
বৎস হইলা সব আর[৩] হইলা পালক ॥
ছোট বড় সভার ঘরে প্রকট যাইয়া।
দুগ্ধপান কৈলা সভার বালক হইয়া[৪] ॥
অর্ধ ভোজনে কণ্টক[৫] হইলা যে তুমি।
বড় দুঃখে গালি দিলা নীচ পুত্র তুমি[৬] ॥
সেহি অপরাধ তোমার তবেত[৭] খণ্ডিল।
নীচ কুলে জন্ম হৈল অপরাধ গেল ॥
এবে কৃষ্ণ ভজন কর একান্ত হইয়া।
[৮]নাম যজ্ঞ কলিকালে প্রচার করিয়া ॥
হরিদাস কহে আমি কিছুই না জানি।
যেহি আজ্ঞা কর তুমি সেহি[৯] আজ্ঞা মানি ॥
তোমার হুঙ্কারে ব্রহ্ম কটাহ[১০] হইল ভেদ।
আমারে আনিলে[১১] এথায়ে কর[১২] সব বেদ ॥
[১৩]হরিনাম কহ মোরে সদয় হইয়া।
নাম হইতে[১৪] কিবা হবে অর্থ বিবরিয়া ॥

(১) ব—না পারিলা (২) ব—সভার (৩) ব—হইলা বালক (৪) ব—যাইয়া (৫) ক(ণ্ট)ক
(৬) ব—বলি (৭) বি—এবে জে (৮) বি—অন্ত পংক্তি—ঘূচিবে সকল দুখ জাবেক তরিয়া।
(৯) বি—সেই শিরে ধরি মানি (১০) ব—কটি (১১) বি—আনিলেন (১২) ব—করেন বেদ
(১৩) বি—জেন মতে কহ। (১৪) ব—হইলে

তুলসী পিণ্ডির নীচে বসি শুনে[1] হরিদাস
এক এক অর্থ কহে প্রভু জানিয়া[2] সন্তাষ ॥

৫৩।২ হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরেরাম হরেরাম রাম রাম হরে হরে ॥
এহি যোল[3] নাম বত্রিশ অক্ষর মহামন্ত্র।
রাধাকৃষ্ণ সখী সখা হয়ে সব তন্ত্র ॥

হং[4] ॥ হ-কারঃ পীতবর্ণশ্চ সর্ববর্ণবরোত্তমঃ।
জ্ঞানাজ্ঞানকৃতং পাপং হ-কারোদহতি ক্ষণাৎ ॥

রে ॥ রে-কারোরক্তবর্ণঃ স্যাদ্ গোপালেন নিরুপিতঃ।
গুর্বঙ্গণাকৃতং পাপং রেকারোদহতি ক্ষণাৎ ॥

কৃ ॥ কৃ-কারঃ কজ্জলবর্ণঃ ।
গতিশক্তিরতিপ্রেম্নঃ কৃকারোজয়তি ক্ষণাৎ ॥

ষ্ণ ॥ নানারূপধরশ্চৈব ষ্ণ-কারঃ পরিকীর্তিতঃ।
ষ্ণকারোচ্চারণাদেব নরকাদুদ্ধারোধ্রুবম্ ॥
শতজন্মার্জিতং পাপং ষ্ণকারো দহতি ক্ষণাৎ ॥

রা ॥ রা-কারো গৌরবর্ণশ্চ রসশক্তির্ভবেৎক্ষরা।
রবিচন্দ্র সমো ভাতি তমোরাশিং দহেৎ ক্ষণাৎ ॥

ম ॥ ম-কারো জ্যোতিরূপশ্চ নিরঞ্জন প্রদর্শিতঃ।
মিথ্যাবাক্যকৃতং পাপং মকারো দহতি ক্ষণাৎ ॥
শ্রীরাধাকৃষ্ণ সর্বাঙ্গে ষোড়শ নামানি নিরূপয়েৎ ॥

(১) ব—শুন (২) বি—জানিএ (৩) ব—শ্লোক (৪) বি—সংস্কৃতাংশ নাই।

—নিবে

র্ণ লোক

অথ প্রকৃতি ভেদঃ ॥

ললিতা চ বিশাখা চ চিত্রা চ চম্পকলতা।
রঙ্গদেবী সুদেবী চ তুঙ্গবিদ্যেন্দুরেখিকা ॥
শশিরেখা চ বিমলা পালিকানঙ্গমঞ্জরী।
শ্যামলা মধুমতী দেবী তথা ধন্যা চ মঙ্গলা ॥
এতাঃ প্রকৃতয়স্তাসাং মূলপ্রকৃতিঃরাধিকা ॥

ততঃ পৃথক্ পাঠঃ ॥

শ্রীদামা চ সুদামা চ বসুদামা ততঃপরম্।
সুবলোঽপ্যর্জুনশ্চৈব কিঙ্কিণীস্তোককৃষ্ণকৌ ॥
বরূথপোঽংশুমাংশ্চ বৃষারির্ঋষভস্তথা।
দেবপ্রস্থউদ্ধবশ্চ মহাবাহুর্মহাবলঃ ॥
এহি শুন সখাময়[১] তবে কৃষ্ণচন্দ্র।
এহি বত্রিশ সখা সখী রাধাকৃষ্ণ মন্ত্র ॥
হরিনাম মহামন্ত্র সর্বসার তন্ত্র।
এহি জপ রাত্র দিবা এহি পরতন্ত্র ॥
হরিনাম মহামন্ত্র জপ রাত্রি দিনে।
জপিতে জপিতে কৃষ্ণ জানিবে আপনে ॥
তবে হরিদাস এক তুলসী[২] পিণ্ডি বাঁধিল।
গঙ্গার[৩] সমীপে এক গোফা বানাইল ॥
তাহাতে বসিয়া নাম লএ তিন লক্ষ।
এহি মত নিয়মে ভজনেতে[৪] দক্ষ ॥

(১) বি—মূল (২) বি—বেদি (৩) বি—সম্মুখে (৪) ব-

লোকাচার বৈদিক ক্রিয়া প্রভু করেন শান্তিপুরে ।

৫৪।২ শ্রাদ্ধপাত্র যতন করি খাওয়ায় হরিদা/সেরে ॥

ইহাতে [১] লোক সকল করে কানাকানি ।

আচার্য শ্রাদ্ধপাত্র খাওয়ায় যবনেক [২] আনি ॥

চতুর্বিধা লোক বৈসে গ্রাম শান্তিপুরে ।

ব্রাহ্মণ সজ্জন যত [৩] হয় পূর্বাপরে ॥

কেহ কহে আচার্য হয় [৪] তপস্বী প্রবল ।

কেহ কহে আচার্য হএ ঈশ্বর সবল ॥

[৫] কেহ বোলে আচার্য জিয়া আছে কত কাল ।

ইহানে [৬] হেলন কর পাইবে জে ফল ॥

[৭] পড়ুয়া পাগল হয় [৮] উদ্ধত সর্বকাল ।

হরিদাসের নিন্দা করে হইয়া পাগল ॥

প্রভুর নিকটে তবে কহে হরিদাস ।

এহি [৯] অবিচার তুমি কর রসাভাস ॥

ঈশ্বরের [১০] ক্রিয়া লোকে বুঝিতে না পারে ।

নিন্দা করিয়া পাছে অপরাধে [১১] মরে ॥

প্রভু হাসি কহেন শুন হরিদাস ।

তোমার সাক্ষাতে [১২] খায় পাত্র(?) কোন ব্যাস ॥

(১) ব—সবে করে (২) বি—জবনেকে (৩) ব—বড় রহে পূর্ব্বাপরে (৪) হও তপস্যা (৫) বি—কেহ ২ আচার্য্য জিয়া আছে (৬) ব—কহেন নর পাইবে (৭) ব—বড়ুয়া ; বি—পরুয়া (৮) ব—হও (৯) ব—অভিচার (১০) বি—চরিত্র (১১) ব—মোরে (১২) ব—কা(এ) পা(এ) ; বি—পাএথাএ কোন ভ্যাস

কালি প্রাতঃকালে তুমি অগ্নি হরণ[1] করিবে।
আপন ঐশ্বর্য কিছু প্রকাশ করিবে[2] ॥
স্বরূপ না দেখিলে না বুঝে প্রাকৃত লোক।
নাহি[3] জানে ধর্ম কর্ম মূর্খ বালক ॥
তবে প্রাতঃকাল হইল অগ্নি নাহি গ্রামে।
৫৫।১ অন্যগ্রাম হৈতে আনে / নিভে[4] ততক্ষণে ॥
যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ যজ্ঞ কুণ্ড নিভাইল।
অন্ন বিনে আবাল বৃদ্ধ মরিতে লাগিল ॥
সকল দিন গেল তবে হইল সন্ধ্যাকাল।
গলে বস্ত্র বান্ধি আইল সব বৃদ্ধ বাল ॥
অদ্বৈত চরণে পড়ি করে দণ্ড প্রণতি[5]।
অপরাধ ক্ষমা কর তোমার[6] বসতি ॥
তুমি বৈকুণ্ঠনাথ না[7] জানিল মূর্খ লোক।
তোমারে নিন্দিয়া দুঃখ পায় সর্ব[8] লোক ॥
অপরাধ ক্ষমা করি অগ্নি দেও দান।
অদ্য শিক্ষা হৈল এবে রাখহ পরাণ ॥
প্রভু কহে তোমরা হও যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ।
কেহ বেদ পাঠ কর[9] ধর্মপরায়ণ ॥

---

(১) ব—হুকারিবে (২) বি—দেখাবে (৩) ব—জানি জানে (৪) ব--নিভায় ততক্ষণ ; বি—নিবে জায় তখনে (৫) বি—মিনতি (৬) ব—প্রভু তোমার (৭) ব—'না' নাই (৮) বি—সর্ব্ব লোক (৯) ব—করে ; বি—পড়

ধর্মবলে মুখে অগ্নি আছে সর্বকাল।
তৃণ আনি মুখে ধরি [১] জ্বাল অগ্নিজাল॥
এক ব্রাহ্মণ ছিল বড়ই রসিক।
তৃণ আনি সভার মুখে দেয় আচম্বিত॥
ব্রাহ্মণ সজ্জন [২] বড় মরে অন্ন বিনে।
প্রভু কহে শুন সভে অগ্নি [৩] পূজা মানে॥
হরিদাসকে নিন্দা না জানিয়া কৈলা।
তার ফল এহি [৪] হৈল সাক্ষাতে দেখিলা॥
৫৫।২ হরিদাস সাক্ষাৎ হয়েন [৫] যে ব্র/হ্মা।
তার কাছে যাও সবে [৬] মিলিবে অগ্নিধর্মা॥
তবে হরিদাসের গুফাতে আসিয়া।
পরিক্রমা করি কহে কাতর হইয়া॥
প্রাণ রক্ষা কর আজি অগ্নি দেও তুমি।
অপরাধ ক্ষেমা কর অজ্ঞান সব আমি॥
তবে সদয় হৈয়া কহে হরিদাস।
তৃণ [৭] দেও অগ্নি দিএ করিএ সন্তাষ॥
তৃণ আনি ধরিল হরিদাস আগে।
চতুর্মুখ হৈয়া অগ্নি দেয় চতুর্দিকে॥

(১) বি—অগ্নি সবে জাল (২) ব—'বড়' নাই (৩) ব—জাল কেমে (৪) ব—'হৈল' নাই
(৫) ব—না জে ; বি—ব্রহ্মা আপনি (৬) বি—মিলিবেক অগ্নি। (৭) বি—আন অগ্নি দেই

জয় জয় হরিদাস বলি অগ্নি আনিল ঘরে।
সেদিন হইতে সবে হরিদাসেরে নমস্করে[১] ॥
ঐশ্বর্য না দেখিলে না মানে মূর্খ লোকে।
তাহার কারণে সভাকে দেখাইল স্তোকে[২] ॥
[৩]আর অনেক লীলা কৈল প্রভু হরিদাস দ্বারে।
সকল লিখিতে অন্ত সামর্থ্য[৪] কে ধরে ॥
আমি ক্ষুদ্র জীব হইয়া এতেক লিখিল।
প্রভুর [৫]আজ্ঞা শুনি দেখিয়া বর্ণিল ॥
অনন্ত লীলা প্রভুর কে কহিতে পারে।
দিগ্ দরশন মাত্র করিএ প্রচারে ॥
কার দ্বারে কোন কর্ম করেন প্রচারে[৬]।
ঈশ্বরের স্বতন্ত্র লীলা স্বতন্ত্র আচরে[৭] ॥

৫৬।১　　শ্রীশান্তিপুর/নাথ পাদপদ্ম করি আশ।
অদ্বৈত মঙ্গল কহে হরিচরণ দাস ॥

ইতি শ্রীঅদ্বৈতমঙ্গলে যৌবনলীলা-চতুর্থাবস্থায়াং
দেবমোহসংবাদস্তথা হরিদাসপ্রকটোনাম দ্বিতীয়-সংখ্যা ॥

(১) ব—নমস্কার করে　(২) ব—লোকেকে ; বি—(স্তো)কে　(৩) বি—আর ২　(৪) ব—কাহারে
(৫) বি—সাক্ষাতে দুনিয়া দেখিয়া　(৬) বি—আচরণ　(৭) বি—তার মন

তৃতীয় সংখ্যা

[১]বন্দে শ্রীঅদ্বৈত প্রভু সীতার প্রাণনাথ।

যে আনিল মহাপ্রভু গোবিন্দ সাক্ষাৎ॥

সীতা ঠাকুরাণী বন্দো আর [২]শচী মাতা।

তাহান্ তনয় বন্দো সবে মোর ত্রাতা॥

শ্যামদাস আচার্য বন্দো সখা যে প্রধানে।

কীর্তন করি সুখ দিলা প্রভুর সন্নিধানে॥

প্রভুর ভক্তবৃন্দ সভার চরণে নমস্কার।

যাহার কৃপাএ লিখি লীলা যে বিস্তার॥

একদিন শান্তিপুর কীর্তন করিলা।

আবেশে অদ্বৈত প্রভু অনেক নাচিলা॥

শ্রীবৃন্দাবন বিহার করে মদন মোহন।

[৩]শ্রীরাধিকা সঙ্গে লৈয়া বরণ [৪]শ্যামল॥

এহি পদে প্রেম হইল দুই প্রহর [৫]রাত্রি।

[৬]গাও গাও বলি প্রভু শ্যামদাস তত্রি॥

শ্যামদাস [৭]বাসুদেব ভাব বুঝিয়া।

বৃন্দাবন বেহারে গোপাল রাধিকা লইয়া॥

---

(১) বি—বন্দ (২) বি—তার (৩) ব—'শ্রী' নাই (৪) ব—সামাল (৫) বি—গায় (৬) বি—এত বলি প্রভু শ্যামদাসেকে তোমর (৭) ব—বসুদেব

পুনঃ পুনঃ গাইতে প্রভুর অন্তর্দশা হৈল।
তৃতীয়[১] প্রহর রাত্রি এহি মতে গেল ॥

৫৬।২　তবে কী/র্তন শ্যামদাস বিরাম করিয়া।
প্রভুরে বাতাস করে যতন[২] করিয়া ॥

কৃষ্ণনাম রাধানাম উচ্চ করিয়া।
কর্ণরন্ধ্রে[৩] কহে শ্যাম ডাকিয়া ডাকিয়া ॥

লোমাঞ্চ হইল প্রভুর অস্ফুট কদম্ব।
সব[৪] ব্রণ প্রায় হইল প্রভুর[৫] অঙ্গ ॥

কথক্ষণ ব্যাজে প্রভুর অর্ধবাহ্য[৬] হইল।
হাহা রাধা গোপাল বলি কান্দিতে[৭] লাগিল ॥

শ্যামদাস[৮] হস্ত ধরি কহে সঙ্গে[৯] চল।
রাধাকৃষ্ণ দোঁহ নৃত্য আনন্দ দেখি বুল[১০] ॥

নৃত্য অবসানে আমি করিব নর্তন[১১]।
দোঁহার আনন্দ হবে বড় সুখী মন ॥

রাধাকৃষ্ণ পদ গতি ত্রিভঙ্গ ললিত।
নেত্র মন সুখী হইল বড়ই[১২] যে প্রীত ॥

রাধিকার অবতংস চম্পক কলিকা।
শ্রীকৃষ্ণ কর্ণেও[১৩] দিলা বলেতে[১৪] অধিকা

(১) বি—ত্বিতিয় (২) বি—(জবর) (৩) ব—কর্ন্নরন্ত্র ; বি—প্রভুর কর্ণদ্বারে কহে উচ্চ করিঞা
(৪) ব—র্ষণ ব্রণ (৫) ব—সব (৬) ব—অন্তবার্ধ্য (৭) ব—নেত্র বহিতে লাগিল (৮) বি—শ্যামদাসের
(৯) বি—কুঞ্জে (১০) ব—চল (১১) ব—(নৃ)র্তন (১২) বি—বড় হএ প্রিত (১৩) বি—কর্ণেতে ;
ব—বর্ণেও (১৪) ব—বলেত ; বি—বলেতে

রাধিকার [১]মুখপদ্ম পরশি পরশি।
নৃত্য [২]করেন কৃষ্ণ তবে বড়ই [৩]হরসি॥
[৪]তেরছা নয়ানে রাধা হাসিল যে তারে।
সামাল সামাল [৫]আমি কহিলাম বারে বারে॥
হাসিয়া রাধিকা তবে চাহে আমা পানে।
ধরিয়া শ্যামের পাএ বসাইল দোঁহারে॥
তবেত দোঁহার সেবা করিলা বিধান।
৫৭।১ রাধা কহে/সম্পূর্ণ তুমি রাখিলা কৃষ্ণ নাম॥
এতেক কহিয়া দোঁহে গেলা নিকুঞ্জ কুটির।
আমি লইল তবে তাম্বূল আর চীর॥
কহিতে কহিতে প্রভুর ভাব সারল্য।
লোক দেখিলে কহে প্রভু [৬]কিবা নেহ-মূল্য॥
বাহ্য দশা হইল তবে গদগদ বচন।
[৭]ভক্তবৃন্দ সব করে চরণ সেবন॥
[৮]শ্যামদাস কহে প্রভু যে তুমি কহিলা।
তুমি বৃন্দাবন কুঞ্জে সেবা যে করিলা॥
এতদিনে [৯]জানিল আমি কৃপার মহত্ত্ব।
প্রেমে পড়ি জানাইলা নিজ সেবা তত্ত্ব॥

(১) ব—যে মুখপদ্ম পরশিত (২) বি—করে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বড়ই সরসি (৩) ব—হরসিত (৪) বি—তেরছ নয়ানে রাধা হাসিল তাহারে (৫) বি—আসি (৬) ব—বোলে কিহ (মূ)ল্য (৭) ব—
(৮) ব—শ্যাম কহে (৯) বি—জানিলাম সার যে মহত্ত

প্রভু কহে বাউল আমি স্বপন দেখিল।
বৃন্দাবনে মদন গোপাল সেবা যে করিল ॥
রহিতে না দিলা মোরে শ্রীবৃন্দাবন।
সেবার বিস্তার তার করিল যতন ॥
যে কালে তারে আমি [১]করিল প্রকট।
অনেক [২]দিবস সেবএ যমুনার তট ॥
প্রকটে [৩]রহিবে তেঁহো রহে তার আজ্ঞা।
[৪]আমারে পাঠাইলা করিয়া প্রতিজ্ঞা ॥
এহি যে কহিল প্রভুর অন্তর্দশা ভাব।
[৫]প্রেমে পড়ি জানাইলা অন্তর্বৃত্তি সব ॥
শ্যামদাস আচার্যের প্রথম মিলন।
বিবরিয়া শুন সভে করিয়া যতন ॥
শ্যামদাস আচার্য হয়েন রাঢ়দেশবাসী।
৫৭।২　রাঢ়ী ব্রাহ্মণ/সেহি [৬]সর্বত্র পূজ্যসি ॥
শাস্ত্র পড়িয়াছেন করিয়া যতন।
ভক্তি শাস্ত্র নাহি দেখে উদ্ধত তার মন ॥
যাঁহা তাঁহা ফিরেন [৭]তবে বিচার করিতে।
সর্ব শাস্ত্রে জিনে হারে ভক্তিতে ॥

(১) ব—কহিল　(২) বি—দিন হৈল সেবা　(৩) বি—রহিতে　(৪) ব—আমারে　(৫) ব—প্রেম
(৬) ব—সর্ব্ব পূজ্য বাসি　(৭) বি—'তবে' নাই

গায়ত্রী বেদমাতা জানি তপস্যা করিল।
কথদিন[১] জ্যোতিষ যে তাহাতে স্ফুরিল॥
তবেত গেলা কাশী বিশ্বনাথ স্থানে।
অনাহারী[২] হইয়া পূজে বিশ্বনাথ জানে॥
কঠোর দেখিয়া শিবের[৩] দয়া উপজিল।
স্বপনেতে[৪] রাত্রে তারে সকল কহিল॥
কি লাগিয়া এত দুঃখ করহ এখানে।
তোমার সমীপে কৃষ্ণ যাও তার স্থানে॥
শ্রীভাগবত ভক্তিশাস্ত্র[৫] পড়িয়াছ তুমি।
অর্থ নাহি জান তুমি আপনে দেখ গণি॥
জ্যোতিষ শাস্ত্র পড়িয়াছ গণিয়া দেখ এবে[৬]।
বৈকুণ্ঠনাথ নারায়ণ[৭] শান্তিপুর পাবে[৮]॥
তার কাছে যাও সেবা করহ তাহারে।
তাহার কৃপাএ[৯] বিদ্যা স্ফুরিবে তোমারে॥
এতেক শুনিয়া বচন নিদ্রা ভঙ্গ হৈল।
তথাঞি বসিয়া তবে গণিতে লাগিল॥
মহাদেবের[১০] আজ্ঞা হইল শান্তিপুর যাইতে।
গণিয়া দেখিল তবে হইল প্রতীতে॥

(১) বি—যুতিস চন্দ্র তাহা জে (২) ব—অনাহারে ; বি—অনাহার (৩) ব—শিবে (৪) ব—সপনে রাত্রে তাহাকে (৫) ব—সাস্ত্রভক্তি (৬) বি—হবে (৭) ব—বৈকন্ঠ নারায়ণ (৮) ব—এবে (৯) বি—কৃপামাত্র (১০) বি—তিন পংক্তি নাই

তবে চলি চলি আইলা গ্রাম শান্তিপুর।
আচার্য তপস্যা করে ব্রহ্মচর্য প্রচুর॥
কথদিন সেবা করে নহে তপস্যা ভঙ্গ।
৫৮।১ কহিতে না পারে কিছু আ/পন প্রসঙ্গ॥
তুলসীর মঞ্চ লেপে করিয়া যতন[১]।
গ্রাম গ্রাম হইতে পুষ্প করএ[২] জোটন॥
পুষ্প আনি[৩] সুগন্ধি চন্দন মাখিয়া।
প্রভুর পশ্চাতে দেয় স্রোতজলে যাইয়া॥
পুষ্প ভাসি আসি লাগে প্রভুর চরণে।
কথদিন পূজিল এতেক যতনে॥
তথাপি ধ্যান ভঙ্গ না হইল তাহার।
শ্রীভাগবত অর্থ[৪] করিল প্রচার॥
তবে প্রভু ধ্যান ভাঙি[৫] চাহেন তার পানে
দণ্ডবৎ করি তবে পড়িল চরণে॥
প্রভু কহে কেবা তুমি কহ তুমি [৬] কিবা।
এথায় রহি তুমি কেনে কর[৭] এত সেবা॥
[৮]মোরে কৃপা করি কহ ভাগবত অর্থ।
[৯]তুমিত ঈশ্বর হও সর্ব সমর্থ॥

(১) ব—'জতন' নাই (২) ব—আনে জে (চো) টন (৩) ব—'আনি' নাই (৪) বি—বিরুদ্ধ অর্থ
(৫) ব—ভঙ্গ করি (৬) ব—কেবা (৭) ব—'কর' নাই (৮) ব—তবে (৯) ব—তুমি

[১] আমি তোমার ভৃত্য হই জনমে জনমে।
কৃপা করি কহ [২] মোরে মন নাহি ভ্রমে॥
প্রভু কহে কি পড়িয়াছ [৩] কহ একবার।
[৪] ঝা ঝা বাত নিয়া পড়ে তুরঙ্গ গোযার॥
তবে প্রভু কৃপা করি ভাগবত পড়াইল।
ভক্তির সন্ধান জানি [৫] মনের ভ্রম গেল॥
[৬] তবেত চরণ ধরি কহিতে লাগিল।
ভ্রমিয়া ভ্রমিয়া আমি তোমা পাশ আইল॥
বিশ্বনাথ কহিল মোরে তোমার যে তত্ত্ব।
তাহাতে জানিল আমি সকল মহত্ত্ব॥
এবে কৃপা করি মোরে দীক্ষা মন্ত্র [৭] দেও।
৫৮।২ ভবসিন্ধু পার কর হইয়া সদয়॥
কৃষ্ণমন্ত্র তারে দিলা বিধান করিয়া।
মন্ত্রের অর্থ তবে কহিল বিবরিয়া॥
সখ্য দাস্য বাৎসল্য কান্তা চারি ভাব।
সব বিবরিয়া কহিলা আচার্য [৮] স্বভাব॥
ব্রজের নিগূঢ় লীলা রাধাকৃষ্ণ সেবা।
বিরলে বসিয়া [৯] কহিলেন রাত্রি দিবা॥

(১) বি—তুমি আমার প্রভু হও জনমে জনমে (২) বি—মোর (৩) বি—পড় (৪) বি—কি কারণে ভার প(া)ড় তুরঙ্গ গোবার। —দুইটি পাঠই দুর্বোধ্য (৫) ব—মন (৬) ব—তবে (৭)—দের (৮) বি—প্রভাব (৯) ব—কহিলা

আপন স্বরূপ তবে জানাইলা তারে।
ভক্তি শাস্ত্রে[১] নিপুণ বড় বিচারে না হারে॥
শ্যামদাসের দীক্ষা দিয়া তপস্যা আচরে।
শ্যামদাস সেবা করে আনন্দ অন্তরে॥
সেহিকালে শ্যামদাস অষ্টক করিল।
ছন্দ করিয়া তবে পড়িতে লাগিল॥

[২]
*　　　*　　　*　　　*

শ্যামদাস অষ্টক কৈল সেবএ একান্ত।
৫৯।২　প্রভুকে স্তুতি করে ক/রিয়া[৩] একান্ত॥
অনেক দিবস বহি গেল এহি মতে।
প্রভুর ধ্যান ভঙ্গ[৪] ভক্তির চর্চাতে॥
শান্তিপুর রহি করে ভক্তির ব্যাখ্যা।
রাত্রি দিবা যায় কাহার[৫] নাহিক অপেক্ষা॥
[৬]সেহি সে যে গোবিন্দ হয়েন মুরারি কমলা।
[৭]আচারি সেবক হইলা সেবা যে করিলা॥
পুরুষোত্তম পণ্ডিত বড় শাখা যে প্রভুর।
কামদেব দ্বিতীয় রসের প্রচুর॥

(১) বি—শাস্ত্রের দ্বারা পাত্মা বিচারে (২) বি—সংস্কৃতাংশ নাই (৩) বি—হইয়া (৪) বি—ভাঙ্গে ভক্তি আচরিতে (৫) ব—কাহার অপক্ষ্যা; বি—আহার নাহিক উপেক্ষা (৬) বি—ইসান গোবিন্দ মুরারি (৭) বি—এ চারি সেবক হৈল্যা

এহি দুই শিষ্য প্রভুর হইল[১] নীলাচলে।
একা[২] যায় একা[৩] আইসে কেহই না জানে ॥
রাধাকৃষ্ণ[৪] প্রেমমত্ত যতনে উদ্ধারিয়া।
দোঁহাকে করিলা কৃপা শক্তি সঞ্চারিয়া ॥
সখিত্ব[৫] হয়ে দুই অনুসেবক রূপা।
তাহারে করিলা প্রভু[৬] সেহি মত কৃপা ॥
ভক্তি সিদ্ধান্তে দোঁহে বড়ই প্রচণ্ড।
ভক্তিতে জিনিল সেহি সকল ব্রহ্মাণ্ড ॥
কলিকালে মহাপ্রভু জগৎ জিনিতে।
দুই সেনাপতি দিল[৭] খগেন্দ্র সাক্ষাতে ॥
বাসুদেব দত্ত আর শ্রীযদুনন্দন।
তার শিষ্য রঘুনাথ দাস মহাজন ॥
৬০।১ যদুনন্দন/ আচার্য বড় প্রভুর কৃপাপাত্র।
প্রভুর কৃপা[৮] বলে[৯] দেখে[১০] সর্ব শাস্ত্র ॥

তথাহি[১১] স্বরূপবর্ণনং ॥

(১) বি—'হইল' নাই (২) বি—ইহার পূর্বে দুইটি নূতন পংক্তি আছে—দুই বাহু দুই জন প্রভু তারে বলে॥ জৌবনে কন্দর্প প্রভু জাএ নিলাচলে। —শেষের পংক্তিটি অসামঞ্জস্যমূলক। সম্ভবত পরবর্তী পংক্তির সহিত ভাব সংগতির চেষ্টা। (২+৩) সম্ভবত 'একা'র স্থলে এক হইবে। অথবা 'একা' অর্থ কেবল দুই জনে (৪) বি—রাধাকৃষ্ণের প্রেম মনে উথারিআ (৫) বি—সখি দুই এই দুই সেবা অনুরূপা (৬) ব—'প্রভু' নাই (৭) বি—দিলেন (৮) বি—স্বরূপ (৯) ব, বি—বলি (১০) ব—দেখি (১১) বি—সংস্কৃতাংশ নাই

যত্নুনন্দন আচার্য বর্ণন[১] করিলা।
সে[২] সব কথা এহি পূর্বে যে লিখিলা॥
প্রসঙ্গ পাইয়া পরে[৩] পূর্বে যে লিখিলা।
এহি নব শ্লোক করি স্বরূপ বর্ণিলা॥
বাসুদেব দত্ত হয় প্রভুর অন্তরঙ্গ।
তাহার চরিত্র সব প্রেমের তরঙ্গ॥
এহি সব শিষ্য লইয়া কৃষ্ণ কথা রসে।
রাত্র দিবা যায় তার[৪] না জানে বিশেষে॥
প্রসঙ্গ কহিল কিছু শাখার বর্ণন।
বিস্তারিয়া কহিতে না পারে পঞ্চানন॥
পুত্র শিষ্য সব শাখা কহিব[৫] পশ্চাতে।
শ্যামদাস প্রসঙ্গে কহিল বিখ্যাতে॥
এসব[৬] মহান্তের অগ্রে শ্যামদাস।
শ্যামদাস[৭] কহিল প্রভুর শাস্ত্রের প্রকাশ॥
শ্যামদাস সেবা করে যে অনেক দিন।
প্রভুর[৮] যে বড় ভক্ত হইল প্রবীণ[৯]॥
শ্রীশান্তিপুরনাথ পাদপদ্ম করি আশ।
অদ্বৈত মঙ্গল কহে হরিচরণ দাস॥

---

(১) ব—তবেত (২) বি—সেবের কথা এই (৩) বি—পুরুসোত্তম পূর্ব্বে লিখিল (৪) ব—'তার' নাই (৫) বি—কহিল (৬) বি—এই মহান্তের তত্ত্ব কহে শ্যামদাষ (৭) বি—শ্যামদাসকে কহিল প্রভু (৮) বি—প্রভুর সন্তান রহে এই জে চিন্তন (৯) ব—প্র(বী)ন

ইতি শ্রীঅদ্বৈতমঙ্গলে যৌবনলীলা চতুর্থাবস্থায়ামন্তর্দশা[১]
তথা শ্যামদাসশাখা কিঞ্চিদ্বর্ণনং নাম তৃতীয়-সংখ্যা ॥

(১) বি—চতুর্থ

৬১।১ [1]বন্দে শ্রীঅদ্বৈত প্রভু অগতি/র গতি।

কলির জীব উদ্ধারিলা দিয়া প্রেম ভক্তি ॥

তাহার নন্দন বন্দো সীতার কৃপা পূর্ণ।

[2]যতনে বন্দিএ ভক্ত [3]শোভে পূর্ণচন্দ্র ॥

[4]যৌবনে অদ্বৈত প্রভু করিল তপস্যা।

[5]কভু করে ভক্তি চর্চা কভু করে ব্যাখ্যা ॥

একবার [6]গিয়াছিল দক্ষিণ ভুবন।

শান্তিপুর বাস গঙ্গাএ [7]স্নান তর্পণ ॥

ভক্তবৃন্দ লইয়া [8]রসের উল্লাস।

যৌবন বৃদ্ধ লীলা [9]এক যে প্রকাশ ॥

পঞ্চম অবস্থা লাগি কহি বৃদ্ধ দশা।

বৃদ্ধ যৌবন হএ একই [10]সম ভাষা ॥

তথাপিহ [11]ভিন্ন ভিন্ন করিয়া লিখিল।

[12]সীতার পরিণয় বৃদ্ধ দশাতে কহিল ॥

আপনে শ্রীমুখে আজ্ঞা করিলা বৃদ্ধ আমি।

এক [13]বোলে [14]বৃদ্ধ হইতে পরিণয় লিখিব [15]জানি ॥

---

(১) বি—বন্দ (২) বি—মস্তকে বন্দিএ ভক্ত শোভে (৩) ব—সেবে (৪) বি—জে দিনে (৫) বি—কদাচিত ভক্তির (৬) বি—গিয়াইলা (৭) বি—মার্য্জন (৮) বি—কহেন সোতা করি (৯) বি—এক জে প্রকরি ; ব—(এ)করে (১০) ব—'সম' নাই (১১) বি—অবস্থা বীর্য (১২) বি—পিতার (১৩) বি—ঝিনে (১৪) ব—বৃদ্ধাতে (১৫) ব—সব জানি

পরিণয় পূর্বে হইতে যৌবনে লিখিব।
শ্যামদাসের চিন্তা বড়[১] বিবাহ হইব॥
শ্রীনাথ আচার্য[২] প্রভুর হএ বড় শাখা।
তাহার আগমন লিখিব এবে এথা॥
পূর্বে যবে দক্ষিণে গেলা প্রভু মোর।
তথাহি শ্রীনাথ শিষ্য মহান্ত প্রচুর॥
৬১।২ শ্রীনাথ হএ পণ্ডি/ত অগ্রগণ্য।
দক্ষিণ দেশ ধন্য কৈল কৃপা যে অনন্য॥
একদিন শিষ্য লইয়া বসিয়াছেন প্রভু।
[৩]শান্তিপুরচন্দ্র বিরাজে বসি কভু॥
ইতিমধ্যে আইলা তথা শ্রীনাথ আচার্য।
প্রভু কহে এবে পূর্ণ হবে সব কার্য॥
শ্রীনাথ আসিয়া[৪] দণ্ডবৎ প্রণাম করিলা।
প্রভু[৫] তারে হস্ত ধরি আলিঙ্গন দিলা॥
[৬]পুছিলেন কুশলে আছহ সকল।
[৭]শ্রীনাথ কহেন কৃষ্ণ শ্রীচরণ দরশন॥
প্রভু কহে তোমার[৮] দেশ গেল গৌড়-ভূপতি।
রাজকুমার[৯] কথাএ পুত্র তার কতি॥

---

(১) বি—দুরূহ (২) ব—প্রভু (৩) বি—শান্তিপুরে (৪) বি—প্রভুকে (৫) বি—তার সিরে হস্ত
(৬) ব—পুছেন (৭) বি—অন্ত পংক্তি—আচার্য্য কহেন কুশল চরণ জুগল (৮) বি—'দেশ' নাই
(৯) ব—কথা এথার পুত্র ; বি—কথা তার পুত্র কতি

কহিতে লাগিলা তবে সব বিবরণ।
শ্রীনাথ কহে কথা [১]শুন সর্বজন ॥
প্রথমে [২]রাজা কৈল বহুত যতন।
[৩]গৌড়াধীশ হারিল করিয়া [৪]যে রণ ॥
পিছে সব ভূঁয়্যাকে যে হাত করি।
মারিল রাজার সব শহর নগরী ॥
[৫]কুমার দেব পরলোক বড় [৬]যুদ্ধ করি।
তিন পুত্র কুটুম্ব গেল দেশ দেশ ফিরি ॥
[৭]আমার ঘরেতে ছিল সনাতন রূপ।
শ্রীবল্লভ [৮]রহিয়াছে পর্বত [৯]মহাভূপ ॥
বড় রাজ্য ছিল প্রভুর ধার্মিক প্রবীণ।
দাক্ষিণাত্য আমার গোষ্ঠী হএ যে প্রাচীন
এবে রাজ্য গেল [১০]প্রভু ঈশ্বর ইচ্ছাতে।
৬২।১ তোমার অকৃপা [১১]তাহাতে হইল কিমতে ॥
প্রভু কহে রাজ্য বিষয় স্থির কভু নহে।
ঈশ্বরের কৃপা হইলে বিষয় ছাড়এ ॥
পৃথিবীর রাজা কেহো নহে চিরকাল।
মান্ধাতা প্রভৃতির রাজ্য গেল এ সকল ॥

(১) বি—ঘুনে (২) বি—রাজাকে (৩) বি—গৌড়ারিশ (৪) ব—জে(র)ণ (৫) বি—তোমারা দেব পরলোক বড় জুদ্ধ (?) পরি (৬) ব—যুদ্ধ (৭) বি—আর ঘরেতে (৮) বি—আইশে পর্ব্বত মহা(ভু)প (৯) ব—মহাকুপ (১০) ব—প্রভুর (১১) বি—তাহা রহিব কি মতে

সনাতন রূপের কথা কহ বিবরিয়া।
কি কার্য[১] করিল তারা কোথাএ রহিয়া॥
শ্রীনাথ কহেন আমি তার[২] পুরোহিত।
দুইটি বালক হয় বড়ই অদ্ভুত॥
শাস্ত্র অলংকার বাক্য বেদান্ত ভাগবত।
আমি পড়াইল দোঁহাকে বাক্য যে বহুত॥
কৃষ্ণমন্ত্র দিলাম দোঁহাকে গঙ্গার[৩] তীরে।
ভক্তি শাস্ত্র দেখাইল সব ধীরে ধীরে[৪]॥
শ্রীবল্লভ কুটুম্ব লইয়া মিলিল আসি তথা।
[৫]রাজ্য গেল এহি মতে তাহারা ছিলা আমার এথা॥
তবে গৌড় অধিপতি এবে সদয় হইয়া।
যতন করিয়া নিল তাহার দুই ভাইয়া॥
অল্পকালে[৬] দুহে হয় মন্ত্রী প্রবীণ।
কার্য করি দেখাএ তবে নিত্য নবীন॥
রাজ্য[৭] লইয়া পুন কৈলা অনেক যতন।
৬২।২ [৮]দোহার/দেখিএ বড় বৈরাগ্য তেমন॥
তোমার কৃপা যবে হইবে তাহারে।
ভবসিন্ধু পার তরে হইব[৯] নিস্তারে॥

(১) বি—করেন (২) ব—পুরণীত (৩) ব—গোদাবরি (৪) ব—'ধীরে' নাই (৫) বি—তিন পংক্তি নাই (৬) ব—তেঁহো (৭) বি—লইতে (৮) ব—দুহারে (৯) ব—নিতরে

এতেক শুনিয়া প্রভু কহেন[১] শ্রীনাথে।
সেহি দুই কৃষ্ণদাস অনেক কার্য তাথে[২] ॥
পূর্বদেশে[৩] নাম যজ্ঞ প্রচার হরিদাসে।
[৪]পশ্চিমে সেহি দুই করিবে ভক্তি প্রকাশে ॥
শ্রীনাথ কহে বড় রাজ্যে[৫] ছিল রাজন।
রাজ্যভ্রষ্ট হইল পরাধীন এখন[৬] ॥
[৭]এবে আর কি করিবা কহ সত্য করি।
তাহার মত কার্য যে[৮] আমরা আচরি ॥
শুনহ শ্রীনাথ তুমি কৃষ্ণ পারিষদ।
তোমার কৃপাতে তারে হইবে প্রসাদ ॥
ব্রজে মদন গোপাল আমি প্রকটিল।
তার সেবা জানিহ আমি সনাতনে সমর্পিল
তার ছোট ভাইয়ে[৯] বুদ্ধি হয় বড়।
তাহা হইতে অনেক কার্য করিব যে দড় ॥
শ্রীগোবিন্দ প্রকট হইবেন তাহা হৈতে।
আর আর অনেক কার্য তাহার পশ্চাতে ॥
তারা দুই নিত্যদাস কভু[১০] নাহি ভিন্ন।
দশদিন রহি দেখ চৈতন্য[১১] বিস্তীর্ণ ॥

(১) ব—কহে শ্রীনাথ (২) ব—তাথ (৩) বি—নামের প্রচার (৪) ব—পশ্চিম দেশে সেহি
(৫) বি—কার্য্যে ছিল চতুর (৬) বি—প্রথর (৭) বি—এবে কহি আরতি করিয়া কেন মার্য্য করি
(৮) ব—'জে' নাই (৯) বি—ভাই (১০) বি—কেহ নহে (১১) বি—বিসিন্ন

৬৩।১ যে যে/লাগি আনিব শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য।
তাহা কৃপাতে হবে এহি তুই ধন্য ॥
শ্রীরাধাকৃষ্ণ [১] আনিব পৃথিবীতে।
সন্দেহ না [২] করিহ কিছু [৩] দেখিবে সাক্ষাতে ॥
তেঁহো সেব্য আমার হয় যে সর্বকাল।
তার দ্বারে এবে [৪] কার্য করিব সকল ॥
আমি আইল [৫] দৃঢ় ভক্তি আস্বাদন লাগি।
রাধাকৃষ্ণ প্রেমভক্তি জানিব অনুরাগী ॥
তার দ্বারে [৬] করিব সব দেখ কথদিনে।
সন্দেহ না [৭] কর কিছু দৃঢ় কর মনে ॥
পূর্বে আমি যবে গেলাম জগন্নাথ দেখিতে।
তথাহি [৮] মিলিলা আসি মুকুন্দ সহিতে ॥
মুকুন্দদেব রাজ ছিল পণ্ডিত প্রধান।
আমারে করিল তেঁহো অনেক সম্মান ॥
যতদিন ছিলাম [৯] আমি নীলাচলে।
প্রত্যহ একবার আমাকে আসি মিলে ॥
[১০] শ্রীমন্তাগবতের নিগূঢ়ার্থ শুনি।
প্রেমে পুলকিত হয় লোটাএ ধরণী ॥

(১) বি—য়োহাকে আনির (২) ব—করিয়া (৩) বি—দোহ দেখিবে ; ব—'দেখিব (৪) ব—সব কার্য্য (৫) বি—'দৃঢ়' নাই (৬) বি—করিএ (৭) ব—করিহ দৃঢ় (৮) বি—মিলিলাম আমি (৯) ব—'আমি' নাই (১০) ব—শ্রীমন্তাগবত

তবে মোরে পুছিলা মুকুন্দ দেবরাজ।
রাস ছাড়ি গেলা রাধা [১] ভাবি কিবা কাজ॥
নিত্য নায়িকা নিত্য [২] নায়ক বিহার।
৬৩।২ পরস্ত্রী করি তারে কৈলা অঙ্গীকার॥
যদি [৩] কেহ ঈশ্বর হয় করিতে সব শক্তি।
নরে [৪] মনুষ্য লীলা না রহে সে শক্তি॥
আমি কহিল তবে ইহার বিস্তার।
শুনিতে শুনিতে রাজার প্রফুল্ল অপার॥
রাস ছাড়ি গেলা রাধা কুঞ্জ বিহরিতে।
বিরলে নহিলে প্রীতি না হএ বিদিতে॥
তাহাতে পরস্ত্রী সশঙ্ক সদায়।
ঐশ্বর্য দেখিয়া [৫] ঈশ্বর মনে নাহি লয়॥
আমার প্রাণনাথ লৈয়া [৬] বিরলে বিহরিব।
[৭] এথাএ রহিলে কিবা গুরুজন আসিব॥
পরস্ত্রী সহিতে প্রীতি নিত্য নূতন।
[৮] স্বকীয় সহিতে নহে এত গুণ॥
পর পুরুষ পর স্ত্রী ভাব প্রকটিয়া।
নিত্যপ্রিয়া লৈয়া বিহরে বিরলে [৯] যাইয়া॥

(১) ব—করি (২) ব—নারায় (৩) বি—কৈছে (৪) বি—মুনিস্থে না রহে ; ব—মনুকন্ত (৫) ঈ(খ) (৬) ব—রিব (৭) ব—এথা (৮) ব—স(ক্কিও) স্বামিতে (৯) বি—বসিআ

[১]সেহি কৃষ্ণ সেহি রাধা [২]আশ্চর্য পরিপূর্ণ।
ব্রজলীলা দুহার হয় মাধুর্যের [৩]চূর্ণ ॥
একলি রাধার হয় মাধুর্যের সার।
সে মাধুর্য কৃষ্ণ করে [৪]অসম্ভাব ॥
রাসলীলা করে কৃষ্ণ [৫]গোপী কোটি কোটি।
[৬]কিছুই না জানে কৃষ্ণ রাধার নিকটি ॥

৬৪।১ ইহার/কারণ কহি শুন [৭]বিজ্ঞবর।
[৮]যোগমায়াশ্রয় করি লীলা যে বিস্তর ॥
রাসলীলা করে [৯]কৃষ্ণ না জানে কৃষ্ণ গোপী।
যোগমায়া করে [১০]সর্ব কার্য ভিন্নরূপী ॥
যোগমায়ার প্রভাবে পরস্ত্রী-জ্ঞান।
[১১]স্বামী ইচ্ছা নাহি করে স্ত্রী সন্নিধান ॥

তথাহি ॥ [১২]নাসূয়ন্ খলু কৃষ্ণায় মোহিতাস্তস্য মায়য়া।
মন্যমানাঃ স্বপার্শ্বস্থান্ স্বান্ স্বান্ দারান্ ব্রজৌকসঃ ॥

ঈশ্বরের শক্তি প্রকাশ আছে সর্ব কার্য।
যোগমায়া দ্বারে করে নাহি জানে রাজ্য ॥
মহারাস হএ কৃষ্ণের [১৩]বড়ই মাধুর্য।
অন্য কেহ নাহি জানে জানে ভক্তবর্য ॥

(১) বি—এই পংক্তি নাই, পরবর্তী পংক্তিরও 'ব্রজলীলা' শব্দটি নাই (২) ব—অ(শ্চ)র্য্য (৩) বি—চুর্ন ; ব—(চু)র্ণ (৪) ব—অশ(ম্ভা)ব (৫) ব—গুপী কুটি (৬) ব—কিছুহ (৭) ব—বি(জ্ঞা)বর (৮) ব—যোগমায়া (৯) বি—'কৃষ্ণ' নাই (১০) বি—সর্ব্ব ভিন্ন'২গোপি (১১) ব—(স্বা)মি (১২) বি—সংস্কৃতাংশ নাই (১৩) ব—( )ড়ই

প্রকাশ প্রকাশী হইয়া করিলা বিহার।

প্রকাশ প্রকাশী বস্তু[১] একই আকার ॥

অংশাঅংশী[২] নাম ভেদ প্রকাশ অভেদ।

প্রকাশ অভেদ হএ[৩] কহে সর্ব[৪] বেদ ॥

তথাহি ॥

কৃষ্ণের[৬] মাধুর্য লীলা ব্রজ বিহার।

মাতা পিতা সখা সখী করিয়া বিস্তার।

নিত্য লীলা বিহরএ মনুষ্য আকার।

৬৪।২　　মনুষ্য/শরীরে হয় রসের আগার ॥

মাতা কহে কৃষ্ণ মোর বালক আকার[৭]।

সখা কহে কৃষ্ণ[৮] মোর সখা যে আমার

প্রেয়সী কহেন কৃষ্ণ হয় আমার কান্ত[৯]

এহি লীলা সর্বশ্রেষ্ঠ হএ যে একান্ত ॥

ব্রজলীলা করে কৃষ্ণ[১০] নিত্য নূতন।

না জানে রাধাকৃষ্ণ[১১] না জানে গোপীগণ

ইহার কারণ[১২] সব হয়[১৩] যোগমায়া[১৪]।

ত্রিবিধা কর্ম সাধে[১৫] সেহি তিন হইয়া ॥

(১) ব—এক (২) ন—অংশাঅংশিনি ভেদ (৩) ব—'হএ' নাই (৪) ব—সমস্ত (৫) ব—সংস্কৃতাংশ নাই (৬) ব—কৃষ্ণে (৭) বি—আধার (৮) ব—শখা মোর শখা জে(ক্রো)স্ত॥ (৯) ব—জে কান্ত (১০) ব—হয়ে নিতান্ত (১১) ব—হএ আগমন (১২) ব—কারণে (১৩) বি—ঘটান (১৪) ব—যোগমন (১৫) বি—ঘরে(তে বসিয়া)

যোগমায়া রূপে[১] তিনি সর্ব আস্বাদে।

পৌর্ণমাসী হইয়া তবে সর্ব কার্য সাধে॥

[২]কনকসুন্দরী সেহি রাধিকার সখী।

আদ্যাশক্তি করি তারে পুরাণেতে লিখি॥

[৩]তথাহি পদ্মপুরাণে॥

* * * *

তথাহি॥

* * * *

ইহার প্রমাণ অনেক আছএ পুরাণে।

কৃষ্ণের যে কিছু লীলা যোগমায়া করে॥

৬৫।১ এহি মতে [৪]কৃষ্ণের ম/নোরথ পূর্ণ করে।

রাধা[৫]কৃষ্ণে সব লীলা [৬]জানিহ তাহারে॥

এতেক কহিল আমি শুনিল মুকুন্দ।

মধ্যে মধ্যে [৭]প্রশ্ন কৈল বড়ই রসকন্দ॥

তবে পদে ধরি [৮]মোরে বিদাই হইল।

[৯]তাহারে আলাপন করি অনেক [১০]সুখ পাইল॥

সেহি কৃষ্ণ পারিষদ [১১]হএ [১২]যে একান্ত।

তার পুত্র কুমার দেব ছিল যে স্বতন্ত্র॥

(১) ব—সর্ব্ব আছেন নিয়া (২) ব—কনক মন্দিরে ; কিন্তু পরে বহুস্থলে সীতাদেবীকে কনক-সুন্দরী বলা হইয়াছে। (৩) বি—সংস্কৃতাংশ নাই (৪) ব—কৃষ্ণ (৫) ব—কৃষ্ণ (৬) জানি যে (৭) বি—প্রভু (৮) বি—আমার (৯) বি—তাহার (১০) ব—'সুক' নাই (১১) বি—হবে (১২) ব—'জে' নাই

শাবিবেছয় বলে কথাগাব । মাতা কহে হেম্বধ্বমোব বানকথা কাব । সখা কহে হেশ
খামোবেল খাজেকন্ত । প্রেণুলী কহেন হৃষ্ণ ভঞ্চ আমাব বজেকান্ত । এহি নীনা
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হএ জেত কান্ত । এজনীনা কবে হৃষ্ণ ভন্ন যেনিতান্ত । নাজানে বাধাকৃষ্ণ

এ আগমন ইহা কবিবাবেন বহয় যোগমন । নিবিধ কর্ম্ম সাধে সেহি তিন হইয়া ।
যোগমায়া কপে সর্ব্ব যাছেন নিয়া । পৌর্ন্দমাসি হইয়া তবে সর্ব্ব কার্য্য সাধে
কনক মন্দিবে সেহি বাধিকাব সাথি । আত্মা শক্তি কবিতাব পুবাণেতে নিখি ।
তথাহি পাদ্মপুরাণে । যাদেশকাবিনি নিতাশ্রীমদ্বৃন্দাবনেশয়ো । যামচ্ছা

মধ্যেমাসিন্দমা কাবি পৌর্ন্দমাসিকা । তথাহি । এবিস্থানে শানিনোকঃ কুমতিব্ব
ধকাবিনী । নীতাদিস খিজেষ্ঠা কিন্ধবি মুবা যোস্তয়ো ।। ইহা কহ্মমাণ হয়
নেক যাছেএ পুবাণে । কংথেওবজে কিছু নীনা যোগমাযা কবে । এইমতে হৃষ্ণ ভস

৬৪

পৌত্র হইয়াছে তার সনাতন রূপ।
[১]পণ্ডিত নহিবে কেনে মুকুন্দ স্বরূপ॥
তোমার শিষ্য সেহি দুই বৈষ্ণব [২]আচার।
যতন করিয়া এবে [৩]করিবে প্রচার॥
আচার্য করিব তারে শক্তি সঞ্চারিয়া।
চিন্তা না করিয় তুমি সুখে রহ যাইয়া॥
তবে শ্রীনাথ বোলে চরণে পড়িয়া।
দণ্ডবৎ করি চলে বিদায় হইয়া॥
[৪]মাসেক রহি শান্তিপুর প্রভু সম্ভাষিল।
অনেক মনের কথা সকল জানিল॥
গৌড়ে পত্র লিখি তবে শ্রীনাথ পঠাইল।
দুই [৫]ভাই পত্র পাইয়া বিস্তার জানাইল॥
প্রভু [৬]কহিলেন কিছু চিন্তা না করিয়।
তোমার দুহার কৃপা বড়ই জানিয়॥

৬৫।২ এহি যে কহিল প্রভুর অপূর্ব বর্ণন।
ইহা যেহি শুনে পায় প্রভুর চরণ॥
রাধাকৃষ্ণ লীলা একান্ত সেহি জানে।
ভক্তের [৭]মহিমা প্রভু প্রসঙ্গে জানাইল॥

(১) বি—পংক্তি নাই (২) বি—স্বরূপ (৩) বি—করিব (৪) ব—মাস এক (৫) ব—ভাইয়ে তার বিস্তার জানিল; বি—ভাই (পত্র পাইয়া) বিস্তার জানাইল (৬) ব—কহেন (৭) ব—প্রসঙ্গ প্রভু মহিমা জানিবে

ভক্তবৎসল[1] কৃপা ভঙ্গিতে কহিল[2]।

যে কর্ম করিবে তাহা সকল জানাইল ॥

শ্রীশান্তিপুরনাথ পাদপদ্ম করি আশ।

অদ্বৈত মঙ্গল কহে হরিচরণ দাস ॥

ইতি শ্রীঅদ্বৈতমঙ্গলে যৌবনলীলানুসারে চতুর্থাবস্থায়াং শ্রীনাথসংবাদে রূপসনাতনকৃপাবর্ণনং নাম চতুর্থ-সংখ্যা সমাপ্তা ॥

(১) ব—বাৎসল্য ; বি—বৎসল্য (২) ব—জা কহিল

পঞ্চম অবস্থা

প্রথম সংখ্যা

জয় জয় অদ্বৈত প্রভু অগতির গতি।
যে আনিল[1] মহাপ্রভু হুঙ্কার সংগতি॥
সীতা ঠাকুরাণী বন্দো প্রভুর যে শক্তি।
তাহার নন্দন[2] বন্দো করিয়া ভকতি॥
শ্রীগুরু শ্রীচরণ[3] বন্দিএ বারে বার।
তাহার কৃপাতে লীলা স্ফুরএ[4] আমার॥
এবে লিখিব[5] প্রভুর বৃদ্ধ-লীলা।
পঞ্চম[6] অবস্থা যাহাকে বলিলা॥
বৃদ্ধ যৌবন প্রভুর একই সমান।
তার আজ্ঞায়[7] বৃদ্ধ আমি লিখিল প্রমাণ॥
৬৬।১ পঞ্চম/অবস্থাতে কহে[8] লীলা যে বিস্তর।
সীতার পরিণয় আদি[9] হয় মহত্তর॥
মহাপ্রভু প্রকটিলা পঞ্চম অবস্থাতে।
নিতাই চৈতন্য লইয়া আনন্দ কৈলা যাতে॥

(১) ব—নিল (২) বি—তনয় বন্দো বিবরিয়া ভক্তি (৩) ব—শ্রী (ক্ষ) ২ (৪) বি—স্ফুরিবে (৫) খিব (৬) ব—পঞ্চ (৭) ব—আজ্ঞা (৮) বি—হয় (৯) বি—জে মোহোত্তর

এহি পঞ্চম অবস্থার কথা শুন মন দিয়া।
আনন্দে শুনহ সবে প্রফুল্ল হইয়া ॥
এবে কহিব প্রভুর বিবাহ চরিত্র।
সীতা দেবীর শুন এবে বড়ই মহত্ত্ব ॥
সপ্তগ্রামের গ্রাম নারায়ণপুর নাম।
চতুর্দিকে [১] বিল হয় সমুদ্র সমান ॥
সমুদ্র [২] মন্থনে লক্ষ্মী প্রকট হইলা।
ক্ষীরোদ মধ্যে যেন [৩] ঘর তাহাতে জন্মাইলা ॥
সেহি গ্রামে [৪] নির্মল কুল নৃসিংহ [৫] ভাদুড়ী।
তাহার ব্রাহ্মণী হয় [৬] পতিব্রতা বড়ী ॥
[৭] ভিক্ষা-বৃত্তি [৮] নির্বাহ হয় সর্বকাল।
সীতা [৯] দেবী কন্যা হইল মান্য সকল ॥
নৃসিংহের ঘরে আবির্ভাব লক্ষ্মীরূপা।
[১০] সেহি দিন অবধি ধন লক্ষ্মীর হইল কৃপা ॥
লক্ষ্মী বলিয়া [১১] কথা কেহ না করিয় হেলা।
ললিতার জ্যেষ্ঠ সখি ব্রজে তার লীলা
[১২] ব্রজলক্ষ্মী হয় এহো পৌর্ণমাসী নামে।
৬৬।২ কনকসুন্দরী নাম [১৩] কুঞ্জবন ধামে ॥

(১) ব—বি(ল) যএ (যত্র?) (২) ব—(মথ)নে (৩) ব—(ঘ)র ; বি—'ঘর' নাই (৪) ব—নি(র্ম্ম)ল ; বি—নিরমল (৫) ব—ভাতুড়ি ; বি—লাহুরি (৬) ব—প(তি)ব্রতা (৭) বি—ভিক্ষা সেহি দিন ২ বৃতি সর্ব্বকাল (৮) ব—নৃর্ভা (৯) ব—দেবীর কন্যা হইয়া (মস্তে) (১০) বি—বিধিবলে সখির হইল তাহে কৃপা (১১) বি—'কথা' নাই (১২) ব—ব্রজে (১৩) ব—কুঞ্জ নাম

ইহার বিস্তার কথা কহিব পশ্চাৎ।
[১]এবে জন্মলীলা লিখিএ বিখ্যাত ॥
ভাদ্রমাস শুক্লপক্ষ চতুর্থী এক প্রহর দিবস।
এহিকালে জন্ম হইল [২]পৃথিবী পরশ ॥
বাদ্যভাণ্ড অনেক [৩]ব্রাহ্মণে ধন দিলা।
নৃসিংহের [৪]ভাণ্ডার অক্ষয় হৈলা ॥
মৃত্তিকায় পাইয়া কন্যা কোলে করি লৈলা।
মাতা যে [৫]প্রসব হৈলা কিছুই না জানিলা ॥
পিতা [৬]যে তাহার নাম সীতা রাখিলা।
গুপ্ত নাম কনকসুন্দরী প্রকটিলা ॥
রূপ লাবণ্য বৃদ্ধি হয় দিনে দিনে।
তার ছোট ভগিনী হইলা শ্রী নামে ॥
ব্রজের পরিকর দুঁহে যোগমায়া প্রকাশ।
শ্রীকৃষ্ণ পাঠাইয়া দিলা অদ্বৈতের পাশ ॥
[৭]বিবাহ লাগিয়া পিতা চিন্তিত হইলা।
সেহিকালে শ্যামদাস প্রভুকে জানাইলা ॥
মোর বাঞ্ছা হয় প্রভুর সন্তান [৮]রহি যায়।
পৃথিবী নিস্তার তবে অনায়াসে হয় ॥

(১) ব—তবে (২) বি—প্রিথিবির (৩) ব—ব্রাহ্মণ (৪) বি—ভাণ্ডারে জে অনেক হইলা (৫) বি—প্রবল (৬) ব—'জে' নাই (৭) ব—বিবাহের (৮) বি—চলি

প্রভু কহে বৃদ্ধকাল আমাকে কন্যা দেবে কে।
কি জানি কৃষ্ণের ইচ্ছা তোমার বাক্যে ॥

৬৭।১ ঈশ্বর ইচ্ছাএ প্রভু ঈশ্বর-প্রেয়সী[১]।
প্রকট হইলাছে মনে আমি ভাল/বাসি[২] ॥

প্রভু কহে শ্যামদাস বড় বাড়ি কর[৩]।
ভক্ত ইচ্ছা সর্বকাল কৃষ্ণ কর দড় ॥

ভঙ্গি বুঝি[৪] শ্যামদাস অন্তঃপুরী কৈল।
শালগ্রাম ভাগবতের[৫] এক প্রকোষ্ঠ করিল ॥

গঙ্গাতীরে যাত্রা করি নৃসিংহ ভাতুড়ী।
ফুলিয়ার ঘাটে আইল মৃত্যু শঙ্কা করি ॥

ব্রাহ্মণীর পরলোক ছুই কন্যা সাথে[৬]।
কন্যা বিবাহের চেষ্টা করে যাতে তাতে ॥

বালিকা কন্যা ছুই পিতার সেবা করে।
সামগ্রী আহরে ভৃত্যে সীতা পাক করে[৭] ॥

সীতার হস্তের পাক অমৃত সমান।
ভোজন করিয়া তুষ্ট হএ তাতে[৮] প্রাণ[৯] ॥

অস্বস্তি[১০] দূর হৈল নৃসিংহ যায় ইতি উতি।
ছুই কন্যা সাথে যায় লইয়া সংহতি[১১] ॥

(১) ব—প্রিয়-যশি (২) বি—বাসি (৩) ব—(ক)র (৪) ব—বুঝিয়া (৫) বি—ভাগবত প্রকাস করিল (৬) শাতে (৭) বি—আচরে (৮) বি—তার (৯) পান (১০) ব—এই পংক্তি নাই (১১) ব—সঙ্গতি

আর দিন শান্তিপুর ভগবতী পূজা।
সব লোক আইল তথা[১] আইল[২] সব প্রজা ॥
কন্যা সঙ্গে লইয়া ভাতুড়ী আইলা।
তুলসীর কাছে আসি প্রণাম করিলা ॥
প্রভু জপ করে শিখা উড়ে মন্দ[৩] বায়।
৬৭।২ পক্ক/শিখা[৪] শরীর কন্দর্পের ন্যায় ॥
কাঞ্চন তিরস্কার[৫] (?) করি প্রভুর শরীর।
সীতা দেবীর মৃগ নেত্র হইল[৬] তাহার স্থির ॥
প্রভুর[৭] নেত্রে নেত্র লাগিল সীতার।
নেত্র দেখি অঙ্গীকার হইল দোঁহার ॥
প্রভুর ঐশ্বর্য জানি ভাতুড়ী স্তুতি করে[৮] সর্বকাল
কন্যার মরম বুঝি ভাতুড়ী হইল বিকল ॥
জামাতা[৯] দেখি কন্যা লৈয়া আইল বাসাঘরে।
শ্যামদাস আইলা তাহার মন্দিরে[১০] ॥
ভাতুড়ী সম্মান করি বসাইলা তারে।
কন্যা বিবাহের কথা[১১] পুছিলা ভাতুড়ীরে ॥
ভাতুড়ী কহে যৈছে কন্যা[১২] তৈছে পাই পাত্র।
কন্যা বিবাহ দিব না রাখিব এক রাত্র ॥

(১) বি—'তথা' নাই (২) ব—হয়ে যে প্রজা (৩) বি—'মন্দ' নাই (৪) ব—পক্ক সিকা ; বি—পক্ক সিআ (৫) ব—তেস্কার ; বি—ন্যেতকার (৬) ব—হই (৭) প্রভু বোলে ত্রিনেত্র লাগীল (৮) বি—'করে' নাই (৯) ব—যাত্রা (১০) বি—নিঅরে (১১) ব—'কথা' নাই (১২) ব—মোর কন্যা ভাল পাত্র

শ্যামদাস কহে তোমার কন্যা[১] ভাগ্যবতী।
ঈশ্বর পরিণয় কর হইয়া সম্মতি॥
নৃসিংহ কহে প্রভু হয় যে তপস্বী।
কুলধর্ম নাহি জানে বৃদ্ধবয়সী[২]॥
তাহার প্রতাপ বড় জানি সর্বকাল।
কন্যা দিলে মোর গোষ্ঠী না বুলিবে ভাল॥
পরিবার কুটুম্ব সকলে পুছিব।
৬৮৷১ তোমা/রে উত্তর ইহার তবে আমি দিব॥
কন্যা অঙ্গীকার যদি করে প্রভু মোর[৩]।
সম্মতি করিয়া দিব কুটুম্ব সকল॥
সীতাকে পুছিলাম কি কহে ব্রাহ্মণ।
সীতা কহে বিপ্রের হয় সত্য বচন॥
[৪]তুমিত জানহ সকল[৫] ঈশ্বরের স্বতন্ত্র[৬]।
কুটুম্ব পুছিলে তুমি হবে পরতন্ত্র॥
কন্যার কথা শুনি[৭] কহে শ্যামদাস।
কহ যাইয়া দিল কন্যা আমি তব দাস॥
তবে শ্যামদাস[৮] আসি প্রভুকে কহিলা।
পরশু বিবাহ হবে সবে[৯] জানাইলা॥

(১) ব—'কন্যা' নাই (২) ব—বি(জ্ঞ, দ্ধ)এ বসি (৩) ব—মোরে (৪) ব—তুমিহ (৫) বি—ইনি ঈশ্বর স্বতন্ত্র (৬) ব—স(ত্র) (৭) ব—শুনিয়া (৮) ব—শ্যাম আসি (৯) ব—সভাকে

[1]সে সব গ্রামী লোক দেশ অধিপতি।
সকলি [2]নিমন্ত্রিল লইয়া সম্মতি ॥
কেহ কহে তপস্বীর বিবাহ দেখি যাইয়া।
কেহ বোলে ঈশ্বর সেহি [3]চল যতন করিয়া ॥
শিষ্য সব আইল পরম আনন্দ মনে।
নৃপতি আইলা সামগ্রী আহরণে ॥
বাদ্যভাণ্ড নৃত্যগীত নৃপতি সমাজ।
[4]যার যেহি কার্যে নিযুক্ত করে সেহি রাজ ॥
সেহি রাজা হয় যদুনন্দনের শিষ্য।
তার বাক্যে আইল রাজা [5]বিবাহের উদ্দেশ্য।
এহি রাজা বড় হয় ভক্ত যে প্রভুর।
৬৮।২　আজ্ঞা নাহি [6]তবু করে/সেবা যে প্রচুর ॥
আজ্ঞাতে করএ সেবা সেবক কনিষ্ঠ।
বিনা আজ্ঞাএ করে [7]সেবা সেবক হয় শ্রেষ্ঠ ॥
[8]বাহ্যে নির্দেশ অন্তরে সুখ জানি।
সেবা করে সেবক সর্বশ্রেষ্ঠ তাকে মানি ॥
যদুনন্দন আচার্য হয় প্রভুর [9]প্রিয় পাত্র।
রাজা দুই ভাই হিরণ্য গোবর্ধন তত্র ॥

(১) বি—সেবক গ্রামি　(২) ব—নি(ম)ন্ত্রি　(৩) ব—(　　)　(৪) বি—রাজা জেহ নিজুক্ত করে সেহ রাজ　(৫) ব—বিবাহে　(৬) বি—ন (　)　(৭) বি—'সেবা' নাই　(৮) ব—বার্য্যের (৯) ব—বড়

দুই শিষ্য লইয়া আচার্য করিলা নির্বন্ধ।
যে কিছু চাহিএ সব করিল সমারম্ভ[১] ॥
নব দোলা করি প্রভুকে[২] লইয়া গেলা।
এক ঈশ্বর লীলা সভারে দেখাইলা ॥
ফুলিয়ার ঘাটে গঙ্গাতীরে সমাজ[৩] করিলা।
সেহিখানে কন্যাদান ভাদুড়ী করিলা ॥
বিবাহের ক্রিয়া শাস্ত্রে যে কিছুই[৪] হয়।
সেহিখানে সকল করি ঘরে তবে যায় ॥
প্রভুর সেবা করেন সীতা একান্ত হইয়া।
পাক সেবা করেন সীতা যতন করিয়া ॥
সীতা রন্ধন করি শালগ্রাম সমর্পি।
প্রভু[৫] বৈসে ভৃত্য লইয়া প্রসাদ তবে অর্পি ॥
সীতার হস্তের পাক অমৃত সমান।
প্রভু কহে কৃষ্ণযোগ্য হএ যে প্রধান ॥
৬৯।১ শ্রীরাধিকা/র হস্তের পাক কৃষ্ণ খাইলা।
অন্যের হস্তের পাক স্পৃহাও[৬] না হইলা ॥
যদবধি[৭] সীতাদেবী আইলা গৃহেতে।
সেদিন[৮] হইতে প্রসাদ পান সীতার স্বহস্তে ॥

(১) বি—সমাব(ম্ভ) (২) ব—প্রভু বোলাইয়া (৩) বি—সোভা জে (৪) ব—কিছু (৫) বি—প্রভুরে সে নত্য লইআ প্রসাদ জে অর্পি (৬) ব—স্পৃহাই; বি—তেমত না (৭) ব—অবধী (৮) বি—যবি

শ্রী-ঠাকুরাণী সীতার কনিষ্ঠ ভগিনী।
নৃসিংহ ভাদুড়ী প্রভুরে দিলা যে আপনি ॥
আর কোথা যাব[১] আমি পাত্র আনিতে।
এহো কন্যা তোমারে দিল সেবা যে[২] করিতে ॥
তবে[৩] শ্রীরে বিবাহ করিলা সীতানাথ।
দোহে চরণ সেবে হইয়া এক সাথ ॥
সীতা অদ্বৈত দোহ প্রভু[৪] যে জানিয়া।
শ্রী-ঠাকুরাণী সেবে নিয়ম করিয়া ॥
ব্রাহ্ম মুহূর্তে উঠি সীতা স্নানাদি করিয়া।
প্রভুর পূজার সজ্জা[৫] দেন আহরিয়া ॥
গঙ্গাতীরে দেন লইয়া আপন হস্তেত।
ঘরে আসি পাক সেবা করেন ত্বরিত ॥
ভোগ লাগাএ শালগ্রাম বড়ই হরিষে।
ভোগ দেখি প্রভু কহে[৬] পরম সরসে ॥
কৃষ্ণ যোগ্য পাক তুমি করহ সত্য মানি।
শ্রীকৃষ্ণ খাইবে আসি তোমার হস্তে জানি ॥
৬৯।২　　সী/তা কহে তুমি কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ।
তোমার দাসী আমি এহি যে প্রসাদ ॥

(১) ব—আর (২) ব—'যে' নাই (৩) ব—শ্রির ; বি—তারে (৪) ব—'যে' নাই (৫) বি—সর্জ্জ দেন ; ব—সজ্যা দেও (৬) বি—হএ

একদিন প্রভুর ইচ্ছা হইল[১] যেমনে।
নব বধূ সবে দেখে না জানে ইহার গুণে॥
মনুষ্যের মনোবৃত্তি চমৎকার হৈলে[২]।
কারো কিছু মনে লয়[৩] মুখে[৪] নাহি বোলে॥
শিষ্য[৫] বোলাইলা প্রসাদ পাইতে।
সভা করি আপনে বসিলা মধ্যেতে॥
সীতা পরিবেশে প্রভু করেন[৬] ভোজন।
চতুর্দিকে শিষ্যগণ যেন পুলিন নির্জন॥
হস্তেতে[৭] পরিবেশন অন্ন-ব্যঞ্জন।
কেশ-জট[৮] আচম্বিতে খসিল তখন॥
দুই হস্ত[৯] সম্ভালি তখন অন্ন পরিবেশেন।
আর দুই হস্ত দিয়া লাজে[১০] কেশ বান্ধেন॥
চারি হস্ত দেখিয়া সভার হইল চমৎকার।
প্রভু কহে সীতা এহি কলি যুগ প্রচার॥
তবে সম্বরিলা[১১] সীতা সেহি দুই হস্ত।
সেহি দিন অবধি ঈশ্বরী জানিলা সভে তত্ত্ব[১২]॥
পুরুবে গোকুলে[১৩] বিহরে দুইজন।
এবে শান্তিপুরে তারে দেখে[১৪] সর্বজন॥

(১) ব—হই (২) বি—না দেখিলে (৩) বি—না লয় না শুনে না বোলে (৪) ব—মুখে (৫) ব—শিষ্ট (৬) ব—প্রসাদ করে (৭) বি—আস্তে ব্যস্তে (৮) ব—কেশকব্‌ট আচম্বিত (৯) বি—হস্তে থালি অন্ন পরিবেসিলি (১০) বি—বান্ধিলা জে বেণি (১১) সম্ভরিলা (১২) ব—শ্রেষ্ঠ (১৩) বি—গোলক বিহারি (১৪) ব—দেখি

গোলকনাথ প্রকট[১] হইলা শান্তিপুরে।

৭০।১　সবলোক কহে প্রভু মনেত বিচারে ॥

ভক্তভাব আস্বাদিতে আইলা পৃথিবীতে।

আমি কৃষ্ণ হইলে তবে[২] নহে মনোরীতে ॥

তাহাতে আনিব এবে[৩] ব্রজেন্দ্রনন্দন।

রাধা কৃষ্ণ দুই তত্ত্ব[৪] একই মিলন ॥

প্রতিজ্ঞা করিয়া[৫] তবে তপস্যাতে গেলা।

গঙ্গাজলে দাঁড়াইয়া তপস্যা করিলা ॥

এহি যে কহিল তবে সীতার পরিণয়।

মনেতে আনন্দ পাইল শুনিতে সভায় ॥

মুই ক্ষুদ্র জীব হইয়া কি জানি বর্ণিতে।

যে লেখাএ প্রভু সেই[৬] লিখি যে নির্ণিতে[৭] ॥

শ্রীশান্তিপুর নাথ পাদপদ্ম করি আশ।

অদ্বৈত মঙ্গল কহে হরিচরণ দাস ॥

ইতি শ্রীঅদ্বৈতমঙ্গলে বৃদ্ধলীলা-পঞ্চমাবস্থায়াং প্রভুবিবাহবর্ণনং[৮] নাম প্রথম-সংখ্যা ॥

(১) ব—বেহার　(২) বি—'তবে' নাই　(৩) ব—'এবে' নাই　(৪) ব—ত(ত্ত্ব?)　(৫) ব—'করিয়া' নাই　(৬) ব—শে　(৭) বি—প্রেমেতে　(৮) প্রভুর বিবাহ বর্ণনং

দ্বিতীয় সংখ্যা

জয় জয় প্রভুর আর্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
জয় জয় নবদ্বীপ গ্রাম যাহে ধন্য॥
জয় জয় সীতানাথ চরণ কমল।
জয় জয় শান্তিপুর বসতি নির্মল॥
জয় জয় শ্রীগুরু বৈষ্ণব প্রধান!
তুমি মোরে কৃপা করি করাহ[1] বর্ণন॥
৭০।২ একদিন সীতা দেবী করি জো/ড় কর[2]।
প্রভুরে করয়ে স্তুতি উদ্ধার[3] পামর॥
সব জীবে দয়া করিতে[4] তোমার অবতার।
মোরে কৃপা নাহি হয় কি বিচার ইহার॥
প্রভু কহে তুমি হও রাধিকার সখী।
পৌর্ণমাসী রূপে হও সভার গুরু দেখি॥
কৃষ্ণের যতেক লীলা তোমার অধিকার।
লোক নিমিত্ত দীক্ষাবিধি চাহিএ[5] আচার॥
রাধাকৃষ্ণ উপাস্য বস্তু[6] সর্ব পরতত্ত্ব।
তোমারে কহিব কিছু তাহার মহত্ত্ব॥

(১) ব—করহ (২) বি—করিতে (৩) বি—বিনএ আচরি (৪) ব—করি (৫) ব—চাহি (৬) ব—বার্ণ)

[1]অষ্টাদশ অক্ষর মন্ত্র দিলা সীতাকে।
রাধাকৃষ্ণ দোঁহা স্বরূপ জানাইলা তাকে ॥
কৃষ্ণের চাতুর্য গুণ রাধার মাধুর্য।
[2]রাধাভাবগুরু হএ কৃষ্ণ করে আর্য ॥
[3]বাম স্বভাব রাধার কটাক্ষ [4]লোকন।
কৃষ্ণ হএ ব্যগ্র তাহে [5]সমুখ বচন ॥
[6]রাধার হাস্য হএ দেখি পরতন্ত্র।
কৃষ্ণ তাহে লজ্জা পাএ [7]নহেন স্বতন্ত্র ॥
রাধিকার [8]প্রীতে কৃষ্ণ সদাই বিভোল।
কৃষ্ণের একান্ত গুণে রাধা নহে [9](মু)ল ॥
সেহি প্রীতি [10]আচরণে বৃন্দাবনে রহে।
৭।১।১　[11]সে কৃষ্ণের ক্রিয়া [12]হএ আ/র কিছু নহে ॥
[13]সেই রাধাকৃষ্ণ যে ভাবে রাত্র দিবা।
তুমি তাহার [14]করহ অনুকূল সেবা ॥
একান্ত বিহার কৃষ্ণের ইচ্ছা শক্তি আমি।
সম্পূর্ণ মঞ্জরী নাম কৃষ্ণ মোর স্বামী ॥
স্বামীর আজ্ঞাএ হই রাধিকার সখী।
বিরলে বিহার হয় সেবা করি দেখি ॥

(১) ব—অষ্টদশ　(২) ব—রাধার ভাব　(৩) ব—বামা　(৪) ব—লোলন　(৫) বি—সমুখ　(৬) বি—রাধারাহাবয় দেখি　(৭) ব—নহে　(৮) ব—প্রীতি……বি(ভো)ন।　(৯) বি—(মু)ল　(১০) ব—আচরি　(১১) বি—সেই　(১২) ব—'হএ' নাই　(১৩) ব—সে　(১৪) ব—কর

[১] সেবাকালে আর কেহ না রহে নিকটে।
আমার [২] আজ্ঞা হএ রূপ মঞ্জরী নিকটে ॥
চরণ সেবন তথা বসন সমান।
[৩] ব্যজন করিএ আর তাম্বূল অর্পণ ॥
রাধিকার অন্তরঙ্গ কৃষ্ণ ইচ্ছাশক্তি।
কৃষ্ণের অন্তরঙ্গ [৪] রাধিকায় দেখি ভক্তি ॥
সেহি রাধাকৃষ্ণ এবে তারে প্রকটিব।
নবদ্বীপে আনি তারে প্রকট করিব ॥
তাহারে ভজিব আমি সেহি অনুরাগে।
কহিল সকল কথা শুন মহাভাগে ॥
তবে [৫] নমস্কার করি প্রভুরে পুছিএ।
ব্রজে [৬] যূথেশ্বরী কৃষ্ণের অনেক আছএ ॥
চন্দ্রাবলী তাহে হয় বড় গর্ববাণ্।
ব্রজপুরে খ্যাত বড় তাহার সম্মান ॥
৭১।২ প্রভু কহে শু/ন কহি তুমি কৃষ্ণ পক্ষ।
কৃষ্ণের করিতে চাহ সর্বধর্ম রক্ষ ॥
চন্দ্রাবলী হএ [৭] তার দক্ষিণা স্বভাব।
অনেক যূথেশ্বরী কৃষ্ণের নিত্যা হয় সব ॥

(১) ব—সেকালে (২) বি—আজ্ঞাএ রূপমঞ্জরি প্রকটে (৩) ব—ব্যসন (৪) বি—দেখি রাধিকার
(৫) বি—নমস্করি পুন প্রভুরে (৬) ব—(স্ক)ভেশ্বরি (৭) ব—দক্ষি স্বভাব

চন্দ্রাবলী তার মধ্যে সুন্দরী হয় বড়।
[১]পূর্ব প্রেয়সী বলি খ্যাত সেহি দড়॥
পরকীয়া লীলার রসপুষ্টি লাগি।
সখীতে সখীতে [২]রাগ(?) হয়ে বড় ভাগী॥
কৃষ্ণের [৩]যে হয় বড় কাম [৪]ক্রীড়া প্রবল।
গোপীসব কামরূপা হএ যে [৫]প্রবল॥
সেহি গোপীর মধ্যে [৬]যূথ হয় বহুতর।
[৭]তার মধ্যে রাধা চন্দ্রাবলী সর্বোপর॥
রাধিকার সৌরভ কৃষ্ণ যবে পায়।
চন্দ্রাবলী বঞ্চনা করি তথা যায়॥
চন্দ্রাবলীর স্নেহ [৮]ক্ষতের সমান।
রাধিকার স্নেহ হয় মধুর [৯]আস্বাদন॥
সর্ব উৎকর্ষ রাধিকা জানিবার লাগি।
বহু সখী প্রকটিলা [১০]ব্রজে অনুরাগী॥
[১১]ব্রজের বিহার হএ পরকীয়া স্বভাব।
নিত্য বিহার [১২]হয় পরকীয়া ভাব॥

(১) ব—সর্ব্ব (২) ব—(রা)শ ; বি—বোল (৩) বি—হএ কাম (৪) ব—ক্রিয়া (৫) বি—সকল (৬) ব—অন্ত ; বি—(যুত) হএ (যুতের) সমান (৭) বি—চার পংক্তি নাই (৮) ক্ষতে (৯) ব—আ(স্ব)ন (১০) বি—ব্রজ (১১) ব—ব্রজের বেহার পরকিয়া (১২) বি—কৃষ্ণের পরকীয়া

তথাহি সনৎকুমারে[1] ॥

পরকীয়াভিমানিন্যস্তথা তস্য প্রিয়া জনাঃ।

৭২।১ প্রচ্ছন্নেনৈব ভাবেন রময়ন্তি নিজপ্রিয়ম্ ॥

—[পদ্মপুরাণ, পাতালখণ্ড—৫২।৬]

রাধিকার প্রেমে[2] কৃষ্ণ কৈশোর সফল।

ব্রজ ছাড়ি[3] কৃষ্ণ না যায় একক্ষণ ॥

তথাহি তত্রৈব[4] ॥

বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য নৈব গচ্ছাম্যহং ক্বচিৎ।

নিবসাম্যনয়া সার্দ্ধমহমত্রৈব সর্ব্বদা ॥

—[পদ্মপুরাণ, পাতালখণ্ড—৫১।৭৮]

ইহার বিস্তর তত্ত্ব[5] তুমি সব জান[6]।

কন্দর্প[7] সুন্দরী নাম তুমি তাহে ধর[8] ॥

তোমার সেবাতে কৃষ্ণ[9] বড় তুষ্ট হৈয়া।

কৃষ্ণ[10] রাখিলা নাম কনকসুন্দরী বলিয়া ॥

সেহি তুমি সেহি আমি সিদ্ধান্ত জানিবা।

এবে দাস অভিমানে কৃষ্ণ ভজিবা ॥

এতেক কহিয়া প্রভু শ্রী পানে চাহিলা।

প্রভুর আজ্ঞাএ সীতা সেবক করিলা ॥

(১) বি—সংস্কৃতাংশ নাই (২) ব—প্রেম (৩) ব—এক্ষণ না জাএ কখন (৪) বি—সংস্কৃতাংশ নাই (৫) বি—'তত্ত্ব' নাই (৬) বি—জান না (৭) কনকসুন্দরী (?) (৮) বি—ধরনা (৯) ব—আমি (১০) বি—এই পংক্তি নাই

শ্রীঠাকুরাণীকে দীক্ষা[১] দিলা যে বিধানে।
বামাপ্রখরা[২] বলি খ্যাত তেঁহো জানে॥
এহি যে কহিল দুঁহার দীক্ষার বিধান।
জঙ্গলি নন্দিনী দুই[৩] সেবক প্রধান॥
সীতা ঠাকুরাণীর শিষ্য সেহি দুই জন।
পূর্বে বীরা বৃন্দা[৪] রহে ব্রজবন॥
জঙ্গলি প্রখর বড় প্রভাব প্রচণ্ড।
নন্দিনী মৃদু হয়ে মধুরস দণ্ড॥
৭২।২ সী/তা গোসাঞি তাহারে পূর্ণ[৫] স্ত্রী(?) করাইলা।
সেহি অনুরূপে দোঁহে ভোজন করিলা॥
জঙ্গলি হএ বীরা রহে বৃন্দাবনে।
বৃন্দাবন আগমন কৃষ্ণ সেবা জানে॥
দোঁহারে শক্তি সঞ্চারি কৃপা যে করিলা।
পুরুষ শরীর স্ত্রী প্রকট হইলা॥
পূর্বে[৬] পৌর্ণমাসীর বীরা বৃন্দা যে শিষ্য।
এবে সেহি ঈশ্বরীর[৭] সেবক নি(কু)শ্য[৮] (?)॥
জঙ্গলির ঐশ্বর্য শুন সর্বজনে।
ভজনের প্রভাব দেখিল তাহা হনে[৯]॥

(১) বি—সিক্ষা দিলেন বিধানে (২) ব—রামাপ্র(খ)রা; বি—বামাপ্রখর সকলি উদ্ধতো কেহ জানে। (৩) ব—হই (৪) বি—বিন্দা (৫) ব—পূর্ব্বস্তি; বি—পূর্ব্ব স্থিতি (৬) ব—পূর্ব্ব (৭) বি—সিজশ্বরির (৮) বি—নি(র্ভিষ্য) (৯) বি—(স্থা)নে

গৌড় নিকট হএ নির্জন এক বন।
ব্যাঘ্র ভালুক রহে বড়ই দুষ্ট জন॥
মনুষ্য না যাএ তথা দশ বিশ জনে।
তথা গেলে পুন না আইসে ভুবনে॥
সেহি বনে রহেন যাইয়া এক কোঠা[১] করি।
নির্জনে করেন সেবা মনেতে আচরি॥
স্ত্রী স্বরূপে সেবা করে বসি[২] সেহি বনে।
কৃষ্ণ লাগি সামগ্রী করএ আপনে॥
একদিন সেহি বনে ব্যাধ আইল কতজন।
ঘর দেখি নিকট আইল ব্যাধ(?)[৩] আচরণ॥
সেহি[৪] ঘরে আসিয়া দেখে এক নারী।
মনুষ্যের গমনাগমন নাহি সেহি পুরী॥
ব্যাঘ্র ভালুক রহে চারিপাশে[৫] তার।
মধ্যে রহিয়াছে[৬] তবে সেহি অনিবার॥
৭৩।১ ঘরে দুগ্ধ আবর্তে দেখিল/স্ত্রী বেশে।
পশ্চাৎ[৭] তাহাকে দেখে বৈরাগী হইল শেষে॥
বড় ভক্তি করি তাকে[৮] দণ্ডবৎ কৈলা।
আশ্চর্য দেখিয়া তবে রাজাকে[৯] জানাইলা॥

(১) বি—টৌটা (২) ব—'বসি' নাই (৩) ব—(লোধ?) ; বি—পরিস (৪) বি—জল খাব বলি ঘরে দেখে (৫) ব—যে চারিপাব (৬) বি—রহিআ মন্দ ২ হাসে অনিবার (৭) ব—পণ্ডিত তথা দে.দে বৈরাগী (৮) বি—তবে (৯) ব—জারে

[১]গৌড়পতি পাতশা শুনি সব বিবরণ।
[২]শিকার করিতে তথা করিল গমন॥
দুই প্রহর দিনে [৩]যবে নিকটে আইল।
পিয়াসে মরে সব লোক জল মাগিল॥
এক করোয়া জল [৪]দিলেন [৫]সমুখে।
সকলে খাইল জল পিয়াস নাহি থাকে॥
স্ত্রী দেখি পাতশা কহে [৬]এহি এথা কেবা।
জঙ্গিলি কহে [৭]যে আমি এথা করি সেবা॥
ব্যাধ কহে মহারাজা এহি পুরুষ প্রধান।
এবে স্ত্রী হইয়াছে জানহ বিধান॥
তবে রাজা কহে [৮]তুমি পুরুষ হইয়া।
স্ত্রী বেশ [৯]কেনে কর বনেতে রহিয়া॥
জঙ্গিলি কহে স্ত্রী আমি হই সর্বকাল।
রাজা কহে স্ত্রী [১০]আন করিয়া বিচার॥
তবে এক স্ত্রী আনিল গ্রাম হইতে।
[১১]বস্ত্রে আবরণ [১২]করি দেখে ঋতু অবস্থাতে॥
পাতশা শুনিয়া তবে [১৩]চমৎকার হইলা।
পুনর্বার পুরুষ রূপ তবে দেখাইলা॥

(১) বি—গৌড় পাতসা পতি সেই বুণি বিবরণ (২) বি—সিকারের ছন্দ করি করিলা (৩) ব—'জবে' নাই (৪) ব—দিল (৫) বি—পাতসাকে (৬) বি—তুমি (৭) বি—রহি এথা হৈই জেবা সেবা (৮) ব—বুণ মন দিয়া (৯) বি—কৈলে তুমি (১০) বি—আনি দেখাহ সকাল (১১) ব—(বস্ত্রে) (১২) ব—দেখে (১৩) বি—আশ্চর্য্য

পাতশা ভকতি করি চরণে পড়িল।
গ্রামে চলহ তুমি অনেক যত্ন কৈল ॥
৭৩।২ জঙ্গলি কহে আমি হই/[১] এই বনবাসী।
এইখানে রহি আমি করিয়া সাহসী ॥
পাতশা কহে তুমি কিছু [২]আমার ঠাঁই চাহ।
[৩]জঙ্গিলি বোলে [৪]চাহি [৫]জঙ্গলি মোরে দেহ ॥
লোক [৬]লাগাইয়া তবে পুরী করি দিল।
[৭]জঙ্গলি-কোঠা নাম [৮]একথা(?) হইল ॥
[৯]এইমত জঙ্গলি প্রতাপ বহুতর।
সাধক দেহে সিদ্ধি [১০]করে রসবর ॥
সীতা ঠাকুরাণীর শিষ্য অনন্ত অপার।
[১১]বড় ভক্ত সীতার নন্দিনী আকার ॥
সংক্ষেপে কহিলা [১২]কিছু হুহার বর্ণন।
গ্রন্থ বাহুল্য হএ না [১৩]কৈল যতন ॥
শ্রীশান্তিপুরনাথ পাদপদ্ম করি আশ।
অদ্বৈত মঙ্গল কহে হরিচরণ দাস ॥

ইতি শ্রীঅদ্বৈতমঙ্গলে [১৪]বৃদ্ধলীলানুসারে কিঞ্চিৎ-শাখাবর্ণনং পঞ্চমাবস্থায়াং সীতাদীক্ষাবিধানং নাম দ্বিতীয়-সংখ্যা ॥

---

(১) ব—এ ( ) বনে বসি (২) বি—আজ্ঞা দেহ (৩) বি—কিছু বা চাহি আমি জঙ্গলি মোরে দেহ (৪) ব—(চা)হি (৫) ব—জঙ্গ (৬) ব—লাগীয়া (৭) বি—জঙ্গলির টৌটা নাম গ্রামে জে হইল (৮) ব—একঠা)৯) ব—(য)নন্ত দেহের তাপ বহুতর (১০) ব—(করে র)সবর (১১) বি—বড় সিদ্ধ এই জঙ্গলি নন্দনি (১২) বি—ইহার বিস্তার বর্ণন ; ব—কিছু হুহার বিস্তার বর্ণন (১৩) ব—কহিল (১৪) বি—বৃর্দ্ধলিলা পঞ্চম অবস্থায় সিতার দিক্ষা বিধান

তৃতীয় সংখ্যা

জয় জয় সীতানাথ প্রভু[১] যে আচার্য।

মোরে কৃপা কর প্রভু[২] চৈতন্যের আর্য॥

জয় জয় সীতা গোস্বামী করুণা সাগর।

করুণা করহ মোরে দেখিয়া পামর॥

জয় জয়[৩] সীতানাথ শান্তিপুরে ধাম।

চৈতন্য[৪] নিত্যানন্দ[৫] লইয়া যাহাতে বিশ্রাম॥

ভক্তি করি বন্দিএ প্রভুর ভক্ত যত।

একত্রে[৬] বন্দিব যত ভক্ত শতে শত॥

তোমা সভার কৃপাতে[৭] পঙ্গু গিরি[৮] লঙ্ঘে।

দেখুক সকল লোকে করুণা প্রসঙ্গে॥

৭৪।১ শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দের/[৯] জন্ম লীলা কিছু।

বর্ণিতে শক্তি[১০] দেহ আমি অজ্ঞ শিশু॥

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর পাএ প্রণতি অপার।

[১১]অদ্বৈত চৈতন্য তেঁহ[১২] একই আকার॥

তার জন্মলীলা শুন অলৌকিক ব্যবহার।

শুনিতে আনন্দ হএ আনন্দ অপার॥

(১) ব—জয়া(চা)র্য (২) ব—রনস্ত(র বাব্য) (৩) বি—সান্তিপুর প্রভুর নিজধাম (৪) বি—নিতানন্দ (৫) ব—হই (৬) ব—বন্দিয়া (৭) র—প(ঙ্গু) (৮) ব—লঙ্ঘ (৯) ব—পদে ভক্তি কিছু (১০) ব—দেও……অজ্ঞান (১১) ব—বন্দিত (১২) বি—অভিন্ন আকার

রোহিণী বসুদেব একই[১] প্রকাশে

পদ্মাবতী হাড়াঞি[২] পণ্ডিতে যে ভাসে ॥

সেহিকালে অদ্বৈত প্রভু কৃষ্ণ[৩] আস্বাদনে।

প্রথমে বলদেব সংকর্ষণ আনে ॥

পূর্বে দেবকীর গর্ভে ছিলা বড় ভাই।

এবে রোহিণীর গর্ভে জন্মিলা নিতাই ॥

সংকর্ষণ আবির্ভাব অদ্বৈত ইচ্ছাএ।

অনন্ত আনিয়া পৃথিবীতে জন্মাএ ॥

কথদিনে পদ্মাবতীর গর্ভ পূর্ণ হৈল।

[৪]ধন্য মাঘ মাস দেখি ত্রয়োদশীতে জন্মিল ॥

[৫]শুক্লা ত্রয়োদশী হয় সর্ব সুলক্ষণা।

জন্মিলা বলদেব আসি কমললোচনা ॥

জয় জয় শব্দ হৈল পৃথিবী মাঝারে।

[৬]হলধরে জন্মিল দেখ চমৎকারে ॥

অল্পকালে বল বীর্য প্রতাপ প্রচণ্ড।

সদাএ আনন্দে রহে কভু[৭] নহে বিষণ্ণ ॥

[৮]স্বভাব দেখিয়া পণ্ডিত[৯] হরষিতে।

মস্তকে চুল রাখিলা তিন ভিতে ॥

(১) বি—একত্র (২) বি—পণ্ডিত সে আভাসে (৩) ব—শ্রীকৃষ্ণ আ(হ্বা)নে (৪) বি—ধর্ম্ম (৫) বি—যুক্ত (৬) বি,—হলায়ুধ (৭) বি—কেহ (৮) ব—স্বভাবয়ে (৯) ব—এই শব্দটি এবং পরবর্তী ৪.১/২ পংক্তি নাই ; 'পণ্ডিত' কথাটির পর একেবারে 'সর্ব্বলোক' কথাটি লিখিত হইয়াছে।

নাম নাহি ধরে পণ্ডিত প্রধানে।
গঙ্গা স্নান করিআ পণ্ডিত আছে সর্বদানে ॥
অদ্বৈত তপস্যা করে জানে সর্বলোক ॥
৭৪।২　অদ্বৈত স্মরণে বালকে/র যায় সর্বরোগ ॥
হাড়াঞি পণ্ডিত আসিলা শান্তিপুর[১]।
প্রভুরে নিবেদিলা পুত্রের বিবর[২] ॥
নাম নাহি ধরে[৩] প্রভু সর্ব সুলক্ষণ।
আপনি দেখিলে হয় নাম যে করণ ॥
গঙ্গা স্নান করি বালক করিব মুণ্ডিত।
সর্বদিন কুলধর্ম আছে এহি রীত ॥
আজ্ঞা দেও[৪] গঙ্গা পার আনি সেহি ছলে।
আপনে দরশন দিয়া করহ রক্ষণে ॥
প্রভু কহে পণ্ডিত তুমি বড় ভাগ্যবান।
তোমার পুত্র আন যাইয়া দেখি[৫] বিদ্যমান ॥
তবে পুত্র মাতা সহে[৬] আনিলা গঙ্গাতীরে।
অদ্বৈতের কাছে আইলা পণ্ডিত সুধীরে ॥
কহিল আনিলা পুত্র হাত জোড় করি।
কোথায় তোমার পুত্র দেখিব বিচারি ॥

(১) ব—শান্তিপুরে　(২) ব—বিবরে　(৩) ব—ধরি ; বি—করি　(৪) ব—দেহ　(৫) ব—দেখ
(৬) স(হে)

নগ্ন দেখি[1] কহিল চিন্তা না করিও কিছু।
তোমার পুত্র ঈশ্বর না জানিও শিশু[2] ॥
নৌকায় চড়িয়া প্রভু গেলা গঙ্গার পার।
পুত্র দেখাইলা[3] পণ্ডিত আনন্দ অপার ॥
হাসিয়া অদ্বৈত প্রভু মস্তকে হাত দিল।
পণ্ডিত কহে পুত্র মোর চিরজীবী হইল ॥
শুনহ পণ্ডিত তুমি বড় ভাগ্যবান।
অনন্ত তোমার পুত্র রাখিও সাবধান ॥
৭৫।১ নাম কিবা রাখিবে[4] কহ আমার গোচর।
পণ্ডিত কহে সেই[5] নাম তোমার আজ্ঞাবর ॥
প্রভু কহে বলবীর্য আনন্দ অপার।
নিত্যানন্দ নাম ইহার রাখিল[6] প্রচার ॥
যুগে যুগে নাম আছে কে করুক গণনা।
লোক নিস্তারিব[7] এহি পণ্ডিত অকিঞ্চনা ॥
যে হউক[8] সে হউক[9] তুমি রাখিবা যতনে।
রক্ষা সূত্র বান্ধি[10] দিল দক্ষিণ বাহুমূলে ॥
তবে বালক লইয়া পণ্ডিত গেলা ঘরে।
অদ্বৈত প্রভু আসি[11] তবে তপস্যা আচরে ॥

(১) বি—দেখিল চিন্তা (২) ব—কিছু (৩) বি—দেখি পণ্ডিত হৈলা আনন্দ (৪) ব—রাখিব (৫) ব—শুন (৬) ব—রাখিব (৭) বি—নিস্তারিবে তুই (৮) ব—হও (৯) বি—হও (১০) ব—(বান্ধিয়া) (১১) ব—'আসি' নাই

দিনে দিনে নিত্যানন্দ বাড়িতে লাগিল।
দ্বিতীয়ার চন্দ্র যেন পূর্ণ[১] হইল॥
বাল্য পৌগণ্ড কৈশোর অবস্থা।
মাতাপিতা অন্তর্ধান[২] রহে যথা তথা॥
উদ্ধারণ[৩] দত্ত হয় সখা[৪] অন্তরঙ্গ।
তাহারে লইয়া তীর্থ করে বড় ঢঙ্গ॥
অবধৌত আশ্রম ধরিয়া প্রকটি।
যাহা তাহা[৫] বিচার নাহি পরিপাটি॥
একদিন[৬] নির্জন বনেত রহিলা।
বড় বড় দৈত্য আসি তথাই মিলিলা॥
ব্রহ্মপুরী সেহি ছিল যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ।
দৈত্য ভয় পলাইলা[৭] ছাড়ি যজ্ঞধন॥
দৈত্য সব বিচারএ[৮] যেহি দুইজন।
[৯]বড়ই আশ্চর্য দেখি কমল নয়ন॥
৭৫।২ দৈত্য ডাকি ক/হে শুন মনুষ্য দুইজন।
[১০]এথা কেনে আইলা ছাড়িতে জীবন॥
সব পুরী[১১] উঠিয়া দেখিল মনুষ্য কেহ নাই।
[১২]সকালে খাইব তোমার দুই ভাই॥

(১) বি—পক্ষে পূর্ণ (২) (রহে) (৩) বি—জহ্নবির দত্ত হএ সমনা অন্তরঙ্গ (৪) ব—সাখা (৫) ব—বিচা) (৬) বি—সেই নির্জ্জন ঘরেতে রহিলা (৭) ব—পলাইয়া (৮) বি—বিচারিআ তাদেরে বৈলেন (৯) বি—বড় বড় আচাষ্য দেখি (১০) বি—এখানে (১১) ব—ছাড়ি দেখি (১২) বি—একবারে

তবে প্রভু নিত্যানন্দ পুছিলা দত্তেরে[১]।
অখন কি বুদ্ধি করিবা বোল মোরে ॥
দত্ত[২] বোলে প্রভু আজি ঠেকিলাম বিপাকে।
সর্ব[৩] অস্ত্র ধরি এবে মারহ ইহাকে ॥
নিত্যানন্দ কহে এবে অস্ত্র[৪] কাঁহা পাব।
হরিনাম শব্দ করি দৈত্য ছাড়াইব ॥
প্রাতঃকাল হইল দৈত্য খাইতে চাহে দোঁহে।
সমুখে আসিতে নারে পাছে পাছে রহে ॥
প্রভু ফিরিয়া কহে লও কৃষ্ণনাম।
দৈত্য জন্ম ছুটিবে হইবে গুণধাম ॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ[৫] বলি দৈত্য অট্ট অট্ট হাসে।
কৃষ্ণ[৬] নাম জপি সেহি ভক্ত হইল শেষে ॥
তবে দৈত্য কহে তুমি হও জানি কেবা।
জানিলে[৭] কার্য আছে করি আমি সেবা ॥
তবে নিতাই তাহারে দেখাইল আশ্চর্য।
প্রকাণ্ড[৮] শরীর হইয়া মারে সব রাজ্য ॥
দৈত্য কহে রক্ষা কর জানিল তোমার কার্য।
চরণে পড়িয়া তবে হইল ভক্তবর্য ॥

(১) দৈত্যেরে (২) ব—দৈত্য (৩) বি—পুর্ব্ব মূর্ত্তি ধরি (৪) বি—'অস্ত্র' নাই (৫) ব—বলিয়া
(৬) ব—ভাবে সেহি (৭) ব—(ছু)র্ব্বা (৮) ব—পৌগণ্ড

তারা সবে স্তুতি করে গলে বস্ত্র বান্ধি।

৭৬।১　　আমার/উপায় কহ আমি [১]হন্তারি নিরবধি ॥

ব্রাহ্মণের যজ্ঞ ভঙ্গ করিল অনেক।

[২]ব্রাহ্মণ মরিল যত শতেক শতেক ॥

এহি অপরাধ মোর ক্ষমহ [৩]সভার।

পতিত পাবন নাম ধরহ এহি বার ॥

প্রভু কহিলা উপায় যাও গঙ্গা তীর।

গঙ্গা পরশ হইলে পাপ যাবে দূর ॥

দৈত্য কহে গঙ্গা পরশিতে নাহি অধিকার।

প্রভু কহে এবে যাও আনন্দ অপার ॥

গঙ্গা পার হইয়া যাবা অদ্বৈত [৪]আচার্য স্থানে।

আমার সংবাদ সব [৫]জানাইবা যতনে ॥

এবে তীর্থ যাত্রা আমি করিব কথদিন।

পশ্চাৎ মিলিব [৬]তাতে কহিয় বিদিত ॥

তোমরা কৃতার্থ [৭]হইবে গঙ্গা পরশি।

অনায়াসে পার [৮]হবে এহি ভব রাশি ॥

দৈত্য সব আসিল প্রভুর আজ্ঞা ধরি।

শান্তিপুর আসিলেক অদ্বৈত নগরী ॥

(১) ব—অভাবি নির্বধি (২) বি—ব্রাহ্মণি…কত (৩) ব—শব তার (৪) ব—আচার্য্যের (৫) বি—জানাইহ তানে (৬) বি—তারে করিহ নিবেদন (৭) বি—করিবে (৮) ব—হ(বা)

তপস্যা করে প্রভু সেহিখানে গেল।
ইতিমধ্যে ন্যাস জল অদ্বৈত ফেলিল॥
হঠাৎকারে এহি জল পড়িল দৈত্য গায়।
দিব্যরূপ ধরি স্তুতি করে প্রভু পায়॥
প্রভু কহে কে হও[১] তুমি কোথা হইতে আইলা।
সব বৃত্তান্ত তবে দৈত্য জানাইলা॥
৭৬।২ তবে সেহি দৈত্য/ দিব্য[২] পারিষদ হইয়া।
বৈকুণ্ঠে চলিয়া গেল নিত্য দেহ পাইয়া॥
গঙ্গার মহিমা এহি প্রসঙ্গে জানাইল।
নিত্যানন্দ প্রভুর তত্ত্ব কিঞ্চিৎ কহিল॥
শ্রীশান্তিপুরনাথ পাদপদ্ম করি আশ।
অদ্বৈতমঙ্গল কহে হরিচরণ দাস॥

ইতি শ্রীঅদ্বৈতমঙ্গলে বৃদ্ধলীলা-পঞ্চমাবস্থায়াং শ্রীনিত্যানন্দ-জন্মলীলাবর্ণনং নাম তৃতীয়সংখ্যা॥

(১) বি—'হও' নাই (২) বি—প্রভুর পারিষদ

চতুর্থ সংখ্যা

জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।

আমার প্রভুর[1] প্রভু লোক কৈল ধন্য॥

চৈতন্য কহে মোর আর্য অদ্বৈত প্রমাণ।

অদ্বৈত কহে মোর[2] প্রভু চৈতন্য প্রধান॥

দোঁহার চরণ বন্দি মস্তকে ধরিয়া।

নিত্যানন্দ প্রভু বন্দো ভূমে গড়ি দিয়া॥

জয় জয় নিত্যানন্দ আনন্দ কন্দ।

রোহিণীর পুত্র সেহি[3] প্রকাশ প্রবন্ধ॥

[4]জয় শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র সীতা ঠাকুরাণী।

প্রভুর তনয় বন্দো আর শ্রীঠাকুরাণী॥

শ্রীগুরু প্রভু[5] মোরে সদয় হইয়া।

[6]মহাপ্রভুর জন্ম লিখায় হৃদয়ে প্রকটিয়া॥

শ্রীবৈষ্ণব গোসাঞির পায় [7]করিএ মিনতি।

[8]ক্ষম মোর অপরাধ এহি মোর স্তুতি॥

চৈতন্যলীলা বর্ণিলা কবি-কর্ণপূর।

৭৭।১ তাহাতে জানিবা সব রসের প্রচুর॥

(১) ব—ভৃত্য (২) বি—আর্য্য (৩) বি—প্রকার (৪) ব—জয় জয় (৫) ব—মোর (৬) ব—মহাপ্রভু জন্মলীলা হৃদয়ে (৭) বি—করিঞা (৮) বি—ক্রমভঙ্গ অপরাধ ক্ষেমিবে এই মোর স্তুতি।

অদ্বৈত চৈতন্য প্রভু[১] রসের অপার।
বর্ণনা করিলা তেঁহো অনেক প্রকার ॥
আমি[২] বর্ণিতে হয় যে পুনরুক্তি।
তাহাতে না বর্ণিলা তারে করি ভক্তি ॥
শ্রীপ্রভুনন্দনের আগ্রহ লাগিয়া।
জন্মলীলা কিছু লেখি প্রণতি করিয়া ॥
জম্বুদ্বীপ মধ্যে হয় নবদ্বীপ গ্রাম[৩]।
শ্রীবৃন্দাবন প্রায় গুণময় ধাম ॥
তথাএ[৪] যমুনা বেষ্টিত অর্ধচন্দ্র।
তথা[৫] বহে গঙ্গা যে সেহি প্রায় ছন্দ ॥
গঙ্গা যমুনা দোঁহে আছে এক[৬] ঠাঁই।
কভু[৭] হেথা রহে কভু যায় তথাই ॥
বড় বড় ব্রাহ্মণ দেশে দেশে আসি।
নবদ্বীপ বাস করি হয়[৮]ত তপস্বী ॥
নবদ্বীপ বসতি গঙ্গা যমুনার[৯] ধার।
শতক নির্মিত হয় এথা বহুতর ॥
মহাদেব ক্ষেত্রপাল লিঙ্গরূপে রহে।
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য[১০] সবে পূজে তাহে ॥

(১) ব—প্র(ভু) ; বি—প্রভুর সেবক (২) বি—এই দুই পংক্তি নাই (৩) বি—নাম (৪) ব—তথা
(৫) বি—এথা রহে গঙ্গা দেখি জে সছন্দ। গঙ্গায় জমুনায় আছএ ঐক্যতা। (৬) ঐক (ঠাই)
(৭) ব—(কভু) হইয়া রহে কভু যায় তথাই (৮) ব—হয় (৯) ব—জমুনার (১০) বি—শূদ্র

বৃন্দাবনে গোপেশ্বর তাহার অধিকার ।
[2] নবদ্বীপে তার অংশ ধাম প্রকার ॥
মথুরা বৃন্দাবন যমুনা বড় পূজ্য ।
নবদ্বীপ শান্তিপুর সেহি মত রাজ্য ॥
মথুরা ঈশ্বর স্থান সর্বকাল বিস্তার ।
গোকুলে কৃষ্ণের জন্ম সংক্ষেপ আচার ॥
৭৭।২　গোকুল মথুরা হএ তিন ক্রোশ ।
নবদ্বীপ শান্তিপুর দ্বিগুণ পরিপোষ ॥
নবদ্বীপ শান্তিপুর পৃথিবী [3]মাঝারে ।
ঐছে গ্রাম নাহি আর দৃষ্টান্ত তাহারে ॥
এহি নবদ্বীপ মহাপ্রভুর জন্মভূম ।
মন দিয়া শুন সবে অমৃতের সম ॥
অদ্বৈত প্রকট লীলা করিলা অনেক ।
তপস্যা [4]করি আনিলা গুরুবর্গ [5]যতেক ॥
নন্দ যশোদার প্রকাশ শচী জগন্নাথ ।
শ্রীহট্ট দেশে জন্ম [6]পত্নী পুত্র সাথ ॥
ছয় পুত্র [7]হইল মরিল ক্রমে ক্রমে ।
পুত্র শোকে গঙ্গা বাস আইলা সম্ভ্রমে ॥

(১) ব—বৃন্দাবন গুপেশ্বর (২) বি—বিপুল নির্জ্জন স্থান জমুনা কিনার (৩) বি—উপর (৪) [illegible]
করিয়া (৫) ব—জনেক (৬) বি—পতিপাত্র (৭) বি—হইয়া

নবদ্বীপে আসিয়া দোঁহে গঙ্গা বাস কৈল[১]।
জগন্নাথ মিশ্রকে সম্মান বহু কৈল ॥
এহিরূপে কথদিনে এক পুত্র হইল।
বিশ্বরূপ নাম তার[২] পিতাএ রাখিল ॥
পৌগণ্ড বয়সে সেহি বিশ্বরূপ।
সন্ন্যাসী সঙ্গ পাইয়া হইল স্বরূপ ॥
মাতা পিতা অগোচরে গেল পলাইয়া।
তার শোকে শোকাকুলী শচী মিশ্র হইয়া ॥
রাত্রি দিবা পুত্র লাগি করএ ক্রন্দন।
পড়শী[৩] সকলে তারে করে নিবারণ ॥
ভাল ভাল লোকে কহে[৪] শান্তিপুর আচার্য।
তাহার কাছে তুমি যাও তেঁহো বড় আর্য ॥
তপস্বী তেঁহো বড় বাক্যসিদ্ধ[৫] হয়।
৭৮।১ কতকাল[৬] রহএ তেঁহো নাহি জা/নে কেহ ॥
তবে জগন্নাথ শচী আইলা শান্তিপুরে।
অদ্বৈত তপস্যা করে[৭] গঙ্গার কিনারে ॥
তুলসী পরিক্রমা করি প্রভুরে নমস্করে[৮]।
করজোড় করি দোঁহে মনেতে[৯] বিচারে ॥

(১) ব—করিল (২) ব—তারে (৩) ব—পরশি (৪) বি—'কহে' নাই (৫) বাক্য সিদ্ধি (৬) বি—কতকালের হয় (৭) ব—'করে' নাই (৮) ব—নমস্কার (৯) ব—মনেত বিচার

[১]পাছে প্রভু দুঃখ পায় আমারে দেখিয়া।
কিছুদূর গঙ্গা তীরে রহে দাঁড়াইয়া॥
ফিরিয়া [২]দেখেন প্রভু শচী জগন্নাথ।
হাসিয়া কহেন প্রভু ভাল হইলা তাত॥
নিকটে [৩]আইস তুহে কি লাগিয়া এথা।
বিবরিয়া সমাচার কহে যে সর্ব্বথা॥
পুন দণ্ডবৎ হইয়া নিকটে আইল।
জোড় হাতে জগন্নাথ কহিতে লাগিল॥
[৪]নবদ্বীপে কথদিন করি গঙ্গাবাস।
পুত্রশোকী হই বড় আইল তোমা পাশ॥
প্রথমে পুত্র হইল গেল পরলোক।
এবে এক সন্ন্যাসী হইল তাহার [৫]যে শোক॥
কৃপা করি [৬]আজ্ঞা দেও তুমি নারায়ণ।
শোক দুঃখ [৭]যাউক দূর পাই তোমার বচন॥
প্রভু কহে দুঃখ শোক আর না করিহ।
কৃষ্ণের ইচ্ছাতে সব এমতি জানিহ॥
তোমাকে [৮]কহি এক পুত্র হবে চমৎকার।
সপ্তদিন বাস এথা করহ অঙ্গীকার॥

(১) ব—পিছে　(২) ব—দেখে　(৩) বি—আইলা　(৪) ব—নবদ্বীপ　(৫) বি—হইব শোক
(৬) বি—পল্লা　(৭) ব—জায়　(৮) ব—দিব এক পুত্র হয় চমৎকার

যে আজ্ঞা বলিয়া দোহা রহিলা [১] নিবৃত্ত হইয়া।

৭৮।২ অদ্বৈত হুঙ্কার করে গঙ্গা [২] জলেতে/রহিয়া॥

সপ্তদিন তপস্যা করে হুঙ্কার গর্জন।

জল স্থল কম্পমান হইল তখন॥

কেহ নাহি বুঝে কি লাগি করএ পূজন।

ব্রহ্মাণ্ড ভেদিয়া হুঙ্কার যায় বৃন্দাবন॥

হুঙ্কারে আকর্ষণ করিলা রাধাকৃষ্ণ।

স্রোতে মঞ্জরী দুই আসিল [৩] সতৃষ্ণ॥

উজান বাহিয়া আইল তুলসী মঞ্জরী।

সেই দুই হাতে করি আইলা [৪] গৃহপুরী॥

প্রধান মঞ্জরী দিলা শচীকে খাইতে।

কনিষ্ঠ মঞ্জরী দিলা সীতাকে সাক্ষাতে॥

তবে শচী জগন্নাথ বিদায় করিলা।

অনেক সম্মান করি ঘরে পঠাইলা॥

শচী ঘরে আবির্ভাব কৃষ্ণ সেদিন অবধি।

[৫] সর্বত্র হইল মান্য ঘরে আইল নিধি॥

জগন্নাথ কহে শচী স্বপন দেখিল।

জ্যোতির্ময় তেজ আসি হৃদয়ে পশিল॥

(১) বি—ব্রতি (২) ব—জলে (৩) বি—সত্বর (৪) বি—গৃহপরি (৫) ব—এই পংক্তি নাই।

সেহি তেজ যাইয়া[1] তোমার হৃদয়ে রহিল।
আচার্যের আজ্ঞা বুঝি সিদ্ধ হইল॥
দিনে দিনে শচী[2] গর্ভ হইল আসি পূর্ণ।
এহি মাসে পুত হবে আচার্য কহে তূর্ণ[3]॥
শুভক্ষণ ফাল্গুনী[4] পূর্ণিমা তিথি পাইয়া।
সন্ধ্যা গতে[5] জন্ম হইল আনন্দ[6] পাইয়া॥
৭৯।১ সেহি/কালে চন্দ্রের গ্রহণ পূর্ণ[7] হয়।
সেহি ছলে[8] কৃষ্ণ ধ্বনি গঙ্গা তীরে কয়॥
হরি হরি শব্দ হয়[9] পৃথিবী ভরিয়া।
চৈতন্যচন্দ্রের জন্ম হইল আসিয়া॥
আচার্য প্রভু জানিলেন রহি শান্তিপুরে।
চৈতন্য-জন্ম সীতাকে কহিলা বিবরে॥
ব্রাহ্মণকে[10] দান দিলা গ্রহণের ছলে।
নাম সংকীর্তন করে আনন্দ বিহ্বলে॥
নবদ্বীপে জগন্নাথ মিশ্র পুরন্দর।
পুত্রের কল্যাণে দান দিলা বহুতর॥
প্রাতঃকাল হইল সর্বত্র মনুষ্য পঠাইল।
শান্তিপুর বিপ্র পাঠাই[11] বার্তা তারে দিলা॥

(১) বি—আইতে…হৃদয় (২) বি—গর্ভ আসি হইলেক পূর্ণ (৩) ব—(চূ)র্ণ (৪) ব—ফা(ল্গু)ন
(৫) ব—গত (৬) ব—পৃথিবী আনন্দ (৭) বি—সর্ব্বাত্র (৮) বি—কালে (৯) ব—'হয়' নাই
(১০) ব—ব্রাহ্মণেক (১১) বি—দ্বারে বার্তা পাঠাইলা

পুত্র দেখি হরষিত দোঁহার কলেবর।

গৌরধাম সুন্দর[1] হএ বরজ[2] সুন্দর ॥

জন্মিল পুত্র বড় হইল আনন্দ।

দুগ্ধপান নাহি করে রহেন[3] বিষণ্ণ ॥

তবে মিশ্র আইল[4] আচার্য নিকট শান্তিপুরে।

প্রভুকে কহিল সব সমাচার বিবরে ॥

পুত্র দিলা তুমি প্রভু করিয়া[5] অনেক যতন।

জন্মিয়া দুগ্ধ নাহি খায় হইল কেমন ॥

প্রভু কহে চিন্তা নাহি চল আমি আসি[6]।

শিষ্যগণ সাথে করি চলিলা হরষি[7] ॥

নিম্ববৃক্ষ[8] দ্বারে উচ্চ আছে বড় এক।

তাহাতে ঝুলনা করি শচী রহে পৃথক[9] ॥

৭৯।২ প্রভুরে দে/খিয়া শচী পড়িলা চরণে।

পুত্রদান দেও মোরে করিয়া যতনে ॥

লোকভিড়[10] দূর করি প্রভু গেলা কাছে।

দেখিয়া হাসিয়া কহে কাহে[11] কর ঐছে ॥

তবে মহাপ্রভু তাকে কহিলা যে বাণী।

উপদেশ নাহি করে আমার জননী ॥

(১) ব—সুন্দর হএ (বরজ); বি—সুন্দর হএ রাজ কোঙর (২) ব—(বরজ) (৩) ব—মা রহে (৪) ব—আসিলা আচার্য শান্তিপুরে (৫) বি—করিলা (৬) ব—দেখি (৭) ব—হরিশে (৮) ব—নিমবৃক্ষ (৯) ব—প্‌থেক; বি—পরতেক (১০) ব—লোকের ভিড় (১১) প্রভু কাছে ঐছে

কৃষ্ণমন্ত্র[১] দেও তুমি কৃপা যে করিয়া।
হরিনাম দেও ষোল নাম উচ্চারিয়া ॥
তবে দুগ্ধ পান আমি করিব তাহার।
উপদেশ দিয়া মাতাকে করহ উদ্ধার ॥
শচীকে কহিলা প্রভু শুনহ[২] বচন।
তোমার[৩] পুত্র দুগ্ধ খাবে দেখিল কারণ ॥
স্নান করি আইস এক মন্ত্র কহি আমি।
এখনি সুস্থ হইবা পুত্র আর তুমি ॥
গঙ্গা স্নান করি শচী তুরিত আসিলা।
বীজ উচ্চারিয়া কৃষ্ণমন্ত্র তাকে দিলা ॥
ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর হরিনাম বিচারি।
এহি মন্ত্র জপ তুমি সতত আহরি[৪] ॥
এহি কৃষ্ণ মন্ত্র কাহাকে না[৫] কহিবে।
এহি মন্ত্রে তুমি সর্ব সিদ্ধি পাইবে ॥
[৬]কৃষ্ণকে বাৎসল্য প্রীতি কর রাত্রি দিবা।
এহি পুত্র সাক্ষাৎ তুমি কৃষ্ণ জানিবা ॥
ক্ষুধা লাগিলে যদি করএ রোদন।
স্তন[৭] পিয়াইয়া হরিনাম করিয় উচ্চারণ ॥

(১) বি—সেই (২) ব—শুন আমার বচন (৩) বি—'পুত্র' নাই (৪) ব—আহারি ; বি—[illegible]হরি
(৫) ব—'না' নাই (৬) ব—কৃষ্ণ কেবা অন্ত প্রীত (৭) বি—পিআইও

৮০।১ পুত্র মাথে হাত দেয় শচী দেবী বোলে।
মন্ত্র পড়ি আচার্য প্রভু দিলা শচী কোলে ॥
তবে দুগ্ধ খায় বালক আগ্রহ করিয়া।
জয় জয় শব্দ হইল পৃথিবী ভরিয়া ॥
যতনে রাখিয় শিশু নিমাই নাম এবে।
আর আর নাম ইহার [১] পিছেতে হইবে ॥
আচার্য প্রভুকে ভক্তি করে বহুতর।
আমি সব তোমার দাসী জন্ম জন্মান্তর ॥
শান্তিপুর আসিলা প্রভু [২] বড়ই হরিষে।
সীতাকে কহিলা আসি এ সব বিশেষে ॥
এহিরূপে মহাপ্রভু বাড়িতে লাগিলা।
পশ্চাৎ অনেক লীলা ক্রমে ক্রমে কৈলা ॥
অদ্বৈত আচার্য [৩] প্রভুর এহি সব নাট।
ভক্ত অবতরি কৈলা চৈতন্যের হাট ॥
এহি [৪] লীলা তারে স্ফুরে অদ্বৈত কৃপা যারে।
অদ্বৈত কৃপা বিনে চৈতন্য কৃপা নাহি করে ॥
জন্মিয়া মাতাকে কৃপা করাইল ছলে।
আর কেবা অন্য আছে [৫] জানিয় সকলে ॥

---

(১) ব—পীছে (২) ব—বড় (৩) ব—প্রভূ (৪) বি—'লিলা' নাই (৫) বি—জানত

যবে যারে কৃপা করয়ে মহাপ্রভু ।
[১] আচার্যের কৃপা আগে করান তভু ॥
যে জন আচার্যের সেহি মোর প্রাণ ।
চৈতন্য প্রভুর বাক্য [২] এহি যে প্রধান ॥
৮০।২   শ্রীশান্তিপুরনাথ পাদ প/দ্ম করি আশ ।
অদ্বৈত মঙ্গল কহে হরিচরণ দাস ॥

ইতি শ্রীঅদ্বৈতমঙ্গলে বৃদ্ধ[৩]লীলানুসারে পঞ্চমাবস্থায়াং
[৪] শ্রীমহাপ্রভুজন্মলীলাবর্ণনং নাম চতুর্থ সংখ্যা ॥

(১) ব—আচর্য্য·· ··করেন তভু (২) বি—এবে (৩) বি—লিলাএ পঞ্চম (৪)

[1] বন্দে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু মোর যে সাক্ষাৎ।
দ্বিতীয় চৈতন্য প্রভু হয় যে বিখ্যাত॥
[2] শ্রীসীতাঠাকুরাণী বন্দো তাহার তনয়।
যাহার আজ্ঞাএ এহি [3] গ্রন্থ যে হয়॥
পুরুষোত্তম পণ্ডিত বন্দো সখা প্রবীণ।
অদ্বৈত চৈতন্য এক করিল [4] যে জন॥
[5] পণ্ডিত হয় দোঁহার কৃপার ভাজন।
তেঁহ যে কহিল তাহা শুন সর্বজন॥
[6] পুরুবে দোঁহার জন্ম হইল একত্র।
এবে সেঞি এক [7] পিছে হইলা স্বতন্ত্র॥

[8] তথাহি॥

*   *   *   *

[9] প্রথমে সেহি কৃষ্ণ অদ্বৈত স্বরূপ।
পশ্চাৎ হইলা [10] দুই হইয়া ভিন্নরূপ॥

৮।১।১ তথাহি॥ /যত্নন্দনস্য॥

(১) বি—বন্দো (২) বি—'শ্রী' নাই (৩) বি—পুস্তক (৪) ব—নির্মিত। (৫) বি—আচার্য্য পণ্ডিত হএ দোহ কৃপার (৬) বি—পূর্ব্বে দুই ঘরে জন্ম (৭) বি—হই পিছে (৮) বি—সংস্কৃতাংশ নাই (৯) বি—প্রথম অদ্বৈত হইল কৃষ্ণ স্বরূপ (১০) বি—ইহ

শ্রীরাধিকা কৃষ্ণ দোঁহো একত্র করিয়া।
কৃষ্ণচৈতন্য প্রভু প্রকট হইয়া[১] ॥
অন্তঃকৃষ্ণ বহির্গৌর স্বরূপ করিয়া।
জগন্নাথ ঘরে প্রকট হইলেন[২] আসিয়া ॥
পূর্ণ[৩] হই প্রভু করে দাস অভিমান।
ভক্তাবতারের হয়[৪] এহি যে প্রধান ॥
অদ্বৈত হুঙ্কার করি বোলএ স্বভাবে।
চৈতন্য আমার প্রভু ভজ যাইয়া তাহারে ॥
চৈতন্য বোলে ভাই যে ভজিবা মোরে।
অদ্বৈত ভজিলে[৫] আমি কৃপা করি তারে ॥
সিদ্ধান্ত কথা এই[৬] শুন মন দিয়া।
যে জন অদ্বৈত ভজে চৈতন্য পায় যাইয়া ॥
তাহাতে[৭] বিশ্বাস নাহি যেহি জন।
ইহকাল পরকাল নরকে গমন ॥
নিত্যানন্দ বলরাম সেহি বড় ভাই।
অদ্বৈত প্রকাশ রূপ[৮] চৈতন্য গোসাঁঞি ॥
তিনে এক একে তিন ভিন্ন ভেদ নাই।
যেহি করে ভিন্ন সেহি কৃষ্ণ নাহি পায় ॥

(১) ব—করিলা (২) ব—করিলা আসিলা (৩) ব—পূর্ণতর (৪) ব—'হয়' নাই (৫) ব—চরণ আমি (৬) ব—'এই' নাই (৭) বি—ইহাতে (৮) ব—স্বয়ং চৈতন্য

৮।১।২ কামদেব পণ্ডিত প্রভুর অষ্টক/করিল।
মহাপ্রভু [১] তুষ্ট হইয়া তারে কৃপা [২] কৈল॥

তথাহি॥

* * * *

অষ্টক শুনি মহাপ্রভু কহিল নির্ধার।
কামদেব যে কহিল সেহি যে আমার॥
এহি কামদেব হএ কৃষ্ণের অংশ।
মহাদেবের শাপে হইয়াছিল ধ্বংশ॥
এবে জানিও সবে অদ্বৈত [৩] বামভুজা।
জিতেন্দ্রিয় হবে তবে [৪] ইহারে কর পূজা॥
শুন কামদেব তুমি আমার বচন।
কৃষ্ণকে করাইলা তুমি বনে গোচারণ॥
এবে তোমার লীলা রাখিও গোপনে।
অদ্বৈত চরণ ভজ করিয়া যতনে॥
আলিঙ্গন করি মহাপ্রভু হাস্য আচরে।
ভঙ্গি করি বহু কৃপা করিলা যে তারে॥
তবে আসি কামদেব প্রভুরে নিবেদিল।
প্রভু আনন্দ পাইয়া কোলেতে করিল॥

(১) ব—তারে তুষ্ট (২) ব—করিল (৩) বি—বাম (?) দ্র.—৮।১।২৩ (৪) ব—হইবেক পূজা

একদিন শারদ[১] সময়ে গঙ্গাতীরে।
বসি আছেন সীতানাথ কনক কেশরে॥
৮২।২　কামদেব বামে ডাইনে পু/রুষোত্তম।
আর শিষ্য সবে রহে পশ্চাৎ অনুক্রম॥
কৃষ্ণকেলি যমুনা এহি বড় ভাগ্যবতী।
বৃন্দাবন বিহার প্রভুর হইল যে স্মৃতি॥
রাধাকৃষ্ণ দোঁহ করে জলেতে[২] বিহার।
রাধিকারে কৃষ্ণ করে দেখ অনিবার॥
অদ্বৈত কহে কামদেব দেখ কৃষ্ণ তোর[৩]।
আমার সখীরে কৃষ্ণ করে এত জোর॥
এত বলি হাত ধরি জলেতে নামিল।
রাধিকার পক্ষ করি[৪] কৃষ্ণকে হারাইল॥
সব ভক্ত জলে[৫] খেলে প্রভুকে লইয়া।
রাধিকার জয় বোলে হাসিয়া হাসিয়া॥
জয় জয় ধ্বনি শুনি সীতা ঠাকুরাণী।
শ্রী[৬] সঙ্গে আইলা গঙ্গাতীরেতে আপনি॥
কথদূরে রহি দেখে প্রভু জলে খেলে।
প্রভু কহে এবে কৃষ্ণ হইল সরলে[৭]॥

(১) ব—শকলা ; বি—সব দাস মত　(২) ব—জলে　(৩) ব—(জু)র　(৪) বি—চৈই　(৫) ব—জন
(৬) অঙ্গে　(৭) ব—বরণে

কৃষ্ণের সহায় করিতে আসিয়াছ তুমি।
হারিলেন আগে কৃষ্ণ [১]তোমাও জিনি আমি ॥
হাসিয়া ঘরেতে গেলা দুই ঠাকুরাণী।
জলে হইতে উঠিলা প্রভু যে আপনি ॥
কিবা কহিলা প্রভু সীতা হাসি গেল।
কেহ না বুঝিল কিছু সংশয় পড়িল ॥
কামদেব বলে প্রভু সংশয় দূর কর।
৮৩।১ কিভাবে খেলিলা জলে [২]কহিবা/বিচার ॥
প্রভু বোলে কামদেব শুন পুরুষোত্তম।
[৩]রাধিকার সখী আমি হই যে মধ্যম ॥
আমার সাক্ষাৎ কৃষ্ণ হারায় সখীরে।
[৪]জোরাজোরি (?) করে কৃষ্ণ কে সহিতে পারে ॥
সখীর পক্ষ হইয়া আমি হারাইল তারে।
কৃষ্ণ পক্ষ [৫]লইতে সীতা আইল যে তীরে ॥
হারিয়া যে কৃষ্ণচন্দ্র পরাজয় মানিল।
এবে কি [৬]কহিব তুমি সীতারে কহিল ॥
শুনিয়া হাসিয়া সীতা গৃহে চলি গেল।
কনকসুন্দরী সীতা তোমারে কহিল ॥

(১) বি—তোমাএ (২) বি—করিব্বা (৩) ব—রাধিকা (৪) ব—বলাজোরি (৫) বি—হইতে
(৬) বি—কহিবে

ললিতাদি সখীর জ্যেষ্ঠ সখী হয়।
কৃষ্ণ[1] যবে হারেন তবে তার পক্ষ হয় ॥
আমি [2]শ্রীরাধিকার পক্ষ অনুচরী।
এহিরূপে ব্রজলীলা নিত্য বিহারী ॥
সেহি কৃষ্ণ সেহি রাধা ব্রজবিহারী।
সেহি কৃষ্ণ সখী হইয়া দোঁহো সেবা করি ॥
রাধিকার সেবাতে কৃষ্ণ হয়[3] স[4]তৃষ্ণ।
সেহিকালে সখী আমি করি [5]সব প্রশ্ন ॥
এহি সব কথা তুমি মনেতে [6]রাখিবা।
যতনে রাখিও তুমি কারো না কহিবা ॥
এতেক কহিয়া প্রভু শিষ্য [7]সভা মাঝে।
বসিয়াছেন পূর্ণচন্দ্র তাহাতে বিরাজে ॥

৮৩।২ প্রভুর [8]মুখে শুনিল যে/হি দেখিল প্রকট।
মনেত রাখিয়া সেহি [9]লিখন প্রকট ॥

ত্রিপদী ॥ করজোড় করিয়া মাথে কহিল যে সীতানাথে
প্রভু মোরে কৃপা দৃষ্টি কর।
তোমার লীলা যত তাহা বা কহিব কত
অঙ্গীকার কর এহিবার ॥ ১ ॥

(১) ব—জারে (২) বি—শ্রীরাধিকা সখি পক্ষ অনুচারি (৩) ব—'হএ' নাই (৪) বি—সন্তুষ্ট (৫) বি—সর্বশ্রেষ্ঠ (৬) বি—ভাবিবে (৭) ব—সব (৮) ব—'মুখে'—নাই (৯) বি—লিখিল অকপট

জন্মে জন্মে ফিরি ফিরি মনুষ্য জনম ধরি
পাইয়া আছোঁ চরণ তোমার।
রাধাকৃষ্ণ ব্রজলীলা প্রসঙ্গে সব জানাইলা
সেহি কৃপা কর এহিবার ॥ ২ ॥

তোমার মধুর বাণী মনস্থির হএ শুনি
কৃপা কর আপন স্বভাবে[1]।
আমি বড়ই দীন ভজন সাধন হীন
তোমা পদ[2] এহি মনে ভাবে ॥ ৩ ॥

তুমি কৃষ্ণ গোকুলচন্দ্র চৈতন্য আর নিত্যানন্দ
তিন হইয়া এবে বিহর।
একে তিন তিনে এক লীলা কর যে পৃথক[3]
শ্রীরাধিকার ভাব উচ্চতর ॥ ৪ ॥

রাধিকার ভাব লইয়া গৌরাঙ্গ প্রকটিয়া[4]
ব্রজলীলা করিলে[5] সাক্ষাৎ।
তেহোঁ সেব্য সর্বকাল জানাইলা বৃদ্ধ-বাল
মুই দাস অভিমান তাত ॥ ৫ ॥

(১) বি—সভাবে (২) বি—তুয়া পদ এই মাত্র সারে (৩) বি—করে প্রথক (৪) বি—প্রকট হৈলা
(৫) ব—করিল

তুমি যেই সেই জানে   সেহি এহ[১] তুমি মানে
তার সঙ্গে কর হরি[২] লীলা।
তোমা দোঁহার তত্ত্ব   নিত্যানন্দ জানে মাত্র[৩]
৮৪।১   আর কে জানিব/এহি খেলা ॥ ৬ ॥

পৃথিবীতে অবতরি   হুঙ্কার গর্জন করি
রাধাকৃষ্ণ করিল প্রকট।
এসব তোমার লীলা   কৃষ্ণনাম সভে দিলা
মুই অধম রহিল সংকট ॥ ৭ ॥

তোমার পবিত্র লীলা   দেব দ্বিজ জানাইলা
কৃষ্ণচৈতন্য গুরু বলে।
আমি ক্ষুদ্র জীব হইয়া   কিমতে জানিব ইহা
জানিব যে[৪] সদয় হইলে ॥ ৮ ॥

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য রূপ   নিত্যানন্দ তার[৫] স্বরূপ
তুমি হও সভার অগ্রগণ্য।
পৃথিবী তারিলে সব   তাহে নাহি বিপ্লব
মো পাপীরে কর এবে ধন্য ॥ ৯ ॥

---

(১) বি—জেই (২) বি—এহি লিলা (৩) ব—মত্র (৪) ব—'জে' নাই (৫) ব—"তার স্বরূপ...... এবে ধন্য"—এই অংশটুকু নাই

মোরে[১] যদি তারিতে পার তবে সে জানিব বড়
অশেষ পাপের পাপী আমি।
সীতানাথ কর দয়া করুণা দেখ[২] রইয়া
হরিচরণ দাস[৩] তরাও তুমি ॥ ১০ ॥

পয়ার ছন্দ ॥ এই[৪] যে প্রভুর লীলা শান্তিপুরে বসি।
করিলা অনেক খেলা পরম হরষি[৫] ॥
প্রভুর লীলার অন্ত[৬] ব্রহ্মা নাহি জানে।
মুই ক্ষুদ্র জীব হইয়া কি[৭] করি বাখানে ॥
তবে যে লিখিএ আমি তার কৃপা বলে।
আমি তার আজ্ঞা ধরি হৃদয় কমলে ॥
হরিদাস কৃষ্ণদাস কঠিন জানিয়া।
হরিচরণ দাস প্রভু মোরে কর দয়া ॥
এক দিনের[৮] এহি লীলাএ বর্ণিল।
৮৪।২ দিনে দিনে[৯] এহি/লীলা কিঞ্চিৎ লিখিব ॥
শ্রীশান্তিপুরনাথ পাদপদ্ম করি আশ।
অদ্বৈত মঙ্গল কহে হরিচরণ দাস ॥

ইতি শ্রীঅদ্বৈতমঙ্গলে বৃদ্ধলীলা-পঞ্চমাবস্থায়াং[১০] জন্মলীলা
তথা কামদেবসৌভাগ্যবর্ণনং নাম পঞ্চম-সংখ্যা ॥

(১) ব—তারে (২) বি—'রৈআ' নাই (৩) বি—ত্রাতা হও তুমি (৪) ব—নহি (৫) ব—হরিসে (৬) ব—"ব্রহ্মা নাহি জানে" নাই (৭) ব—কহিব মণে (৮) বি—লিলা জেই বর্ণিব (৯) বি—ঐছে ......বর্ণিব (১০) ব—জনলীলা

ষষ্ঠ সংখ্যা

শ্রীশান্তিপুরনাথ বন্দো অভেদ চৈতন্য।
চৈতন্য আনিয়া এহো লোক কৈলা ধন্য॥
সীতা ঠাকুরাণী [1]বন্দো রাধা প্রাণসখী।
তাহার তনয় বন্দো প্রেমময় দেখি॥
শান্তিপুর গ্রাম বন্দিএ যতনে।
তাহাতে প্রভুর লীলা হয় রাত্রি দিনে॥
[2]চারি ক্রোশ শান্তিপুর গঙ্গা দুই পাশে।
[3]রঙ্গণের শ্রেণী সব গঙ্গাতে ডাল ভাসে॥
নারিকেল দুই পাশে জাঙ্গাল সারি সারি।
অশ্বত্থ বৃক্ষ মধ্যে তাহাতে আচরি॥
[4]খাজুর তলাতে হয় ছায়া মনোহর।
রত্নে [5]খচিত যেন হয় তরুবর॥
বিপ্রসব [6]বাস করে প্রভুরে বেষ্টিত।
বড় বড় তপস্বী প্রাচীন [7]বিদিত॥
গ্রীষ্মকালে [8]শান্তিপুর গঙ্গার নিকটে।
সন্ধ্যাসময় সবে বৈসে যাইয়া তটে॥

(১) ব—'বন্দো রাধা' অস্পষ্ট (২) ব—(চা)ই (৩) ব—বন্দনের (৪) বি—খাজু'র তেতলি তাল ছাআ (৫) ব—খুচির (৬) ব—বসি ; বি—বসতি প্রভুরে (৭) বি—পণ্ডিত (৮) ব—চৈত্রো শান্তিপুর নিকটে

৮৫।১ বেদধ্বনি কোলাহল শাস্ত্র[১] ব্যাখ্যান।
দেব মুনি গন্ধর্ব সব দরশনে[২] যান॥
মনুষ্য বেশে আইসেন না জানে কেহো তাকে।
প্রভুরে প্রণাম করি যান আপনাকে॥
শান্তিপুরের[৩] শোভা কি বলিব আমি।
কৃষ্ণ আবির্ভাব[৪] যাহে কৃষ্ণ যার স্বামী॥
এবে কহি প্রভুর সন্তান বিবরণ।
পুত্র হইলা আসি প্রদ্যুম্ন[৫] সমান॥
অচ্যুতানন্দ জন্মিলা মহাপ্রভুর অংশে।
কনিষ্ঠ তুলসী মঞ্জরী খাইয়াছিলা শেষে॥
প্রভুর তনয় প্রথম[৬] হইলা সর্বশ্রেষ্ঠ।
সীতার তনয় খ্যাত বড়ঞি প্রকষ্ঠ[৭](?)॥
সীতার শিষ্য তেঁহো মোহন মঞ্জরী।
রাধাকৃষ্ণ মন মোহে সেবা যে আচরি॥
প্রভুর শাখা হয়েন প্রভুর অনুসার।
অভেদ চৈতন্য তেঁহো জানিল সংসার॥
একদিন সীতা গোসাঞি মহাপ্রভু লাগি।
দুগ্ধ আবর্তন করি রাখিয়াছেন ঢাকি॥

(১) ব—হএ (২) ব—জান দরশন (৩) ব—শান্তিপুর সোভা হয় কি (৪) ব—আ(চুর্ভাব) (৫) প্র(দ্যো)ম; দ্র—৮৩।২।১০ (৬) ব—'প্রথম' নাই; বি—প্রথম হইয়াছিল শ্রেষ্ঠ (৭) প্রকৃষ্ট?

গঙ্গা স্নান করেন অচ্যুতা মহাপ্রভু।
বাল্যলীলা জলক্রীড়া করিলা যে বহু॥
বিলম্ব দেখিয়া প্রভু গেলা গঙ্গাতীরে।
৮৫।২　মহাপ্রভু লজ্জা [১] পাইলা অচ্যুতা আইলা/ঘরে॥
এতক্ষণ জল খেল অন্ন শুকাইল।
[২] অন্ধের লড়ি তুমি শচীর সকল॥
আমার এথাতে থাক তাহে তেঁহ সুখী।
ভোজন করহ আসি হাত ধরি [৩] ডাকি॥
আসিলা প্রভুর সাথে হাসিতে হাসিতে।
ভোজন করিব এবে চলহ আগেতে॥
ইতিমধ্যে আগে আসি অচ্যুতানন্দ।
ঘরে দুগ্ধ [৪] ঢাকা দেখি পাইল আনন্দ॥
[৫] সেহিত ভাণ্ডের দুগ্ধ সকল খাইল।
তাহা দেখি ঠাকুরাণী ক্রোধিত হইল॥
সীতাদেবী দেখিয়া মারিল এক চাপড়।
অঙ্গুলির দাগ লাগি রহিল অতি বড়॥
মহাপ্রভু [৬] বসিলেন ভোজনে একল।
অচ্যুতা বলিয়া ডাকে ভোজনে সকল॥

(১) বি—পাইলেন দেখি তারে　(২) ব—(আন্দনের লড়ি); বি—অন্দনের লড়ি……একল॥
(৩) ব—রাখী (৪) ব—ঢাকিল পাইব (৫) বি—এই দুই পংক্তি নাই (৬) ব—বসিলা

আসি দোঁহে বসিলা ভোজন করিতে।
মহাপ্রভুর গায় দাগ চাপড় সহিতে॥
সীতা কহে দাগ লাগাইল কোথা।
আমারে প্রতীতি করি শচী[১] পাঠায় এথা॥
যথা তথা যাও তুমি খেলিতে ফিরিতে।
একথা শুনিলে শচী মরিবে আত্মঘাতে[২]॥
এত শুনি মহাপ্রভু কহেন[৩] সীতাকে।
এখনি মারিলে তুমি এখনি কহ কাকে॥
৮৬।১ তোমার/হস্তের দাগ দেখ নিরখিয়া।
মাটি[৪] করিলে শিক্ষা দিবে কি করিবে কৈয়া॥
অচ্যুতানন্দ দুগ্ধ খায় মারিলে তাহাকে।
এ বড় আশ্চর্য তুমি কহিলা আমাকে॥
অচ্যুতানন্দ আমি একই শরীর।
ভেদ বুদ্ধি কদাচিৎ[৫] না করিও ধীর॥
তবেত[৬] অদ্বৈত প্রভু সীতাকে কহিলা।
আমার কথাতে তুমি প্রতীত না হৈলা॥
সেদিন অবধি[৭] অচ্যুতানন্দের প্রভাব।
অতিশয় হইল দেখে লোক সব॥

(১) ব—সিতা (২) বি—নিজ হাতে (৩) ব—কহে (৪) ব—(মা)ইলে ; ত্র—৯২।১।২৩ (৫) বি—তুমি না করিহ বুদ্ধির (৬) ব—তবে (৭) ব—বড়ই

[১] কৃষ্ণচৈতন্য অচ্যুতানন্দ প্রকট যে হয়।
অন্তরঙ্গ সখী হইয়া ব্রজে বিহরয় ॥
ইহাতে সন্দেহ কিছু না করিও আর।
চৈতন্য [২] লইয়া আইলা ব্রজ পরিকর ॥
যেবা কেহ অন্য অন্য ধামের ভক্ত আইল।
তাহারে মহাপ্রভু ব্রজ পরিকর করিল ॥

তথাহি চৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে ॥ [৩] মহাপ্রভুক্তং ॥

বৃন্দারণ্যান্তরস্থঃ সরস বিলসিতে নাত্মনাত্মানমুচ্চৈ
রানন্দস্যন্দবন্দীকৃত মনসমুরীকৃত্য নিত্যপ্রমোদঃ।
৮৬।২ বৃন্দারণ্যেকনিষ্ঠান্ স্বরুচিসমতনূন্ কারয়ি/ষ্যামি যুষ্মা
নিত্যেবাস্তেঽবশিষ্টং কিমপি মম মহৎ কর্ম্ম তচ্চাতনিষ্যে ॥

অপিচ ॥

দাস্যে কেচন কেচন প্রণয়িনঃ সখ্যে ত এবোভয়ে
রাধামাধবনিষ্ঠয়া কতিপয়ে শ্রীদ্বারকাধীশিতুঃ।
সখ্যাদাবুভয়ত্র কেচন পরে যে বাবতারান্তরে
ময্যাবদ্ধহৃদোখিলান্ বিতনবৈ বৃন্দাবনাসঙ্গিনঃ ॥

অদ্বৈত। তথাস্তু

(১) বি—কৃষ্ণ মোর অচ্যুত (২) ব—হইয়া (৩) বি—সংস্কৃতাংশ নাই

অন্য ধামের পরিকর ব্রজে[1] ভক্ত করিলা।
[2]ইহারা ব্রজের পরিকর সদা নিত্য লীলা॥
প্রভুর দ্বিতীয় পুত্র শ্রীবলরাম।
রূপে গুণে[3] যোগ্য বড়[4] অনিরুদ্ধ নাম॥
সীতার পুত্র তেহো[5] শিষ্য অনুপাম।
[6]প্রভুর অনুসার হয় সর্বোত্তম॥
শাস্ত্রে প্রবীণ শক্তি প্রভু তারে দিলা।
রাধাকৃষ্ণ সেবা ভক্তি বিস্তর করিলা॥
প্রভু একদিন কহে শুন বলরাম।
বেণুগীত কৃষ্ণের শ্রবণে অনুপাম॥
বলরাম কহে কৃষ্ণের[7] বেণু ধ্বনি[8] কি মাধুরী।
[9]ত্রিজগৎ মোহিলা মোহিল গোপনারী॥
যার বেণু শুনি হয় জগৎ[10] অচেতন।
৮৭।১ সবে অনুগত হয় না রহে/ভুবন॥
[11]গোপীকার ধৈর্য ধ্বংস করিল সকল।
[12]বিভ্রমে আসিয়া মিলে হইয়া বিকল॥
গোপীকার মন কৃষ্ণ আকর্ষণ লাগি।
বেণু অস্ত্র[13] করিলা অবলা বধ লাগি॥

(১) বি—ব্রজের (২) ব—ইহার (৩) বি—সুন্দর (৪) অনিরুদ্ধ; ব্র—৮৫।১।৮ (৫) ব—'শিষ্য' নাই (৬) বি—এই চার পংক্তি নাই (৭) ব—প্রভু কৃষ্ণের (৮) ব—'কি' নাই (৯) ব—এ জগত (১০) ব—বস্তু (১১) ব—গোপি ধৈর্য্য বংশ করিল (১২) ব—বিভ্রমে (১৩) ব—করি

লোক লজ্জা ভয় বনে[1] যাইতে না পারে।
পথপানে নেত্র দিয়া ছলেত[2] ফুকারে ॥
এহি যে কৃষ্ণের লীলা অচিন্ত্য অপার।
প্রভু কহে কৃষ্ণের[3] লীলা সেহি পায় পার ॥
রাধাকৃষ্ণ প্রেমরাশি[4] সেহি বলরাম।
বেণু মঞ্জরী নাম অতি অনুপাম ॥
তৃতীয় পুত্র প্রভুর হয় শ্রীগোপাল।
সীতার[5] শিষ্য তেঁহো অত্যন্ত প্রবল ॥
মহাপ্রভুর কৃপা বড় আছিল তাহাকে।
[6]গোকুলে গোপাল বলি মহাপ্রভু ডাকে ॥
জগদীশ রূপ আর দুই পুত্র।
সীতার পুত্র যেহি পঞ্চ পবিত্র ॥
শ্রীঠাকুরাণীর পুত্র কৃষ্ণ মিশ্র নাম।
ভক্তিতে[7] প্রচণ্ড[8] বড় বজ্রনাভ[9] সমান ॥
সীতাঠাকুরাণীর[10] শিষ্য প্রভুর অনুসার।
মদনগোপাল পট্ট প্রভু হাতে দিল তার ॥
বৃন্দাবনে প্রকট[11] করি ছিল যে গোপাল।
সেহিকালে পট্ট ছিল ভাগবত সমান ॥

(১) ব—বাম (?), বান (?) (২) ব—চলে ফুৎকারে (৩) ব—কৃষ্ণে ; বি—কৃষ্ণের কৃপা (৪) বি—ভাসি ; ব—রাশি (?), বাশি (?) (৫) ব—শিষ্ট (৬) বি—গোপালের (৭) ব—ভক্তির (৮) প্রগণ্ড (৯) ব্রজনাভ (১০) বি—পুত্র (১১) ব—করিছি গোপাল

শ্রীপ্রভুর শেষকালে ভাগবত আনিয়া।
বলরাম কৃষ্ণমিশ্র দোঁহাকে ডাকিয়া॥
শ্রীভাগবত সমর্পিলা গোসাঞি বলরামে[১]।
মদনগোপাল পট্ট দিলা কৃষ্ণ মিশ্র নামে[২]॥

৮৭।২ ছয় পুত্র প্রভুর শাখা যে প্রধান।
আর সব[৩] শিষ্য শাখা সর্বগুণবান॥
জগদীশ মুরারি[৪] বিজয় কৃষ্ণ কমলাকান্ত।
মাধব পণ্ডিত ভাগবত আর শ্রীকান্ত॥
কমলাকান্তের প্রভাব বড় যে দেখিয়া।
কমলাকান্ত গোসাঞি কহে প্রভু[৫] যে ডাকিয়া॥
ব্রহ্মচারী হন তেহো[৬] গৃহস্থ তপস্বী।
প্রভুর কৃপাপাত্র[৭] বড় বড়ই প্রশংসী॥
ঈশানদাস প্রভুর শিষ্য সেবাতে প্রবল[৮]।
বারমাস জল সেবা করএ একল[৯]॥
গঙ্গাজল আনেন মস্তকে ঘড়া করি।
সেহি জলে পাক সদা[১০] সীতা যে আচরি॥
সেবা করি জল রাখেন প্রভুর লাগিয়া।
কায়মনে করেন সেবা একান্ত করিয়া॥

(১) ব—বলরাম (২) ব—নাম (৩) বি—'শব' নাই (৪) ব—জয়কৃষ্ণ (৫) বি—কে (৬) ব—বাণপ্রস্থ তপস্বিনি (৭) ব—কৃপাএ (৮) বি—প্রবিন (৯) ব—যে কল; বি—একমন (১০) ব—'সদা' নাই

একদিন সীতা [১]তার মস্তক দেখিলা।
জল বহিতে মস্তকে [২]তার কিড়া হইলা॥
ঈশান এত দুঃখ পাও [৩]তভু জল [৪]আন।
প্রভুকে [৫]না কহিলা ঈশান করিল যতন॥
এ শরীর পতন হবে [৬]সব কিড়া হইলে।
এবে যে কিড়া হইলে দুঃখ কাহে দিবে॥
হাতে ধরি [৭]সীতা গোসাঞি তাহাকে নিবারিল।
প্রভুর চরণে তবে নিবেদন [৮]কৈল॥
প্রভু আজ্ঞা দিলা তুমি সেবা করিল [৯]অনেকে।
সীতার আজ্ঞা রাখ এবে যে কহেন তোমাকে॥
তবে সীতা কহিলা ঈশান সংসার কর তুমি।
৮৮।১　তোমা/র সন্তান হইলে লোক নিস্তারিব আমি॥
হাসিয়া ঈশান কহে আমার বৃদ্ধকাল।
কেবা কন্যা দিবে মোরে দেখিয়া এহিকাল॥
সীতা কহেন ঈশ্বর ইচ্ছায় কন্যা মিলিবে।
আমার [১০]আজ্ঞা হইল বিবাহ করিবে॥
ইতিমধ্যে তথাই মিলিল এক কন্যা।
তাহাকে বিবাহ করিলা সেহি বড় ধন্যা॥

---

(১) ব—মাতা তার (২) বি—ইশানের (৩) ব—তুমি বৃদ্ধ (৪) বি—আইল (৫) ব—'না' নাই; বি—না কহিয় ইসানে জতন করিল (৬) বি—কৃতার্থ হইবে (৭) ব—পিতা(ঞি) (৮) ব—করিল (৯) ব—অনেক (১০) ব—'আজ্ঞা' নাই

এহি যে লিখিল প্রভুর পুত্র[১] বিবরণ।
তার[২] মধ্যে কিঞ্চিৎ শাখার বর্ণন॥
তিন প্রভুর শাখা[৩] সব প্রভুর শাখা।
এ কারণে একত্র না করিল লেখা॥
প্রভুর[৪] নন্দন মোর হৃদয় প্রকাশিয়া।
যে লিখায় তাহা·লিখি তার[৫] বশ হৈয়া॥
বিখ্যাত[৬] প্রভুর শিষ্য বিদিত দেখিল।
শ্রীপ্রভুর নন্দন মোর হৃদয়ে প্রকাশিল॥
আমি তাহার শিষ্য করি অভিমান করি।
শিষ্য হইতে নারি জন্ম জন্ম ভরি॥
ভজন নাহি জানি সেবকাভাস[৭] মাত্র।
তাহার কৃপায় যদি করেন পবিত্র॥
লোভ মোহ কাম ক্রোধ মদ আদি করি।
আমার হৃদয়ে রহিছে[৮] যে ভরি॥
এত দোষ ক্ষমা যদি করিবে সীতানাথ।
তবে সে উদ্ধার হবে এহি পাপী তাথ[৯]॥
এহি ভিক্ষা মাগি প্রভু দন্তে তৃণ ধরি।
বৃন্দাবনে মরি যেন তোমার নাম করি॥

(১) ব—পুত্রের (২) ব—তাহার (৩) ব—"শাখা…লেখা॥"—এই অংশ নাই (৪) বি—ইহার পূর্বে অন্ত দুই পংক্তি—তবে তার প্রসঙ্গ পরিবে তাহাকে লিখিব। বিখ্যাত প্রভুর শিষ্য বিদিত করিব॥ (৫) ব—তাহা (৬) বি—এই দুই পংক্তি এইস্থলে নাই (৭) ব—সেবক আভাষ (৮) ব—'আসি ভরি' নাই (৯) বি—নাথ

অশেষ দোষের দোষী যদি আমি হই।
তথাপি তোমার দাস অভিমান এই ॥
তোমার কৃপা লেশ হইলে জিনিব সমন।
৮৮।২　শ্রীরাধিকা/র চরণ সেবা দেওত[1] এখন ॥
যৈছে তৈছে কর মোরে তাহে[2] নাহি ভয়।
হৃদয়ে[3] চরণ পদ্ম রহে যেন সদয়[4] ॥
শ্রীশান্তিপুরনাথ পাদপদ্ম করি আশ।
অদ্বৈতমঙ্গল কহে হরিচরণ দাস ॥
হরিচরণ দাসে[5] প্রভু কর অঙ্গীকার।
সংসারের[6] দুঃখ যেন[7] নহে বার[8] বার ॥

ইতি শ্রীঅদ্বৈতমঙ্গলে বৃদ্ধলীলানুসারে পঞ্চমাবস্থায়াং
শ্রীপ্রভুনন্দনপ্রকটবর্ণনংনাম ষষ্ঠ[9] সংখ্যা ॥

(১) বি—দেহ এক কন　(২) তাহি　(৩) হৃদয়　(৪) ব—সদায়　(৫) ব—দাষ　(৬) ব—শংসারে
(৭) জেনহে　(৮) ব—বারে　(৯) ব—অষ্টম।

সপ্তম সংখ্যা

জয় জয় মহাপ্রভু অদ্বৈত নিত্যানন্দ।
তিন [১]প্রভুর চরণ বন্দি একত্র আনন্দ॥
জয় জয় প্রভুর নন্দন সব ধন্য।
জয় জয় তিন প্রভুর ভক্ত যে অনন্য॥
জয় জয় নবদ্বীপ শান্তিপুরবাসী।
জয় গঙ্গা যমুনা [২]একত্র নিবাসী॥
এবে কহিব [৩]প্রভুর অদ্ভুতলীলা।
চৈতন্য প্রভুর [৪]সহে কৈলা যে যে খেলা॥
[৫]জন্মাবধি মহাপ্রভু প্রভুকে গুরু ভক্তি করে।
[৬]প্রভুকে কিছু নাহি কহে লোকের আচারে॥
একান্তে প্রভু কহে চৈতন্য প্রভু মোর।
মহাপ্রভু কহে আচার্যে গুরুতর॥
মহাপ্রভু আসিয়া পড়ে প্রভুর পায়।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ [৭]বলি প্রভু [৮]উঠিয়া পালায়॥
তোমাকে আনিল আমি করিতে [৯]যে কর্ম।
[১০]প্রথমে করিলা নষ্ট আমার যে ধর্ম॥

---

(১) ব—প্রভু (২) ব—এক রাণী (৩) ব—প্রভু (৪) বি—সঙ্গে (৫) ব—জন্মবধি মহাপ্রভুকে (৬) বি—প্রভু কহেন লোকের মত আচরি॥ (৭) ব—বলি (৮) ব—উঠাইয়া নেয় (৯) ব—জে জে (১০) ব—প্রথম

তাহাতে সন্ন্যাস তুমি করহ বিচার।
কলিকালে অবতার সন্ন্যাস প্রচার॥
যে আজ্ঞা করিয়া মহাপ্রভু বিচারিল।
কেশব ভারতী আসি তথাই মিলিল॥
ভারতী স্থানেতে তবে সন্ন্যাস করিলা।
তবে কথদিন রাঢ় দেশ ভ্রমিলা॥
তাহার পরে যবে আসিলা শান্তিপুর॥
৮৯।১ প্রভু[1] নমস্কার করে[2] করিয়া প্রচুর॥
মহাপ্রভু কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি করে আলিঙ্গন।
এহি বিড়ম্বনা তুমি না কর এখন[3]॥
প্রভু কহে সন্ন্যাসী তুমি সাক্ষাৎ নারায়ণ।
পূর্বে[4] বন্দিলা তুমি এবে করি চরণ সেবন।
মহাপ্রভু কহে তুমি সন্ন্যাসীর গুরু[5]।
আমারে বিড়ম্বনা তুমি যে না করু[6]॥
লোকে নিন্দা করিবে মাতার গুরু তুমি।
মাধবেন্দ্র শিষ্য হও ইহাতে শিষ্য[7] আমি॥
সর্ববিধে গুরু হও বেদ[8] বক্তা হইয়া।
বালকের পায়ে পড় সন্ন্যাসী বলিয়া॥

(১) ব—পুন (২) বি—বিনয় (৩) ব—জতন (৪) ব—'এবে করি' নাই (৫) বি—বড় (৬) বি—কর
(৭) ব—পর্য্যা (৮) বি—দেব

তুমি তেজময় হও পূর্ণ ব্রহ্ম সম।
আমারে এতেক তুমি না কর বিষম ॥
তবে প্রভু কহে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
আনিল তোমাকে আমি লোক হইল ধন্য ॥
যদি আমি গুরু হব স্বতন্ত্র প্রভুতা।
তোমারে আনিল কেনে কহ মোরে কথা ॥
মহাপ্রভু কহে তুমি জান সর্বকথা।
তুমি আমি [1]এক হই ভিন্ন নাহি এথা ॥
তথাপি লোকাচার মর্যাদা কারণ।
[2]প্রাচীন তুমি কর বাৎসল্য আচরণ ॥
প্রভু কহে সর্বথা না কহিবে [3]যৈছে বাণী।
সন্ন্যাস করিল আমি [4]ইহাই না জানি ॥
যত যত মহাপ্রভু নিষেধ করএ।
[5]তত তত প্রভু আসি চরণে পড়এ ॥
মহাপ্রভু দুঃখ পায় কহে এথা না রহিব।
ভক্ত সভাকে কহে পলাইয়া যাব ॥
আচার্য প্রভু হএ মোর গুরুতর।
৮৯।২ বাক্য না মানে করে [6]ভৃত্যের/আচার ॥

(১) বি—দুই ভিন্ন (২) প্রাচিন (৩) বি—কাছে (৪) বি—ইহাত (৫) ব—একটি 'তত' নাই
(৬) ব—প্রভুর

মনে দুঃখ মহাপ্রভু সাক্ষাতে ভয় করি।
কিছু না বোলএ রহে মৌন আচরি ॥
তবে প্রভু প্রতিজ্ঞা করিল তখন।
সব ভক্তি[1] দূর করি দণ্ড করিবা[2] অখন ॥
হৃদয়ে হস্ত[3] ধরি কহে আমি চৈতন্যের দাস।
নিগ্রহ করিবা তবে জানিয় বিশ্বাস ॥
এত কহি প্রভু অনেক[4] নৃত্য যে করিল।
অঙ্গন ভরিয়া ভক্ত প্রেমেতে[5] ভাসিল ॥
শ্যামদাস কীর্তন করে কোকিলের ধ্বনি।
মহাপ্রভু নৃত্য করে ন্যাসী[6] চূড়ামণি ॥
কত কত ভাব দোঁহার হইল তরঙ্গ।
দুঁহে দোহা[7] গলাগলি নাহি ভুরুভঙ্গ ॥
কি কথা কহিল দোঁহে নাহি[8] জানে কেহ।
সবে নিত্যানন্দে জানে প্রেমে রহে সেহ ॥
কথক্ষণ এহি মত প্রেমেতে[9] বিহ্বল।
বাহ্য হইলে হএ প্রাকৃত মনুষ্য বোল ॥
দিন কথ রহি মহাপ্রভু সভারে কহিল।
আচার্য ভক্তি করে মোরে আমি[10] যে চলিল ॥

(১) ব—ভক্ত (২) বি—করিএ ধারণ (৩) বি—ভুষ্ট (৪) ব—জে অনেক নৃত্য করিল (৫) ব—প্রেমেত (৬) ব—ন্যাষ (৭) ব—রহে; দ্র—৯১।৮।১৯ (৮) ব—প্রেমে নাহি (৯) ব—প্রেমে (১০) ব—আনিল

এত কহি মহাপ্রভু গেলা যে ভ্রমণে[১]।
আচার্য বিচারিল আপনার মনে ॥
শ্রীভাগবত ব্যাখ্যা করে[২] ভক্তি আচ্ছাদিয়া।
করিব সকল[৩] এবে লোকেরে জানাইয়া ॥
তবে কি মতে পুন[৪] ভক্তি করে মোরে।
দণ্ড দিবে মোরে তবে ছাড়িব[৫] অহংকারে ॥
এতেক ভাবিয়া মনে অদ্বৈত সিদ্ধান্ত।
ব্রহ্ম নির্ণয় করি ব্যাখ্যা করএ নিতান্ত ॥
অদ্বৈতবাদ উঠাইয়া ব্রহ্ম বিচার।
৯০।১ উঠাইল তর্ক[৬] করি স/ব নিরাকার ॥
শংকর নামে শিষ্য সিদ্ধান্ত পড়িল।
প্রভুর মনের কথা বুঝিতে নারিল ॥
আর দুই চারি জন কথা[৭] যে শুনিল।
তারা সবে দেখিয়া[৮] সংশয় পড়িল ॥
মহাপ্রভুর ভক্ত সব বিপরীত দেখি।
সাক্ষাতে না কহে কিছু পরোক্ষে বড় দুখী ॥
দুই চারিজন যাইয়া মহাপ্রভুকে জানাইল।
আচার্য অদ্বৈতবাদ বড় উঠাইল ॥

(১) বি—ভবনে (২) ব—'করে' নাই (৩) বি—লোকেরে সকল এবে জানাইআ (৪) বি—মুনি (৫) বি—ছাড়িবে (৬) বি—বিস (৭) ব—কথং (৮) বি—তাহারাও সভে দেখি সংসয়

প্রাচীন হয়েন তেঁহো শাস্ত্রে প্রবীণ।
তার ব্যাখ্যা অন্যথা করে না দেখি এমন ॥
ঈশ্বর না[১] মানে নাহি মানে অবতার।
আচার্য ব্যাখ্যায়ে[২] প্রভু গেলা যে সংসার ॥
মহাপ্রভু তুমি যদি না কর প্রতিকার।
তাহার মত চলিবেক[৩] সকল সংসার ॥
বার বার শুনিয়া মহাপ্রভু অস্থির হইল।
গৌরীদাস পণ্ডিতকে পাঠাইয়া দিল ॥
আজ্ঞা পাইয়া গৌরীদাস শান্তিপুর গেলা।
সকল চরিত্র যাইয়া[৪] গৌরীদাস দেখিলা ॥
প্রভু কহে গৌরীদাস কি কার্যে আসিলা।
দণ্ডবৎ করি কহে মহাপ্রভু বোলাইলা ॥
বড় দুঃখ পাইয়া প্রভু[৫] বোলাএ তোমারে।
আমি লইয়া যাব তাহান গোচরে ॥
প্রভু কহে তার কাছে আমার কিবা কার্য।
ব্রহ্মচারী লোক আমি রহি পর রাজ্য ॥
তেঁহো সন্ন্যাসী তার রাজ্যে[৬] কিবা কার্য।
আমি আসিয়াছি পৃথিবীতে[৭] করি আমি কার্য ॥

(১) ব—নাহি (২) বি—সব (৩) বি—আচরিবে (৪) বি—তথাএ (৫) বি—বোলাইলা (৬) বি—রার্ধ্য (৭) বি—কতে রাখ্য

পণ্ডিত কহে তেঁহ কৃষ্ণ সবে তার দাস।
৯০।২ তুমি কৃষ্ণ হইয়া[১] দেখি করহ প্রকাশ ॥
চতুর্ভুজ হইলা তবে দেখি গৌরীদাস।
মৌন[২] হইয়া গেলা মহাপ্রভু পাশ ॥
কহিলা সকল কথা প্রভুরে জানাইয়া।
চতুর্ভুজ দেখাইল পলাইল ধাইয়া ॥
প্রভু কহে ঈশ্বর হয় ঐশ্বর্য সকল।
তাহারি[৩] সব অধিকার জানি সর্বকাল ॥
পঠাইল তাহারে করিতে যে যে কাম।
আমারে আসিয়া কেনে করে অপমান ॥
যৈছে তৈছে রূপে আন করিয়া বন্দন।
ঐশ্বর্য দেখিয়া তুমি না কর সংকোচন[৪] ॥
অন্ন না খাইব আমি আনিবা যতনে তারে।
দণ্ড দিয়া এবে আমি শিখাইব তাহারে[৫] ॥
তবে গৌরীদাস পুন আসিলা শান্তিপুর।
আচার্যের[৬] স্থানে কহে আজ্ঞা প্রভুর ॥
আচার্য কহে আমা হইতে কি অধিক তাহারে।
দেখিতে[৭] চাহ তবে দেখাই তোমারে ॥

(১) ব—তাহা (২) মোন (৩) বি—এই চার পংক্তি নাই (৪) বি—স(ভু)ল (৫)—বি—সভারে
(৬) ব—আচার্য্য (৭) ব—চাহে কেহো দেখাই তাহারে

তেঁহো কৃষ্ণ[1] চতুর্ভুর্জ দেখাইল কতবার।
তুমি হও দেখি[2] ষড়ভুজ আকার ॥
তবে ষড়ভুজ[3] হৈলা প্রভু যে অদ্বৈত।
নির্বল[4] হইয়া পণ্ডিত হইল বিস্মিত ॥
মহাপ্রভু অন্ন ছাড়িল তোমার লাগি।
কিমতে রহিবা তুমি কহ বড় ভাগী ॥
হুঙ্কার করিয়া তবে[5] কহে গৌরীদাসে[6]।
যেমতে কহিল প্রভু লও তার পাশে[7] ॥
তবেত চলিব আমি বান্ধিয়া যবে নিব।
তার আজ্ঞা পাল তুমি তবেত চলিব ॥
পণ্ডিত কহে প্রভু না জানি[8] তোমার লীলা
সে কেন এমন কহে[9] তুমি কর খেলা ॥
৯।১।১　বান্ধিব নিকট/যাইয়া তাহান[10] অগ্রেতে।
এত বলি চলে প্রভু সব শিষ্য সাথে ॥
বিরুদ্ধ[11] ব্যাখ্যা কৈল যত সব লইয়া আইল
মহাপ্রভুর[12] আগে হস্ত বান্ধি দাঁড়াইল ॥
মহাপ্রভু হেট[13] মাথা কহিতে লাগিল।
আমারে আনিয়া এত বিড়ম্বন কৈল ॥

(১) বি—স(ড়)ভুজ　(২) বি—দেখি(ল) ; ব—দেখি বড় ভুজ　(৩) ব—বড়　(৪) বি—নির্ব্বচন
(৫) বি—কহে কবে গৌরিদাস　(৬) ব—গৌরীদাব (৭) পাশ　(৮) ব—জানিও লিলা　(৯) ব—করে
(১০) বি—তাহার আগ্রেতে (১১) ব—রূপ দিক্ষা (১২) ব—মহাপ্রভু (১৩) বি—হে মাথে

তুমি ঈশ্বর ভগবান আমি সব জানি।
শাস্ত্র ব্যাখ্যা কৈল নিরাকার মানি॥
এতেক [১]অনর্থ করিবা যদি তুমি।
ইহা জানিলে কেনে [২]আসিব এথা আমি॥
প্রভু কহে যে কারণে আনিল [৩]তোমারে।
সভাকে করিলা কৃপা না করিলা [৪]মোরে॥
বিরুদ্ধ ব্যাখ্যা কৈল তাহার কারণ।
এবে দেখি আর্য করি কর নিবারণ॥
দণ্ড [৫]যে দিলা মোরে কৃপার নিধান।
চৈতন্যের দাস এবে হইল প্রধান॥
চৈতন্যের দাস বলি প্রভু নৃত্য করে।
মহাপ্রভু [৬]উঠাইয়া প্রভুর গলাএ ধরে॥
দোঁহে দোঁহা গলাগলি প্রেমে অচেতন।
কথক্ষণে স্থির হইয়া বসিলা দুইজন॥
প্রভু কহে অদ্বৈতবাদ পড়িলা যে যে জন।
সব ত্যাগ কর এবে হইল কারণ॥
প্রভুর আজ্ঞায় ত্যাগ করিল সকলে।
শংকর নাহিক ছাড়ে রাখিল যতনে॥

(১) ব—অস্তথ ; বি—অনর্থ করি বিবাদিহ তুমি (২) বি—আসিতাম আমি (৩) ব—তোমাকে
(৪) ব—আমাকে (৫) ব—'জে' নাই (৬) বি—উঠিয়া তবে প্রভুর

প্রভু কহে শংকর তুমি পুথি লইয়া আইস।
জলেতে ভাসাইয়া[1] দেও ছাড়হ অভ্যাস ॥
শংকর কহে আমার সাথে বিচার করহ।
বিচারে হারিলে পুথি ভাসাইয়া[2] দিহ ॥
প্রভু কহে বর্ণসংকর হইল শংকর।
আমি ছাড়িল ইহারে জানিও নির্ধার ॥
আমি ছাড়িল বর্ণসংকর ইহার নাম।
ইহার মুখ না দেখিব কেহ[3] এই গ্রাম ॥
পুথি লইয়া পলাইল তবহি শংকর।
৯১।২　(ছ)[4]ড়া দিয়া দিল যাহা বসিল শংকর ॥
প্রভুর ত্যাগী শংকর সর্বত্র[5] বিদিত।
কেহ সঙ্গ নাহি করে ত্যাগী যে নিশ্চিত ॥
মহাপ্রভু কহে ভাই শুন সর্বজন।
অদ্বৈতের[6] ত্যাগী যেহি সে নহে মোর জন ॥
যে জন[7] অদ্বৈত ভজে সে জন আমার।
অদ্বৈত কৃপা বিনে আমি হই যে[8] দুষ্কর ॥
অদ্বৈতে ভক্তি নাহি আমারে যে ভজে।
আমি কৃপা নাহি করি নরকেতে মজে ॥

(১) ব—ছাড়িয়া (২) ব—না রাখিহ (৩) ব—কোনগ্রাম (৪) বি—প্রভুর ত্যাগি হইআ জাই বসিল (ছু)ন্কর ; ব—ছ(চ?)ড়া (৫) ব—সর্ব্ব বিদিৎ (৬) বি—অদ্বৈতের নিন্দা করে জেই সেই নহে মোর জন (৭) বি—কেহ (৮) ব—'জে' নাই

সত্য করি কহিলাম শুন মোর বাণী।
অদ্বৈতে আনিল মোরে জগতেই জানি ॥
অদ্বৈত আমায়ে[১] অভেদ করি যেবা জানে।
কৃষ্ণের কৃপা তবে[২] পাইবে সেহি জনে ॥
এতেক বলিয়া মহাপ্রভু[৩] প্রভু লইয়া।
শান্তিপুর আসিলা[৪] সব ভক্ত সঙ্গ হইয়া ॥
আনন্দের অবধি নাহি শান্তিপুর গ্রামে।
ভক্তবৃন্দ সব তথা[৫] আইসে ক্রমে ক্রমে ॥
মহামহোৎসব[৬] হয় প্রভুর আভাষে।
সীতা দেবী পাক করে আনন্দে বিশেষে ॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ অদ্বৈত চরণ।
যাহার সর্বস্ব সেহি জানে লীলার[৭] কথন ॥
তিন প্রভু কৃপা করি কর মোরে দয়া।
ভবরোগ যায় দূর সবে দেখি[৮] রৈয়া ॥
তিন প্রভুর ভক্তবৃন্দ পরম দয়াল।
মোঞি ক্ষুদ্র জীবে দয়া করহ সকল ॥
শ্রীগুরু অদ্বৈত চাঁদ কৃপার সাগর।
এহিবার কর[৯] দয়া দেখিয়া পামর ॥

(১) ব—আমার অভেদ জেবা (২) ব—তাকে (৩) বি—প্রভু মহাপ্রভু (৪) ব—'সব' নাই (৫) ব—'তথা' নাই (৬) ব—মহামহোৎ (৭) ব—লিলাএ (৮) ব—দেখে (৯) ব—'কর' নাই

শ্রী সীতা ঠাকুরাণী তথা শ্রী ঠাকুরাণী।
কৃষ্ণ কৃপা অধিকার তোমারে ভাল জানি॥
অধম দেখিয়া কৃপা কর একবার।
৯২।১ পতিত পাবন নাম/হউক [১]প্রচার॥
শ্রীরাধিকার পাদপদ্ম যে [২]সেবনে।
নিযুক্ত করিবা মোরে [৩]এহ আশা মনে॥
তোমার চরণ পাব আশা যে করিয়া।
পড়িয়া রহিছি আমি চাতক হইয়া॥
তবে যদি কহ চাতকের [৪]বৃত্তি নাহি জান।
[৫]অজ্ঞানকে শিক্ষা দিয়া করিবা যতন॥
শ্রীশান্তিপুরনাথ পাদপদ্ম করি আশ।
অদ্বৈত মঙ্গল কহে হরিচরণ দাস॥

ইতি শ্রীঅদ্বৈতমঙ্গলে [৬]বৃদ্ধলীলানুসারে [৭]পঞ্চমাবস্থায়াম-দ্বৈতসঙ্গিচৈতন্যকৃপাবিশেষো নাম [৮]সপ্তম-সংখ্যা॥

(১) ব—বিস্তর (২) বি—জন সেবনে (৩) বি—এত (৪) বি—বস্তু (৫) বি—অজ্ঞজনে শিক্ষা (৬) বি—বৃদ্ধলিলা পঞ্চম অবস্থায় (৭) ব—পুথিতে "পঞ্চম......বিশেষো"—অংশটি নাই। (৮) ব—নবম

অষ্টম সংখ্যা

[১] জয় শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু সীতার প্রাণনাথ।

যে [২] আনিল মহাপ্রভু নিত্যানন্দ ভ্রাত॥

জয় জয় সীতা গোসাঞি রাধিকার স্বরূপ।

কনকসুন্দরী নামে জ্যেষ্ঠ সখী রূপ॥

জয় জয় প্রভুর তনয় সব ভক্ত আর।

[৩] যাহার কৃপাতে হয় লীলার বিস্তার॥

শান্তিপুর বিহার শুন মন দিয়া।

তিন প্রভুর [৪] আনন্দ না ধরে মোর হিয়া॥

[৫] এক মত্ত মহাপ্রভু আর [৬] দুইজন।

শান্তিপুরে মহাকীর্ত্তন রাত্রি জাগরণ॥

তিন প্রভুর শিষ্য ভৃত্য সকলে আসিলা।

মহামহোৎসব হয় আনন্দ করিলা॥

দিবসে মহোৎসব হয় সীতাদেবীর পাক।

অমৃত সমান [৭] স্পৃহা হয়ত সভাক॥

সীতার ভাণ্ডারের সামগ্রী কভু নাহি টুটে।

প্রত্যহ দ্বিগুণ খরচ ভাণ্ডার নাহি ঘাটে॥

---

(১) ব—জয়২ (২) বি—করিল নিত্যানন্দ চৈতন্য বিদিত (৩) ব—যাহাতে হয় (৪) বি—আনন্দে
(৫) বি—রসমত্ত (৬) বি—প্রভু দুইজন (৭) বি—স্পৃহা ব্রত সভাক

[১] সমস্ত ব্যঞ্জন করেন সীতা মনেত ভাবিয়া।

৯২।২　শ্রী ঠা/কুরাণী দেন সামগ্রী আহরিয়া॥

দশ দণ্ডের মধ্যে [২] শালগ্রাম ভোগ লাগএ।

তবে মহাপ্রভুরে নিয়া মধ্যে [৩] বসায়॥

নিত্যানন্দ প্রভুকে দক্ষিণে বসান।

ভক্তবৃন্দ চতুর্দিকে কৃষ্ণগুণ গান॥

সীতা আর [৪] প্রভু দুইজনে পরিবেশে।

শ্রী ঠাকুরাণী [৫] আসি [৬] যোগান বিশেষে॥

যাহার যাহাতে রুচি [৭] পুছিআ পুছিআ।

[৮] প্রভুরে আনিয়া দেন যতন [৯] করিয়া॥

মহাপ্রভু কহেন সুক্তা আমার বড় প্রিয়।

সুক্তার ব্যঞ্জন আনি দেন অতিশয়॥

নিত্যানন্দ কহে আমি মিষ্ট ভালবাসি।

ক্ষীর আনিয়া দেন তাহানে পরশি॥

হাস্য [১০] রসেতে হয় দ্বিগুণ ভোজন।

আচার্যের যত সুখ না যাএ বর্ণন॥

ভোজনের শোভা যেহি জন দেখে।

আচার্য ঘরের ভোজ্য কহে সব সুখে॥

(১) বি—নই ব্যঞ্জন (২) বি—ভাগ সালগ্রাম (৩) ব—বসান (৪) ব—'প্রভু' নাই (৫) ব—'আসি' নাই (৬) বি—দেওআএন (৭) ব—পুছিয়া দেন (৮) বি—তবে প্রভু আনি দেন (৯) ব—করেন (১০) ব—রণে

এত কহি মহাপ্রভু গেলা যে ভ্রমণে[১]।
আচার্য বিচারিল আপনার মনে ॥
শ্রীভাগবত ব্যাখ্যা করে[২] ভক্তি আচ্ছাদিয়া।
করিব সকল[৩] এবে লোকেরে জানাইয়া ॥
তবে কি মতে পুন[৪] ভক্তি করে মোরে।
দণ্ড দিবে মোরে তবে ছাড়িব[৫] অহংকারে ॥
এতেক ভাবিয়া মনে অদ্বৈত সিদ্ধান্ত।
ব্রহ্ম নির্ণয় করি ব্যাখ্যা করএ নিতান্ত ॥
অদ্বৈতবাদ উঠাইয়া ব্রহ্ম বিচার।
৯০।১ উঠাইল তর্ক করি[৬] স/ব নিরাকার ॥
শংকর নামে শিষ্য সিদ্ধান্ত পড়িল।
প্রভুর মনের কথা বুঝিতে নারিল ॥
আর দুই চারি জন কথা[৭] যে শুনিল।
তারা[৮] সবে দেখিয়া সংশয় পড়িল ॥
মহাপ্রভুর ভক্ত সব বিপরীত দেখি।
সাক্ষাতে না কহে কিছু পরোক্ষে বড় দুখী ॥
দুই চারিজন যাইয়া মহাপ্রভুকে জানাইল।
আচার্য অদ্বৈতবাদ বড় উঠাইল ॥

(১) বি—ভবনে (২) ব—'করে' নাই (৩) বি—লোকেরে সকল এবে জানাইআ (৪) বি—পুনি (৫) বি—ছাড়িবে (৬) বি—বিস (৭) ব—কথং (৮) বি—তাহারাও সভে দেখি সংসয়

প্রাচীন হয়েন তেঁহো শাস্ত্রে প্রবীণ।

তার ব্যাখ্যা অন্যথা করে না দেখি এমন ॥

ঈশ্বর না[1] মানে নাহি মানে অবতার।

আচার্য ব্যাখ্যায়ে[2] প্রভু গেলা যে সংসার ॥

মহাপ্রভু তুমি যদি না কর প্রতিকার।

তাহার মত চলিবেক[3] সকল সংসার ॥

বার বার শুনিয়া মহাপ্রভু অস্থির হইল।

গৌরীদাস পণ্ডিতকে পাঠাইয়া দিল ॥

আজ্ঞা পাইয়া গৌরীদাস শান্তিপুর গেলা।

সকল চরিত্র যাইয়া[4] গৌরীদাস দেখিলা ॥

প্রভু কহে গৌরীদাস কি কার্যে আসিলা।

দণ্ডবৎ করি কহে মহাপ্রভু বোলাইলা ॥

বড় দুঃখ পাইয়া প্রভু বোলাএ[5] তোমারে।

আমি লইয়া যাব তাহান গোচরে ॥

প্রভু কহে তার কাছে আমার কিবা কার্য।

ব্রহ্মচারী লোক আমি রহি পর রাজ্য ॥

তেঁহো সন্ন্যাসী তার রাজ্যে[6] কিবা কার্য।

আমি আসিয়াছি পৃথিবীতে[7] করি আমি কার্য

(১) ব—নাহি (২) বি—সব (৩) বি—আচরিবে (৪) বি—তথাএ (৫) বি—বোলাইলা (৬) রার্য্য (৭) বি—কতে রাষ্য

পণ্ডিত কহে তেঁহ কৃষ্ণ সবে তার দাস।

৯০।২ তুমি কৃষ্ণ হইয়া [১] দেখি করহ প্রকাশ ॥

চতুর্ভুর্জ হইলা তবে দেখি গৌরীদাস।

মৌন [২] হইয়া গেলা মহাপ্রভু পাশ ॥

কহিলা সকল কথা প্রভুরে জানাইয়া।

চতুর্ভুর্জ দেখাইল পলাইল ধাইয়া ॥

প্রভু কহে ঈশ্বর হয় ঐশ্বর্য সকল।

তাহারি [৩] সব অধিকার জানি সর্বকাল ॥

পঠাইল তাহারে করিতে যে যে কাম।

আমারে আসিয়া কেনে করে অপমান ॥

যৈছে তৈছে রূপে আন করিয়া বন্দন।

ঐশ্বর্য দেখিয়া তুমি না কর সংকোচন [৪] ॥

অন্ন না খাইব আমি আনিবা যতনে তারে।

দণ্ড দিয়া এবে আমি শিখাইব তাহারে [৫] ॥

তবে গৌরীদাস পুন আসিলা শান্তিপুর।

আচার্যের [৬] স্থানে কহে আজ্ঞা প্রভুর ॥

আচার্য কহে আমা হইতে কি অধিক তাহারে।

দেখিতে চাহ [৭] তবে দেখাই তোমারে ॥

(১) ব—তাহা (২) মোন (৩) বি—এই চার পংক্তি নাই (৪) বি—স(ভু)ল (৫)—বি—সভারে
(৬) ব—আচার্য্য (৭) ব—চাহে কেহো দেখাই তাহারে

তেঁহো কৃষ্ণ[1] চতুর্ভুজ দেখাইল কতবার।
তুমি হও দেখি[2] ষড়ভুজ আকার॥
তবে ষড়[3]ভুজ হৈলা প্রভু যে অদ্বৈত।
[4]নির্বল হইয়া পণ্ডিত হইল বিস্মিত॥
মহাপ্রভু অন্ন ছাড়িল তোমার লাগি।
কিমতে রহিবা তুমি কহ বড় ভাগী॥
হুঙ্কার করিয়া [5]তবে কহে [6]গৌরীদাসে।
যেমতে কহিল প্রভু লও তার [7]পাশে॥
তবেত চলিব আমি বান্ধিয়া যবে নিব।
তার আজ্ঞা পাল তুমি তবেত চলিব॥
পণ্ডিত কহে প্রভু না [8]জানি তোমার লীলা।
সে কেন এমন [9]কহে তুমি কর খেলা॥

৯১।১　　বান্ধিব নিকট/যাইয়া [10]তাহান অগ্রেতে।
এত বলি চলে প্রভু সব শিষ্য সাথে॥
[11]বিরুদ্ধ ব্যাখ্যা কৈল যত সব লইয়া আইল।
[12]মহাপ্রভুর আগে হস্ত বান্ধি দাঁড়াইল॥
মহাপ্রভু [13]হেট মাথা কহিতে লাগিল।
আমারে আনিয়া এত বিড়ম্বন কৈল॥

---

(১) বি—স(ড়)ভুজ　(২) বি—দেখি(ল); ব—দেখি বড় ভুজ　(৩) ব—বড়　(৪) বি—নির্ব্বচন
(৫) বি—কহে কবে গৌরিদাস　(৬) ব—গৌরীদাষ (৭) পাশ　(৮) ব—জানিও লিলা　(৯) ব—করে
(১০) বি—তাহার আজ্ঞিতে (১১) ব—রূপ দিক্ষা (১২) ব—মহাপ্রভু (১৩) বি—হে মাথে

তুমি ঈশ্বর ভগবান আমি সব জানি।
শাস্ত্র ব্যাখ্যা কৈল নিরাকার মানি ॥
এতেক [১] অনর্থ করিবা যদি তুমি।
ইহা জানিলে কেনে [২] আসিব এথা আমি ॥
প্রভু কহে যে কারণে আনিল [৩] তোমারে।
সভাকে করিলা কৃপা না করিলা [৪] মোরে ॥
বিরুদ্ধ ব্যাখ্যা কৈল তাহার কারণ।
এবে দেখি আর্য করি কর নিবারণ ॥
দণ্ড [৫] যে দিলা মোরে কৃপার নিধান।
চৈতন্যের দাস এবে হইল প্রধান ॥
চৈতন্যের দাস বলি প্রভু নৃত্য করে।
মহাপ্রভু [৬] উঠাইয়া প্রভুর গলাএ ধরে ॥
দোঁহে দোঁহা গলাগলি প্রেমে অচেতন।
কথক্ষণে স্থির হইয়া বসিলা দুইজন ॥
প্রভু কহে অদ্বৈতবাদ পড়িলা যে যে জন।
সব ত্যাগ কর এবে হইল কারণ ॥
প্রভুর আজ্ঞায় ত্যাগ করিল সকলে।
শংকর নাহিক ছাড়ে রাখিল যতনে ॥

(১) ব—অন্তথ ; বি—অনর্থ করি বিবাদিহ তুমি (২) বি—আসিতাম আমি (৩) ব—তোমাকে
(৪) ব—আমাকে (৫) ব—'জে' নাই (৬) বি—উঠিয়া তবে প্রভুর

প্রভু কহে শংকর তুমি পুথি লইয়া আইস।
জলেতে ভাসাইয়া[১] দেও ছাড়হ অভ্যাস॥
শংকর কহে আমার সাথে বিচার করহ।
বিচারে হারিলে পুথি ভাসাইয়া[২] দিহ॥
প্রভু কহে বর্ণসংকর হইল শংকর।
আমি ছাড়িল ইহারে জানিও নির্ধার॥
আমি ছাড়িল বর্ণসংকর ইহার নাম।
ইহার মুখ না দেখিব কেহ[৩] এই গ্রাম॥
পুথি লইয়া পলাইল তবহি শংকর।
৯১।২ [৪](ছ)ড়া দিয়া দিল যাহা বসিল শংকর॥
প্রভুর ত্যাগী শংকর সর্বত্র[৫] বিদিত।
কেহ সঙ্গ নাহি করে ত্যাগী যে নিশ্চিত॥
মহাপ্রভু কহে ভাই শুন সর্বজন।
[৬]অদ্বৈতের ত্যাগী যেহি সে নহে মোর জন॥
যে[৭] জন অদ্বৈত ভজে সে জন আমার।
অদ্বৈত কৃপা বিনে আমি হই যে[৮] তুষ্কর॥
অদ্বৈতে ভক্তি নাহি আমারে যে ভজে।
আমি কৃপা নাহি করি নরকেতে মজে॥

(১) ব—ছাড়িয়া (২) ব—না রাখিহ (৩) ব—কোনগ্রাম (৪) বি—প্রভুর ত্যাগি হইআ জাই বসিল (ছু)কর ; ব—ছ(চ?)ড়া (৫) ব—সর্ব্ব বিদিৎ (৬) বি—অদ্বৈতের নিন্দা করে জেই সেই নহে মোর জন (৭) বি—কেহ (৮) ব—'জে' নাই

সত্য করি কহিলাম শুন মোর বাণী।
অদ্বৈতে আনিল মোরে জগতেই জানি॥
অদ্বৈত আমায়ে[১] অভেদ করি যেবা জানে।
কৃষ্ণের কৃপা তবে[২] পাইবে সেহি জনে॥
এতেক বলিয়া মহাপ্রভু[৩] প্রভু লইয়া।
শান্তিপুর আসিলা[৪] সব ভক্ত সঙ্গ হইয়া॥
আনন্দের অবধি নাহি শান্তিপুর গ্রামে।
ভক্তবৃন্দ সব তথা[৫] আইসে ক্রমে ক্রমে॥
মহামহোৎসব[৬] হয় প্রভুর আভাষে।
সীতা দেবী পাক করে আনন্দে বিশেষে॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ অদ্বৈত চরণ।
যাহার সর্বস্ব সেহি জানে লীলার[৭] কথন॥
তিন প্রভু কৃপা করি কর মোরে দয়া।
ভবরোগ যায় দূর সবে দেখি[৮] রৈয়া॥
তিন প্রভুর ভক্তবৃন্দ পরম দয়াল।
মোঞি ক্ষুদ্র জীবে দয়া করহ সকল॥
শ্রীগুরু অদ্বৈত চাঁদ কৃপার সাগর।
এহিবার কর[৯] দয়া দেখিয়া পামর॥

(১) ব—আমার অভেদ জেবা (২) ব—তাকে (৩) বি—প্রভু মহাপ্রভু (৪) ব—'সব' নাই (৫) ব—'তথা' নাই (৬) ব—মহামহোৎ (৭) ব—লিলাএ (৮) ব—দেখে (৯) ব—'কর' নাই

শ্রী সীতা ঠাকুরাণী তথা শ্রী ঠাকুরাণী।
কৃষ্ণ কৃপা অধিকার তোমারে ভাল জানি॥
অধম দেখিয়া কৃপা কর একবার।
৯২।১ পতিত পাবন নাম/হউক প্রচার[১]॥
শ্রীরাধিকার পাদপদ্ম যে সেবনে[২]।
নিযুক্ত করিবা মোরে এহ[৩] আশা মনে॥
তোমার চরণ পাব আশা যে করিয়া।
পড়িয়া রহিছি আমি চাতক হইয়া॥
তবে যদি কহ চাতকের বৃত্তি[৪] নাহি জান।
অজ্ঞানকে[৫] শিক্ষা দিয়া করিবা যতন॥
শ্রীশান্তিপুরনাথ পাদপদ্ম করি আশ।
অদ্বৈত মঙ্গল কহে হরিচরণ দাস॥

ইতি শ্রীঅদ্বৈতমঙ্গলে বৃদ্ধলীলানুসারে[৬] পঞ্চমাবস্থায়াম[৭]-দ্বৈতসঙ্গিচৈতন্যকৃপাবিশেষো নাম সপ্তম[৮]-সংখ্যা॥

(১) ব—বিস্তর (২) বি—জন সেবনে (৩) বি—এত (৪) বি—বস্ত (৫) বি—অজজনে সিক্ষা
(৬) বি—বৃদ্ধলিলা পঞ্চম অবস্তায় (৭) ব—পুথিতে "পঞ্চম……বিশেষো"—অংশটি নাই।
(৮) ব—নবম

অষ্টম সংখ্যা

[১] জয় শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু সীতার প্রাণনাথ।
যে [২] আনিল মহাপ্রভু নিত্যানন্দ ভ্রাত ॥
জয় জয় সীতা গোসাঞি রাধিকার স্বরূপ।
কনকসুন্দরী নামে জ্যেষ্ঠ সখী রূপ ॥
জয় জয় প্রভুর তনয় সব ভক্ত আর।
[৩] যাহার কৃপাতে হয় লীলার বিস্তার ॥
শান্তিপুর বিহার শুন মন দিয়া।
তিন প্রভুর [৪] আনন্দ না ধরে মোর হিয়া ॥
[৫] এক মত্ত মহাপ্রভু আর [৬] দুইজন।
শান্তিপুরে মহাকীর্তন রাত্রি জাগরণ ॥
তিন প্রভুর শিষ্য ভৃত্য সকলে আসিলা।
মহামহোৎসব হয় আনন্দ করিলা ॥
দিবসে মহোৎসব হয় সীতাদেবীর পাক।
অমৃত সমান [৭] স্পৃহা হয়ত সভাক ॥
সীতার ভাণ্ডারের সামগ্রী কভু নাহি টুটে।
প্রত্যহ দ্বিগুণ খরচ ভাণ্ডার নাহি ঘাটে ॥

---

(১) ব—জয়২ (২) বি—করিল নিত্যানন্দ চৈতন্য বিদিত (৩) ব—যাহাতে হয় (৪) বি—আনন্দে
(৫) বি—রসমত্ত (৬) বি—প্রভু দুইজন (৭) বি—স্পৃহা ব্রত সভাক

[১] সমস্ত ব্যঞ্জন করেন সীতা মনেত ভাবিয়া।

৯২।২ শ্রী ঠা/কুরাণী দেন সামগ্রী আহরিয়া ॥

দশ দণ্ডের মধ্যে [২] শালগ্রাম ভোগ লাগএ।

তবে মহাপ্রভুরে নিয়া মধ্যে [৩] বসায় ॥

নিত্যানন্দ প্রভুকে দক্ষিণে বসান।

ভক্তবৃন্দ চতুর্দিকে কৃষ্ণগুণ গান ॥

সীতা আর [৪] প্রভু দুইজনে পরিবেশে।

শ্রী ঠাকুরাণী [৫] আসি [৬] যোগান বিশেষে ॥

যাহার যাহাতে রুচি [৭] পুছিআ পুছিআ।

[৮] প্রভুরে আনিয়া দেন যতন [৯] করিয়া ॥

মহাপ্রভু কহেন সুক্তা আমার বড় প্রিয়।

সুক্তার ব্যঞ্জন আনি দেন অতিশয় ॥

নিত্যানন্দ কহে আমি মিষ্ট ভালবাসি।

ক্ষীর আনিয়া দেন তাহানে পরশি ॥

হাস্য [১০] রসেতে হয় দ্বিগুণ ভোজন।

আচার্যের যত সুখ না যাএ বর্ণন ॥

ভোজনের শোভা যেহি জন দেখে।

আচার্য ঘরের ভোজ্য কহে সব সুখে ॥

---

(১) বি—নই ব্যঞ্জন (২) বি—ভাগ সালগ্রাম (৩) ব—বসান (৪) ব—'প্রভু' নাই (৫) ব—'আসি' নাই (৬) বি—দেওআএন (৭) ব—পুছিয়া দেন (৮) নি—তবে প্রভু আনি দেন (৯) ব—করেন (১০) ব—রণে

পূর্বে যশোদার ঘরে[১] গোকুলে ভোজন।
ভক্তবৃন্দ সবে করএ শ্রবণ ॥
এহিমত প্রত্যহ হয় ভোজন পরিপাটি।
প্রত্যহ আনন্দ বাড়ে কভু নাহি ঘাটি[২] ॥
একদিন মহাপ্রভু সীতার[৩] ঐশ্বর্য দেখাইতে[৪]।
গ্রাম সমেত নিমন্ত্রণ করে আচম্বিতে ॥
প্রভু কহে গোবিন্দ ঢোল দিয়া আইস।
মহাপ্রভুর নিমন্ত্রণ গ্রামে যত বৈস ॥
ঢোল দিয়া গোবিন্দ কহিল সভাক।
দশ দণ্ডের মধ্যে রন্ধন পরিপাক ॥
দুই ঘরে অন্ন করিলা রাশি রাশি।
ব্যঞ্জন তৈছে তবে রাখিলা চারিপাশি[৫] ॥
৯৩।১ শালগ্রাম ভোগ দিয়া মহাপ্রভু বোলা/ইলা।
নিত্যানন্দ প্রভু সঙ্গে দেখিতে লাগিলা ॥
প্রিয় ভক্ত সভার নাম ধরি ডাকে।
কৃষ্ণের প্রসাদ দেখ যৈছে হয় পাকে ॥
দশ দণ্ড ভিতর পাক না হয় এতেক[৬]।
ব্যঞ্জন দেখিলা সব হইয়াছে শতেক[৭] ॥

(১) বি—যেহে (২) ব—টুটে (৩) ব—সেলা সিতার (৪) ব—দেখিতে (৫) ব—পাশি (৬) ব—অতেক
(৭) বি—অতেক

প্রসাদের সৌরভে নাশা মাতি গেল।
কৃষ্ণের প্রসাদ বলি নাচিতে লাগিল ॥
[১] ঐছে অন্ন সীতাদেবী কৃষ্ণেরে খাওয়ায়।
এই লাগি কৃষ্ণের অন্নের পাক নাহি ভায় ॥
অদ্বৈত নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর দুই পাশে।
ভক্তবৃন্দ চতুর্দিকে প্রেম রসে ভাসে ॥
দেখ দেখ আচার্য আজি অন্নকূট কৈল।
পরিক্রমা করিয়া ঘরে নাচিতে লাগিল ॥
প্রেমে মহাপ্রভু নৃত্য করে বহুতর।
অদ্বৈত[২] গলা ধরি[৩] ফুলএ অন্তর ॥
তবে প্রভু জানাইল হয় অতিকাল।
মহাপ্রভু কহে সীতা আজি হইবে[৪] সামাল ॥
আচার্য লইয়া আমি করিব ভোজন।
[৫] একেলা তুমি আজি কর পরিবেশন ॥
[৬] চিন্তা নাহি বলি সীতা থালি হাতে লইল।
মহাপ্রভু ভাণ্ডার দেখিয়া প্রশংসিল ॥
অদ্বৈত ভাণ্ডার এহি অক্ষয় জানিবা।
সীতার নাম হইলে সিদ্ধি সেহি জন পাইবা ॥

(১) ব—এই ছয় পংক্তি নাই (২) ব—অদ্বৈতগণ (৩) বি—ধরিআ কেলিলা অন্তর (৪) ব—সমান
(৫) ব—একালে (৬) বি—প্রভু কহে বলি

এতেক বলিয়া মহাপ্রভু বসিলা ভোজনে।
দুই প্রভু দুই পার্শ্বে বসিলা যতনে ॥
ভক্তবৃন্দ সব বসিলা মণ্ডলী করিয়া।
যথাযোগ্য যেহি জন বসিলা[১] যাইয়া ॥
আর[২] গ্রামী লোক সব ভিন্ন ভিন্ন হৈয়া।
পঙ্কত করিয়া বৈসে আপন জানিয়া ॥
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় কায়স্থ আর বৈদ্য।
প্রভুর পাশে বসিলা সারি সারি[৩] পদ্য ॥
এসব লোকেরে সীতা পরিবেশে।
৯৩।২ [৪]অন্য লোকে পরিবেশে ঈশান/শ্যামদাসে ॥
[৫]তিনেরে প্রণাম করে হাসিয়া হাসিয়া।
পরিবেশে সীতা দেবী নক্ষত্র (?) হইয়া ॥
কাহার পাত খালি নাহি দ্বিগুণ করিয়া।
অন্ন ব্যঞ্জন পরিপূর্ণ[৬] দেখেন ফিরিয়া ॥
প্রিয় ভক্তকে মহাপ্রভু ইঙ্গিতে[৭] জানাইআ।
সবে এক কালে প্রিয় বস্তু লয় মাগিয়া ॥
মহাপ্রভু কহে দেও সুক্তা ব্যঞ্জন।
[৮]নিত্যানন্দ কহে দেও ক্ষীর ভাজন ॥

(১) ব—তথা জাইয়া (২) বি—গ্রাম নিবাসি সব বসিলা ভিন্ন হইয়া (৩) ব—'সারি' নাই (৪) অন্যলোকে (৫) ব—তিনরে (৬) বি—মহাপ্রভু দেখেন (৭) ব—জানাইলা (৮) বি—নিত্তানন্দ

আচার্য প্রভু কহে মোচার ঘণ্ট দেও।
ভক্তবৃন্দ সবে চাহে রুচিমত[১] সেয়॥
তবে সীতা দেবী[২] প্রভুর মন জানিয়া।
যত[৩] জন আগে তত সীতা যে হইয়া॥
যে যে ব্যঞ্জন মাগিলা[৪] দিলা একমনে[৫]।
আচার্য নিত্যানন্দ চাহে মহাপ্রভু পানে॥
রাসেতে[৬] প্রকাশ তুমি হইলা যেমত।
এবে সীতাকে তুমি করিলা সেমত॥
সব ভক্তবৃন্দ তবে[৭] করে ঠারাঠারি।
অভক্ত কাহে[৮] কেহো[৯] জানিতে না পারি॥
মহাপ্রভু সভাকে কয় বিস্ময় না মানিবা।
শ্রীরাধিকার প্রায়[১০] ইহাকে জানিবা[১১]॥
রাধিকার ঐশ্বর্য না[১২] দেখে কোন জন।
ইহার ঐশ্বর্য দেখ ভাবি[১৩] মনে মন॥
নিত্যসিদ্ধ[১১] পরিকর মুকুন্দ সমান
যেহি ইচ্ছা করে সেহি করিতে[১০] প্রধান

(১) ব—রুচিম দেও (২) দেখি (৩) ব—জত (৪) বি—জে ব্যঞ্জন মাগিল তাহাই দিলেন একমনে (৫) ব—কালে (৬) ব—রশেতে (৭) ব—'তবে' নাই (৮) বি—কাকে (৯) ব—কহ (১০) ব—হইকে (১১) বি—গনির (১২) বি—বা (১৩) বি—ভরিআ নয়ন (১৪) ব—নিত্যসিদ্ধি (১৫) ব—'করিতে' নাই

তথাহি সনৎকুমারে[১] ॥

দাসাঃ সখায়ঃ পিতরৌ প্রেয়স্যশ্চ হরেরিহ।
সর্ব্বে নিত্যা মুনিশ্রেষ্ঠ তত্তুল্যা গুণশালিনঃ ॥ ৯৪।১

—[পদ্মপুরাণ, পাতালখণ্ড—৫২।৩]

প্রেয়সীর সব শক্তি[২] আছে কৃষ্ণসম।
ইহাতে[৩] বিশ্বাস করি জানিও সর্বোত্তম ॥
প্রভুর ইচ্ছাএ সর্বই দেখিল।
চমকিত মাত্র দেখাইয়া ফিরএ সকল ॥
মহাপ্রভু কহে আচার্য তুমি কৃষ্ণের আকর্ষে।
তৈছে সীতা[৪] হএ রাধার স্বরূপ বিশেষে ॥
প্রভু কহে আমি জানি তোমার ভারিভুরি।
রাধাকৃষ্ণ দুহো তুমি একত্র আচরি[৫] ॥
অন্য কেহ হয় যদি তোমার সেহি[৬] অংশ।
তুমি যে[৭] হও আমা সভার অবতংস ॥
পরিহাস ছলে কহে অন্যে নাহি বুঝে।
কৃপাসিন্ধু সভাকে সত্য করি[৮] সুঝে ॥
পরিবেশ[৯] পরিবেশ প্রভু যে ডাকিয়া।
রাখয়ে কতেক অন্ন কহে[১০] যে ফিরিয়া ॥

(১) বি—সংস্কৃতাংশ নাই (২) বি—তুমি কৃষ্ণের আয়স। (৩) বি—এই চার পংক্তি নাই (৪) বি—সক্তি (৫) ব—আচুরি (৬) বি—বিশেষ (৭) ব—'জে' নাই (৮) ব—জানিবে (৯) বি—পরিবেশহ প্রভু কহেন ডাকিআ। তব অগ্রে কতেক অন্ন কহে জে ফিরিআ ॥ (১০) ব—কহ

সীতা কহে যত চাহ তত অন্ন হয়।
তোমার কৃপাএ অভাব [১]কিছুই না হয় ॥
তবে ভক্তবৃন্দ সব চাহিয়া হাসিল।
[২]হাসিয়া তাহার পাক সবে প্রশংসিল ॥
মহাপ্রভু কহে কিবা প্রশংসিব আমি।
সহস্র মুখ হএ তবে প্রশংসি [৩]যে আমি ॥
সীতার হস্তের পাক যেহি জন খাইল।
ধ্যান হইয়া সভার মনে লাগিয়া রহিল ॥
[৪]চাহিয়া হারিল ভোজন সমাপন।
আচমন করি করে তাম্বূল ভক্ষণ ॥

৯৪।২ ভক্ত সভার হইল/বড় চমৎকার।
মহাপ্রভু কহে আচার্য এসব তোমার ॥
[৫]তোমার কৃপা হইলে কৃষ্ণ করিবেন অঙ্গীকার।
একে একে সভার মস্তকে [৬]তুমি ধর কর ॥
তবে ভক্তবৃন্দ প্রভুর চরণে পড়িলা।
[৭]আচার্য প্রভু কৃপা অনেক করিলা ॥
[৮]পরস্পরে তিন প্রভুর যত ভক্তগণ।
মহাপ্রভুর আজ্ঞাএ পড়িল দুই প্রভুর চরণ ॥

---

(১) ব—কিছু (২) বি—মা সিতার পাক জে সবে (৩) ব—'জে' নাই (৪) বি—হরি বলি প্রভু করিলেন ভোজন সমাপ্ন (৫) ব—তোমা (৬) ব—'তুমি' নাই (৭) বি—আচার্য্যকে (৮) ব—তিন পংক্তি নাই

দুই প্রভু কোলে করি মহাপ্রভুর চরণে।
মহাপ্রভু কহে এবে হইলা[১] ভক্তজনে ॥
এ[২] দুঁহার কৃপা যারে সেহি মোর প্রাণ।
দুঁহার চরণ বিনে নাহি পরিত্রাণ ॥
তবে তিন জনে যাই[৩] নিভৃতে বসিলা।
দানলীলা করিবার বিচার করিলা ॥
পূর্ব স্বরূপ যেমত[৪] অভিমান করি।
প্রকাশ করিলা তবে[৫] সভে যে আচরি ॥
শ্রীশান্তিপুরনাথ পাদপদ্ম করি আশ।
অদ্বৈতমঙ্গল কহে হরিচরণ দাস ॥

ইতি শ্রীঅদ্বৈতমঙ্গলে বৃদ্ধলীলানুসারে পঞ্চমাবস্থায়াম-
দ্বৈতগৃহেভোজনস্তথা সীতৈশ্বর্যদর্শনং নাম অষ্টম[৬]-সংখ্যা ॥

(১) বি—তুমি হইলে ভক্তজন (২) বি—'এ' নাই (৩) ব—নৃত্যেতে বশিলা (৪) বি—'যে মত' নাই
(৫) ব—'তবে' নাই; বি—তবে জে (৬) ব—দশমঃ

নবম সংখ্যা

বন্দো[১] শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু সীতার প্রাণনাথ।
যে আনিল মহাপ্রভু জগৎ বিখ্যাত॥
বন্দো শ্রীসীতামাতা প্রভুর আজ্ঞাকারী
ব্রজপুরে বিখ্যাত হয় কনকসুন্দরী॥
শ্রীঅচ্যুতানন্দ বলরাম কৃষ্ণমিশ্র।
ভক্তি করি বন্দিএ প্রণতি সহস্র॥
গোপাল জগদীশ বন্দি প্রভুর অন্তরঙ্গ।
৯৫।১ সভার চরণ/বন্দো হইয়া একান্ত॥
তিন প্রভুর ভক্তবৃন্দ সহস্র সহস্র।
সকলের চরণ বন্দো মুই জীব[২] তুচ্ছ॥
বৃন্দাবন কৃষ্ণধাম কালিন্দী যমুনা।
যতনে বন্দিএ তার পুলিন ভোজনা[৩]॥
শ্রীরাধিকার[৪] পাদপদ্ম সেবা অভিলাষে।
তিন প্রভুর চরণ বন্দি করিয়া সাহসে॥
তাহার অনুষঙ্গী বন্দি সখীর[৫] সমাজ।
সেবাপর সখী বন্দো মোর রাজ[৬]॥

(১) ব—বন্দে (২) ব—জিবন্ত। (৩) ব—(বো)ড়না (৪) বি—শ্রীরাধাকৃষ্ণ (৫) বি—সখি রসময়
(৬) বি—সেই জয়

সবে মিলি কৃপা কর অকিঞ্চন দেখি।
তিন প্রভুর দানলীলা কিঞ্চিৎ এবে লিখি ॥
একদিন শান্তিপুরে তিন প্রভু বসি।
পূর্ব ভাবিয়া দানলীলা যে প্রকাশি ॥
শান্তিপুরের শোভা দেখিয়া তিন প্রভু।
গোকুল নগর জ্ঞান বোলে মহাপ্রভু ॥
অদ্বৈত প্রভু হইলা শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপ।
মহাপ্রভু হইলা [1] রাধিকার রূপ ॥
নিত্যানন্দ প্রভুকে করিলা বড়াই বুড়ি।
শ্রীবাস [2] আদি সখীএ হইলা বড়ী ॥
সখা হইলা কমলাকান্ত আর কত জন।
গৌরীদাস নরহরি সুবল মধুমঙ্গল ॥
এহি সব সখা হইয়া নটবর বেশ।
গাভী লইয়া চরায় গোচারণ দেশ ॥
সখী সঙ্গে রাধিকা [3] বেশ ভূষণ পরিয়া।
পসার সাজাইয়া লইলা [4] দাসী মাথে দিয়া ॥
৯৫।২ [5] ললিতা বিশাখা তাহে হইলা অগ্র/গণ্য।
আর সব সখী বেষ্টিত পশ্চাৎ [6] অরণ্য ॥

(১) বি—শ্রীরাধিকা স্বরূপ (২) বি—আমি জে দেখি হইলা (৩) বি—জে খুবসন পরিয়া (৪) বি—সখি (৫) বি—ললিতাদি সখি তাহে (৬) বি—অনন্ত

সতত[1] সঙ্গে রহে যেহি[2] সেহি সব লোক।
দেখিয়া বিস্মিত হইল গেল সব শোক॥
শান্তিপুরের শোভা কহন না[3] যায়।
গঙ্গাএ[4] যমুনা রহে মহাশোভা হয়॥
সেহি গঙ্গা তীরে এক বৃদ্ধ নৌকা আনি।
সিন্দুর চন্দন দিয়া পূজে নৌকাখানি॥
তাহার তীরেতে হয় কদম্ব বৃক্ষ এক।
বৃক্ষের তলাতে কৈল বেদি[5] যে পৃথক॥
সিন্দুর চন্দনে ঘট বেদির উপর।
মালা বেষ্টিত কৈল তাহার চত্বর॥
সখা সব লইয়া কৃষ্ণ গেলা সেহি খানে।
শিঙ্গা বেণু মুরলীর[6] ধ্বনি আখ্যানে॥
গাভী সব চরিতে গেলা গঙ্গাতীরে বনে।
কদম্ব তলাতে কৃষ্ণ সব সখা সনে॥
লগুড়ে লগুড়ে খেলা কৈল কতক্ষণ।
হেনকালে দেখে দূরে রাধিকার গণ॥
খেলা ছাড়ি কদম্ব তলাতে দাঁড়াইল।
রাধিকার আগে[7] আগে বড়াই দাঁড়াইল॥

(১) ব—সদসত (২) ব—'জেই' নাই (৩) 'না' নাই (৪) ব—গঙ্গা (৫) বেদী (৬) বি—মুরলি লইআ কাননে (৭) ব—মাঝে

সখী সঙ্গে রাই আইসে পসার সাজাইয়া।
বিজুরি চমকে যৈছে নব ঘন দেখিয়া॥
ত্রিভঙ্গ হইয়া মুরলী পুরে[১] কদম্ব তলায়।
সখা সঙ্গে আশপাশ মন্দ বেণু বায়॥
হেনকালে বড়াই আইলা রাধিকা সমাজে।
পথ আগরিয়া[২] যায় যত সখা রাজে॥
কোথাকার এহি তোমরা হও কেবা।
কহ নিশ্চয় করি পসারে আছে যেবা॥
বড়াই কহে গোপী আমরা মথুরার সাজ।
দধি দুগ্ধ ছানা ক্ষীর সখির[৩] সমাজ॥
৯৬।১ সুবল কহে এহি/ঘাটে কেনে তুমি আইলা।
এঘাটে নতুন রাজা দান লাগাইলা॥
তাহাতে তোমার সঙ্গে যুবতী অনেক।
[৪]ইহার যেমত দান পৃথক লাগিবেক॥
ঘাটের সর্দার এঁহো নবঘন শ্যাম।
আমরা হইএ ইহার আজ্ঞা অনুপাম॥
ঘাটি চুকাইয়া চল পার করি দিব।
নহেত পসার আজি লুটিয়া খাইব॥

(১) বি—বাজাএ (২) বি—আগলিলা জাই (৩) বিকির সমাজ ; তুলনীয় প্. ৯৫।১, ৮ম পংক্তি
(৪) বি—ইহা সবার দান

সখার বচন শুনি হাসিতে হাসিতে।
বসিলা বড়াই বুড়ি কাশিতে কাশিতে ॥
তবে কৃষ্ণ সমুখে আইলা মুরলী বেত্র হাতে।
রাধিকার পানে চাহি কহে সখী সাথে ॥
শুনহ যুবতী তোমরা আমার বচন।
এথা দান দিয়া চল নৌকার সদন[১] ॥
তোমা সভাকার দান লাগিবেক ভারি।
প্রচুর লইয়া দান তবে পার করি ॥
ললিতা সমুখে আসি হাসিআ[২] কহিলা।
কি দান লইবা এবে কহ নন্দবালা ॥
নিতি নিতি আসি যাই আমরা বিকিতে।
কভু নাহি জানি আমরা এমত চরিতে[৩] ॥
সব অধিকার ছাড়ি হইলা ঘাটিয়াল।
ইহাতে পালিবা[৪] লোক করিয়া সমান ॥
চারি চারি কড়া কড়ি পাইবা প্রতিজনে।
পসারে আটকৌড়ি[৫] অনেক যতনে ॥
ইহাতে অপযশ কর রাজপুত্র হইয়া।
বিলম্ব না কর দেও পার যে[৬] করিয়া ॥

(১) ব—দশন (২) ব—'হাসিআ' নাই (৩) বি—হএ হতে (৪) বি—পালিবে (৫) বি—পাইবা আপনে (৬) ব—'জে' নাই

এবোল শুনিয়া কৃষ্ণ সাটোপ করিয়া।
৯৬।২ রাধিকারে কহে ধনি সমুখে যাইয়া॥
সহজ ঘাটের দান শুন গোয়ালিনী।
চারি চারি মনুষ্যে লাগে রজত[১] মুদ্রা জানি॥
দুই পসারেতে[২] দান মুদ্রা এক হয়।
দ্বিগুণ চাহিয়ে এবে শুন সখীচয়॥
তাহাতে যুবতী তোমরা পুষ্ট নিতম্বিনী।
কুচ যুগ ভারি বড় এই গোয়ালিনী॥
দুই কাহন কৌড়ি দান এক এক যুবতী।
পুষ্ট[৩] নিতম্বিনীর দান দ্বিগুণ বসতি॥
উচ্চ কুচ ভার বড় অনেক কৌড়ি চাহি।
মুখ দেখাইতে কৌড়ি বাড়াইতে নাহি॥
জীর্ণ[৪] নৌকাখানি মোর যমুনা তরঙ্গ।
এক এক করি পার করিব এহি গাঙ্গ[৫]॥
ততকাল দেও দান[৬] বিলম্ব না কর।
নহে মৃগনয়নী থুইয়া তোমরা[৭] চল॥
ইহার অলংকার যত শরীরেত হয়।
ভারেতে ইহার বুঝি নৌকাডুবি যায়॥

(১) বি—সর্ব (২) ব—পসারে (৩) ব—নিতম্বিনী (৪) বি—নৌকা আমার তাহে জমুনা (৫) ব—গঙ্গ (৬) ব—বিনে মুলাকর (৭) বি—সব

[১] দেখ দেখ এহি হার বোঝা বড় হয়।

ছল করি [২] ভঙ্গি করি কৌতুক বাড়ায় ॥

তবে [৩] রাধার হাতে হাত দিবে বল করি।

[৪] বড়াই বুড়ির আগে [৫] আসি তর্জন আচারি ॥

[৬] ত্রিপদী ॥ যথারাগ ॥

[৭] আগ বড়াই ঠেকিল বিষম দানীর হাতে।

[৮] কেন বা আইল এথা   কি জানি আমার কথা

এহি দানী হয় বড় দুষ্ট।

আমরা অবলা নারী   করে নানা চাতুরী

হাসি হাসি কহে বাত মিষ্ট ॥ ১ ॥

৯৭।১   [৯] আগ বড়াই এ প/থে বসিল দানী কবে ॥

[১০] এমত জানিতাম যদি   ঘরে বসি বেচিতাম দধি

মথুরাতে আছে কিবা কাজ।

দধি কটু হইয়া যায়   দুগ্ধ নষ্ট বড় দায়

বিলম্বে নাহি এবে কাজ ॥ ২ ॥

বিষম দানীর হাতে   ঠেকাইলা তুমি সাথে

[১১] উচ্চ কুচ মাগে বহু দান।

(১) বি—দেখহ ইহার ভরে বোজ বড় হয়   (২) বি—ভজিতে যে কৌতুক   (৩) ব—রাধা (হা)তে (নবাবল) বুক। (৪) বি—বড়াই বুড়ি আড়ে আসি তর্জন (৫) ব—'আসি' নাই (৬) ব—'ত্রিপদী' নাই   (৭) ব—আগে; বি—আবু   (৮) ব—কেনে আনিল আমাকে কি জানি   (৯) ব—আগ (১০) ব—জানহ···বেচিত দধি   (১১) বি—এই পংক্তির বদলে আছে "ভেড়হ নজানে বৃদ্ধ হানি"॥

[১]নিতম্ব দেখিয়া বড় তেরছা নয়ান দড়
দ্বিগুণ করে তার মান ॥ ৩ ॥

তেরছা নয়ানে চাহে চঞ্চল [২]বআনে কহে
কিবা আছে ইহার মনে জানি।

দানী [৩]হইলে দূরে রয় [৪]এত কভু দানী নয়
আসিয়া আঁচল ধরি টানি ॥ ৪ ॥

চারি কৌড়ি পায় যায় দশ পণ চাহে তায়
[৫]পসারেতে কহে দ্বিগুণী।

অবিচার [৬]যত করে সঙ্গী তার হাসি মরে
[৭]শুনি মনে ভয় [৮]যে আপনি ॥ ৫ ॥

ভাঙা নৌকা ঘাটে দেখি [৯]গিরিতে রঙ্গিন লখি (?)
[১০]একবারে পার নহে সভারে।

একে একে পার করে বিচার সবে [১১]মিলি করে
সঙ্গী তার হাসি হাসি মরে ॥ ৬ ॥

শুনগ বড়াই তুমি [১২]পার না যাইব আমি
তোমারে [১৩]সঁপিল দানীর হাতে।

যেমন আনিলা তুমি তোমা যোগ্য হয় জানি
এহি মোর হয় মনোরথে ॥ ৭ ॥

---

(১) বি—এই দুই পংক্তি নাই (২) ব—নয়ানে (৩) বি—হইয়া (৪) বি—এক কড়া দান লয় (৫) ব—পসারে (৬) বি—এই বড় দানি হৈঞা কহে দড় (৭) ব—ইহার পূর্বে ১৫ নং-এর লিখিত বাক্যটি ঢুকিয়াছে (৮) ব—'জে' নাই (৯) ব—গীরি নবঙ্গিণ লিখি ; বি—গিরিতে রঙ্গিল দেখি (১০) ব—'এক' নাই (১১) ব—'মিলি' নাই (১২) ব—পারে জাইব (১৩) ব—সপী

বড়াই হাসিয়া বোলে　　ভয় কর কেনে মনে
আমি আছি তোমার[1] সাথে সাথে।
নন্দের নন্দন এহি　　নূতন দানী হএ সেহি
তোমারে দেখিতে করে[2] সাধে ॥ ৮ ॥

৯৭।১ তোমারে আগেত ধরি　　পিছে যাবে[3] সহচরী
তার পরে পসার উঠিবে।
লগুড়[4] হাতেত করি　　আমি সব পাছে হেরি
চিন্তা না করিয় কিছু এবে ॥ ৯ ॥

এ বড় সংকট[5]　　পসার[6] না হয় বট
দান মাগে[7] তাহে অধিকাই।
তুমি যদি ফিরি চাহ　　দান[8] তবে নাহি দেও
ভাবিয়া দেখনা[9] মনে যাই ॥ ১০ ॥

শুনিয়া[10] ললিতা সখী　　হাসিয়া কহিল[11] দেখি
বড়াই কহিল পরমাণ।
হরিচরণ দাস কহে　　বড়াইর মনে এহি লএ
কানাই করে সেহি অনুমান[12] ॥ ১১ ॥

পয়ার[13] ॥　বড়াইর বচন শুনি নন্দের কোঙর[14]।
হাসি[15] নমস্কার করে পরম আদর ॥

(১) ব—স্বহায় (২) ব—ডর (৩) বি—জানি (৪) ব—(লগুন ?) (৫) বি—সঙ্কট (৬) বি—নহে জত বট (৭) ব—কই মাগে অধিকই (৮) ব—দণ্ড (৯) বি—দেখহ; ব—দেখনা মনো(জা)ই (১০) ব—যুন সিয়া ললিতা (১১) ব—কহেনা দেখি (১২) বি—মান ॥ (১৩) ব—'পআর' নাই (১৪) ব—কুমার (১৫) ব—আসি

বড়াইর আজ্ঞা লঙ্ঘ সংকট হইবে।
পসার লুটা যাবে আর বস্ত্র হরিবে ॥
শুনগ বড়াই তুমি যাও সখী লৈয়া।
পার করিয়া দিএ এক [১] এক করিয়া ॥
এহি যুবতী হয় মৃগ নয়নী।
নিতম্ব পুষ্ট বড় কুচের [২] বোলনি ॥
ইহার ভারে ডুবিবেক [৩] নৌকার সব নারী।
[৪] ইহারে রাখিয়া [৫] যাও দানে বন্দো ধরি ॥
আমি ইহার প্রহরী হইয়া।
চিন্তা না করিয়া কিছু মনেতে ভাবিয়া ॥
এতেক বচন শুনি সখী সঙ্গে রাই।
ঘরে চল সবে যাই ওপার না যাই ॥
তবে সখা লইয়া কৃষ্ণ চৌদিক বেড়িলা।
[৬] কিসের পসার দেখি পসার ধরিলা ॥
পসার ধরিয়া [৭] লইয়া নৌকায় চড়াইলা।
৯৮।১ নৌকায় [৮] আনি যুবতী সভারে বসাইলা ॥
জানুজলে যাই নৌকা ডুবিতে লাগিল।
দধি দুগ্ধ সব [৯] যাএ পসার লুটিল ॥

(১) ব—'এক' নাই (২) বি—চলনি (৩) বি—নৌকা নাহি বাই (৪) বি—এই চার পংক্তি নাই (৫) আর (৬) ব—কিশির (৭) ব—'লইআ' নাই (৮) ব—'আনি' নাই; বি—আনি তবে সভারে (৯) ব—থাএ

তবে জলে জল বিহার করিলা অনেক।
সখাসখী একত্র [১]করিলা যতেক ॥
তিন প্রভু [২]একত্র হইয়া প্রেম উথলিল।
প্রেমে অচেতন হইয়া জলেতে পড়িল ॥
ভক্তবৃন্দ সব তিন প্রভু [৩]উঠাই লৈয়া।
[৪]তীরেতে বসিলা সবে কোলেতে করিয়া ॥
শ্রীনিবাস নরহরি আর শ্যামদাস।
মুরারি মুকুন্দ আর বৈদ্য কৃষ্ণদাস ॥
সবে কীর্তন করে গোকুলের দান।
দান ছলে প্রেম হইল না হয় [৫]সামাল ॥
কতক্ষণে তিনের [৬]হইল অর্ধবাহ্য দশা।
গলাগলি [৭]হৈয়া কান্দে মুখে নাহি ভাষা ॥
চল দাদা যাই মোরা সেহি বৃন্দাবনে।
পরস্পর তিনজনে একত্র রোদনে ॥
ভক্ত সবে প্রভুর বাক্য শুনি হইল বিমন।
[৮]প্রকট করিবা প্রভু লয় সভার মন ॥
ভক্তের [৯]বিমন দেখি তিনের বাহ্য দশা হইল।
হুঙ্কার [১০]করি অদ্বৈত গর্জিয়া উঠিল ॥

(১) ব—হইয়া এক (২) ব—এক (৩) ব—উঠাইয়া (৪) ব—তিরে (৫) ব—সমান (৬) অন্ত বাহ্যদশা (৭) ব—ধরি (৮) বি—অপ্রকট (৯) ব—মিবন (১০) ব—বলিয়া

মহাপ্রভু নৃত্য করিল নিত্যানন্দ সাথ।
হরি হরি বোলে অদ্বৈত মাথে দিয়া হাত॥
অনেক নৃত্যে হইল শ্রম হইল বড়।
শ্রম দেখি[১] সব দাস চরণে পড়িল॥
নৃত্য সম্বরণ করি ঘরে লইআ[২] যাইল।
অনেক শুশ্রূষা করি শ্রম দূর কৈল[৩]॥
৯৮।২ এহি যে লিখন[৪]/প্রভুর শান্তিপুর লীলা।
মথুরা[৫] বিরহ হৈল অন্তর বিহ্বোলা[৬]॥
প্রভুর যতেক লীলা তার এক কণ।
প্রভুর নন্দনের আজ্ঞাএ[৭] লিখন যতন॥
প্রথম অবধি এবে অনুবাদ লিখিব।
সংখ্যার[৮] অনুক্রম একত্র করিব॥
একত্রে লিখিলে[৯] সুখ শ্রোতার হবে বড়।
সকল গ্রন্থের কথা অভিপ্রায় দড়॥
প্রথম সংখ্যাএ হয় গুর্বাদি বন্দন।
কৃষ্ণলীলা অনুক্রম বস্তু নিরূপণ॥
দ্বিতীয় সংখ্যাএ পঞ্চ[১০] অবস্থার সূত্র।
বিজয় পুরী আগমন পরম পবিত্র[১১]॥

(১) ব—শ্রামদাব ; বি—দাস সব (২) ব—চলি আইলা (৩) ব—করিলা (৪) বি—কহিল
(৫) ব—মধুরা (৬) ব—বি(ভো)লা (৭) বি—আজ্ঞাবলে লিখিব (৮) বি—সংস্কার (৯) ব—লিখিয়া
(১০) বি—পঞ্চম (১১) ব—চরিত্র

তৃতীয় সংখ্যাএ বিজয় পুরীর সংবাদ।
শ্রীভাগবত অর্থ প্রভুর আস্বাদ ॥
প্রেমে গদ গদ পুরী দুর্বাসা সাক্ষাৎ।
শ্রীমাধবেন্দ্র সতীর্থ হয় যে বিখ্যাত ॥
চতুর্থ সংখ্যা প্রভুর জন্ম কহিল বিজয়পুরী।
রাজপুত্রকে কৃপা কৈল শান্তিপুর-বিহারী ॥
প্রথম অবস্থা চারি সংখ্যা লিখিলা।
বিজয়পুরী সংবাদ তাহাতে জানিলা[১] ॥
পঞ্চম[২] সংখ্যায় রাজদণ্ড বর্ণন করিল।
শ্রীহট্ট দেশের রাজা বৈষ্ণব হইল ॥
এহি রাজা ছিল বৈষ্ণবদ্বেষী বড়।
বৈরাগী হইয়া গেল[৩] প্রভুর কৃপা দড় ॥
শ্রীবৃন্দাবনে সিদ্ধিবট প্রাপ্তি হইল তার[৪]।
তাহার ভাগ্যের কথা কি[৫] লিখিব পার ॥
৯৯।১　ষষ্ঠ সংখ্যাএ প্রভুর/শান্তিপুর গমন।
শ্রীহট্ট দেশ ছাড়িয়া আইলা ততক্ষণ ॥
শাস্ত্র অধ্যয়ন প্রথম[৬] আরম্ভ।
শাস্ত্রে বিখ্যাত প্রভু কভু[৭] নহে ভঙ্গ ॥

(১) বি—কহিল (২) ব—প্রথম (৩) ব—'গেল' নাই (৪) বি—তবে (৫) ব—কিখিব পার; বি—কি লিখীব এবে। (৬) ব—'প্রথম' নাই (৭) বি—নহে ভুরূভঙ্গ

এহি দুই সংখ্যা দ্বিতীয় অবস্থা বর্ণন।
পৌগণ্ড লীলার ক্রম জানিল সর্বজন ॥
দুই অবস্থায় হৈল[১] ছয় সংখ্যা লিখন।
এবে কৈশোর অবস্থা শুন সর্বজন ॥
সপ্তম সংখ্যাএ প্রভুর শ্রীবৃন্দাবন গমন।
মাতাপিতার পরলোক তাহাতে বর্ণন ॥
বৈদিক ক্রিয়া গয়াপিণ্ড যতেক বিধান।
সকল করিয়া প্রভু শ্রীবৃন্দাবন ভ্রমণ ॥
অষ্টম সংখ্যাএ শ্রীমদনগোপাল প্রকট।
সূর্য ঘাট কুঞ্জ হএ[২] তাহার নিকট ॥
শ্রীমদনগোপাল প্রকটি আজ্ঞা তবে[৩] হইল।
প্রকট রহিবে[৪] গোপাল সত্য করিল ॥
পূর্বরাগ স্বরূপ মদনমোহন[৫]।
বিস্তারি কহিলা প্রভু তাহার কারণ[৬] ॥
গোপাল আজ্ঞাএ প্রভু আসিলা শান্তিপুর।
শান্তিপুরে[৭] তপস্যা করেন প্রচুর ॥
নবম সংখ্যাএ শ্রীমাধবেন্দ্র সংবাদ।
দীক্ষা বিধান প্রভুর[৮] তাহাতে বিখ্যাত ॥

(১) ব—চক্ষুঃ (২) বি—প্রকট (৩) ব—তার (৪) ব—করিবে (৫) ব—তবে মদন মোহন
(৬) বি—করন (৭) ব—শান্তিপুর (৮) ব—প্রভু

শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র রহিলা শান্তিপুর।
গোবর্ধনে গোপাল প্রকট রসপুর ॥
দোঁহার দ্বারে দোঁহে প্রকট হইলা।
৯৯।২　　দোঁহার আনন্দ বড় প্রে/ম উথলিলা ॥
দশম সংখ্যাএ দিগ্বিজয়ীকে জয়।
অদ্বৈত নাম প্রকট তাহাতে যে হয় ॥
প্রভু কৃপায় দিগ্বিজয়ী হইলা প্রধান[1]।
প্রভুর স্বরূপ দেখিল করিয়া বিধান ॥
চতুর্ভুজ দেখিয়া স্তুতি করিল অনেক।
প্রভুর কৃপাপাত্র হইলা সেই[2] লোক ॥
এহি চারি সংখ্যাএ কৈশোর-লীলা বর্ণন।
তৃতীয় অবস্থা প্রভুর এই[3] যে লিখন ॥
তিন অবস্থাএ সংখ্যা হইল দশ।
এবে লিখি চতুর্থ অবস্থা নির্দেশ ॥
একাদশ সংখ্যাএ কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী।
স্বরূপ কহিলা তারে শান্তিপুর-বিহারী ॥
কৃষ্ণদাস প্রভুর বড় কৃপাপাত্র।
তাহার লিখনে জানিল সব তত্ত্ব ॥

(১) বি—বৈষ্ণব প্রধান (২) ব—কিশোর। (৩) ব—'এই' নাই

আজন্ম[১] পর্যন্ত প্রভুর সেবা যে করিলা।
বৃন্দাবনের সঙ্গী তেহোঁ শান্তিপুর আসিলা॥
দ্বাদশ সংখ্যাএ দেব মোহ পাইয়া।
ব্রহ্মার নিকট গেলা সংকুচিত হইয়া॥
অপ্সরায়[২] মোহিতে নারিল প্রভুরে॥
ব্রহ্মার[৩] আজ্ঞায় দেব আসি পূজা করে॥
ব্রহ্মা আসি[৪] হরিদাস[৫] হই জন্ম লভিলা।
হরিদাসের ঐশ্বর্য প্রভু বিস্তার করিলা॥
ত্রয়োদশ সংখ্যাএ প্রভুর অন্তর্দশা বর্ণিলা।
যাহাতে জানিল কুঞ্জ[৬] সেবা হইলা॥
১০০।১ রাধাকৃষ্ণ দোঁহো/সেবা বিরলেতে[৭] করি[৮]।
অভিপ্রায়[৯] জানাইল প্রেম আচরি॥
শ্যামদাসের পূর্ব[১০] অবস্থা কহিল।
প্রভুর কৃপাপাত্র[১১] একান্ত হইল॥
কীর্তন করিয়া সুখ দেন শ্যামদাস।
আর যত[১২] শাখা বর্ণিল আভাস॥
চতুর্দশ[১৩] সংখ্যাএ শ্রীনাথ সংবাদ।
রূপ সনাতন দোঁহাকে প্রভুর প্রসাদ॥

(১) ব—অজা(র্ম) (২) ব—মোহিত (৩) ব—ব্রহ্মাএ (৪) ব—আসিলা (৫) ব—'হই' নাই
(৬) বি—সেবার বর্ণন ; ব—সেবা হইল (৭) ব—বিরলে (৮) বি—হন (৯) বি—অভিপ্রায়
(১০) ব—পূর্ব্বরে (১১) ব—ক্রপায়ে (১২) ব—কত (১৩) বি—চতুর্থ

দোঁহার দ্বারে যে[1] যে কার্য করিবেন প্রভু।
ক্রম-করি কহিলা সব অপেক্ষা মহাপ্রভু ॥
এই চারি সংখ্যাএ যৌবন লীলা।
চতুর্থ অবস্থা যাহারে কহিলা ॥
চারি অবস্থায় চতুর্দশ সংখ্যা গণন।
ক্রম করি জানিবে সবে দিয়া এক মন ॥
পঞ্চদশ সংখ্যাএ প্রভুর বিবাহ বর্ণন।
সীতার পরিণয়[2] অপূর্ব কথন ॥
তাহার কনিষ্ঠ শ্রী-ঠাকুরাণী।
পিতা আনিয়া[3] প্রভুকে দিলেন আপনি ॥
শিষ্যে প্রসাদ পাএন[4] গুরু সঙ্গে বসি।
কেশ খসিল[5] সীতার অন্ন পরিবেশি ॥
দুই হস্তে[6] পরিবেশন থালি হাতে করি।
আর দুই হস্তে চুল বান্ধিল প্রচারি ॥
চতুর্ভুজ[7] প্রকাশ দেখাইল সভে।
চমৎকার পাইল[8] সেই দিন সবে ॥
ষোড়শ সংখ্যাএ সীতাদেবীর দীক্ষা।
সর্ব তত্ত্ব[9] কহি প্রভু করাইল শিক্ষা ॥

(১) ব—'জে' নাই (২) ব—হইল অপূর্ব্ব (৩) ব—প্রভু (৪) বি—প্রভু (৫) ব—প্রভুর (৬) ব—পরিবেশি আনি হাতে (৭) বি—দেখিলেন (৮) ব—শবে দেন (৯) ব—কহিলা

আপনার স্বরূপ জানাইলা সীতার স্বরূপ।
১০০।২ সীতাঠাকুরাণীর[১] শিষ্য সীতার অনুরূপ ॥
সপ্তদশ সংখ্যাএ বর্ণিল নিত্যানন্দ জন্ম।
বলদেব নিত্যানন্দ জানাইল মর্ম ॥
দৈত্যকে কৃপা করি নিত্যানন্দ রায়।
গঙ্গার মাহাত্ম্য দেখাইল সভায় ॥
ন্যাসের[২] গঙ্গাজল প্রভুর পাইয়া।
দৈত্য[৩] দেহ ছাড়ি সবে গেল[৪] মুক্ত হইয়া ॥
অষ্টাদশ সংখ্যাএ লিখি মহাপ্রভুর জন্ম।
অদ্বৈত হুঙ্কারে সব কাঁপিল ব্রহ্মাণ্ড[৫] ॥
হুঙ্কার করিয়া আনিলা ব্রজেন্দ্রনন্দন।
রাধাকৃষ্ণ দোঁহো এক শচীর নন্দন ॥
তাহারে সেব্য করি আপনি সেবিলা।
মহাপ্রভুর আজ্ঞাএ শচীকে দীক্ষা দিলা ॥
ঊনবিংশতি সংখ্যাএ প্রভু জল লীলা[৬] করিলা।
রাধিকার জ্যেষ্ঠ সখী সীতাকে জানাইলা ॥
রাধিকার পক্ষ প্রভু কনিষ্ঠ সখী হইয়া।
নিত্য লীলায়[৭] বিহরে দোহে সখিত্ব যাইয়া ॥

(১) বি—ঠাকুরানির (২) ব—তপেরজাজন (৩) ব—পংক্তি নাই (৪) গে (৫) বি—আব্রহ্ম
(৬) বি—ক্রিয়া (৭) ব—লিলা যবে সখি জাইলা।

কামদেবের সৌভাগ্য মহাপ্রভুর কৃপাপাত্র।
অষ্টক করিয়া প্রভুর[১] বর্ণিল যে তত্ত্ব[২] ॥
বিংশতি সংখ্যাএ প্রভুর নন্দন[৩] প্রকট।
সীতাকে দেখাইলা মহাপ্রভু বড়ই সংকট ॥
[৪]মহাপ্রভুর লাগিয়া দুগ্ধ রাখিছিলা সীতা।
অচ্যুতানন্দ খাইলা দুগ্ধ হইয়া বিস্মিতা ॥
চাপড় মারিলা সীতা অচ্যুতের গায়।
১০১।১   মহাপ্রভুর গাত্র সেহি দাগ লাগি/রয় ॥
তুঁহার[৫] শরীর এক দেখাইলা তাকে।
পৌগণ্ড লীলা শান্তিপুরে[৬] দেখায় সভাকে ॥
একবিংশতি সংখাএ অদ্বৈত ভঙ্গি[৭] বর্ণিল।
[৮]চৈতন্যের দণ্ডপাত্র আপনে হইল ॥
দণ্ড দিয়া মহাপ্রভু লজ্জিত হইলা।
অদ্বৈতের ঐশ্বর্য গৌরীদাস[৯] দেখিলা ॥
যেহি জন অদ্বৈতের সেহি মোর প্রাণ।
মহাপ্রভুর আজ্ঞা এই[১০] সত্য সত্য জান ॥
দ্বাবিংশতি সংখ্যাএ অদ্বৈত গৃহে ভোজন।
[১১]সীতার ঐশ্বর্য মহাপ্রভুর প্রচারণ ॥

(১) ব—প্রভুকে (২) ব—তত্ত্ব ; বি—ত(ন্ত্র) (৩) ব—বদন (৪) বি—এই তিন পংক্তি নাই (৫) ব—তুঁহা (৬) শান্তিপুর (৭) ব—'ভঙ্গি' নাই (৮) ব—চৈতন্যে (৯) বি—গোবিন্দ (১০) ব—'এই' নাই (১১) বি—সিতাদেবির ঐশ্বয্য মহাপ্রচারন

[১] এককালে সীতা অনেক প্রকাশ হইলা।
সভাকে পরিবেশে মহাপ্রভুর [২] ঈঙ্গিত জানিয়া ॥
অদ্বৈত ভাণ্ডার অক্ষয় মহাপ্রভু কহিলা।
ভোজন বিলাস তিন প্রভু অনেক [৩] করিলা ॥
ত্রয়োবিংশতি সংখ্যাএ দানলীলা শান্তিপুর।
[৪] তিন প্রভু এক হইলা রসের প্রচুর ॥
[৫] পূর্বভাব উঘারিআ দেখাইল [৬] সভাকে।
শান্তিপুর লীলা এহি [৭] বন্দিলা লোকে ॥
পঞ্চম অবস্থা প্রভুর [৮] নব সংখ্যাএ বর্ণিল।
[৯] ত্রয়োবিংশতি সংখ্যা সকল লিখিল ॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ অদ্বৈত [১০] সীতা।
[১১] শ্রীগুরু বৈষ্ণব ভাগবত গীতা ॥
১০১২ শ্রীশান্তিপুরনাথ পাদপদ্ম করি আশ।
অদ্বৈতমঙ্গল কহে হরিচরণ দাস ॥

ইতি শ্রীঅদ্বৈতমঙ্গলে বৃদ্ধলীলানুসারে পঞ্চমাবস্থায়াং
[১২] দানলীলাবর্ণনং নাম ত্রয়োবিংশতি [১৩] সংখ্যা সমাপ্তা ॥

সমাপ্তশ্চায়ং গ্রন্থঃ ॥ শুভমস্তু

---

(১) ব—একালে (২) ব—মহাপ্রভুর (ঈ) শেদ ; বি—প্রভুর ইঙ্গিত (৩) ব—দিলা (৪) বি—শান্তিপুরবাসি সব দেখিল সাদরে। পূর্ব্বভাব উঘারিআ দেখাইল সভাকে। (৫) ব—পূর্ব্বমত (৬) ব—তাকে (৭) বি—বন্দিআ [ইহার পর ছিন্ন পত্রাংশ] (৮) বি—নৃত্য বর্নন (৯) ব—সর্ব্বতত্ত্ব-বিংশতি সংখ্যা লিখিল (১০) বি—[ছিন্নপত্র] (১১) বি—রিগুরু (১২) ব—'দানলিলা' নাই (১৩) বি—সংখ্যার গ্রন্থ সমাপ্ত।

শকাব্দা ঃ ১৭১৩ শ্রীল শ্রীসরস্বতৈঃ ॥

শব্দসূচী

অংশাঅংশী	অংশ ও অংশী, অবতার ও অবতারী
অখন অখনে	এখন
অগেয়ান	অজ্ঞান
অথা	ওখানে
অন্তর্দশা	চৈতন্যচরিতামৃতে (৩।১৮) লিখিত হইয়াছে— তিন দশায় মহাপ্রভু রহে সর্বকাল। অন্তর্দশা বাহ্যদশা অর্ধবাহ্য আর ॥ এবং 'অন্তর্দশায় ঘোর' হইয়া থাকা যায়।
অপছরা	অপ্সরা
অপ্রকট	অপ্রকাশ
অবতংস	ভূষণ
অবতরি	অবতীর্ণ হইয়া
অবধৌত	<অবধূত—সন্ন্যাসাশ্রমী
অবস্থা	পরিচ্ছেদ, কালক্রম
অষ্টক	আটটির সমষ্টি (আট শ্লোক যুক্ত স্তব)
আগম	শাস্ত্র, তন্ত্রশাস্ত্র
আগু	<প্রা. অগ্‌গে <অগ্রে
আজ্ঞাকারী	আজ্ঞাপালনকারী (বিশেষ অর্থে)
আছোঁ	<প্রা. বা. আচ্ছমি—আছি

আত্মারাম	আত্মার আনন্দদায়ক (বিশেষ অর্থে)
আদি করি	ইত্যাদি
আমিহ	আমিও ('হ'— নিশ্চয়ার্থক অব্যয়)
আমি সব আমি সর্ব	আমরা, আমরা সকলে (সব, সর্ব্ব—মধ্য বাংলার বহুবাচক শব্দ)
আর্য আর্যা	মান্য, শ্রেষ্ঠ, গুরুজন
আসোড়িয়া	<আস্‌শেওড়া (?)
ইহ	এই
ইহানে	ইঁহাকে
উগাড়িয়া	উবারিয়া (?) উন্মোচন করিয়া
উঘারিয়া	উদ্ঘাটন করিয়া
খাত	দীপ্ত ; সত্য (?)
একল একলি	একা
এতেক	এইরূপ, এই পরিমাণ
এথা এথাকারে এথাতে এথায়ে	এখানে
এবে	এখন
এমতি	এইরূপ
এহি এহো এঁহো	এই, ইনি
ঐছে	এইরূপ

ওজর	আপত্তি
কতি	কোথায়
কথ, কথো	কত
কথা কথাকারে কথি	কোথায়
কথো	দ্র. কথ
কন্দ	গুড় দ্বারা প্রস্তুত খণ্ডাকার মিষ্টদ্রব্য
করোয়া	<করঙ্ক, করপাত্র (?) —বাটা, ডিবা, ভিক্ষাপাত্র
কষায়ণ	<কষিল কাঞ্চন (?)—পরীক্ষিত স্বর্ণ (?)
কাম	কার্য
কালিন্দী	যমুনা
কাহে	কেন, কাহাকে
কিমতে	কিরূপে
কুচ	স্তন
কুঠরি	<কুটি (?)—কুটিরে (?)
কুন	কোন
কেনে	কেন
কেলি	বিহার, খেলা
কৈছে	কিরূপ
কৈয়া	কহিয়া
কৈল	করিল
কোঙর	<কুমার
কোট	<কোষ্ঠ—গৃহমধ্য, দুর্গ
কোঠা	ঘর

কোঠালি	কুঠার
কোদালি	কোদাল
গুফা, গোফা	<গুম্ফা—গুহা
গোপত	<গুপ্ত
গোফা	দ্র. গুফা
গোঁয়াইল	যাপন করিল, অতিবাহিত করিল
গোসাঞি	<গোস্বামী
ঘটনা করি	প্রয়োজন সৃষ্টি করিয়া, ছল করিয়া
ঘাটি	ন্যূন
ঘাটিয়াল	পাটনী
ঘাটে	ন্যূন হয়
চণ্ড	ভয়ানক, উগ্র
চতুর্বিধা ভাব	দাস্য সখ্য বাৎসল্য আর যে শৃঙ্গার। চারিভাবে চতুর্বিধ ভক্তই আধার॥ —চৈ. চ., ১।৪
ছন্দ	অভিপ্রায় (কৌশল)
ছিলট্ট	<শ্রীহট্ট
জন্মপত্রী	
জিএ, জিয়ে	জীবিত আছি বা আছে
জিন	পণ, বাজি (<বাজিন্ ?)
জিনি } জিনিয়া	জয় করিয়া
জিয়া	বাঁচিয়া
জিএ	দ্র. জিএ
জোটন	যোগাড়
ঝমকি	কম্পমান (?)

ঝাপা	ঝাঁপিতে করিয়া (?)
টোটা	বাগান, জঙ্গল
ঠাঞি	স্থান
ঠাম	গঠন, মূর্তি
তটস্থ	<ত্রস্ত – উৎকণ্ঠিত
তত্রি	তথায় (?)
তথাঞি তথাহি তথাই তথি	তথায়
তভু	তবু, তখন
তবহি	তখন
তাং তাত তাথ তাথে	তাহাতে, তাহা হইতে, তাহা দ্বারা
তান	তাঁহার
তানে	তাঁহাকে
তালাস	<তল্লাস
তাহান	তাঁহার
তাহানে	তাঁহাতে, তাঁহার দ্বারা
তাহে	তাহাতে, তাহার উপর
তুরিত	শীঘ্র
তুহে	তোমাকে
তেঞি	তিনি
তে কারণে	সেই জন্য

তেরছা	<তির্যক—বাঁকা
তেহো, তেঁহ, তেঁহো	তিনি
তৈছে	সেইরূপ
তোমাক	তোমাকে
দড়	<দৃঢ়
দণ্ডী	দণ্ডধারী সন্ন্যাসী, চতুর্থাশ্রমী
দান্ত	ইন্দ্রিয়দমনকারী
দুহা, দুহে, দুহেঁ, দুহো, দোহে, দোহেঁ, দুঁহ, দুঁহা, দুঁহে, দুঁহো, দোঁহ, দোঁহা, দোঁহে, দোঁহো, দোঁহেঁ।	দুইজন
দুহার, দোঁহার	দুইজনের
দেহা	দেহ
দোনো	দুই
দোঁহার	দ্র. দুহার
ধনী	যুবতী, নারী
ধাম	দেবতার আবাস, বাসস্থান
ধেয়ান	ধ্যান
নহিবে	না হইবে
নারিল	পারিলামনা, পারিলনা
নিঅরে	নিকটে
নিকসিল	বাহির হইল
নিতি	নিত্য

নিত্য [-দাস, -ধাম, -পরিকর, -প্রিয়া, -ব্যূহ, -লীলা. -সিদ্ধ]	চিরস্থায়ী, অক্ষয়
নির্ব্বহণ	নির্বাহ
নিয়া	লইয়া
নীত	নীতি
নৃঝল নয়ন	অশ্রুবর্ষী চক্ষু
ন্যাস	স্থাপ্য দ্রব্য, সমর্পিত বস্তু
ন্যাসী	সন্ন্যাসী
পংকত	<পংক্তি
পট্ট	পাটা, তক্তা
পঠ [পঠাইল, পঠাবে, পঠিব, পঠিয়াছে]	পড়
পঢ়াও	পড়াও
পরকীয়া	পর সম্বন্ধীয়া

মধুর রসের মধ্যে

স্বকীয়া পরকীয়া ভাবে দ্বিবিধ সংস্থান॥
পরকীয়া ভাবে অতি রসের উল্লাস।
ব্রজ বিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস॥

—চৈ. চ., ১।৪

পরিকর	সহকারী, পরিবার
পরিপোষ	পরিপুষ্ট (?)
পাঞা	পাইয়া
পাষণ্ডী	ধর্মে অবিশ্বাসী, দুরাচার
পাসরে	ভুলিয়া যায়
পিএ	পান করে

পিণ্ডী	পিঁড়া, বেদী
পিরিতি	<প্রীতি
পুছিল	জিজ্ঞাসা করিল
পূরুবে	<পূর্ব্বে
পূর্বাপর	আনুপূর্বিক
পৌগণ্ড	পাঁচ হইতে দশ বৎসর বয়স পর্যন্ত অবস্থা কৌমারং পঞ্চমাব্দান্তং পৌগণ্ডং দশমাবধি। কৈশোরমাপঞ্চদশাৎ যৌবনঞ্চ ততঃপরম্ ॥ ---শ্রীধর স্বামী
প্রকট	আবির্ভাব
প্রকাশ	অনেকত্র প্রকটতা রূপস্যৈকস্য যৈকদা। সর্ব্বথা তৎস্বরূপৈব স প্রকাশ ইতীর্য্যতে ॥ —লঘুভাগবতামৃত, পূর্বখণ্ড, ১৮ অর্থাৎ, একই কালে বহুস্থানে মূলানুরূপ যে প্রকাশ তাহাকে ‘প্রকাশ’ বলে।
প্রবন্ধ	সন্দর্ভ
প্রস্তাব	প্রসঙ্গ
ফাপর	হতবুদ্ধি
ফুকরি	উচ্চৈঃস্বরে
বট	বড় (?)
বড়াঞি, বড়ী	বড়
বড়াই	বড় আই
বড়ী	দ্র. বড়াঞি
বন্দ	ভূমিখণ্ড

বন্দিএ বন্দে বন্দো	বন্দনা করি
বন্দো	বন্ধক (?)
বরষাণি	বর্ষণ করিয়া
বরিখে	বর্ষণ করে
বর্য [ভক্ত-]	শ্রেষ্ঠ
বহুত	বহু
বাএ	বাতাসে
বালাই	আপদ বিপদ, অমঙ্গল
বাহুড়ি	ফিরাইয়া (প্রত্যাবৃত্ত করাইয়া)
বিদ গদ	<বিদগ্ধ
বিনোদী	আমোদী, বিহারী
বিলাস	স্বরূপমন্যাকারং যত্তস্য ভাতি বিলাসতঃ। প্রায়েণাত্মসমং শক্ত্যা স বিলাসো নিগদ্যতে॥ —লঘুভাগবতামৃত, পূর্ব, ৫ অর্থাৎ, শক্তি ও স্বরূপে এক থাকিয়া একই মূর্তির যে ভিন্ন আকার তাহাকেই বিলাস বলে।
বুলি	বলি
ব্যূহ	বৈকুণ্ঠলোকে পূর্ণৈশ্বর্যরূপ চতুর্ব্যূহ বিদ্যমান— বাসুদেব, সংকর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ —চৈ. চ.. ১।১, ৫
বেদ	অনুভবযোগ্য
বোলনি	স্থূল-বর্তুল. rotundity
বোলাইবা [বোলাইল]	ডাকিয়া পাঠাইবে

বোলএ বোলে	বলে
বৈসে	বসেন, বসিয়া
ব্যাজ	বিলম্ব
ভাঁঞি	ভাই
ভাড়িল	ছলনা বা প্রতারণা করিল
ভায়	প্রতিভাত হয়
ভিতে	দিকে (পার্শ্বে)
ভৃত	পালিত
ভ্রাত্	ভ্রাতা
মাকরী সপ্তমী	মকর সপ্তমী, মাঘী শুক্লা সপ্তমী
মারজ্জই	মার্জনা করে
মার্গ	পথ
মুই, মুঞি মোই, মোঞি	আমি
মুনিষ্য	<মনুষ্য
মোই, মোঞি	দ্র. মুই
মোকে	আমাকে
যদবধি	যেইদিন হইতে
যব	যখন
যাঞি	যাই
যাতে তাতে	যে ভাবেই হউক
যুত	যুক্ত, উপযুক্ত

যূথ (?)	"গণ, সমজাতীয় ব্যক্তিগণের ব্যূহ, শ্রীরাধা-কৃষ্ণের পরিজনগণের যে মহাসমষ্টি তাহাকে যূথ বলে।" —গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান "ললিতা, বিশাখা, পদ্মা ও শৈব্যা ব্যতীত শ্রীরাধাগোপীগণ সকলেই যূথেশ্বরী।"—ঐ
যেহি	যে, যেই
যৈছে	যেইরূপ
য়েছে	এইরূপ
যৈছে তৈছে	যে ভাবেই হউক
রহিছি	রহিয়াছি
রহু	থাকুক
রাগ	অনুরাগ
রাজ্যপাট	রাজসিংহাসন
রাজ্যপাট	রাজত্ব
রীত	<রীতি
লখি	লক্ষ্য করিয়া (?)
লখি (?)	
লড়ি	নড়ি, যষ্টি
লুকি	লুকাইয়া
লেহা	<নেহা <স্নেহ
লোকন	দৃষ্টি
লোমাঞ্চ	<রোমাঞ্চ
সংগতি সংঘতি	সহিত, সঙ্গে

সওঁরি	<সুসারি—সামলাইয়া, সুবিন্যস্ত করিয়া
সদ্ম	অধিষ্ঠান ক্ষেত্র, গৃহ
সনে	সহিত
সন্দি	<সন্ধি—সন্ধান
সন্ধ্যা [কলির প্রথম-]	যুগ সন্ধি (?)
সভা, সভে	সকল, সকলে
সভাক্	সকলের, সকলকে
সভাকার সভার	সকলের
সভাকারে সভাকে, সভারে	সকলকে
সভার	দ্র. সভাকার
সভারে	দ্র. সভাকারে
সভে	দ্র. সভা
সম্ভালি	সামলাইয়া
সম্ভাষ	আলাপ, সম্বোধন
সম্ভাষা	সম্ভাষণ
সহে	সঙ্গে
সাটোপ	দর্পের সহিত
সাতে সাথ	সহিত
সামাল	সাবধান, সংবরণ
সুঝে	দেখে (?)
সেঞি	সেই
সেহি	সেই, তিনি, সে
স্কন্ধ	পরিচ্ছেদ

স্তোক	অল্প
স্যন্দ	ক্ষরণ
হুঙ্কার	উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান
হনে	<হন্তে—হইতে
	[√ভূ + শতৃ > হোন্ত > হুন্ত
	√অস্ + শতৃ > সন্ত > হন্ত > হনে]
হেলন	অবহেলা
হৈঞা	হইয়া